সুনান আন-নাসাঈ

প্রথম খণ্ড

ইমাম আবু আবদুর রহমান আন-নাসাঈ

আবু আবদুর রহমান আহ্‌মাদ আন-নাসাঈ (রহ)

সুনান আন-নাসাঈ

[প্রথম খণ্ড]

অনুবাদ

আলহাজ্জ মাওলানা মুহাম্মাদ মূসা

বি. কম. (অনার্স); এম. কম; এম. এম.

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার

ঢাকা

প্রকাশক
এ.কে.এম. নাজির আহমদ
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ৮৬২৭০৮৬, Fax : ০২-৯৬৬০৬৪৭
সেল্স এন্ড সার্কুলেশান :
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৬২৭০৮৭, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০
Web : www.bicdhaka.com ই-মেইল : info@bicdhaka.com

ISBN : 984-842-014-2 set

প্রথম প্রকাশ : অকটোবর ২০০২
দ্বিতীয় প্রকাশ : যুলকাদা ১৪৩৪
আশ্বিণ ১৪২০
সেপ্টেম্বর ২০১৩

মুদ্রণে

আল ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস
মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

বিনিময় মূল্য : তিনশত বিশ টাকা

Sunan An Nasayee (Vol. 1) Published by AKM Nazir Ahmad Director Bangladesh Islamic Centre Head Office 230 New Elephant Road Dhaka-1205 Sales and Circulation Katabon Masjid Campus Dhaka-1000 1st Edition October 2002 2nd Edition September 2013 Price Taka 320.00 only.

প্রকাশকের কথা

আলহাম্‌দুলিল্লাহ্‌। 'সুনান আন-নাসাঈ'র বাংলা তরজমা প্রথম খণ্ড পাঠকদের সামনে পেশ করতে পেরে মহান আল্লাহ তা'আলার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। মহানবী (সা) ও তাঁর সাহাবায়ে কিরামের উপর দুরূদ ও সালাম নিবেদন করছি। ক্ষমা প্রার্থনা করছি সেইসব অকুতোভয় মনীষীদের জন্য যারা যুগে যুগে দীন ইসলামের দাওয়াহ, ইকামাহ ও জ্ঞান বিস্তারে নিজেদের জীবন কুরবানী করেছেন।

ইমাম নাসাঈ'র (র) "আল-মুজতাবা মিন সুনান আন-নাসাঈ" শীর্ষক হাদীসের কিতাবখানি 'সিহাহ সিত্তাহ' পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। এই পরিবারের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ সহীহ্ মুসলিম, জামে আত-তিরমিযী এবং সুনানু আবী দাউদ হাদীস সংকলনগুলো বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে এবং ক্রমান্বয়ে হচ্ছে। সুনান আন-নাসাঈও সম্পূর্ণভাবে ছয়টি খণ্ডে প্রকাশের পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে।

এই অনুবাদে কিতাব, বাব ও হাদীসের বিন্যাস পদ্ধতি দারুস সালাম পাবলিকেশন, রিয়াদ, সৌদী আরব কর্তৃক প্রকাশিত 'সিহাহ সিত্তাহ (অখণ্ড)' গ্রন্থের অনুসরণে করা হয়েছে। হাদীসের মূল আরবী ইবারত পূর্ণ সনদ সহকারে মুদ্রিত হয়েছে আর অনুবাদে শুধু মূল রাবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

অনুবাদক মাওলানা মুহাম্মাদ মূসা প্রাঞ্জল ভাষায় অনুবাদ সম্পন্ন করেছেন। আমরা আশা করি সম্মানিত পাঠকদের কাছে তাঁর ভাষা সুখপাঠ্য গণ্য হবে।

মহান রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে ক্রমান্বয়ে এই গ্রন্থের সম্পূর্ণ অনুবাদ প্রকাশের এবং পাঠক মহলকে এ থেকে উপকৃত হবার তাওফীক দান করুন।

সূচীপত্র

অনুচ্ছেদ

অনুচ্ছেদ

অনুচ্ছেদ

অনুচ্ছেদ

অনুচ্ছেদ

অনুচ্ছেদ

অধ্যায় ঃ ২

কিতাবুল মিয়াহ্
(পানির বর্ণনা)

অধ্যায় ঃ ৩

কিতাবুল হায়দ ওয়াল-ইসতিহাদা

অনুচ্ছেদ

(হায়েয ও ইসতিহাযা)

অধ্যায় ঃ ৪

কিতাবুল গুসল ওয়াত-তাইয়াম্মুম

অনুচ্ছেদ

(গোসল ও তাইয়াম্মুম)

অধ্যায় ঃ ৫
কিতাবুস সালাত
(নামায)

অনুচ্ছেদ

অধ্যায় ঃ ৬
কিতাবুল মাওয়াকীত
(নামাযের ওয়াক্তসমূহ)

অনুচ্ছেদ

অনুচ্ছেদ

অধ্যায় ঃ ৭
কিতাবুল আযান
(আযান)

অনুচ্ছেদ

অধ্যায় ঃ ৮

কিতাবুল মাসাজিদ

(মসজিদসমূহ)

অনুচ্ছেদ

অনুচ্ছেদ

অধ্যায় ঃ ৯

কিতাবুল কিবলাহ
(কিবলার বিবরণ)

অনুচ্ছেদ

অধ্যায় ঃ ১০

কিতাবুল ইমামাত
(ইমামতি)

অনুচ্ছেদ

অনুচ্ছেদ

হাদীস সংকলন ও সংরক্ষণ

যাবতীয় প্রশংসা বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহ তাআলার জন্য। সালাত ও সালাম তাঁর প্রিয় হাবীব মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্র উপর।

হাদীস মুসলিম মিল্লাতের এক অমূল্য সম্পদ, ইসলামী শরীআতের অন্যতম অপরিহার্য উৎস এবং ইসলামী জীবন বিধানের অন্যতম মূল ভিত্তি। কুরআন মজীদ যেখানে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মৌলনীতি পেশ করে, হাদীস সেখানে এই মৌলনীতির বিস্তারিত বিশ্লেষণ ও তা বাস্তবায়নের কার্যকর পন্থা বলে দেয়। কুরআন ইসলামের প্রদীপ-স্তম্ভ, হাদীস তার বিচ্ছুরিত আলো। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে কুরআন যেন হৃদপিণ্ড, আর হাদীস এই হৃদপিণ্ডের সাথে সংযুক্ত ধমনী। জ্ঞানের বিশাল ক্ষেত্রে এই ধমনী প্রতিনিয়ত তাজা তপ্ত শোণিতধারা প্রবাহিত করে এর অংগ-প্রত্যংগকে অব্যাহতভাবে সতেজ ও সক্রিয় রাখে। হাদীস একদিকে যেমন কুরআনুল আযীমের নির্ভুল ব্যাখ্যা দান করে, অনুরূপভাবে তা পেশ করে কুরআনের ধারক ও বাহক মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবন-চরিত, কর্মনীতি ও আদর্শ এবং তাঁর কথা ও কাজ, হেদায়াত ও উপদেশের বিস্তারিত বিবরণ। এজন্যই ইসলামী জীবন-বিধানে কুরআনে হাকীমের পরপরই হাদীসের স্থান।

আল্লাহ তাআলা জিবরাঈল আমীনের মাধ্যমে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যে ওহী নাযিল করেছেন, তাই হচ্ছে হাদীসের মূল উৎস। ওহী অর্থ ঃ ইশারা করা, গোপনে অপরের সাথে কথা বলা, অপরের অজ্ঞাতসারে কাউকে কিছু জানিয়ে দেয়া" (উমদাতুল কারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪)। ওহীলব্ধ জ্ঞান দুই প্রকার। প্রথম প্রকার মৌল জ্ঞান, যা প্রত্যক্ষ ওহীর (وحى متلوء) মাধ্যমে প্রাপ্ত, যার নাম 'কিতাবুল্লাহ' বা 'আল-কুরআন'। এর ভাব ও ভাষা উভয়ই আল্লাহ্র, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা হুবহু আল্লাহ্র ভাষায় প্রকাশ করেছেন। দ্বিতীয় প্রকারের জ্ঞান—যা প্রথম প্রকারের জ্ঞানের ভাষ্য এবং যা পরোক্ষ ওহীর (وحى غير متلوء) মাধ্যমে প্রাপ্ত, এর নাম 'সুন্নাহ' বা 'আল-হাদীস'। এর ভাব আল্লাহ্র, কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা নিজের ভাষায়, নিজের কথা এবং নিজের কাজ ও সম্মতির মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। প্রথম প্রকারের ওহী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সরাসরি নাযিল হতো এবং তাঁর কাছে উপস্থিত লোকেরা তা উপলব্ধি করতে পারতো। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের ওহী তাঁর উপর প্রচ্ছন্নভাবে নাযিল হতো এবং অন্যরা তা উপলব্ধি করতে পারতো না।

আখিরী নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনের ধারক ও বাহক, কুরআন তাঁর উপরই নাযিল হয়। আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে মানব

জাতিকে একটি আদর্শ অনুসরণের ও অনেক বিধি-বিধান পালনের নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু তা বাস্তবায়নের বিস্তারিত বিবরণ দান করেননি। এর ভার ন্যস্ত করেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর। তিনি নিজের কথা, কাজ ও আচার-আচরণের মাধ্যমে কুরআনের আদর্শ ও বিধান বাস্তবায়নের পন্থা ও নিয়ম-কানুন বলে দিয়েছেন। কুরআনকে কেন্দ্র করেই তিনি ইসলামের এক পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ ও জীবনবিধান পেশ করেছেন। অন্য কথায়, কুরআন মজীদের শিক্ষা ও নির্দেশসমূহ ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কার্যকর করার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে পন্থা অবলম্বন করেছেন, তাই হচ্ছে হাদীস।

হাদীসও যে ওহীর সূত্রে প্রাপ্ত এবং তা শরীআতের মৌল বিধান পেশ করে, তার প্রমাণ কুরআন ও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীর মধ্যেই বিদ্যমান রয়েছে। মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় নবী সম্পর্কে বলেন ঃ

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى . اِنْ هُوَ اِلاَّ وَحْيٌ يُّوْحٰى .

"তিনি (নবী) নিজের ইচ্ছামত কোন কথা বলেন না, যা কিছু বলেন, তা সবই আল্লাহ্র ওহী" (সূরা নাজ্ম ঃ ৩, ৪)।

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ . لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ . ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ .

"তিনি (নবী) যদি নিজে রচনা করে কোন কথা আমাদের নামে চালিয়ে দিতেন, তাহলে আমরা তার ডান হাত ধরে ফেলতাম এবং তার কণ্ঠনালী ছিন্ন করে ফেলতাম" (সূরা আল-হাক্কাহ ঃ ৪৪-৪৬)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "রূহুল কুদুস (জিবরাঈল) আমার মানসপটে এ কথা ফুঁকে দিলেন, নির্দ্ধারিত পরিমাণ রিযিক পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ না করা পর্যন্ত এবং নির্দিষ্ট আয়ুষ্কাল শেষ হওয়ার পূর্বে কোন প্রাণীই মরতে পারে না" (বায়হাকী, শারহুস সুন্নাহ)। "আমার নিকট জিবরাঈল (আ) এলেন এবং আমার সাহাবীগণকে উচ্চস্বরে তাকবীর ও তাহলীল বলতে আদেশ করার জন্য আমাকে নির্দেশ দিলেন" (নাইলুল আওতার, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৫৩)। "জেনে রাখো! আমাকে কুরআন দেয়া হয়েছে এবং তার সাথে দেয়া হয়েছে এর অনুরূপ আরও একটি জিনিস" (আবু দাউদ, ইবনে মাজা, দারিমী)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করার জন্য আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে নিম্নোক্ত ভাষায় নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

وَمَا اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا .

"রাসূল তোমাদের যা কিছু দেন তা গ্রহণ করো এবং যা করতে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো" (সূরা হাশর ঃ ৭)।

হাদীস অধ্যয়নের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লামা বদরুদ্দীন আল-আয়নী (র) লিখেছেন, দুনিয়া ও আখেরাতের পরম কল্যাণ লাভই হচ্ছে হাদীস অধ্যয়নের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। আল্লামা কিরমানী (র) লিখেছেন, "কুরআনের পর সকল প্রকার জ্ঞানের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বোত্তম এবং তথ্য ও তত্ত্ব সমৃদ্ধ সম্পদ হচ্ছে ইলমে হাদীস। কারণ এই জ্ঞানের সাহায্যেই আল্লাহ্‌র কালামের লক্ষ্য ও তাৎপর্য জানা যায় এবং তাঁর হুকুম-আহকামের উদ্দেশ্য অনুধাবন করা যায়।"

হাদীসের পরিচয়

শাব্দিক অর্থে হাদীস (حديث) শব্দের অর্থ কথা; প্রাচীন ও পুরাতনের বিপরীত বিষয়। এ অর্থে যেসব কথা, কাজ ও বস্তু পূর্বে ছিল না, এখন অস্তিত্ব লাভ করেছে, তাই হাদীস। ফকীহগণের পরিভাষায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র মনোনীত রাসূল হিসাবে যা কিছু বলেছেন, যা কিছু করেছেন এবং যা কিছু বলার বা করার অনুমতি দিয়েছেন অথবা সমর্থন জানিয়েছেন, তাকে হাদীস বলে। কিন্তু মুহাদ্দিসগণ-এর সংগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কিত বর্ণনা ও তাঁর গুণাবলী সম্পর্কিত বিবরণকেও হাদীসের অন্তর্ভুক্ত করেন। এ হিসাবে হাদীসকে প্রাথমিক পর্যায়ে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় ঃ কাওলী হাদীস, ফেলী হাদীস ও তাকরীরী হাদীস।

প্রথমতঃ কোন বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছেন, অর্থাৎ যে হাদীসে তাঁর কোন কথা উদ্ধৃত হয়েছে, তাকে কাওলী (কথামূলক) হাদীস বলে। দ্বিতীয়তঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাজকর্ম, চরিত্র ও আচার-আচরণের ভেতর দিয়েই ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধান ও রীতি-নীতি পরিস্ফুটিত হয়েছে। অতএব যে হাদীসে তাঁর কোন কাজের বিবরণ উল্লেখিত হয়েছে তাকে ফেলী (কর্মমূলক) হাদীস বলে। তৃতীয়তঃ সাহাবীগণের যেসব কথা ও কাজ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুমোদন ও সমর্থনপ্রাপ্ত হয়েছে সে ধরনের কোন কথা বা কাজের বিবরণ হতেও শরীআতের দৃষ্টিভংগি জানা যায়। অতএব যে হাদীসে এ ধরনের কোন ঘটনার বা কাজের উল্লেখ পাওয়া যায় তাকে তাকরীরী (সমর্থনমূলক) হাদীস বলে।

হাদীসের অপর নাম সুন্নাত (سنة)। সুন্নাত শব্দের অর্থ চলার পথ, কর্মের নীতি ও পদ্ধতি। যে পন্থা ও রীতি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবলম্বন করতেন তা-ই সুন্নাতুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। অন্য কথায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রচারিত উচ্চতম আদর্শই হলো সুন্নাত। কুরআন মজীদে মহোত্তম আদর্শ (اسوة حسنة) বলতে এই সুন্নাতকেই বুঝানো হয়েছে। (ফিক্‌হ শাস্ত্রে সুন্নাত বলতে ফরয

ও ওয়াজিব ব্যতীত ইবাদতরূপে যা করা হয় তা বুঝায়, যেমন সুন্নাত নামায)। হাদীসকে আরবী ভাষায় খবর (خبر)-ও বলা হয়। তবে খবর শব্দটি যুগপৎভাবে হাদীস ও ইতিহাস উভয়টিই বুঝায়।

আছার (اثار) শব্দটিও কখনও কখনও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস নির্দেশ করে। কিন্তু অনেকেই হাদীস ও আছারের মধ্যে কিছু পার্থক্য করে থাকেন। তাঁদের মতে সাহাবীদের থেকে শরীআত সম্পর্কে যা কিছু উদ্ধৃত হয়েছে, তাকে আছার বলে। তবে এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, শরীআত সম্পর্কে সাহাবীদের নিজস্বভাবে কোন বিধান দেয়ার প্রশ্নই উঠে না। কাজেই এ ব্যাপারে তাদের উদ্ধৃতিসমূহ মূলত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্ধৃতি। কিন্তু কোন কারণে শুরুতে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম উল্লেখ করেননি। উসূলে হাদীসের পরিভাষায় এসব আছারকে বলা হয় 'মাওকূফ হাদীস'।

ইলমে হাদীসের কতিপয় পরিভাষা

সাহাবী ঃ যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য লাভ করেছেন বা তাঁকে দেখেছেন ও তাঁর অন্তত একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন অথবা জীবনে একবার তাঁকে দেখেছেন এবং ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করেছেন তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী বলে।

তাবিঈ ঃ যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন সাহাবীর নিকট হাদীস শিক্ষা করেছেন অথবা অন্ততপক্ষে তাকে দেখেছেন এবং মুসলমান হিসাবে মৃত্যুবরণ করেছেন, তাকে তাবিঈ বলে।

মুহাদ্দিস ঃ যে ব্যক্তি হাদীস চর্চা করেন এবং বহু সংখ্যক হাদীসের সনদ ও মতন সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান রাখেন, তাকে মুহাদ্দিস (محدث) বলে।

শায়খ ঃ হাদীসের শিক্ষাদাতা রাবীকে শায়খ (شيخ) বলে।

শায়খায়ন ঃ সাহাবীগণের মধ্যে আবু বাক্‌র ও উমার (রা)-কে একত্রে শায়খায়ন বলা হয়, কিন্তু হাদীস শাস্ত্রে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র)-কে এবং ফিক্‌হের পরিভাষায় ইমাম আবু হানীফা (র) ও আবু ইউসুফ (র)-কে একত্রে শায়খায়ন বলা হয়।

হাফিজ ঃ যিনি সনদ ও মতনের সমস্ত বৃত্তান্তসহ এক লাখ হাদীস আয়ত্ত করেছেন, তাকে হাফিজ (حافظ الحديث) বলে।

হুজ্জাত ঃ একইভাবে যিনি তিন লক্ষ হাদীস আয়ত্ত করেছেন তাকে হুজ্জাত (حجة) বলে।

হাকেম ঃ যিনি সমস্ত হাদীস আয়ত্ত করেছেন, তাকে হাকেম (حاكم) বলে।

রাবী ঃ যিনি হাদীস বর্ণনা করেন তাকে রাবী (راوى) বা বর্ণনাকারী বলে।

রিজাল ঃ হাদীসের রাবীসমষ্টিকে রিজাল (رجال) বলে। যে শাস্ত্রে রাবীগণের জীবনী বর্ণনা করা হয়েছে তাকে আসমাউর রিজাল (اسماء الرجال) বলে।

রিওয়ায়াত ঃ হাদীস বর্ণনা করাকে রিওয়ায়াত (رواية) বলে। কখনও কখনও মূল হাদীসকেও রিওয়ায়াত বলা হয়। যেমন, এই কথার সমর্থনে একটি রিওয়ায়াত (হাদীস) আছে।

সনদ ঃ হাদীসের মূল কথাটুকু যে সূত্র পরম্পরায় গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত পৌছেছে, তাকে (سند) বলে। এতে হাদীস বর্ণনাকারীদের নাম একের পর এক সজ্জিত থাকে।

মতন ঃ হাদীসের মূল কথা ও তার শব্দসমষ্টিকে মতন (متن) বলে।

মারফূ ঃ যে হাদীসের সনদ (বর্ণনা পরম্পরা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌছেছে অর্থাৎ যে সনদের ধারাবাহিকতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত সুরক্ষিত আছে এবং মাঝখান থেকে কোন রাবীর নাম বাদ পড়েনি তাকে মারফূ (مرفوع) হাদীস বলে।

মাওকূফ ঃ যে হাদীসের বর্ণনা সূত্র উর্ধ্বদিকে সাহাবী পর্যন্ত পৌছেছে অর্থাৎ যে সনদ সূত্রে কোন সাহাবীর কথা বা কাজ বা অনুমোদন বর্ণিত হয়েছে, তাকে মাওকূফ (موقوف) হাদীস বলে। এর অপর নাম আছার (اثار)।

মাকতূ ঃ যে হাদীসের সনদ কোন তাবিঈ পর্যন্ত পৌছেছে তাকে মাকতূ (مقطوع) হাদীস বলে।

তালীক ঃ কোন কোন গ্রন্থকার কোন হাদীসের পূর্ণ সনদকে বাদ দিয়ে কেবল মূল হাদীসটিই বর্ণনা করেছেন। এরূপ করাকে তালীক (تعليق) বলে। কখনো কখনো তালীকরূপে বর্ণিত হাদীসকেও 'তালীক' বলে। ইমাম বুখারী (র)-এর সহীহ গ্রন্থে এরূপ বহু 'তালীক' রয়েছে। কিন্তু অনুসন্ধানে দেখা গিয়েছে যে, বুখারীর সমস্ত তালীকেরই মুত্তাসিল সনদ রয়েছে। অপর সংকলনকারীগণ এই সমস্ত তালীক মুত্তাসিল সনদে বর্ণনা করেছেন।

মুদাল্লাস ঃ যে হাদীসের রাবী নিজের প্রকৃত শায়েখ (উসতাদ)-এর নাম উল্লেখ না করে তার উপরস্থ শায়খের নামে এভাবে হাদীস বর্ণনা করেছেন যাতে মনে হয় যে, তিনি নিজেই উপরস্থ শায়খের নিকট তা শুনেছেন, অথচ তিনি তার নিকট সেই হাদীস শুনেন নাই, সে হাদীসকে হাদীসে মুদাল্লাস (مدلس) বলে এবং এইরূপ করাকে 'তাদলীস' বলে। আর যিনি এইরূপ করেন তাকে মুদাল্লিস বলে। মুদাল্লিসের হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়, যে পর্যন্ত না একথা নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, তিনি একমাত্র সিকাহ রাবী থেকেই তাদলীস করেন অথবা তিনি আপন শায়খের নিকট শুনেছেন বলে পরিষ্কারভাবে বলে দেন।

মুযতারাব ঃ যে হাদীসের রাবী হাদীসের মতন বা সনদকে বিভিন্ন প্রকারে গোলমাল করে বর্ণনা করেছেন, সে হাদীসকে হাদীসে মুযতারাব (مضطرب) বলে। যে পর্যন্ত না

এর কোনরূপ সমন্বয় সাধন সম্ভবপর হয়, সে পর্যন্ত এই সম্পর্কে তাওয়াক্কুফ (অপেক্ষা) করতে হবে (অর্থাৎ এই ধরনের রিওয়ায়াত প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না)।

মুদরাজ ঃ যে হাদীসের মধ্যে রাবী নিজের অথবা অপরের উক্তিকে প্রক্ষেপ করেছেন, সে হাদীসকে মুদরাজ (مدرج প্রক্ষিপ্ত) বলে এবং এইরূপ করাকে ইদরাজ (ادراج) বলে। ইদরাজ হারাম, অবশ্য যদি এদ্বারা কোন শব্দ বা বাক্যের অর্থ প্রকাশ করা হয় এবং একে মুদরাজ বলে সহজে বুঝা যায়, তবে তা দূষণীয় নয়।

মুত্তাসিল ঃ যে হাদীসের সনদের ধারাবাহিকতা উপর থেকে নিচ পর্যন্ত পূর্ণরূপে রক্ষিত আছে, কোন স্তরেই রাবীর নাম বাদ পড়েনি, তাকে মুত্তাসিল (متصل) হাদীস বলে।

মুদাল ঃ যে হাদীসের সনদ থেকে পরপর দুইজন রাবীর নাম বাদ পড়েছে তাকে 'হাদীসে মুদাল' (معضل) বলা হয়।

মুনকাতি ঃ যে হাদীসের সনদের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়নি, মাঝখানের কোন এক স্তরে কোন রাবীর নাম বাদ পড়েছে, তাকে মুনকাতি (منقطع) হাদীস বলে। আর এই বাদ পড়াকে বলে ইনকিতা (انقطاع)।

মুরসাল ঃ যে হাদীসের সনদের ইনকিতা শেষের দিকে হয়েছে অর্থাৎ সাহাবীর নাম বাদ পড়েছে এবং তাবিঈ সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামোল্লেখ করে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাকে মুরসাল (مرسل) হাদীস বলে।

মুতাবি ও শাহিদ ঃ এক রাবীর হাদীসের অনুরূপ যদি অপর রাবীর কোন হাদীস পাওয়া যায় তবে দ্বিতীয় রাবীর হাদীসটিকে প্রথম রাবীর হাদীসটির মুতাবি (متابع) বলে, যদি উভয় হাদীসের মূল রাবী (অর্থাৎ সাহাবী) একই ব্যক্তি হন। আর এইরূপ হওয়াকে মুতাবাআত বলে। যদি মূল রাবী একই ব্যক্তি না হন তবে দ্বিতীয় ব্যক্তির হাদীসকে শাহিদ (شاهد) বলে। আর এইরূপ হওয়াকে শাহাদাত বলে। মুতাবাআত ও শাহাদাত দ্বারা প্রথম হাদীসটির শক্তি বা প্রামাণ্যতা বৃদ্ধি পায়।

মুআল্লাক ঃ সনদের ইনকিতা প্রথম দিকে হলে অর্থাৎ সাহাবীর পর এক বা একাধিক রাবীর নাম বাদ পড়লে, তাকে মুআল্লাক (معلق) হাদীস বলে।

মারূফ ও মুনকার ঃ কোন দুর্বল রাবীর বর্ণিত হাদীস অপর কোন দুর্বল রাবীর বর্ণিত হাদীসের বিরোধী হলে, অপেক্ষাকৃত কম দুর্বল রাবীর হাদীসকে মারূফ (معروف) বলে এবং অপর রাবীর হাদীসটিকে মুনকার (منكر) বলে। মুনকার হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

সহীহ ঃ যে মুত্তাসিল হাদীসের সনদে উল্লেখিত প্রত্যেক রাবীই পূর্ণ আদালত ও যাবৃত গুণসম্পন্ন এবং হাদীসটি যাবতীয় দোষক্রটিমুক্ত, তাকে সহীহ (صحيح) হাদীস বলে।

হাসান ঃ যে হাদীসের কোন রাবীর যাবৃতগুণে পরিপূর্ণতার অভাব রয়েছে, তাকে হাসান (حسن) হাদীস বলে। ফিক্হবিদগণ সাধারণত সহীহ ও হাসান হাদীসের ভিত্তিতে আইন প্রণয়ন করেন।

যঈফ ঃ যে হাদীসের কোন রাবী হাসান হাদীসের রাবীর গুণসম্পন্ন নন, তাকে যঈফ (ضعيف) হাদীস বলে। রাবীর দুর্বলতার কারণেই হাদীসটিকে দুর্বল বলা হয়, অন্যথায় (নাঊযুবিল্লা) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন কথাই যঈফ নয়।

মাওদূ ঃ যে হাদীসের রাবী জীবনে কখনও ইচ্ছাকৃতভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে মিথ্যা কথা রচনা করেছেন বলে প্রমাণিত হয়েছে, তার বর্ণিত হাদীসকে মাওদূদ (موضوع) হাদীস বলে। এরূপ ব্যক্তির বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

মাতরূক ঃ যে হাদীসের রাবী হাদীসের ক্ষেত্রে নয়, বরং সাধারণ কাজেকর্মে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে বলে খ্যাত, তার বর্ণিত হাদীসকে মাতরূক (متروك) হাদীস বলে। এরূপ ব্যক্তির বর্ণিত হাদীসও পরিত্যাজ্য।

মুবহাম ঃ যে হাদীসের রাবীর উত্তমরূপে পরিচয় পাওয়া যায়নি, যার ভিত্তিতে তার দোষগুণ বিচার করা যেতে পারে, এরূপ রাবীর বর্ণিত হাদীসকে মুবহাম (مبهم) হাদীস বলে। এই ব্যক্তি সাহাবী না হলে তার হাদীসও গ্রহণযোগ্য নয়।

মুতাওয়াতির ঃ যে সহীহ হাদীস প্রতিটি যুগে এত অধিক লোক রিওয়ায়াত করেছেন, যাদের পক্ষে মিথ্যার জন্য দলবদ্ধ হওয়া সাধারণত অসম্ভব, তাকে মুতাওয়াতির (متواتر) হাদীস বলে। এই ধরনের হাদীস দ্বারা নিশ্চিত জ্ঞান (علم اليقين) লাভ হয়।

খবরে ওয়াহিদ ঃ প্রতিটি যুগে এক, দুই অথবা তিনজন রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসকে খবরে ওয়াহিদ (الخبر الواحد) বা আখবারুল আহাদ (اخبار الاحد) বলে। এই হাদীস তিন প্রকার ঃ

মাশহূর ঃ যে সহীহ হাদীস প্রতিটি যুগে অন্ততপক্ষে তিনজন রাবী বর্ণনা করেছেন, তাকে মাশহূর (مشهور) হাদীস বলে।

আযীয ঃ যে সহীহ হাদীস প্রতিটি যুগে অন্তত দুইজন রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে আযীয (عزيز) বলে।

গরীব ঃ যে সহীহ হাদীস কোন যুগে একজন মাত্র রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে গরীব (غريب) হাদীস বলে।

হাদীসে কুদসী ঃ এ ধরনের হাদীসের মূলকথা সরাসরি আল্লাহ্‌র নিকট থেকে প্রাপ্ত এবং আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কিত করে (যেমন قال الله)। আল্লাহ তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইলহাম কিংবা স্বপ্নযোগে অথবা জিবরীল (আ)-এর মাধ্যমে তা জানিয়ে দিয়েছেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা নিজ ভাষায় বর্ণনা করেছেন। হাদীসে কুদসীকে হাদীসে ইলাহী (الهى) বা রব্বানী (ربانى)-ও বলা হয়।

মুত্তাফাক আলায়হ ঃ যে হাদীস একই সাহাবী থেকে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উভয়ে গ্রহণ করেছেন, তাকে মুত্তাফাক আলায়হ (متفق عليه) হাদীস বলে।

আদালত ঃ যে সুদৃঢ় শক্তি মানুষকে তাকওয়া ও শিষ্টাচার অবলম্বনে এবং মিথ্যা আচরণ থেকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করে তাকে আদালত (عدالت) বলে। এখানে তাকওয়া বলতে অশোভনীয় ও অভদ্রোচিত কার্য থেকে বিরত থাকা, যেমন হাট-বাজারে বা প্রকাশ্যে পানাহার করা বা রাস্তা-ঘাটে পেশাব-পায়খানা করা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকা বুঝায়। এসব গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিকে আদিল বলে।

যাবত ঃ যে স্মৃতিশক্তি দ্বারা মানুষ শ্রুত বা লিখিত বিষয়কে বিস্মৃতি বা বিনাশ থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয় এবং যখন ইচ্ছা তা সঠিকভাবে স্মরণ করতে পারে তাকে যাবত (ضبط) বলে।

ছিকাহ ঃ যে রাবীর মধ্যে আদালত ও যাবত উভয় গুণ পূর্ণভাবে বিদ্যমান তাকে ছিকাহ (ثقة), সাবিত (ثابت) বা সাবাত (ثبت) বলে।

হাদীস গ্রন্থসমূহের শ্রেণীবিভাগ ঃ হাদীস গ্রন্থ প্রণয়নের বিভিন্ন ধরন ও পদ্ধতি রয়েছে। এসব গ্রন্থের নামও বিভিন্ন ধরনের। নিম্নে এর কতিপয় প্রসিদ্ধ পদ্ধতির নাম উল্লেখ করা হল ঃ

১. আল-জামে ঃ যেসব হাদীস গ্রন্থে আকীদা-বিশ্বাস, আহকাম (শরীআতের আদেশ-নিষেধ), আখলাক ও আদাব, দয়া, যুদ্ধ ও সন্ধি, শত্রুদের মোকাবিলায় মুজাহিদ বাহিনী প্রেরণ, বিশৃঙ্খলা-বিপর্যয়, রিকাক, প্রশংসা ও মর্যাদার বর্ণনা ইত্যাদি সকল প্রকারের হাদীস বিভিন্ন অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয় তাকে আল-জামি (الجامع) বলা হয়। সহীহ বুখারী ও জামে তিরমিযী এর অন্তর্ভুক্ত। সহীহ মুসলিমে যেহেতু তাফসীর ও কিরাআত সংক্রান্ত হাদীস খুবই কম তাই কোন কোন হাদীস বিশারদের মতে তা জামে শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নয়।

২. আস-সুনান ঃ যেসব হাদীস গ্রন্থে কেবলমাত্র শরীআতের হুকুম-আহকাম ও ব্যবহারিক জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় নিয়মনীতি ও আদেশ-নিষেধমূলক হাদীস একত্র করা হয় এবং ফিকহের গ্রন্থের ন্যায় বিভিন্ন অধ্যায় ও অনুচ্ছেদে সজ্জিত করা হয় তাকে সুনান (السنن) বলে। যেমন সুনান আবু দাউদ, সুনান নাসাঈ, সুনান ইবনে মাজা ইত্যাদি। তিরমিযী শরীফও এক হিসাবে সুনান গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

৩. আল-মুসনাদ ঃ যেসব হাদীস গ্রন্থে সাহাবীদের থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহ তাঁদের নামের আদ্যাক্ষর অনুযায়ী পরপর সংকলিত হয়, ফিকহের পদ্ধতিতে সংকলিত হয় না তাকে আল-মুসনাদ (المسند) বা আল-মাসানীদ (المسانيد) বলে। যেমন হযরত আয়েশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত সমস্ত হাদীস তার নামের শিরোনামের অধীনে একত্র করা হয়। যেমন ইমাম আহমাদ (র)-এর আল-মুসনাদ গ্রন্থ, মুসনাদে আবু দাউদ তায়ালিসী ইত্যাদি।

৪. আল-মুজাম ঃ যে হাদীস গ্রন্থে মুসনাদ গ্রন্থের পদ্ধতিতে এক একজন উস্তাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত হাদীসসমূহ পর্যায়ক্রমে একত্রে সন্নিবেশিত করা হয় তাকে আল-মুজাম (المعجم) বলে। যেমন ইমাম তাবারানী সংকলিত আল-মুজামুল কাবীর।

৫. আল-মুসতাদরাক ঃ যেসব হাদীস বিশেষ কোন হাদীস গ্রন্থে শামিল করা হয়নি, অথচ তা সংশ্লিষ্ট গ্রন্থকারের অনুসৃত শর্তে পূর্ণমাত্রায় উত্তীর্ণ হয়, সেইসব হাদীস যে গ্রন্থে সন্নিবেশিত করা হয় তাকে আল-মুসতাদরাক (المستدرك) বলে। যেমন ইমাম হাকেম নিশাপুরীর আল-মুসতাদরাক গ্রন্থ।

৬. রিসালা ঃ যে ক্ষুদ্র কিতাবে মাত্র এক বিষয়ের হাদীসসমূহ একত্র করা হয়েছে তাকে রিসালা (رسالة) বা জুয (جزء) বলে।

সিহাহ সিত্তা ঃ বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবন মাজা, এই ছয়টি গ্রন্থকে একত্রে সিহাহ সিত্তা (الصحاح الستة) বলা হয়। কিন্তু কতক বিশিষ্ট আলেম ইবনে মাজার পরিবর্তে ইমাম মালেক (র)-এর মুওয়াত্তাকে, আবার কতকে সুনানুদ দারিমীকে সিহাহ সিত্তার অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

সাহীহায়ন ঃ সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমকে একত্রে সহীহায়ন (صحيحين) বলে।

সুনানে আরবাআ ঃ সিহাহ সিত্তার অপর চারটি গ্রন্থ-আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাকে একত্রে সুনানে আরবাআ (سنن اربعة) বলে।

হাদীসের কিতাবসমূহের স্তর বিভাগ ঃ হাদীসের কিতাবসমূহকে মোটামুটিভাবে পাঁচটি স্তর বা তবাকায় ভাগ করা হয়েছে। শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দিহলাবী (র)-ও তাঁর 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' নামক কিতাবে এরূপ পাঁচ স্তরে ভাগ করেছেন।

প্রথম স্তর ঃ এ স্তরের কিতাবসমূহে কেবল সহীহ হাদীসই রয়েছে। এ স্তরের কিতাব মাত্র তিনটি ঃ "মুওয়াত্তা ইমাম মালেক," 'বুখারী শরীফ' ও 'মুসলিম শরীফ'। সকল হাদীস বিশেষজ্ঞ এ বিষয়ে একমত যে, এ তিনটি কিতাবের সমস্ত হাদীসই নিশ্চিতরূপে সহীহ।

দ্বিতীয় স্তর ঃ এ স্তরের কিতাবসমূহ প্রথম স্তরের খুব কাছাকাছি। এ স্তরের কিতাবে সাধারণত সহীহ ও হাসান হাদীসই রয়েছে। যঈফ হাদীস এতে খুব কমই আছে। সুনান নাসাঈ, সুনান আবু দাউদ ও জামে আত-তিরমিযী এ স্তরেরই কিতাব। সুনান দারিমী, সুনান ইবনে মাজা এবং শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র)-এর মতে মুসনাদ ইমাম আহমাদকেও এ স্তরে শামিল করা যেতে পারে। এই দুই স্তরের কিতাবের উপরই সকল মাযহাবের ফকীহগণ নির্ভর করে থাকেন।

তৃতীয় স্তর ঃ এ স্তরের কিতাবে সহীহ, হাসান, যঈফ, মারূফ ও মুনকার সকল রকমের হাদীসই রয়েছে। মুসনাদ আবী ইয়ালা, মুসনাদ আবদুর রাজ্জাক, বায়হাকী, তাহাবী ও তাবারানীর (র)-র কিতাবসমূহ এ স্তরেরই অন্তর্ভুক্ত।

বিশেষজ্ঞগণের যাচাই-বাছাই ব্যতীত এ সকল কিতাবের হাদীস গ্রহণ করা যেতে পারে না।

চতুর্থ স্তর ঃ এ স্তরের কিতাবসমূহে সাধারণত যঈফ ও গ্রহণের অযোগ্য হাদীসই রয়েছে। ইবনে হিব্বানের কিতাবুদ-দুআফা, ইবনুল আছীরের আল-কামিল এবং খাতীব বাগদাদী ও আবু নুআয়মের কিতাবসমূহ এই স্তরের কিতাব।

পঞ্চম স্তর ঃ উপরোক্ত স্তরে যে সকল কিতাবের স্থান নাই সে সকল কিতাবই এ স্তরের কিতাব।

সহীহাইনের বাইরেও সহীহ হাদীস রয়েছে ঃ বুখারী ও মুসলিম শরীফ হাদীসের সহীহ কিতাব। কিন্তু সমস্ত সহীহ হাদীসই যে বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে তা নয়। ইমাম বুখারী (র) বলেন ঃ 'আমি আমার এ কিতাবে সহীহ ব্যতীত কোন হাদীসকে স্থান দেই নাই এবং বহু সহীহ হাদীস আমি বাদও দিয়েছি।'

এইরূপে ইমাম মুসলিম (র) বলেন ঃ 'আমি আমার এ কিতাবে যে সকল হাদীস সংকলন করেছি তা সমস্তই সহীহ, কিন্তু আমি এ কথা বলি না যে, এর বাইরে যে সকল হাদীস রয়েছে সেগুলি সমস্তই যঈফ।'

সুতরাং এই দুই কিতাবের বাইরেও সহীহ হাদীস ও সহীহ কিতাব রয়েছে। শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দিহলাবীর মতে "সিহাহ সিত্তা", মুওয়াত্তা ইমাম মালেক ও সুনানুদ দারিমী ব্যতীত নিম্নোক্ত কিতাবসমূহও সহীহ (যদিও বুখারী ও মুসলিমের পর্যায়ের নয়)।

১. সহীহ ইবনে খুযায়মা—আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (৩১১ হি.)

২. সহীহ ইবনে হিব্বান—আবু হাতিম মুহাম্মাদ ইবনে হিব্বান (৩৫৪ হি.)

৩. আল-মুস্তাদরাক হাকেম—আবু আবদুল্লাহ নিশাপুরী (৪০২ হি.)

৪. আল-মুখতারা—যিয়াউদ্দীন আল-মাকদিসী (৭৪৩ হি.)

৫. সহীহ আবু আওয়ানা—ইয়াকুব ইবনে ইসহাক (৩১১ হি.)

৬. আল-মুনতাকা—ইবনুল জারূদ আবদুল্লাহ ইবনে আলী।

হাদীসের সংখ্যা ঃ হাদীসের মূল কিতাবসমূহের মধ্যে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের 'মুসনাদ' একটি বৃহৎ কিতাব। এতে সাত শত সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত পুনরোল্লেখ (তাকরার)-সহ মোট ৪০ হাজার এবং 'তাকরার' বাদ ৩০ হাজার হাদীস রয়েছে। শায়খ আলী মুত্তাকী জৌনপুরীর 'মুনতাখাব কানযিল উম্মালে' ৩০ হাজার এবং মূল কানযুল উম্মাল-এ (তাকরার বাদ) মোট ৩২ হাজার হাদীস রয়েছে। অথচ এই কিতাব বহু মূল কিতাবের সমষ্টি। একমাত্র হাসান ইবনে আহমাদ সমরকান্দীর 'বাহরুল আসানীদ' কিতাবেই এক লক্ষ হাদীস রয়েছে বলে বর্ণিত আছে। মোট হাদীসের সংখ্যা সাহাবা ও তাবিঈনের আছারসহ সর্বমোট এক লক্ষের অধিক নয় বলে মনে হয়। এর মধ্যে সহীহ হাদীসের সংখ্যা আরো অনেক কম। হাকেম আবু আবদিল্লাহ নিশাপুরীর মতে প্রথম শ্রেণীর সহীহ হাদীসের সংখ্যা ১০ হাজারেও কম। সিহাহ সিত্তায় মাত্র পৌণে ছয় হাজার হাদীস

রয়েছে। এর মধ্যে ২৩২৬টি হাদীস মুত্তাফাক আলায়হি। তবে যে বলা হয়ে থাকে হাদীসের বড় বড় ইমামগণের লক্ষ লক্ষ হাদীস জানা ছিল, তার অর্থ এই যে, অধিকাংশ হাদীসের বিভিন্ন সনদ রয়েছে, এমনকি শুধু নিয়াত সম্পর্কিত (انما الاعمال بالنيات) হাদীসটিরই সাত শতের মত সনদ রয়েছে (তাদ্‌বীন, পৃ. ৫৪)। আমাদের মুহাদ্দিসগণ যে হাদীসের যতটি সনদ রয়েছে সেটিকে তত সংখ্যক হাদীস বলে গণ্য করেন।

হাদীস সংকলণ ও তার প্রচার

সাহাবায়ে কিরাম (রা) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিটি কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন এবং তাঁর প্রতিটি কাজ ও আচরণ সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণকে ইসলামের আদর্শ ও এর যাবতীয় নির্দেশ যেমন মেনে চলার হুকুম দিতেন—তেমনি তা স্মরণ রাখতে এবং অনাগত মানব সভ্যতার কাছে পৌঁছে দেয়ারও নির্দেশ দিয়েছেন। হাদীস চর্চাকারীর জন্য তিনি নিম্নোক্ত ভাষায় দোয়া করেছেন ঃ

نَضَّرَ اللّٰهُ اِمْرَاً سَمِعَ مَقَالَتِىْ فَحَفِظَهَا وَوَعَاهَا وَاَدَّاهَا اِلٰى مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا

"আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে সজীব ও আলোকোজ্জল করে রাখুন—যে আমার কথা শুনে স্মৃতিতে ধরে রেখেছে, তার পূর্ণ হেফাজত করেছে এবং এমন লোকের নিকট পৌঁছে দিয়েছে, যে তা শুনতে পায়নি" (তিরমিযী, ৪র্থ খণ্ড, বাংলা অনু., হাদীস নং ২৫৯৩-৫; উমদাতুল কারী, ২খ., পৃ. ৩৫)।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দলকে প্রয়োজনীয় উপদেশ দান করে বললেন ঃ "এই কথাগুলো তোমরা পুরোপুরি স্মরণ রাখবে এবং যারা তোমাদের পিছনে রয়েছে তাদের কাছে পৌঁছে দিবে" (বুখারী)। তিনি সাহাবীগণকে সম্বোধন করে বলেন ঃ "আজ তোমরা (আমার নিকট দীনের কথা) শুনছো, তোমাদের নিকট থেকেও (তা) শোনা হবে এবং তোমাদের নিকট থেকে যারা শুনবে, তাদের থেকেও (তা) শোনা হবে" (মুসতাদরাক হাকেম, ১ খ., পৃ. ৯৫)। তিনি আরো বলেন ঃ "আমার পরে লোকেরা তোমাদের নিকট হাদীস শুনতে চাইবে। তারা এই উদ্দেশে তোমাদের নিকট এলে তাদের প্রতি সদয় হও এবং তাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করো (মুসনাদ আহমাদ)। তিনি অন্যত্র বলেছেন ঃ "আমার নিকট থেকে একটি বাক্য হলেও তা অন্যের কাছে পৌঁছে দাও" (বুখারী)। ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের পরের দিন এবং ১০ম হিজরীতে বিদায় হজ্জের ভাষণে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ "উপস্থিত লোকেরা যেন অনুপস্থিতদের নিকট আমার এ কথাগুলো পৌঁছে দেয়" (বুখারী)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উল্লেখিত বাণীর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে তাঁর সাহাবীগণ হাদীস সংরক্ষণে উদ্যোগী হন। প্রধানত তিনটি শক্তিশালী

সূত্রের মাধ্যমে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস সংরক্ষিত হয় ঃ (১) উম্মাতের নিয়মিত আমল, (২) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লিখিত ফরমান, সাহাবীদের নিকট লিখিত আকারে সংরক্ষিত হাদীস ও পুস্তিকা এবং (৩) হাদীস মুখস্ত করে স্মৃতির ভাণ্ডারে সঞ্চিত রাখা, অতঃপর বর্ণনা ও অধ্যাপনার মাধ্যমে লোক পরম্পরায় তার প্রচার।

তদানিন্তন আরবদের স্মরণশক্তি ছিল অসাধারণভাবে প্রখর। কোন কিছু স্মৃতিতে ধরে রাখার জন্য একবার শ্রবণই তাদের জন্য যথেষ্ট ছিল। স্মরণশক্তির সাহায্যে আরববাসীরা হাজার বছর ধরে তাদের জাতীয় ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করে আসছিল। হাদীস সংরক্ষণের ক্ষেত্রে প্রাথমিক উপায় হিসাবে এই মাধ্যমটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই কোন কথা বলতেন, উপস্থিত সাহাবীগণ পূর্ণ আগ্রহ ও আন্তরিকতা সহকারে তা শুনতেন, অতঃপর মুখস্ত করে নিতেন। তদানিন্তন মুসলিম সমাজে প্রায় এক লাখ লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী ও কাজের বিবরণ সংরক্ষণ করেছেন এবং স্মৃতিপটে ধরে রেখেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, "আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস মুখস্ত করতাম। এভাবেই তাঁর নিকট থেকে হাদীস মুখস্ত করা হতো" (সহীহ মুসলিম, ভূমিকা, পৃ. ১০)।

উম্মাতের নিরবচ্ছিন্ন আমল, পারস্পরিক পর্যালোচনা, শিক্ষাদান ও অধ্যাপনার মাধ্যমেও হাদীস সংরক্ষিত হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে নির্দেশই দিতেন, সাহাবীগণ সাথে সাথে তা কার্যে পরিণত করতেন। তারা মসজিদে অথবা কোন নির্দিষ্ট স্থানে একত্র হতেন এবং হাদীস আলোচনা করতেন। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, "আমরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হাদীস শুনতাম। তিনি যখন মজলিস থেকে উঠে চলে যেতেন, আমরা শ্রুত হাদীসগুলো পরস্পর পুনরাবৃত্তি ও পর্যালোচনা করতাম। আমাদের এক একজন করে সব কয়টি হাদীস মুখস্থ শুনিয়ে দিত। এ ধরনের প্রায় বৈঠকেই অন্তত ষাট-সত্তরজন লোক উপস্থিত থাকতো। বৈঠক থেকে আমরা যখন উঠে যেতাম, তখন আমাদের প্রত্যেকেরই সবকিছু মুখস্থ হয়ে যেতো" (আল-মাজমাউয-যাওয়াইদ, ১ খ, পৃ. ১৬১)।

"আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাতকে তিন অংশে ভাগ করে নেই। এক অংশে ঘুমাই, এক অংশে ইবাদত করি এবং এক অংশে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস অধ্যয়ন করি" (দারিমী)। মসজিদে নববীকে কেন্দ্র করে স্বয়ং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় যে শিক্ষায়তন গড়ে উঠেছিল, সেখানে একদল বিশিষ্ট সাহাবী (আহলুস সুফ্‌ফা) সার্বক্ষণিকভাবে কুরআন-হাদীস শিক্ষায় রত থাকতেন।

হাদীস সংরক্ষণের জন্য যথাসময়ে যথেষ্ট পরিমাণে লেখনী শক্তিরও সাহায্য নেয়া হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে কুরআন মজীদ ব্যতীত সাধারণত অন্য কিছু লিখে রাখা হতো না।

পরবর্তী কালে হাদীসের বিরাট সম্পদ লিপিবদ্ধ হতে থাকে। "হাদীস মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় লিপিবদ্ধ হয়নি, বরং তাঁর ইন্তিকালের শতাব্দী কাল পর লিপিবদ্ধ হয়েছে" বলে যে ভুল ধারণা বা অপপ্রচার প্রচলিত আছে তার আদৌ কোন ভিত্তি নাই। অবশ্য একথা ঠিক যে, কুরআনের সঙ্গে হাদীস মিশ্রিত হয়ে মারাত্মক পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে, কেবল এই আশংকায় ইসলামী দাওয়াতের প্রাথমিক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন ঃ

لاَ تَكْتُبُوا عَنِّيْ وَمَنْ كَتَبَ عَنِّيْ غَيْرَ الْقُرْاٰنِ فَلْيَمْحِهُ .

"তোমরা আমার কোন কথাই লিখো না। কুরআন ব্যতীত আমার নিকট থেকে কেউ অন্য কিছু লিখে থাকলে, তা যেন মুছে ফেলে" (মুসলিম)।

কিন্তু যেখানে এরূপ বিভ্রান্তির আশংকা ছিলো না, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে সকল ক্ষেত্রে হাদীস লিপিবদ্ধ করে রাখতে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেন। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে বলেন, "হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি হাদীস বর্ণনা করতে চাই। তাই আমি স্মরণশক্তির ব্যবহারের সাথে সাথে লেখনীরও সাহায্য গ্রহণ করতে ইচ্ছুক, যদি আপনি অনুমতি দেন। তিনি বলেন ঃ আমার হাদীস কণ্ঠস্থ করার সাথে সাথে লিখেও রাখতে পারো" (দারিমী)।

আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) আরও বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যা কিছু শুনতাম, মনে রাখার জন্য তা লিখে নিতাম। কতক সাহাবী আমাকে তা লিখে রাখতে নিষেধ করলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন মানুষ, কখনও স্বাভাবিক অবস্থায় আবার কখনও রাগান্বিত অবস্থায় কথা বলেন। এ কথা বলার পর আমি হাদীস লেখা পরিত্যাগ করলাম, অতঃপর তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালাম। তিনি নিজ হাতের আংগুলের সাহায্যে স্বীয় মুখের দিকে ইংগিত করে বলেন ঃ

اُكْتُبْ فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ اِلاَّ الْحَقُّ .

"তুমি লিখে রাখো। সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! এই মুখ দিয়ে সত্য ছাড়া অন্য কিছু বের হয় না" (আবু দাউদ, মুসনাদ আহমাদ, দারিমী, হাকেম, বায়হাকী)।

তাঁর সংকলনের নাম ছিল 'সহীফায়ে সাদিকা'। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, "সাদিকা হাদীসের একটি সংকলন, যা আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনেছি" (উলূমুল হাদীস, পৃ. ৪৫)। এই সংকলনে এক হাজার হাদীস লিপিবদ্ধ ছিল।

আবু হুরায়রা (রা) বলেন, এক আনসারী সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আরজ করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি যা কিছু বলেন, আমার কাছে খুবই ভালো লাগে, কিন্তু মনে রাখতে পারি না। মহানবী (স) বললেন ঃ

اِسْتَعِنْ بِيَمِيْنِكَ وَاَوْمَاَ بِيَدِهِ اِلَى الْخَطِّ .

"তুমি ডান হাতের সাহায্য নাও। অতঃপর তিনি হাতের ইশারায় লিখে রাখার প্রতি ইঙ্গিত করলেন" (তিরমিযী)।

আবু হুরায়রা (রা) আরো বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাষণ দিলেন। আবু শাহ ইয়ামানী (রা) আরজ করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এ ভাষণ আমাকে লিখিয়ে দিন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাষণটি তাকে লিখে দেয়ার নির্দেশ দেন (বুখারী, তিরমিযী, মুসনাদে আহমাদ)।

হাসান ইবনে মুনাব্বিহ (র) বলেন, আবু হুরায়রা (রা) আমাকে বিপুল সংখ্যক কিতাব (পাণ্ডুলিপি) দেখালেন। তাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস লিপিবদ্ধ ছিল" (ফাতহুল বারী)। আবু হুরায়রা (রা)-র সংকলনের একটি কপি (ইমাম ইবনে তাইমিয়ার হস্তলিখিত) দামেশ্‌ক এবং বার্লিনের লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে।

আনাস ইবনে মালেক (রা) তার (স্বহস্ত লিখিত) সংকলন বের করে ছাত্রদের দেখিয়ে বলেন, আমি এসব হাদীস মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনে তা লিখে নিয়েছি, অতঃপর তাঁকে তা পড়ে শুনিয়েছি (মুসতাদরাক হাকেম, ৩ খ., পৃ. ৫৭৩)।

রাফে ইবনে খাদীজ (রা)-কে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীস লিখে রাখার অনুমতি দেন। তিনি প্রচুর সংখ্যক হাদীস লিখে রাখেন (মুসনাদে আহমাদ)।

আলী ইবনে আবু তালিব (রা)-ও হাদীস লিখে রাখতেন। চামড়ার থলের মধ্যে রক্ষিত সংকলনটি তার সাথেই থাকতো। তিনি বলতেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে এই সহীফা ও কুরআন মজীদ ব্যতীত আর কিছু লিখিনি। সংকলনটি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লেখিয়েছিলেন। এতে যাকাত, রক্তপণ (দিয়াত), বন্দীমুক্তি, মদীনার হেরেম এবং আরও অনেক বিষয় সম্পর্কিত বিধান উল্লেখ ছিল (বুখারী, ফাতহুল বারী)। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-র পুত্র আবদুর রহমান (র) একটি পাণ্ডুলিপি নিয়ে এসে শপথ করে বলেন, এটা ইবনে মাসউদ (রা)-র স্বহস্ত লিখিত (জামি বায়ানিল ইল্‌ম, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭)।

স্বয়ং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করে মদীনায় পৌছে বিভিন্ন জাতির সমন্বয়ে যে চুক্তিপত্র সম্পাদন করেন (মদীনার সনদ নামে প্রসিদ্ধ), হুদায়বিয়ার প্রান্তরে মক্কার মুশরিকদের সাথে যে সন্ধি করেন, বিভিন্ন সময়ে যে ফরমান জারী করেন, বিভিন্ন গোত্র প্রধান ও রাজন্যবর্গকে ইসলামের যে দাওয়াতনামা প্রেরণ করেন এবং বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোত্রকে যেসব জমি, খনি ও কূপ দান করেন, তা সবই লিপিবদ্ধ আকারে ছিল এবং তা সবই হাদীসরূপে গণ্য।

এসব ঘটনা থেকে পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় থেকেই হাদীস লেখার কাজ শুরু হয়। তাঁর দরবারে বহু সংখ্যক লেখক সাহাবী সব সময় উপস্থিত থাকতেন এবং তাঁর মুখে যে কথাই শুনতে পেতেন, তা লিখে নিতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায়ই অনেক সাহাবীর নিকট স্বহস্ত লিখিত সংকলন বিদ্যমান ছিল। উদাহরণস্বরূপ আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)-র সহীফায়ে সাদিকা, আবু হুরায়রা (রা)-র সহীফায়ে সাহীহা, সহীফায়ে আলী (রা), সহীফায়ে সাদ ইবনে উবাদা (রা), মাকতূবাতে নাফে (আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-র সংকলন) সমধিক প্রসিদ্ধ।

সাহাবীগণ যেভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে হাদীসের জ্ঞান লাভ করেন, তেমনিভাবে হাজার হাজার তাবিঈ সাহাবীগণের নিকট হাদীসের শিক্ষা লাভ করেন। একমাত্র আবু হুরায়রা (রা)-র নিকট আট শত তাবিঈ হাদীস শিক্ষা করেন। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব, উরওয়া ইবনুয যুবাইর, ইমাম যুহরী, হাসান বসরী, ইবনে সীরীন, নাফে, ইমাম যয়নুল আবিদীন, মুজাহিদ, কাযী শুরাইহ, মাসরূক, মাকহূল, ইকরিমা, আতা, কাতাদা, ইমাম শাবী, আলকামা, ইবরাহীম নাখঈ প্রমুখ প্রবীণ তাবিঈগণের প্রায় সকলে ১০ম হিজরীর পর জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৪৮ হিজরীর মধ্যে ইন্তিকাল করেন। অন্যদিকে সাহাবীগণ ১১০ হিজরীর মধ্যে ইন্তিকাল করেন। এদিক থেকে বিচার করলে দেখা যায়, তাবিঈগণ সাহাবীগণের দীর্ঘ সাহচর্য লাভ করেন। এক একজন তাবিঈ বহু সংখ্যক সাহাবীর সাথে সাক্ষাত করে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের ঘটনাবলী, তাঁর বাণী, কাজ ও সিদ্ধান্তসমূহ সংগ্রহ করেন এবং তা তাদের পরবর্তীগণ অর্থাৎ তাবে তাবিঈনের নিকট পৌঁছে দেন।

হিজরী দ্বিতীয় শতকের শুরু থেকে কনিষ্ঠ তাবিঈন ও তাবে তাবিঈনের এক বিরাট দল সাহাবা ও প্রবীণ তাবিঈনের লিখিত হাদীসগুলো ব্যাপকভাবে একত্র করতে থাকেন। তারা গোটা মুসলিম জাহানে ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র উম্মাতের মধ্যে হাদীসের জ্ঞান পরিব্যাপ্ত করে দেন। এ সময় ইসলামী বিশ্বের খলীফা উমার ইবনে আবদুল আযীয (র) দেশের বিভিন্ন এলাকার প্রশাসকদের নিকট হাদীস সংগ্রহ করার জন্য রাজকীয় ফরমান প্রেরণ করেন। ফলে সরকারী উদ্যোগে সংগৃহীত হাদীসের বিভিন্ন সংকলন রাজধানী দামিশকে পৌঁছতে থাকে। খলীফা সেগুলোর একাধিক পাণ্ডুলিপি তৈরি করিয়ে দেশের সর্বত্র পাঠিয়ে দেন। এ কালে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর নেতৃত্বে কুফায় এবং ইমাম মালেক (র)-এর নেতৃত্বে মদীনায় হাদীস ও ইসলামী আইন চর্চার বিরাট কেন্দ্র গড়ে উঠে। ইমাম মালেক (র) তার মুওয়াত্তা গ্রন্থ এবং ইমাম আবু হানীফার দুই সহচর ইমাম মুহাম্মাদ ও আবু ইউসুফ (র) ইমাম আবু হানীফার রিওয়াতগুলো একত্র করে 'কিতাবুল আছার' সংকলন করেন। এ যুগের আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য হাদীস সংকলন হচ্ছে ঃ জামে সুফিয়ান সাওরী, জামে ইবনুল মুবারক, জামে ইমাম আওযাঈ, জামে ইবনে জুরাইজ ইত্যাদি।

হিজরী দ্বিতীয় শতকের শেষার্ধ থেকে চতুর্থ শতকের শেষ পর্যন্ত হাদীসের চর্চা আরও ব্যাপকতর হয়। এ সময়কালেই হাদীসের প্রসিদ্ধ ইমামগণ যথা ইমাম বুখারী, মুসলিম, আবু ঈসা তিরমিযী, আবু দাউদ সিজিস্তানী, নাসাঈ ও ইবনে মাজা (র)-র আবির্ভাব হয় এবং তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও দীর্ঘ অধ্যবসায়ের ফলে সর্বাধিক সহীহ ছয়খানি হাদীস গ্রন্থ (সিহাহ সিত্তা) সংকলিত হয়। এ যুগেই ইমাম শাফিঈ তার কিতাবুল উম্ম ও ইমাম আহমাদ তার আল-মুসনাদ গ্রন্থ সংকলন করেন। হিজরী চতুর্থ শতকে মুসতাদরাক হাকেম, সুনানু দারি কুতনী, সহীহ ইবনে হিব্বান, সহীহ ইবনে খুযায়মা, তাবারানীর আল-মুজাম, নুসান্নাফাত তাহাবী এবং আরও কতিপয় হাদীস গ্রন্থ সংকলিত হয়। ইমাম বায়হাকীর সুনানুল কুবরা ৫ম হিজরী শতকে সংকলিত হয়।

চতুর্থ শতকের পর থেকে এই পর্যন্ত সংকলিত হাদীসের মৌলিক গ্রন্থগুলোকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরনের সংকলন ও হাদীসের ভাষ্য গ্রন্থ এবং এই শাস্ত্রের শাখা-প্রশাখার উপর ব্যাপক গবেষণা ও বিভিন্ন গ্রন্থ রচিত হয়। বর্তমান কাল পর্যন্ত এই কাজ অব্যাহত রয়েছে। এসব সংকলনের মধ্যে তাজরীদুস সিহাহ ওয়াস সুনান, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, আল-মুহাল্লা, মাসাবীহুস সুন্নাহ, নাইলুল আওতার প্রভৃতি সমধিক প্রসিদ্ধ।

ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কাল (৭১২ খৃ.) থেকেই হাদীস চর্চা শুরু হয় এবং এখানে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে ইসলামী জ্ঞানচর্চাও ব্যাপকতর হয়। ইসলামের প্রচারক ও বাণীবাহকগণ উপমহাদেশের সর্বত্র ইসলামী জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র গড়ে তোলেন। খ্যাতনামা মুহাদ্দিস শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা (৭০০ হি.) ৭ম শতকে ঢাকার সোনারগাঁও আগমন করেন এবং এখানে কুরআন ও হাদীস চর্চার ব্যাপক ব্যবস্থা করেন। বংগদেশের রাজধানী হিসাবে এখানে অসংখ্য হাদীসবেত্তা সমবেত হন এবং ইলমে হাদীসের জ্ঞান এতদঞ্চলে ছড়িয়ে দেন। মুসলিম শাসনের শেষ পর্যায় পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত ছিল। বর্তমান কাল পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত রয়েছে। এভাবে যুগ ও বংশ পরম্পরায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস ভাণ্ডার আমাদের নিকট পৌঁছেছে এবং ইনশাআল্লাহ অব্যাহতভাবে তা অনাগত মানব সভ্যতার কাছে পৌঁছতে থাকবে।

ইমাম নাসাঈ (র)-এর জীবন ও কর্ম

তাঁর নাম আহমাদ, উপনাম আবু আবদুর রহমান, স্থান পরিচয়মূলক নাম নাসাঈ। তাঁর পুরো বংশক্রম হলো, আবু আবদুর রহমান আহমাদ ইবনে শুয়াইব ইবনে আলী ইবনে সিনান ইবনে বাহর ইবনে দীনার আল-খুরাসানী আন-নাসাঈ। তিনি ২১৫ হিজরী/৮৩০ খৃস্টাব্দে খুরাসান প্রদেশের নাসা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। মতান্তরে ২১৪, ২১০ এবং ২২১ হিজরীও উল্লেখ দেখা যায়। তবে ২১৫ হিজরী অধিকাংশ ঐতিহাসিকের গ্রহণযোগ্য হয়েছে। তাঁর জন্মস্থান খুরাসানের অন্তর্গত মার্ব শহরের নিকটবর্তী 'নাসা' একটি শহর। ইয়াকূত আল-হামাবীর বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, এ নাসা শহর মার্ব থেকে পাঁচ দিনের

পথ, আবী ওয়ার্দ হতে এক দিনের এবং নীশাপুর থেকে ৬-৭ দিনের পথ। আল-মাকদিসীর বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, এ শহরের দশটি প্রবেশ পথ সবুজ শ্যামলিমায় আচ্ছাদিত ছিল। অনেক জ্ঞানী, প্রসিদ্ধ ও বিদগ্ধ পণ্ডিত এ শহরে জন্মগ্রহণ করেন।

ইমাম নাসাঈ (র) বাল্যকাল থেকেই অত্যন্ত মেধাবী ও স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন। বাল্যকালে তিনি স্বীয় জন্মভূমিতে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন। কোন কোন জীবনীকারের মতে তিনি ১৫ বছর যাবত স্বীয় শহরেই লেখাপড়া করেন। অতঃপর হাদীস শাস্ত্রে গভীর ব্যুৎপত্তি অর্জনের লক্ষ্যে ২৩০ হিজরী/৮৪৪ খৃ. দেশভ্রমণে বের হন। তিনি ২৩০ হিজরী সনে সর্বপ্রথম ১৫ বছর বয়সে বলখে গমন করে সেখানকার খ্যাতনামা মুহাদ্দিস কুতাইবা ইবনে সাঈদ (র)-এর নিকট উপস্থিত হন এবং এক বছর দুই মাস অবস্থান করে তার নিকট হাদীস অধ্যয়ন করেন। এরপর তিনি হিজায, সিরিয়া, মিসর, নজদ, বসরা প্রভৃতি অঞ্চল ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করে সেখানকার প্রবীণ মুহাদ্দিসদের নিকট থেকে হাদীস অধ্যয়ন ও সংগ্রহে তৎপর হন। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও মুফাসসির আল্লামা ইবনে কাছীর (র) এ প্রসঙ্গে বলেন, "তিনি বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করে হাদীস শ্রবণ করেন এবং বিচক্ষণ ইমামদের দরবারে উপবেশন করেন"।

তিনি সমকালীন যে সমস্ত বিদগ্ধ মুহাদ্দিসের নিকট হাদীস শ্রবণ করেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, কুতাইবা ইবনে সাঈদ, সুওয়াইদ ইবনে মানসূর, ইসহাক ইবনে রাহওয়ায়হ, মুহাম্মাদ ইবনে বাশ্‌শার, আলী ইবনে হাজার, মাহমূদ ইবনে গাইলান, মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী, আবু যুরআ আর-রাযী, আবু হাতিম আর-রাযী প্রমুখ।

ইমাম নাসাঈ হাদীসশাস্ত্রে বিপুল পারদর্শিতা অর্জন করায় তিনি সমকালীন হাদীসের ইমাম ও হাফিয হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন। তিনি হাদীসের প্রচার ও প্রসারের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান। তিনি নিয়মিত হাদীসের শিক্ষা দিতে থাকেন। হাদীস শিক্ষার জন্য তাঁর দরবারে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অসংখ্য জ্ঞানপিপাসু ভিড় জমাতেন। যে সমস্ত খ্যাতিমান বিদ্যার্থী এই স্বনামধন্য মণীষীর কাছ থেকে জ্ঞানসুধা পান করে স্বীয় অতৃপ্ত জ্ঞানপিপাসাকে নিবৃত্ত করে ধন্য হয়েছেন, তাদের মধ্যে ইমাম আবু জাফর আত-তাহাবী, আবু বিশর আদ-দূলাবী, আবু জাফর আহমাদ ইবনে ইসমাঈল আন-নাহ্‌হাস, মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ নীশাপুরী, হামযা ইবনে মুহাম্মাদ আল-কিনানী, হাসান ইবনুল ফাদির আল-আসীয়ুতী, আবুল কাসিম সুলায়মান ইবনে আহমাদ আত-তাবারানী প্রমুখের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ইমাম নাসাঈ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তবে তিনি কোন মাযহাবের অনুসারী ছিলেন তা সুনির্দিষ্টভাবে বলা কঠিন। শাহ আবদুল আযীয দিহলাবী ও নবাব সিদ্দীক হাসান ভূপালী তাকে শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী বলে মনে করেন। শাহ ওয়ালীউল্লাহ দিহলাবীও অনুরূপ মত পোষণ করেন। আনওয়ার শাহ কাশমিরী তাকে হাম্বলী

মাযহাব অনুসারী হিসেবে উল্লেখ করেছেন। যেমন তিনি বলেন, ইমাম ইবনে তাইমিয়া উল্লেখ করেন যে, ইমাম আবু দাউদ ও নাসাঈ হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। মতান্তরে তারা শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন।

তাঁর সুনান গ্রন্থ অধ্যয়ন করলে জানা যায় যে, তিনি সম্ভবত হাম্বলী মাযহাবভুক্তই ছিলেন। যেমন ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র)-এর মতে দুপুরের পূর্বে (কাবলায যাওয়াল) জুমুআর নামায পড়া বৈধ। ইমাম নাসাঈও অনুরূপ মত পোষণ করেন। তিনি "জুমুআর নামাযের ওয়াক্ত" পরিচ্ছেদে এই মতকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অনেক হাদীস পেশ করেন। এতে মনে হয় যে, তিনি হাম্বলী মাযহাবের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে ইমাম নাসাঈ কোন মাযহাবেরই অনুসারী ছিলেন না। তিনি স্বাধীন চিন্তার অধিকারী ছিলেন। ব্যক্তিবিশেষের তাকলীদ কিংবা অন্ধ অনুসরণকে তিনি অপছন্দ করতেন। তাই তিনি মাসআলার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে আল-কুরআন ও হাদীসে সুষ্ঠু সমাধান না পেলে ইজতিহাদ করতেন অথবা ইমামগণের অভিমতের দিকে ফিরে যেতেন। তাই কিছু কিছু মাসআলায় তিনি কোন ইমামের মতের স্বপক্ষে হলেই তাকে উক্ত ইমামের মাযহাবভুক্ত বলা যায় না।

মিসরে ইমাম নাসাঈর সুখ্যাতি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ায় তিনি সেখানে দীর্ঘকাল অবস্থান করেন। এতে কোন কোন মহল ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠে। এই প্রতিকূল অবস্থার কারণে তিনি ৩০২ হিজরীর যুল-কা'দা মাসে মিসর ত্যাগ করে ফিলিস্তীনের রামলা নামক স্থানে উপনীত হন। কেউ কেউ বলেন, তিনি মিসর ত্যাগ করে দামিশকে আগমন করেন। দামিশকে উপনীত হয়ে তিনি লক্ষ্য করেন যে, সেখানকার অধিকাংশ জনগোষ্ঠী বনূ উমাইয়ার পক্ষে অবস্থান নেয়ার কারণে হযরত 'আলী (রা)-র বিরোধী হয়ে উঠেছে। তাই তিনি জনসাধারণের মাঝে অংকুরিত আলী বিরোধী বদধারণা সংশোধনের লক্ষ্যে হযরত আলী (রা)-এর প্রশংসায় كتاب الخصائص فى فضل على بن ابى طالب নামক একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থ রচনা করে দামিশকের জামে মসজিদে তা পাঠ করে শুনান।

এ সময় জনৈক শ্রোতা দণ্ডায়মান হয়ে জিজ্ঞেস করলো ,আপনি কি হযরত মুআবিয়া (রা)-র গুণাবলী ও মাহাত্ম সম্বলিত কোন সন্দর্ভ রচনা করেছেন? ইমাম নাসাঈ এ প্রশ্নের কোন জবাব দিলেন না। তখন সমবেত জনতা তাকে প্রশ্ন করলো, আপনি হযরত আলী ও মুআবিয়ার মধ্যে কাকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন? এতে ইমাম নাসাঈ বিব্রতকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হন। তিনি দৃপ্তকণ্ঠে হযরত আলী (রা)-কে শ্রেষ্ঠ বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। আর হযরত মুআবিয়া সম্পর্কে তিনি বলেন, একজন সাহাবী হওয়ার কৃতিত্বও তার জন্য কম নয়। এটিই তার মুক্তির জন্য যথেষ্ট।

হাফিয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী উল্লেখ করেন যে, তিনি এ প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন, হযরত মুআবিয়া (রা) সম্পর্কে একটি مرفوع হাদীস রয়েছে। তা হলো لا اشبع الله بطنه

(আল্লাহ পাক যেন তার উদর কোন দিন পরিতৃপ্ত না করেন)। এতে হযরত আলী বিরোধী জনতা উত্তেজিত হয়ে তাকে নির্মম প্রহার করে। অতঃপর মুমূর্ষু অবস্থায় তার ইচ্ছানুযায়ী তাকে মক্কায় নিয়ে আসা হয় এবং সেখানেই ৩০৩ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন। সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মর্ধবর্তী স্থানে তাকে দাফন করা হয়।

কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে ইমাম নাসাঈকে মুমূর্ষু অবস্থায় ফিলিস্তীনের অন্তর্গত রামলা (রামাল্লা) নামক স্থানে নেয়া হলে তিনি সেখানে ইন্তিকাল করেন এবং সেখানেই তাকে দাফন করা হয়। ইমাম দারা কুতনী (র) রামলা নামক স্থানকে ইমাম নাসাঈর সমাধিস্থল হিসাবে উল্লেখ করেছেন। কেউ কেউ বলেন, তাকে বাইতুল মাকদিসে দাফন করা হয়।

ইমাম নাসাঈ (র) ইসলামের বিভিন্ন শাখায় অসংখ্য কিতাব রচনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য রচনা হলো নিম্নরূপ ঃ

১. আস-সুনানুল কুবরা (السنن الكبرى)

২. আস-সুনানুস সুগরা (السنن الصغرى)

৩. কিতাবুল খাসাইস ফী ফাদলি 'আলী ইবনে আবু তালিব ওয়া আহলিল বাইত

৪. কিতাবুদ দু'আফা ওয়াল মাতরূকীন (كتاب الضعفاء والمتروكين)

৫. তাসমিয়াতু ফুকাহাইল আমসার মিন আসহাবি রাসূলিল্লাহ (স) ওয়া মান বা'দাহুম মিন আহলিল মাদীনা।

৬. ফাদাইলুস সাহাবা (فضائل الصحابة)

৭. কিতাবুত তাফসীর (كتاب التفسير)

৮. কিতাবু আ'মালিল ইয়াওমি ওয়াল-লাইলাহ (كتاب اعمال اليوم والليلة)

৯. কিতাবুল আসমা ওয়াল কুনা (كتاب الاسماء والكنى)

১০. কিতাবুল জুমুআ (كتاب الجمعة)

১১. কিতাবুল মুদাল্লিসীন (كتاب المدلسين)

১২. মুসনাদ ইমাম মালিক (مسند امام مالك)

১৩. মুসনাদ মানসূর ইবনে যাযান (مسند منصور بن زاذان)

১৪. কিতাবুল ইলম্ ওয়া ফাদলিহি।

ইমাম নাসাঈ (র) ছিলেন আল্লাহভীরু, অত্যন্ত শালীন, সত্যাশ্রয়ী ও মার্জিত রুচির অধিকারী। এক কথায় তিনি ছিলেন সুমহান আদর্শে গরীয়ান এবং অনুপম চরিত্র মাধুর্যে মহীয়ান। আলেমগণ তার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। ইমাম হাকেম নীশাপুরী বলেন, ইমাম নাসাঈ ছিলেন ফকীহগণের মধ্যে অসাধারণ প্রজ্ঞাশীল। সরল ও দুর্বল হাদীসের

পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং তা সঠিকভাবে নির্ণয় ও নিরূপণে ছিলেন অতিশয় সুক্ষ্মদর্শী ও সিদ্ধহস্ত। এছাড়া রিজাল বা চরিতাভিধান সম্পর্কে ছিল তার অগাধ পাণ্ডিত্য।

হাফিয আবু আলী নীশাপূরী বলেন, তিনি ছিলেন হাদীস অভিজ্ঞানে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ইমাম। মাজমাউ বিহারিল আনওয়ার গ্রন্থের রচয়িতা বলেন, তিনি ছিলেন হাদীসের হাফিয, ইমাম ও দীন বিষয়ের বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের একজন। তিনি সমকালীন জারহ ও তাদীল বিষয়ে স্বীকৃত ইমামগণের অন্তর্ভুক্ত।

ইমাম আদ-দারা কুতনী বলেন, ইমাম নাসাঈ ছিলেন তার সমসাময়িক ব্যক্তিদের মধ্যে হাদীস সংক্রান্ত ও অন্যান্য অভিজ্ঞানে সর্বশ্রেষ্ঠ। হাফিয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী বলেন, তিনি ছিলেন হাদীস, ইলালুল হাদীস ও রিজালে ইমাম মুসলিম ও তিরমিযী অপেক্ষা পারদর্শী। তিনি ছিলেন ইমাম বুখারী ও আবু যুরআর সমপর্যায়ের মুহাদ্দিস।

সুনান আন-নাসাঈ

ইমাম নাসাঈ (র)-এর অমর কীর্তি হলো তার 'আস-সুনান' শীর্ষক সংকলন, যা সাধারণ্যে সুনান নাসাঈ নামে প্রসিদ্ধ। এটি সিহাহ সিত্তাহ (ছয়টি সহীহ গ্রন্থ) পরিবারের পঞ্চম সদস্য। এটি সুনানুস সুগরা নামেও বেশ পরিচিত। এর অপর নাম সুনানুল মুজতাবা। কেউ কেউ এটিকে সুনানুল মুজতানা নামেও উল্লেখ করে থাকেন।

উত্তরকালে সিহাহ সিত্তাহ গ্রন্থমালায় এটি সুনান আন-নাসাঈ নামে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করে। এটি ইমাম নাসাঈ (র)-এর অনবদ্য হাদীস সংকলন, যা বিশেষজ্ঞ আলেমগণ কর্তৃক সমাদৃত ও অভিনন্দিত হয়ে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থরূপে মুসলিম জাহানে প্রশংসিত।

ইমাম নাসাঈ অজস্র হাদীস মন্থন করে এ গ্রন্থ সংকলন করেন। এরপর এটি মিসরের প্রখ্যাত সুধীমণ্ডলীর হাতে অর্পণ করা হলে তারা তা পাঠ করে আনন্দে আপ্লুত হন এবং একে অতিশয় মূল্যবান গ্রন্থ বলে মন্তব্য প্রকাশ করেন, যদিও এর মধ্যে অনেক সহীহ ও দুর্বল হাদীসের সমাবেশ ঘটেছিল।

কিছুদিন পর ইমাম নাসাঈ সুনানুল কুবরা গ্রন্থটি ফিলিস্তীনের অন্তর্গত রামলায় শাসনকর্তার নিকট অর্পণ করেন। শাসনকর্তা গ্রন্থটি পেয়ে ইমাম নাসাঈকে জিজ্ঞেস করেন, এ গ্রন্থের সবগুলো হাদীস কি বিশুদ্ধ? ইমাম নাসাঈ তদুত্তরে অকুণ্ঠ চিত্তে বলেন, এর সবগুলো হাদীস বিশুদ্ধ নয়, বরং এতে সহীহ, হাসান, জঈফ প্রভৃতি হাদীছের সমাহার ঘটেছে। তখন শাসনকর্তা তাকে শুধুমাত্র বিশুদ্ধ হাদীস অবলম্বনে একটি স্বতন্ত্র হাদীস গ্রন্থ প্রণয়নের সনির্বন্ধ অনুরোধ করেন। শাসনকর্তার এই অনুরোধে তিনি সুনানুল কুবরা গ্রন্থ থেকে বাছাই করে বিশুদ্ধ হাদীস সম্বলিত একখানা স্বতন্ত্র গ্রন্থ সংকলন করেন এবং এর নাম দেন সুনানুল মুজতাবা, যা সুনানুস সুগরা নামেও পরিচিত। পরবর্তী কালে এটিই সুনান আন-নাসাঈ নামে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করে।

আল্লামা ইবনুল আছীর আল-জাযারী ও মোল্লা আলী আল-কারী (র) উল্লেখ করেন যে, প্রকৃতপক্ষে সুনানুল মুজতাবা গ্রন্থটি ইমাম নাসাঈর নিজস্ব সারসংক্ষেপ নয়, বরং এটি তার প্রিয় ছাত্র আবু বাক্র আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ আদ-দীনাওয়ারী ইবনুস সুন্নী (মৃ. ৩৬৪ হি.)-এর হস্ত লিখিত সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। হাফিয শামসুদ্দীন আয-যাহাবীও মোল্লা আলী কারীর অনুরূপ মত প্রকাশ করেন। আমাদের দেশে সুনান আন-নাসাঈ নামে সিহাহ্ সিত্তার যে গ্রন্থটি পাঠ্যতালিকাভুক্ত তা ইমাম নাসাঈর নিজস্ব সংকলন নয়, তা ইবনুস সুন্নীর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ।

সুনান আন-নাসাঈ গ্রন্থ প্রণয়নে ইমাম নাসাঈ এমন শর্তাবলীর অনুসরণ করেন যা ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম-এর অনুসৃত শর্তাবলী অপেক্ষা অধিক দৃঢ়তর ও কঠোর। তাই উভয়ের প্রবর্তিত শর্তাবলীর সমন্বয় ঘটেছে এ গ্রন্থে। হাফিয ইবন রুশাইদ এ প্রসঙ্গে বলেন, "সুনান পর্যায়ের হাদীসের যতো গ্রন্থ প্রণীত হয়েছে, তন্মধ্যে এ গ্রন্থটি অভিনব রীতিতে প্রণীত। সংযোজন ও বিন্যস্তকরণের দৃষ্টিতেও এটি একটি উত্তম গ্রন্থ। এতে বুখারী ও মুসলিমের রচনা রীতির সমন্বয় ঘটেছে। এতে হাদীসের ইলাল এক বিশেষ অংশ জুড়ে উদ্ধৃত হয়েছে"।

'আল্লামা সাখাবী বলেন, কতক মাগরিবী আলেম ইমাম নাসাঈর এ গ্রন্থকে সহীহ বুখারীর উপরে স্থান দেন"। এ গ্রন্থের মর্যাদা ও মানগত স্থান সুউচ্চ মনে করে ইবনুল আহমার স্বীয় মক্কী শায়েখগণের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, "এটি সংকলিত হাদীস গ্রন্থসমূহের মধ্যে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন। ইসলামে এর সাথে তুলনীয় কোন গ্রন্থ প্রণীত হয়নি"। এ গ্রন্থ অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, যা অপরাপর হাদীস গ্রন্থে সম্পূর্ণরূপে পরিদৃষ্টি হয় না। নিম্নে এ গ্রন্থের কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো ঃ

১. এ গ্রন্থে উল্লেখিত বেশীর ভাগ হাদীস মানুষের ব্যবহারিক জীবনের সাথে সম্পৃক্ত।

২. ফিক্হ গ্রন্থের বিন্যাস অনুযায়ী এ গ্রন্থের অধ্যায়সমূহও সুবিন্যস্ত। পুনরুক্তিসহ সর্বমোট ৫৭৬১ খানা হাদীস এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

৩. এতে হাদীস সন্নিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে অনুসৃত নীতিমালা ইমাম বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক গৃহীত শর্তাবলীর চেয়ে অধিক কঠিন করা হয়েছে।

৪. এ গ্রন্থে কোন কোন অনুচ্ছেদের শিরোনাম এমনভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে যে, এর দ্বারা ফিক্হী দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিভাত হয় এবং একে প্রতিপক্ষের দলীল খণ্ডনকারী হিসাবে ধরে নেয়া যায়।

৫. এ গ্রন্থে ইলালুল হাদীসের জন্য পৃথক অধ্যায় সংযোজন করে তাতে হাদীসের ইল্লাত সম্পর্কিত বিস্তারিত আলাচনা পেশ করা হয়েছে।

৬. এ গ্রন্থের মাঝে মাঝে قال الحارث بن مسكين قراة عليه وانا اسمع লেখা দেখা যায়। এর কারণ হলো, ইমাম নাসাঈ ও তার শিক্ষক হারিছ ইবন মিসকীনের মধ্যে

সুসম্পর্ক ছিলো না। তাই তিনি তার দরবারে সরাসরি উপস্থিত না হয়ে লুকিয়ে আড়ালে থেকে হাদীস শ্রবণ করতেন। হাফিয ইবনুল আছীর আল-জাযারী উল্লেখ করেন যে, ইমাম নাসাঈ লম্বা টুপি ও লম্বা আসকান পরিধান করে হারিছ ইবনে মিসকীনের শিক্ষায়তনে উপস্থিত হতেন। তার এ বিশেষ ধরনের পোশাককে তিনি সন্দেহের চোখে দেখতেন। তিনি তাকে সুলতানের গুপ্তচর হিসাবে সন্দেহ করেন। তাই তিনি তাকে হাদীস শ্রবণ করার অনুমতি দেননি। এ কারণে ইমাম নাসাঈ একটু আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে তার থেকে হাদীস শ্রবণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এজন্য তিনি এ গ্রন্থের বহু স্থানে হাদীস বর্ণনাকালে উপরোক্ত কথা বলেছেন।

৭. এ গ্রন্থে বর্ণনাকরীদের নাম, উপনাম, উপাধি প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

৮. এতে প্রতিটি হাদীস বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়েছে। তাই এ গ্রন্থের হাদীসগুলো সন্দেহের উর্ধে। যেমন হাফিয আবুল হাসান আল-মুআফিরী বলেন, "হাদীসের ইমামগণ যে সমস্ত তাখরীজ করেছেন সেগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, ইমাম নাসাঈ যে হাদীস তাখরীজ করেছেন, তা অন্যান্য মুহাদ্দিসগণের তাখরীজকৃত হাদীস অপেক্ষা বিশুদ্ধ"।

৯. এ গ্রন্থের বিন্যাস পদ্ধতি অতি সুন্দর ও চমৎকার। এতে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের বৈশিষ্ট্যগুলোর অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। এতে বিভিন্ন মাসআলা উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে সহীহ বুখারীর অনুসরণ করা হয়েছে এবং রচনা বিন্যাসের দিক দিয়ে সহীহ মুসলিমের অনুসরণ করা হয়েছে।

ইমাম নাসাঈ (র)-এর জীবন ও কর্ম সংক্রান্ত এই দীর্ঘ ভূমিকা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ মোহাম্মদ বেলাল হোসেন-এর "উলূমুল হাদীস" গ্রন্থ থেকে চয়ন করা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কিতাবখানি থেকে ফায়দা অর্জনের তৌফিক দান করুন। আমীন।

—অনুবাদক।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অধ্যায় ঃ ১

كِتَابُ الطَّهَارَةِ

(পবিত্রতা)

تَاْوِيْلُ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ...

১-অনুচ্ছেদ ঃ মহামহিম আল্লাহ্‌র বাণী ঃ "তোমরা যখন নামাযের জন্য দাঁড়াবে..." (৫ ঃ ৬)।

قَالَ الشَّيْخُ الْاِمَامُ الْعَالِمُ الرَّبَّانِىُّ الرِّحْلَةُ الْحَافِظُ الْحُجَّةُ الصَّمَدَانِىُّ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ عَلِىِّ بْنِ بَحْرٍ النَّسَائِىُّ تَاوِيْلُ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ .

আশ-শায়খুল ইমাম আল-আলেমুর রব্বানী অগ্রনায়ক আল-হাফেজুল হুজ্জাত আস-সামাদানী আবু আবদুর রহমান আহ্‌মাদ ইবনে শুআইব ইবনে আলী ইবনে বাহ্‌র আন-নাসাঈ (র) বলেন, মহামহিম আল্লাহ্‌র বাণী ঃ "যখন তোমরা নামাযের জন্য দাঁড়াবে তখন তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করবে" (সূরা মাইদা ঃ ৬)-র তাৎপর্য এই যে ঃ

١- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِذَا اسْتَيْقَظَ اَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلاَ يَغْمِسُ يَدَهُ فِىْ وَضُوْئِهِ حَتّٰى يَغْسِلَهَا ثَلٰثًا فَاِنَّ اَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِىْ اَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ .

১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর তার হাত তিনবার না ধোয়া পর্যন্ত যেন

তার উযুর পানির মধ্যে না ডুবায়। কারণ তোমাদের কেউ জানে না যে, তার হাত কোথায় রাত কাটিয়েছে।[১]

بَابُ السِّوَاكِ اِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ

২-অনুচ্ছেদ ঃ রাতে ঘুম থেকে উঠে মেসওয়াক করা (দাঁত মাজা)।

٢-اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ جَرِيْرٍ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوْصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ

২। হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলা ঘুম থেকে উঠে মেসওয়াক দ্বারা তাঁর মুখ পরিষ্কার করতেন।

بَابُ كَيْفَ يَسْتَاكُ

৩-অনুচ্ছেদ ঃ যেভাবে মেসওয়াক করবে।

٣- اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا غَيْلاَنُ بْنُ جَرِيْرٍ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَسْتَنُّ وَطَرَفُ السِّوَاكِ عَلٰى لِسَانِهِ وَهُوَ يَقُوْلُ عَاْعَاْ .

৩। আবু মূসা আল-আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হলাম, তখন তিনি মেসওয়াক করছিলেন। মেসওয়াকের প্রান্তভাগ তাঁর জিহ্বার উপর ছিল এবং তিনি আ আ শব্দ করছিলেন।

بَابُ هَلْ يَسْتَاكُ الْاِمَامُ بِحَضْرَةِ رَعِيَّتِهِ

৪-অনুচ্ছেদ ঃ শাসক তার প্রজাদের উপস্থিতিতে মেসওয়াক করতে পারে কি?

٤- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيٰى وَهُوَ ابْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ ابْنُ هِلاَلٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ اَقْبَلْتُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَمَعِىَ رَجُلاَنِ مِنَ الْاَشْعَرِيِّيْنَ اَحَدُهُمَا عَنْ يَّمِيْنِىْ وَالْاٰخَرُ عَنْ يَّسَارِىْ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَسْتَاكُ فَكِلاَهُمَا يَسْاَلُ الْعَمَلَ قُلْتُ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ نَبِيًّا بِالْحَقِّ

---

১. আয়াতের শাব্দিক তরজমা থেকে বুঝা যায় যে, কেউ যখন নামাযে দাঁড়াবে তখন উযু করবে। আসলে তা নয়, বরং নামাযের সময় হলে এবং উযু না থাকলে উত্তমরূপে উযু করে নামায পড়বে। নামাযের সময় উযু থাকলে পুনরায় উযু করার প্রয়োজন নাই। ইমাম নাসাঈ (র) এটাই বুঝাতে চেয়েছেন (অনুবাদক)।

مَا أُطْلَعَانِىْ مَا فِىْ أَنْفُسِهِمَا وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ فَكَأَنِّىْ أَنْظُرُ الِىٰ سِوَاكِهِ تَحْتَ شَفَتِهِ قَلَصَتْ فَقَالَ انَّا لاَ أَوْ لَنْ نَسْتَعِيْنَ عَلَى الْعَمَلِ مَنْ أَرَادَهُ وَلٰكِنِ اذْهَبْ أَنْتَ فَبَعَثَهُ عَلَى الْيَمَنِ ثُمَّ أَرْدَفَهُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ .

৪। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আশআরী গোত্রীয় দুইজন লোকসহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হলাম। তাদের একজন ছিল আমার ডানপাশে এবং অপরজন ছিল আমার বামপাশে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন মেসওয়াক করছিলেন। তাদের উভয়ে চাকরি প্রার্থনা করলো। আমি বললাম, সেই সত্তার শপথ যিনি আপনাকে সত্যসহ নবীরূপে পাঠিয়েছেন! তারা তাদের মনের কথা সম্পর্কে আমাকে অবহিত করেনি এবং আমি জানতাম না যে, তারা নিয়োগলাভের প্রার্থনা করবে। আমি তাঁর মেসওয়াকের দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে, তা ছিল তাঁর ঠোঁটের নিচে যা সংকুচিত হচ্ছিল। তিনি বলেনঃ যে ব্যক্তি কোন পদে নিয়োগ লাভের প্রার্থনা করে, আমরা তাকে কখনো নিয়োগ করি না। (হে আবু মূসা!) তুমি চলে যাও। অতএব তিনি তাকে ইয়ামনে (প্রশাসক নিয়োগ করে) পাঠান, অতঃপর তার সাথে মুআয ইবনে জাবাল (রা)-কেও পাঠান।

اَلتَّرْغِيْبُ فِى السِّوَاكِ

৫-অনুচ্ছেদ ঃ মেসওয়াক করতে উৎসাহ প্রদান।

٥- اَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى عَنْ يَزِيْدَ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِىْ عَتِيْقٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَلسِّوَاكُ مِطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ .

৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মেসওয়াক হলো মুখকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্নকারী এবং প্রভুর সন্তোষ লাভকারী।

اَلْاِكْثَارُ فِى السِّوَاكِ

৬-অনুচ্ছেদ ঃ পর্যাপ্ত পরিমাণে মেসওয়াক করা।

٦- اَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ وَعِمْرَانُ بْنُ مُوْسٰى قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ ابْنُ الْحَبْحَابِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ اَكْثَرْتُ عَلَيْكُمْ فِى السِّوَاكِ .

৬। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি মেসওয়াক করার জন্য তোমাদেরকে প্রচুর উৎসাহ বা উপদেশ দিয়েছি।

اَلرُّخْصَةُ فِى السِّوَاكِ بِالْعَشِىِّ لِلصَّائِمِ

৭-অনুচ্ছেদ ঃ রোযাদার বিকেলের দিকে মেসওয়াক করতে পারে।

٧- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَوْلاَ اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِىْ لاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ.

৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি আমার উম্মতের জন্য কষ্টসাধ্য মনে না করলে তাদেরকে অবশ্যই প্রতিটি নামাযের সময় মেসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।

اَلسِّوَاكُ فِىْ كُلِّ حِيْنٍ

৮-অনুচ্ছেদ ঃ সদাসর্বদা মেসওয়াক করা।

٨- اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِيْسٰى وَهُوَ ابْنُ يُوْنُسَ عَنْ مِسْعَرٍ عَنِ الْمِقْدَامِ وَهُوَ ابْنُ شُرَيْحٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ بِاَىِّ شَىْءٍ كَانَ يَبْدَاُ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ قَالَتْ بِالسِّوَاكِ .

৮। আল-মিকদাম ইবনে শুরায়হ্ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ঘরে প্রবেশের পর সর্বপ্রথম কি কাজ করতেন? তিনি বলেন, তিনি প্রথমে মেসওয়াক করতেন।

ذِكْرُ الْفِطْرَةِ الْاِخْتِتَانُ

৯-অনুচ্ছেদ ঃ স্বভাবসুলভ সুন্নাত খতনা করার বর্ণনা।

٩- اَخْبَرَنَا الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلْفِطْرَةُ خَمْسٌ اَلْاِخْتِتَانُ وَالْاِسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيْمُ الْاَظْفَارِ وَنَتْفُ الْاِبِطِ

৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ প্রকৃতিগত বা স্বভাবসুলভ অভ্যাস পাঁচটি ঃ খতনা করা, লজ্জাস্থানের লোম কেটে ফেলা, মোচ কাটা, নখ কাটা ও বগলের লোম উপড়ে ফেলা।

تَقْلِيْمُ الْاَظْفَارِ

১০-অনুচ্ছেদ ঃ নখ কাটা।

١٠- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ مَعْمَراً عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَمْسٌ مِّنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَنَتْفُ الْاِبِطِ وَتَقْلِيْمُ الْاَظْفَارِ وَالْاِسْتِحْدَادُ وَالْخِتَانُ .

১০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পাঁচটি জিনিস মানব স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত ঃ (১) মোচ কাটা, (২) বগলের লোম উপড়ানো, (৩) নখ কাটা, (৪) গুপ্ত স্থানের লোম কামানো এবং (৫) খতনা করা।

نَتْفُ الْاِبِطِ

১১-অনুচ্ছেদ ঃ বগলের লোম কামানো।

١١- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَمْسٌ مِّنَ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَنَتْفُ الْاِبْطِ وَتَقْلِيْمُ الْاَظْفَارِ وَاَخْذُ الشَّارِبِ .

১১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ পাঁচটি জিনিস স্বভাবসুলভ ঃ (১) খতনা করা, (২) লজ্জাস্থানের লোম কামানো, (৩) বগলের পশম উপড়ানো, (৪) নখ কাটা এবং (৫) মোচ খাটো করা।

حَلْقُ الْعَانَةِ

১২-অনুচ্ছেদ ঃ লজ্জাস্থানের লোম কামানো।

١٢- اَخْبَرَنَا الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ اَبِيْ سُفْيَانَ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْفِطْرَةُ قَصُّ الْاَظْفَارِ وَاَخْذُ الشَّارِبِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ .

১২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ নখ কাটা, মোচ খাটো করা ও লজ্জাস্থানের লোম কেটে পরিষ্কার করা স্বভাবসুলভ কাজ।

قَصُّ الشَّارِبِ

১৩-অনুচ্ছেদ ঃ মোচ কামানো বা খাটো করা।

١٣- اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبِيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَّمْ يَاْخُذْ شَارِبَهُ فَلَيْسَ مِنَّا .

১৩। যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার মোচ স্পর্শ করে না (কাটে না বা ছাঁটে না) সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

اَلتَّوْقِيْتُ فِيْ ذٰلِكَ

১৪-অনুচ্ছেদ ঃ উপরোক্ত কাজগুলোর জন্য সময় নির্দ্ধারণ।

١٤- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِيْ عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ وَقَّتَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيْمِ الْاَظْفَارِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ وَنَتْفِ الْاِبِطِ اَنْ لاَّ نَتْرُكَ اَكْثَرَ مِنْ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا وَقَالَ مَرَّةً اُخْرٰى اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً .

১৪। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মোচ কাটা, নখ কাটা, লজ্জাস্থানের লোম কামানো ও বগলের লোম উপড়ে ফেলার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের জন্য সময়সীমা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন যে, আমরা যেন চল্লিশ দিন বা রাতের অধিক কাল সেগুলো (পরিষ্কার না করে) রেখে না দেই।

اِحْفَاءُ الشَّارِبِ وَاِعْفَاءُ اللُّحٰى

১৫-অনুচ্ছেদ ঃ মোচ খাটো করা এবং দাড়ি বড়ো করা।

١٥- اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى هُوَ ابْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ اَخْبَرَنِيْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَاَعْفُوا اللُّحٰى .

১৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা মোচ খাটো করো এবং দাড়ি বড়ো করো।

اَلْاِبْعَادُ عِنْدَ اِرَادَةِ الْحَاجَةِ

১৬-অনুচ্ছেদ ঃ প্রাকৃতিক প্রয়োজন সাড়তে দূরে যাওয়া।

١٦- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ جَعْفَرٍ الْخَطْمِيُّ عُمَيْرُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ فُضَيْلٍ وَعُمَارَةُ بْنُ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ قُرَادٍ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الْخَلَاءِ وَكَانَ اِذَا اَرَادَ الْحَاجَةَ اَبْعَدَ .

১৬। আবদুর রহমান ইবনে আবু কুরাদ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে পায়খানায় যেতে বের হলাম। তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজন সাড়তে দূরে চলে যেতেন।

١٧- اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا ذَهَبَ الْمَذْهَبَ اَبْعَدَ قَالَ فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ وَهُوَ فِيْ بَعْضِ اَسْفَارِهِ فَقَالَ ائْتِنِيْ بِوَضُوْءٍ فَاَتَيْتُهُ بِوَضُوْءٍ فَتَوَضَّاَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ قَالَ الشَّيْخُ اِسْمَاعِيْلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرِ بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ الْقَارِئُ .

১৭। মুগীরা ইবনে শোবা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানায় গেলে দূরে যেতেন। রাবী বলেন, তিনি তাঁর কোন এক সফরে পায়খানা করতে গেলেন। (ফিরে এসে) তিনি বলেন ঃ আমার জন্য উযুর পানি আনো। তিনি উযু করলেন এবং (পায়ের) মোজাদ্বয়ের উপর মাসেহ করলেন। আমার শায়েখ বলেন, রাবী ইসমাঈল (র) হলেন জাফর ইবনে কাছীর আল-কারীর পুত্র।

اَلرُّخْصَةُ فِيْ تَرْكِ ذٰلِكَ

১৭-অনুচ্ছেদ ঃ পায়খানা করতে দূরে না যাওয়ার অবকাশ আছে।

١٨- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كُنْتُ اَمْشِيْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَانْتَهٰى اِلٰى

سُبَاطَةِ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا فَتَنَحَّيْتُ عَنْهُ فَدَعَانِيْ وَكُنْتُ عِنْدَ عَقِبَيْهِ حَتّٰى فَرَغَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلٰى خُفَّيْهِ .

১৮। হুযায়ফা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যাচ্ছিলাম। তিনি এক সম্প্রদায়ের আবর্জনা ফেলার স্থানে পৌছে সেখানে দাঁড়ানো অবস্থায় পেশাব করেন। আমি তাঁর থেকে দূরে একদিকে সরে দাঁড়ালাম। অতঃপর তিনি আমাকে ডাকলেন এবং আমি তাঁর পেশাব করা শেষ না হওয়া পর্যন্ত (নিকটেই) তাঁর পেছনে ছিলাম। অতঃপর তিনি উযু করেন এবং (পদদ্বয়ের) মোজার উপর মাসেহ করেন।

اَلْقَوْلُ عِنْدَ دُخُوْلِ الْخَلاَءِ

১৮-অনুচ্ছেদ ঃ পায়খানায় প্রবেশের দোয়া।

١٩- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ قَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ .

১৯। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানায় প্রবেশের সময় বলতেন ঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল খুবুছে ওয়াল-খাবাইছে" (হে আল্লাহ! আমি অবশ্যই তোমার আশ্রয় চাই নিকৃষ্ট পুরুষ ও নারী জিন থেকে)।

اَلنَّهْىُ عَنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ عِنْدَ الْحَاجَةِ

১৯-অনুচ্ছেদ ঃ কিবলামুখী হয়ে পায়খানা-পেশাব করা নিষেধ।

٢٠- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ طَلْحَةَ عَنْ رَافِعِ بْنِ اِسْحَاقَ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيَّ وَهُوَ بِمِصْرَ يَقُوْلُ وَاللّٰهِ مَا اَدْرِيْ كَيْفَ اَصْنَعُ بِهٰذِهِ الْكَرَايِيْسِ وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا ذَهَبَ اَحَدُكُمْ اِلَى الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ فَلاَ يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلاَ يَسْتَدْبِرْهَا .

২০। আবু আইউব আল-আনসারী (রা) মিসরে অবস্থানকালে বলেন, আল্লাহ্র শপথ! জানি না আমি কিভাবে এই মলত্যাগের স্থানগুলো ব্যবহার করবো। অথচ রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ পাখায়না-পেশাব করতে গেলে যেন কিবলাকে সামনে অথবা পেছনে না রাখে।

اَلنَّهْىُ عَنِ اسْتِدْبَارِ الْقِبْلَةِ عِنْدَ الْحَاجَةِ

২০-অনুচ্ছেদ ঃ কিবলাকে পিছনে রেখেও পায়খানা-পেশাব করা নিষেধ।

٢١- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِى اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيِّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلاَ تَسْتَدْبِرُوْهَا لِغَائِطٍ اَوْ بَوْلٍ وَلٰكِنْ شَرِّقُوْا اَوْ غَرِّبُوْا .

২১। আবু আইউব আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা কিবলাকে সামনে বা পেছনে রেখে পায়খানা-পেশাব করবে না, বরং তোমরা পূর্ব বা পশ্চিম দিকে ফিরে (তা সাড়বে)।[২]

اَلْاَمْرُ بِاسْتِقْبَالِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ عِنْدَ الْحَاجَةِ

২১-অনুচ্ছেদ ঃ পূর্ব বা পশ্চিমমুখী হয়ে পায়খানা-পেশাব করার নির্দেশ।

٢٢- اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِى اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَتٰى اَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلاَ يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلٰكِنْ لِيُشَرِّقْ اَوْ لِيُغَرِّبْ .

২২। আবু আইউব আল-আনসারী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ মলত্যাগ করতে এলে যেন কিবলামুখী হয়ে না বসে, বরং সে যেন পূর্ব বা পশ্চিম দিকে ফিরে বসে।

اَلرُّخْصَةُ فِىْ ذٰلِكَ فِى الْبُيُوْتِ

২২-অনুচ্ছেদ ঃ ঘরের ভেতরে কিবলামুখী হয়ে বা কিবলাকে পিছনে রেখে পায়খানা-পেশাব করার অবকাশ আছে।

٢٣- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْىَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَ ابْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمِّهٖ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ لَقَدِ ارْتَقَيْتُ عَلٰى ظَهْرِ بَيْتِنَا فَرَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ لِحَاجَتِهٖ .

---

২. কিবলাকে সামনে বা পিছনে রেখে পায়খানা ও পেশাব করা মাকরূহ। দক্ষিণ অথবা উত্তরমুখী হয়ে বসতে হবে। হাদীসটি মদীনা শরীফে বর্ণিত হয়েছে বিধায় তাতে পশ্চিম বা পূর্বমুখী হয়ে পায়খানা-পেশাব করতে বলা হয়েছে। কারণ মদীনা থেকে কিবলা দক্ষিণ দিকে (অনুবাদক)।

২৩। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, আমি আমাদের ঘরের ছাদে উঠে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে দু'টি ইটের উপর বসে প্রাকৃতিক প্রয়োজন সাড়তে দেখেছি।

بَابُ النَّهْيِ عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ بِالْيَمِيْنِ عِنْدَ الْحَاجَةِ

২৩-অনুচ্ছেদ ঃ পায়খানা-পেশাবের সময় ডান হাতে লিঙ্গ স্পর্শ করা নিষেধ।

٢٤- اَخْبَرَنَا يَحْيَ بْنُ دُرُسْتَ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ اِسْمَاعِيْلَ وَهُوَ الْقَنَّادُ قَالَ حَدَّثَنِيْ يَحْيَ بْنُ اَبِيْ كَثِيْرٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِيْ قَتَادَةَ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا بَالَ اَحَدُكُمْ فَلاَ يَاْخُذْ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهِ .

২৪। আবদুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ যেন পেশাব করাকালে তার ডান হাত দিয়ে তার পুরুষাঙ্গ স্পর্শ না করে।

٢٥- اَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ وَكِيْعٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ يَحْىٰ هُوَ ابْنُ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ اَبِيْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْخَلاَءَ فَلاَ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهِ .

২৫। আবু কাতাদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ পায়খানায় প্রবেশ করে যেন তার ডান হাতে তার পুরুষাঙ্গ স্পর্শ না করে।

اَلرُّخْصَةُ فِي الْبَوْلِ فِي الصَّحَرَاءِ قَائِمًا

২৪-অনুচ্ছেদ ঃ মাঠে দাঁড়িয়ে পেশাব করার অবকাশ আছে।

٢٦- اَخْبَرَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَتٰى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا.

২৬। হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সম্প্রদায়ের আবর্জনার স্তূপের নিকট এসে দাঁড়িয়ে পেশাব করেন।

٢٧-اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا وَائِلٍ اَنَّ حُذَيْفَةَ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَتٰى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا .

২৭। হুযায়ফা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সম্প্রদায়ের আবর্জনার স্তূপের নিকট এসে দাঁড়ানো অবস্থায় পেশাব করেন।

٢٨- اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ وَمَنْصُوْرٌ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ مَشٰى اِلٰى سُبَاطَةِ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا قَالَ سُلَيْمَانُ فِىْ حَدِيْثِهٖ وَمَسَحَ عَلٰى خُفَّيْهِ وَلَمْ يَذْكُرْ مَنْصُوْرٌ الْمَسْحَ .

২৮। হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সম্প্রদায়ের আবজর্নার স্তূপে পৌঁছে দাঁড়ানো অবস্থায় পেশাব করেন। অধস্তন রাবী সুলায়মানের বর্ণনায় আছে, "তিনি তাঁর মোজাদ্বয়ের উপর মাসেহ করেন"। মানসূরের বর্ণনায় মাসেহ করার কথা নাই।

اَلْبَوْلُ فِى الْبَيْتِ جَالِسًا

২৫-অনুচ্ছেদ ঃ ঘরের মধ্যে বসে পেশাব করা।

٢٩- اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا شَرِيْكٌ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَنْ حَدَّثَكُمْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَالَ قَائِمًا فَلاَ تُصَدِّقُوْهُ مَا كَانَ يَبُوْلُ الاَّ جَالِسًا .

২৯। আয়েশা (রা) বলেন, কেউ তোমাদের নিকট যদি বর্ণনা করে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন, তবে তোমরা তা বিশ্বাস করবে না। কারণ তিনি বসেই পেশাব করতেন।

اَلْبَوْلُ اِلَى السُّتْرَةِ يَسْتَتِرُ بِهَا

২৬-অনুচ্ছেদ ঃ কোন কিছু দ্বারা আড়াল করে পেশাব করা।

٣٠-اَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ عَنْ اَبِىْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَسَنَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَفِىْ يَدِهٖ كَهَيْئَةِ الدَّرَقَةِ فَوَضَعَهَا ثُمَّ جَلَسَ خَلْفَهَا فَبَالَ اِلَيْهَا فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ اُنْظُرُوْا يَبُوْلُ كَمَا تَبُوْلُ الْمَرْاَةُ فَسَمِعَهُ فَقَالَ اَوَ مَا عَلِمْتَ مَا اَصَابَ صَاحِبَ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ كَانُوْا اِذَا اَصَابَهُمْ شَىْءٌ مِّنَ الْبَوْلِ قَرَضُوْهُ بِالْمَقَارِيْضِ فَنَهَاهُمْ صَاحِبُهُمْ فَعُذِّبَ فِىْ قَبْرِهٖ .

৩০। আবদুর রহমান ইবনে হাসানা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রওয়ানা হয়ে আমাদের এখানে এলেন এবং তাঁর হাতে ছিল চামড়ার ঢাল সদৃশ একটি বস্তু। তিনি সেটি স্থাপন করে তার পিছনে পেশাব করেন। জনগণের মধ্য থেকে কেউ বললো, লক্ষ্য করো! তিনি নারীদের মত পেশাব করছেন। তিনি তার এই মন্তব্য শুনতে পেয়ে বলেন ঃ তুমি কি জানতে না যে, বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তির কি শাস্তি হয়েছে? তাদের দেহে পেশাবের কিছু লাগলে তারা কাঁচি দিয়ে সেই স্থান কেটে ফেলতো। তাদের সেই ব্যক্তি তাদের (এটা করতে) নিষেধ করায় তার কবরে তাকে শাস্তি দেয়া হয়।

اَلتَّنَزُّهُ عَنِ الْبَوْلِ

২৭-অনুচ্ছেদ ঃ পেশাব থেকে সাবধানতা অবলম্বন করা।

٣١- اَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ وَكِيْعٍ عَنِ الْاَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنْ طَاؤُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى قَبْرَيْنِ فَقَالَ اِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِيْ كَبِيْرٍ اَمَّا هٰذَا فَكَانَ لاَ يَسْتَنْزِهُ مِنْ بَوْلِهِ وَاَمَّا هٰذَا فَاِنَّهُ كَانَ يَمْشِيْ بِالنَّمِيْمَةِ ثُمَّ دَعَا بِعَسِيْبٍ رَطْبٍ فَشَقَّهُ بِاثْنَيْنِ فَغَرَسَ عَلٰى هٰذَا وَاحِدًا وَّعَلٰى هٰذَا وَاحِدًا ثُمَّ قَالَ لَعَلَّهُ يُخَفِّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا. خَالَفَهُ مَنْصُوْرٌ رَوَاهُ عَنْ مُّجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَمْ يَذْكُرْ طَاؤُسًا .

৩১। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'টি কবর অতিক্রমকালে বললেন ঃ এদের দু'জনকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। তবে তাদের কোন মারাত্মক অপরাধের দরুন শাস্তি হচ্ছে না। এই ব্যক্তি পেশাব করার সময় সাবধানতা অবলম্বন করতো না। আর এই ব্যক্তি চোগলখোরি করে বেড়াতো। অতঃপর তিনি একটি তাজা খেজুরের ডাল নিয়ে ডাকলেন এবং সেটিকে দুই টুকরা করে একটি এই কবরে এবং অপরটি ঐ কবরে গেড়ে দিলেন, অতঃপর বললেন ঃ এই দু'টি তাজা থাকা অবধি আশা করা যায় তাদের শাস্তি লাঘব হবে।

اَلْبَوْلُ فِى الْاِنَاءِ

২৮-অনুচ্ছেদ ঃ পাত্রের মধ্যে পেশাব করা।

٣٢- اَخْبَرَنَا اَيُّوْبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَتْنِيْ حُكَيْمَةُ بِنْتُ اُمَيْمَةَ عَنْ اُمِّهَا اُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ قَالَتْ كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ قَدَحٌ مِّنْ عَيْدَانٍ يَبُوْلُ فِيْهِ وَيَضَعُهُ تَحْتَ السَّرِيْرِ .

৩২। রুকাইকা-কন্যা উমাইমা (রা) বলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি কাঠের বারকোশ ছিল। তিনি তার মধ্যে পেশাব করতেন এবং তা খাটের নিচে রাখতেন।

اَلْبَوْلُ فِى الطَّسْتِ

২৯-অনুচ্ছেদ ঃ চিলুমচিতে পেশাব করা।

٣٣- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ اَخْبَرَنَا اَزْهَرُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ يَقُوْلُوْنَ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَوْصٰى اِلٰى عَلِيٍّ لَقَدْ دَعَا بِالطَّسْتِ لِيَبُوْلَ فِيْهَا فَانْخَنَثَتْ نَفْسُهُ وَمَا اَشْعُرُ فَاِلٰى مَنْ اَوْصٰى .

৩৩। আয়েশা (রা) বলেন, লোকজন বলে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী (রা)-কে ওসিয়াত করেছেন। অবশ্য তিনি পেশাব করার জন্য একটি চিলুমচি আনতে ডেকেছেন এবং আমি তাঁকে একটু বাঁকা করে ধরে রেখেছিলাম। আমি তো শুনিনি,তিনি কাকে ওসিয়াত করেছেন!

كَرَاهِيَةُ الْبَوْلِ فِى الْجُحْرِ

৩০-অনুচ্ছেদ ঃ গর্তে পেশাব করা অনুচিত।

٣٤-اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَرْجِسَ اَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَبُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ فِىْ جُحْرٍ قَالُوْا لِقَتَادَةَ وَمَا يُكْرَهُ مِنَ الْبَوْلِ فِى الْجُحْرِ قَالَ يُقَالُ اِنَّهَا مَسَاكِنُ الْجِنِّ .

৩৪। আবদুল্লাহ ইবনে সারজিস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ যেন গর্তে পেশাব না করে। লোকজন অধস্তন রাবী কাতাদা (র)-কে জিজ্ঞেস করলো, তিনি গর্তে পেশাব করা কেন অবাঞ্ছিত বলেছেন? তিনি বলেন, কথিত আছে যে, তা জিনদের বাসস্থান।

اَلنَّهْىُ عَنِ الْبَوْلِ فِى الْمَاءِ الرَّاكِدِ

৩১-অনুচ্ছেদ ঃ বদ্ধ পানিতে পেশাব করা নিষেধ।

٣٥- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ نَهٰى عَنِ الْبَوْلِ فِى الْمَاءِ الرَّاكِدِ .

৩৫। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদ্ধ পানিতে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন।

كَرَاهِيَةُ الْبَوْلِ فِي الْمُسْتَحَمِّ

৩২-অনুচ্ছেদ ঃ গোসলখানায় পেশাব করা মাকরূহ।

٣٦- اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الْاَشْعَثِ ابْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَبُولَنَّ اَحَدُكُمْ فِيْ مُسْتَحَمِّهِ فَاِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ .

৩৬। আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ যেন তার গোসলখানায় পেশাব না করে। কারণ তার থেকে অধিকাংশ সংশয়ের উদ্রেক হয়।

اَلسَّلاَمُ عَلٰى مَنْ يَّبُوْلُ

৩৩-অনুচ্ছেদ ঃ পেশাবরত ব্যক্তিকে সালাম দেয়া।

٣٧- اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ وَقَبِيْصَةُ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَبُوْلُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ .

৩৭। ইবনে উমার (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেশাব করছিলেন। তখন এক ব্যক্তি তাঁর নিকট দিয়ে যেতে তাঁকে সালাম দেয়। কিন্তু তিনি তার সালামের উত্তর দেননি।

رَدُّ السَّلاَمِ بَعْدَ الْوُضُوْءِ

৩৪-অনুচ্ছেদ ঃ উযু করার পর সালামের উত্তর দেয়া।

٣٨- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حُضَيْنٍ اَبِيْ سَاسَانَ عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ اَنَّهُ سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَبُوْلُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ حَتّٰى تَوَضَّاَ فَلَمَّا تَوَضَّاَ رَدَّ عَلَيْهِ .

৩৮। আল-মুহাজির ইবনে কুনফুয (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেশাবে রত থাকা অবস্থায় তিনি তাঁকে সালাম দিলেন। কিন্তু তিনি উযু না করা পর্যন্ত তার সালামের উত্তর দেননি। তিনি উযু করার পর তার উত্তর দেন।

اَلنَّهْىُ عَنِ الْاسْتِطَابَةِ بِالْعَظْمِ

৩৫-অনুচ্ছেদ ঃ হাড় দ্বারা শৌচ করা নিষেধ।

٣٩- اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ اَنْبَاَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ بْنِ سَنَّةَ الْخُزَاعِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى اَنْ يَّسْتَطِيْبَ اَحَدُكُمْ بِعَظْمٍ اَوْ رَوْثٍ .

৩৯। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের যে কোন লোককে হাড় ও পশুর বিষ্ঠা দ্বারা (পায়খানা-পেশাব থেকে) পবিত্রতা অর্জন করতে নিষেধ করেছেন।

اَلنَّهْىُ عَنِ الْاسْتِطَابَةِ بِالرَّوْثِ

৩৬-অনুচ্ছেদ ঃ পশুর বিষ্ঠা দ্বারা শৌচ করা নিষেধ।

٤٠- اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىٰ يَعْنِى ابْنَ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ الْقَعْقَاعُ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّمَا اَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ اُعَلِّمُكُمْ اِذَا ذَهَبَ اَحَدُكُمْ اِلَى الْخَلاَءِ فَلاَ يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلاَ يَسْتَدْبِرْهَا وَلاَ يَسْتَنْجِ بِيَمِيْنِهِ وَكَانَ يَاْمُرُ بِثَلاَثَةِ اَحْجَارٍ وَّيَنْهٰى عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ .

৪০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ নিশ্চয় আমি তোমাদের পিতৃতুল্য। আমি তোমাদের শিক্ষা দেই। তোমাদের কেউ পায়খানায় গেলে যেন কিবলামুখী হয়ে বা তার বিপরীতমুখী হয়ে না বসে এবং ডান হাত দ্বারা শৌচ না করে। তিনি তিন টুকরা পাথর (ঢেলা হিসাবে) ব্যবহারের নির্দেশ দিতেন এবং গোবর ও হাড় পরিহার করতে বলতেন।

اَلنَّهْىُ عَنِ الْاِكْتِفَاءِ فِى الْاِسْتِطَابَةِ بِاَقَلَّ مِنْ ثَلاَثَةِ اَحْجَارٍ

৩৭-অনুচ্ছেদ ঃ শৌচকার্যে তিনের কম ঢেলা ব্যবহার করা নিষেধ।

٤١- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ وَقَالَ لَهُ رَجُلٌ اِنَّ صَاحِبَكُمْ لَيُعَلِّمُكُمْ حَتَّى الْخِرَاءَةَ قَالَ اَجَلْ نَهَانَا اَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ اَوْ بَوْلٍ اَوْ نَسْتَنْجِيَ بِاَيْمَانِنَا اَوْ نَكْتَفِيَ بِاَقَلَّ مِنْ ثَلاَثَةِ اَحْجَارٍ .

৪১। সালমান (রা) বলেন, এক ব্যক্তি তাকে বললো, তোমাদের সঙ্গী (নবী) তোমাদের যাবতীয় বিষয়ে শিক্ষা দেন, এমনকি পায়খানা-পেশাবের নিয়মও। সালমান (রা) বলেন, হাঁ, তিনি আমাদের নিষেধ করেছেন আমরা যেনো কিবলামুখী হয়ে পায়খানা-পেশাব না করি, ডান হাতে শৌচ না করি এবং পবিত্রতা অর্জনের জন্য তিনটির কম ঢেলা ব্যবহার না করি।

اَلرُّخْصَةُ فِى الْاِسْتِطَابَةِ بِحَجَرَيْنِ

৩৮-অনুচ্ছেদ ঃ দু'টি ঢেলা দ্বারা শৌচ করার অনুমতি।

٤٢- اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ عَنْ زُهَيْرٍ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ قَالَ لَيْسَ اَبُوْ عُبَيْدَةَ ذَكَرَهُ وَلٰكِنْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْاَسْوَدِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ يَقُوْلُ اَتَى النَّبِىُّ ﷺ الْغَائِطَ وَاَمَرَنِىْ اَنْ اٰتِيَهُ بِثَلاَثَةِ اَحْجَارٍ فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ وَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ اَجِدْهُ فَاَخَذْتُ رَوْثَةً فَاَتَيْتُ بِهِنَّ النَّبِىَّ ﷺ فَاَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَاَلْقَى الرَّوْثَةَ وَقَالَ هٰذِهِ رِكْسٌ. قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَلرِّكْسُ طَعَامُ الْجِنِّ .

৪২। আল-আসওয়াদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-কে বলতে শুনেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানায় যান এবং তাঁর জন্য আমাকে তিনটি পাথর (ঢেলা) আনার নির্দেশ দেন। আমি দুই টুকরা পাথর পেলাম এবং তৃতীয়টি খোঁজ করলাম কিন্তু তা পেলাম না। তাই আমি একটি গোবরের টুকরা নিলাম এবং এগুলো নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলাম। তিনি পাথরের টুকরা দু'টি নিলেন এবং গোবরটি ফেলে দিয়ে বলেন ঃ এটা হলো "রিক্স"। আবু আবদুর রহমান (র) বলেন, "রিক্স" অর্থ জিনের খাদ্য।

الرُّخْصَةُ فِى الْاِسْتِطَابَةِ بِحَجَرٍ وَّاحِدٍ

৩৯-অনুচ্ছেদ ঃ একটি মাত্র ঢেলা দ্বারা শৌচ করার অনুমতি।

٤٣- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا اسْتَجْمَرْتَ فَاَوْتِرْ .

৪৩। সালামা ইবনে কায়েস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তুমি ঢেলা ব্যবহার করলে বেজোড় সংখ্যক ব্যবহার করো।

اَلْاِجْتِزَاءُ فِى الْاِسْتِطَابَةِ بِالْحِجَارَةِ دُوْنَ غَيْرِهَا

৪০-অনুচ্ছেদ ঃ (মলত্যাগ করে) শুধু ঢেলা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন যথেষ্ট।

٤٤- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ قُرْطٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا ذَهَبَ اَحَدُكُمْ اِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلاَثَةِ اَحْجَارٍ فَلْيَسْتَطِبْ بِهَا فَاِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ .

৪৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তোমাদের কেউ পায়খানায় গেলে যেনো সাথে তিনটি পাথর টুকরা নিয়ে যায় এবং সে এগুলোর দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করে। এটাই তার পবিত্রতা অর্জনের জন্য যথেষ্ট হবে।

اَلْاِسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ

৪১-অনুচ্ছেদ ঃ পানি দিয়ে শৌচ করা।

٤٥- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا النَّضْرُ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ مَيْمُوْنَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ اَحْمِلُ اَنَا وَغُلاَمٌ مَّعِىَ نَحْوِىْ اِدَاوَةً مِّنْ مَّاءٍ فَيَسْتَنْجِىْ بِالْمَاءِ .

৪৫। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানায় প্রবেশ করলে আমি এবং আমার সাথে আমার বয়সী একটি ছেলে পানির পাত্র তুলে নিতাম। তিনি পানি দ্বারা শৌচ করতেন।

٤٦- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُعَاذَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ مُرْنَ اَزْوَاجَكُنَّ اَنْ يَّسْتَطِيْبُوْا بِالْمَاءِ فَاِنِّىْ اَسْتَحْيِيْهِمْ مِنْهُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُهُ .

৪৬। আয়েশা (রা) বলেন, তোমরা তোমাদের স্বামীদেরকে পানি দ্বারা শৌচ করতে নির্দেশ দাও। আমি সরাসরি তাদেরকে এটা বলতে লজ্জাবোধ করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাই করতেন।

اَلنَّهْىُ عَنِ الْاِسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِيْنِ

৪২-অনুচ্ছেদ ঃ ডান হাতে শৌচ করা নিষেধ।

٤٧- اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْىٰ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا شَرِبَ اَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِىْ اِنَائِهٖ وَاِذَا اَتَى الْخَلَاءَ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهٖ وَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِيْنِهٖ .

৪৭। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ যখন কিছু পান করে তখন সে যেন তার পাত্রে নিঃশ্বাস না ফেলে এবং যখন পায়খানায় যায় তখন যেন তার ডান হাত দ্বারা তার লিঙ্গ স্পর্শ না করে এবং ডান হাতে শৌচ না করে।

٤٨- اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ يَحْىَ بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى اَنْ يُّتَنَفَّسَ فِى الْاِنَاءِ وَاَنْ يُّمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهٖ وَاَنْ يُّسْتَطِيْبَ بِيَمِيْنِهٖ .

৪৮। ইবনে আবু কাতাদা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষকে পানপাত্রে নিঃশ্বাস ফেলতে, ডান হাতে লিঙ্গ স্পর্শ করতে এবং ডান হাতে শৌচ করতে নিষেধ করেছেন।

٤٩- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ وَشُعَيْبُ بْنُ يُوْسُفَ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ مَهْدِىٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ وَالْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ يَزِيْدَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَالَ الْمُشْرِكُوْنَ اِنَّا لَنَرٰى صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمُ الْخِرَاءَةَ قَالَ اَجَلْ نَهَانَا اَنْ يُّسْتَنْجِىَ اَحَدُنَا بِيَمِيْنِهٖ وَيَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَقَالَ لَا يَسْتَنْجِىْ اَحَدُكُمْ بِدُوْنِ ثَلٰثَةِ اَحْجَارٍ .

৪৯। সালমান (রা) বলেন, মুশরিকরা বললো, আমরা দেখছি যে, তোমাদের নবী তোমাদেরকে পায়খানা-পেশাবের নিয়ম-কানুনও শিক্ষা দেন। তিনি বলেন, হাঁ, তিনি আমাদের এই মর্মে নিষেধ করেছেন যে ঃ আমাদের কেউ যেন তার ডান হাতে শৌচ না করে এবং কিবলামুখী হয়ে (পায়খানায়) না বসে। তিনি আরও বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন তিনটির কম ঢেলা দ্বারা শৌচ না করে।

بَابُ دَلْكِ الْيَدِ بِالْأَرْضِ بَعْدَ الْاِسْتِنْجَاءِ

৪৩-অনুচ্ছেদ ঃ শৌচ করার পর মাটিতে হাত ঘষা।

٥٠- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ تَوَضَّأَ فَلَمَّا اسْتَنْجٰى دَلَكَ يَدَهُ بِالْاَرْضِ .

৫০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযু করলেন। তিনি শৌচ করার পর মাটিতে তাঁর হাত ঘষেন।

٥١- اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ يَعْنِى ابْنَ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبَانُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَجَلِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ جَرِيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فَاَتَى الْخَلَاءَ فَقَضَى الْحَاجَةَ ثُمَّ قَالَ يَا جَرِيْرُ هَاتِ طَهُوْرًا فَاَتَيْتُهُ بِالْمَاءِ فَاسْتَنْجٰى بِالْمَاءِ وَقَالَ بِيَدِهِ فَدَلَكَ بِهَا الْاَرْضَ. قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هٰذَا اَشْبَهُ بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيْثِ شَرِيْكٍ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ .

৫১। ইবরাহীম ইবনে জারীর (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। তিনি পায়খানায় গেলেন এবং প্রয়োজন সমাধা করলেন, তারপর বলেন ঃ হে জারীর! পানি আনো। অতএব আমি তাঁকে পানি এনে দিলাম। তিনি পানি দিয়ে শৌচ করেন (এবং নিজ হাতের ইশারায় বলেন) এবং পানি দ্বারা হাত মাটিতে ঘষেন। আবু আবদুর রহমান (র) বলেন, এটি শারীকের হাদীসের তুলনায় অধিক সঠিক বলে প্রতীয়মান হয়। আল্লাহ্ই অধিক অবগত।

بَابُ التَّوْقِيْتِ فِى الْمَاءِ

৪৪-অনুচ্ছেদ ঃ পানি পরিমাণ নির্ধারণ।

٥٢- اَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ وَالْحُسَيْنُ عَنْ حُرَيْثٍ عَنْ اَبِىْ اُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ كَثِيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ

أَبِيْهِ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ لِلّٰهِ ﷺ عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَنُوْبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ فَقَالَ اِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ .

৫২। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পানি সম্পর্কে এবং তাতে চতুষ্পদ জন্তু ও হিংস্র জন্তুর যাতায়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বলেন ঃ পানি দুই "কুল্লা" পরিমাণ হলে তা নাপাক হয় না।

تَرْكُ التَّوْقِيْتِ فِى الْمَاءِ

৪৫-অনুচ্ছেদ ঃ পানির পরিমাণ নির্ধারণ পরিহার করা।

٥٣- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ اَعْرَابِيًّا بَالَ فِى الْمَسْجِدِ فَقَامَ عَلَيْهِ بَعْضُ الْقَوْمِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَعُوْهُ لاَ تُزْرِمُوْهُ فَلَمَّا فَرَغَ دَعَا بِدَلْوٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ. قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يَعْنِىْ لاَ تَقْطَعُوْا عَلَيْهِ .

৫৩। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক বেদুইন মসজিদে পেশাব করলো। কেউ কেউ তার দিকে ধাবিত হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তাকে ত্যাগ করো, তার পেশাবে বাধা দিও না। সে পেশাব শেষ করলে তিনি এক বালতি পানি নিয়ে ডাকেন এবং তা তার পেশাবের উপর ঢেলে দেন। আবু আবদুর রহমান (র) বলেন, অর্থাৎ তার পেশাব বন্ধ করে দিও না।

٥٤- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ عَنْ يَحْىَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ بَالَ اَعْرَابِىٌّ فِى الْمَسْجِدِ فَاَمَرَ النَّبِىُّ ﷺ بِدَلْوٍ مِّنْ مَّاءٍ فَصُبَّ عَلَيْهِ .

৫৪। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, এক বেদুইন মসজিদে পেশাব করে দেয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক বালতি পানি আনার নির্দেশ দেন এবং তা পেশাবের স্থানে ঢেলে দেয়া হয়।

٥٥- اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ يَحْىَ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا يَّقُوْلُ جَاءَ اَعْرَابِىٌّ اِلَى الْمَسْجِدِ فَبَالَ فَصَاحَ بِهِ النَّاسُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُتْرُكُوْهُ فَتَرَكُوْهُ حَتّٰى بَالَ ثُمَّ اَمَرَ بِدَلْوٍ فَصُبَّ عَلَيْهِ .

৫৫। আনাস (রা) বলেন, এক বেদুইন মসজিদে প্রবেশ করে পেশাব করলে লোকজন জোরে চীৎকার দেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা তাকে

ত্যাগ করো। অতএব তারা তাকে ত্যাগ করলো। সে পেশাব শেষ করলে পর তিনি এক বালতি পানি আনতে নির্দেশ দেন এবং তা পেশাবের উপর ঢেলে দেয়া হয়।

٥٦- اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيْدِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَامَ اَعْرَابِىٌّ فَبَالَ فِى الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَعُوْهُ وَاَهْرِيْقُوْا عَلٰى بَوْلِهِ دَلْوًا مِّنْ مَّاءٍ فَاِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِيْنَ وَلَمْ تُبْعَثُوْا مُعَسِّرِيْنَ .

৫৬। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, এক বেদুইন দাঁড়িয়ে মসজিদে পেশাব করলে লোকজন তার উপর ঝাপিয়ে পড়তে যাচ্ছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বলেন ঃ তোমরা তাকে ছেড়ে দাও এবং তার পেশাবের উপর এক বালতি পানি ঢেলে দাও। কেননা তোমরা নম্র আচরণকারীরূপে প্রেরিত হয়েছো, কঠোর আচরণকারীরূপে প্রেরিত হওনি।

بَابُ الْمَاءِ الدَّائِمِ

৪৬-অনুচ্ছেদ ঃ বদ্ধ পানি।

٥٧- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَبُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ . قَالَ عَوْفٌ وَقَالَ خِلاَسٌ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .

৫৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ যেন কখনও বদ্ধ পানিতে পেশাব না করে, অতঃপর তাতে উযু না করে। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত অন্য এক বর্ণনায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٥٨- اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ يَحْىَ بْنِ عَتِيْقٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَبُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ . قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ كَانَ يَعْقُوْبُ لاَ يُحَدِّثُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اِلاَّ بِدِيْنَارٍ .

৫৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ যেন কখনও বদ্ধ পানিতে পেশাব না করে, অতঃপর তাতে গোসল

না করে। ইমাম নাসাঈ (র) বলেন, ইয়াকূব (র) এক দীনারের বিনিময়ে এই হাদীস বর্ণনা করতেন।

بَابُ فِيْ مَاءِ الْبَحْرِ

৪৭-অনুচ্ছেদ ঃ সমুদ্রের পানি প্রসঙ্গে।

٥٩- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ سَلَمَةَ اَنَّ الْمُغِيْرَةَ بْنَ اَبِىْ بُرْدَةَ مِنْ بَنِيْ عَبْدِ الدَّارِ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ سَاَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيْلَ مِنَ الْمَاءِ فَاِنْ تَوَضَّاْنَا بِهِ عَطِشْنَا اَفَنَتَوَضَّاُ مِنْ مَّاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هُوَ الطَّهُوْرُ مَاءُهُ وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ .

৫৯। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করে বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা সমুদ্র ভ্রমণে যাই এবং আমাদের সাথে অল্প পরিমাণ পানি নিয়ে থাকি। এ পানি দ্বারা উযু করলে আমরা পিপাসায় কষ্ট পাবো। আমরা কি সমুদ্রের পানি দিয়ে উযু করবো? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সমুদ্রের পানি পবিত্র এবং তার মৃত প্রাণীও হালাল।

بَابُ الْوُضُوْءِ بِالثَّلْجِ

৪৮-অনুচ্ছেদ ঃ বরফ দ্বারা উযু করা।

٦٠- اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ سَكَتَ هُنَيْهَةً فَقُلْتُ بِاَبِىْ اَنْتَ وَاُمِّىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا تَقُوْلُ فِىْ سُكُوْتِكَ بَيْنَ التَّكْبِيْرِ وَالْقِرَاءَةِ قَالَ اَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِىْ وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اَللّٰهُمَّ نَقِّنِىْ مِنْ خَطَايَاىَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اَللّٰهُمَّ اغْسِلْنِىْ مِنْ خَطَايَاىَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ .

৬০। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায আরম্ভ করে ক্ষণিক নীরব থাকতেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা-মাতা

আপনার জন্য কোরবান হোক, তাকবীর ও কিরাআতের মধ্যবর্তী নীরবতায় আপনি কি পড়েন? তিনি বলেন ঃ আমি পড়ি, "আল্লাহুম্মা বায়েদ বাইনী ওয়া বাইনা খাতায়ায়া কামা বায়াদতা বাইনাল মাশরিকে ওয়াল-মাগরিবে। আল্লাহুম্মা নাক্কিনী মিন খাতায়ায়া কামা ইউনাক্কাস-ছাওবুল আব্য়াদু মিনাদ-দানাস। আল্লাহুম্মা ইগসিলনী মিন খাতায়ায়া বিস-ছালজি, ওয়াল-মা ওয়াল-বারাদ"। "হে আল্লাহ! আপনি পূর্ব-পশ্চিমের মধ্যে যেমন দূরত্ব সৃষ্টি করেছেন আমার ও আমার গুনাহসমূহের মধ্যে তদ্রূপ দূরত্ব সৃষ্টি করে দিন। হে আল্লাহ! আমার গুনাহসমূহ থেকে আমাকে পরিচ্ছন্ন করুন, যেমন সাদা কাপড় ময়লা থেকে পরিচ্ছন্ন করা হয়। হে আল্লাহ! আমার গুনাহসমূহ থেকে আমাকে ধৌত করুন বরফ, পানি এবং শিলাবৃষ্টি দ্বারা"।

اَلْوُضُوْءُ بِمَاءِ الثَّلْجِ

৪৯-অনুচ্ছেদ ঃ বরফের পানি দ্বারা উযূ করা।

٦١- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَایَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّ قَلْبِیْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْاَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ .

৬১। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়তেন ঃ "হে আল্লাহ! আপনি আমার গুনাহসমূহ বরফের পানি এবং বৃষ্টির ঠাণ্ডা পানি দ্বারা ধৌত করে দিন এবং আমার অন্তরকে গুনাহসমূহ থেকে পবিত্র করে দিন, যেমন আপনি সাদা কাপড় পবিত্র করে দেন ময়লা থেকে"।

بَابُ الْوُضُوْءِ بِمَاءِ الْبَرَدِ

৫০-অনুচ্ছেদ ঃ শিলাবৃষ্টির পানি দ্বারা উযূ করা।

٦٢- اَخْبَرَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ حَبِيْبِ ابْنِ عُبَيْدٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ قَالَ شَهِدْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّیْ عَلٰی مَيِّتٍ فَسَمِعْتُ مِنْ دُعَائِهٖ وَهُوَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهٖ وَاعْفُ عَنْهُ وَاَكْرِمْ نُزُلَهُ وَاَوْسِعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهٖ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ .

৬২। জুবাইর ইবনে নুফাইর (র) বলেন, আমি সাক্ষ্য দেই যে, আওফ ইবনে মালেক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মৃতের জানাযার নামাযে যেসব দোয়া পড়েছেন তার মধ্যে আমি তাকে এও বলতে শুনেছিঃ "আল্লাহুম্মা ইগফির লাহু ওয়ারহামহু ওয়া আফিহি ওয়াফু আনহু ওয়া আকরিম নুযুলাহু ওয়া আওসে মুদখালাহু ওয়াগসিলহু বিল-মা ওয়াস-ছালজি ওয়াল বারাদ ওয়া নাক্কিহি মিনাল খাতাইয়া কামা ইউনাক্কাস-ছাওবুল আবয়াদু মিনাদ-দানাস।" (হে আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা করো এবং তাকে দয়া করো, তাকে নিরাপত্তা দান করো, তাকে ক্ষমা করো, তার অবতরণ সম্মানজনক করো, তার কবর প্রশস্ত করো এবং তাকে পানি, বরফ ও শিলাবৃষ্টির দ্বারা ধৌত করো। তাকে গুনাহ থেকে পবিত্র করো যেমন সাদা কাপড় ময়লা থেকে পবিত্র করা হয়)।

سُؤْرُ الْكَلْبِ

৫১-অনুচ্ছেদ ঃ কুকুরের উচ্ছিষ্ট।

٦٣- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِىْ اِنَاءِ اَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ .

৬৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কারো পাত্র থেকে কুকুর পান করলে সে যেন তা সাতবার ধৌত করে।

٦٤- اَخْبَرَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ لِى ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ اَنَّ ثَابِتًا مَوْلٰى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زَيْدٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِىْ اِنَاءِ اَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ .

৬৪। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কারো পাত্রে কুকুর মুখ দিলে সে যেন তা সাতবার ধৌত করে।

٦٥- اَخْبَرَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ هِلَالُ بْنُ اُسَامَةَ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا اُسَامَةَ يُخْبِرُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ .

৬৫। ইবরাহীম ইবনে হাসান (র)... আবু হুরায়রা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

اَلْاَمْرُ بِاِرَاقَةِ مَا فِى الْاِنَاءِ اِذَا وَلَغَ فِيْهِ الْكَلْبُ

৫২-অনুচ্ছেদঃ কুকুর পাত্রে মুখ দিলে পাত্রের জিনিস ঢেলে ফেলে দেয়ার নির্দেশ।

٦٦- اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ رَزِيْنٍ وَاَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِىْ اِنَاءِ اَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ . قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ لاَ اَعْلَمُ اَحَدًا تَابَعَ عَلِىَّ بْنَ مُسْهِرٍ عَلٰى قَوْلِهِ فَلْيُرِقْهُ .

৬৬। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কারো পাত্রে কুকুর মুখ দিলে সে যেন পাত্রের জিনিস ঢেলে ফেলে দেয়, তারপর তা সাতবার ধৌত করে। আবু আবদুর রহমান (র) বলেন, আলী ইবনে মুসহির (র) থেকে কেউ "ফাল্ইউরিক্হু" শব্দটি রিওয়ায়াত করেছেন বলে আমার জানা নাই।

بَابُ تَعْفِيْرِ الْاِنَاءِ الَّذِىْ وَلَغَ فِيْهِ الْكَلْبُ بِالتُّرَابِ

৫৩-অনুচ্ছেদ ঃ কুকুরে মুখ দেয়া পাত্র মাটি দিয়ে ঘর্ষণ করা।

٦٧- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى الصَّنْعَانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِى التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ وَرَخَّصَ فِىْ كَلْبِ الصَّيْدِ وَالْغَنَمِ وَقَالَ اِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِى الْاِنَاءِ فَاغْسِلُوْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَّعَفِّرُوْهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ .

৬৭। আবদুল্লাহ ইবনুল মুগাফ্ফাল (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুর মেরে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন, তবে শিকার ও মেষপালের পাহারাদারির জন্য কুকুর রাখার অনুমতি দিয়েছেন। তিনি আরো বলেছেন ঃ পাত্রে কুকুর মুখ দিলে তোমরা তা সাতবার ধৌত করো এবং অষ্টমবার মাটি দ্বারা ঘষে নাও।

سُؤْرُ الْهِرَّةِ

৫৪-অনুচ্ছেদ ঃ বিড়ালের উচ্ছিষ্ট।

٦٨- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ عَنْ حُمَيْدَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ ابْنِ رِفَاعَةَ عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ اَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ

عَلَيْهَا ثُمَّ ذَكَرَتْ كَلِمَةً مَعْنَاهَا فَسَكَبْتُ لَهُ وَضُوْءًا فَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَشَرِبَتْ مِنْهُ فَاَصْغٰى لَهَا الْاِنَاءَ حَتّٰى شَرِبَتْ قَالَتْ كَبْشَةُ فَرَاٰنِىْ اَنْظُرُ اِلَيْهِ فَقَالَ اَتَعْجَبِيْنَ يَا اِبْنَةَ اَخِيْ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ اِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِيْنَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ .

৬৮। কাবশা বিনতে কাব ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। আবু কাতাদা (রা) তার নিকট এলেন। তারপর কাব্‌শা (রা) কিছু কথা বলেন অর্থাৎ আমি আবু কাতাদা (রা)-এর জন্য উযুর পানি ঢেলে রাখলাম। একটি বিড়াল এসে তা থেকে পানি পান করলো। আবু কাতাদা (রা) পাত্রটি কাত করে ধরলে বিড়ালটি প্রয়োজনমত পানি পান করে। কাব্‌শা (রা) বলেন, আবু কাতাদা (রা) আমাকে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করেন, হে ভাতিজী! তুমি কি অবাক হচ্ছো? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বিড়াল অপবিত্র নয়। যেসব প্রাণী প্রতিনিয়ত তোমাদের আশেপাশে থাকে তাদের মধ্যে বিড়ালও একটি।

بَابُ سُؤْرِ الْحِمَارِ

৫৫-অনুচ্ছেদ ঃ গাধার উচ্ছিষ্ট।

٦٩- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ اَتَانَا مُنَادِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ يَنْهَاكُمْ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ فَاِنَّهَا رِجْسٌ .

৬৯। আনাস (রা) বলেন, আমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোষণাকারী এসে বললো, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমাদেরকে গাধার গোশ্‌ত (খেতে) নিষেধ করেছেন। কারণ তা অপবিত্র।

بَابُ سُؤْرِ الْحَائِضِ

৫৬-অনুচ্ছেদ ঃ ঋতুগ্রস্ত মহিলার উচ্ছিষ্ট।

٧٠- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ ابْنِ شُرَيْحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ فَيَضَعُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاهُ حَيْثُ وَضَعْتُ وَاَنَا حَائِضٌ وَكُنْتُ اَشْرَبُ مِنَ الْاِنَاءِ فَيَضَعُ فَاهُ حَيْثُ وَضَعْتُ وَاَنَا حَائِضٌ .

৭০। আয়েশা (রা) বলেন, আমি ঋতুগ্রস্ত অবস্থায় হাড় চোষতাম। আমি হাড়ের যেখান দিয়ে চোষতাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তা সেখান দিয়ে চোষতেন। আমি ঋতুবতী অবস্থায় পাত্রের যে স্থানে (মুখ লাগিয়ে) পানি পান করতাম তিনিও সে স্থানে মুখ লাগিয়ে পানি পান করতেন।

بَابُ وُضُوْءِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ جَمِيْعًا

৫৭-অনুচ্ছেদ ঃ নারীগণ ও পুরুষগণের একত্রে উযূ করা।

٧١- اَخْبَرَنِىْ هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّئُوْنَ فِىْ زَمَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ جَمِيْعًا .

৭১। ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় নারীগণ ও পুরুষগণ একত্রে উযূ করতেন।

بَابُ فَضْلِ الْجُنُبِ

৫৮-অনুচ্ছেদ ঃ নাপাক ব্যক্তির ব্যবহারের পর উদ্বৃত্ত পানি।

٧٢- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا اَخْبَرَتْهُ اَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى الْاِنَاءِ الْوَاحِدِ .

৭২। উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) তাকে অবহিত করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে একত্রে একই পাত্রের পানি দিয়ে গোসল করতেন।

بَابُ الْقَدْرِ الَّذِىْ يَكْتَفِىْ بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْمَاءِ لِلْوُضُوْءِ

৫৯-অনুচ্ছেদঃ একজন লোকের উযূর জন্য যে পরিমাণ পানি যথেষ্ট হতে পারে।

٧٣- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ جَبْرٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِمَكُّوْكٍ وَيَغْتَسِلُ بِخَمْسَةِ مَكَاكِيٍّ .

৭৩। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মাকূক (এক সের) পরিমাণ পানি দিয়ে উযু করতেন এবং পাঁচ মাকূক পরিমাণ পানি দিয়ে গোসল করতেন।

٧٤- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبَّادَ بْنَ تَمِيْمٍ يُحَدِّثُ عَنْ جَدَّتِيْ وَهِيَ أُمُّ عُمَارَةَ بِنْتُ كَعْبٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّاَ فَأُتِيَ بِمَاءٍ فِيْ اِنَاءٍ قَدْرَ ثُلُثَيِ الْمُدِّ قَالَ شُعْبَةُ فَاَحْفَظُ اَنَّهُ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَجَعَلَ يَدْلُكُهُمَا وَيَمْسَحُ أُذُنَيْهِ بَاطِنَهُمَا وَلاَ اَحْفَظُ اَنَّهُ مَسَحَ ظَاهِرَهُمَا .

৭৪। উমারা বিনতে কাব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযু করলেন। এজন্য একটি পাত্রে এক মুদ-এর দুই-তৃতীয়াংশ পরিমাণ পানি দেয়া হয়েছিল। তিনি উভয় হাত মর্দন করে ধৌত করেন এবং উভয় কানের ভেতর দিক মাসেহ করেন। তিনি কানের বহিরাংশ মাসেহ করেছেন কিনা তা আমার মনে নেই।

بَابُ النِّيَّةِ فِي الْوُضُوْءِ

৬০-অনুচ্ছেদ ঃ উযুর নিয়াত।

٧٥- اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرَبِيٍّ عَنْ حَمَّادٍ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ ح وَاَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَاِنَّمَا لاِمْرِئٍ مَا نَوٰى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَاِلٰى رَسُوْلِهِ فَهِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَاِلٰى رَسُوْلِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلٰى دُنْيَا يُصِيْبُهَا اَوِ امْرَاَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ اِلٰى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ .

৭৫। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কাজের ফলাফল নিয়াত অনুযায়ী বিচার্য। মানুষ যা নিয়াত করে তাই লাভ করে। যার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের

জন্যই গণ্য হবে। আর যার হিজরত হবে পার্থিব স্বার্থ লাভের জন্য সে তাই লাভ করবে অথবা যার হিজরত হবে কোন মহিলাকে বিবাহ করার লক্ষ্যে, তার হিজরত সেজন্যই হবে যে উদ্দেশ্যে সে হিজরত করেছে।

اَلْوُضُوْءُ مِنَ الْاِنَاءِ

৬১-অনুচ্ছেদ ঃ পাত্রের পানি দিয়ে উযু করা।

٧٦- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَحَانَتْ صَلٰوةُ الْعَصْرِ فَالْتَمَسَ النَّاسُ الْوُضُوْءَ فَلَمْ يَجِدُوْهُ فَاُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِوَضُوْءٍ فَوَضَعَ يَدَهُ فِى ذٰلِكَ الْاِنَاءِ وَاَمَرَ النَّاسَ اَنْ يَّتَوَضَّئُوْا فَرَاَيْتُ الْمَاءَ يَنْبَعُ مِنْ تَحْتِ اَصَابِعِهِ حَتّٰى تَوَضَّئُوْا مِنْ عِنْدِ اٰخِرِهِمْ .

৭৬। আনাস (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখলাম এবং আসরের ওয়াক্ত হয়ে গেছে (অথচ পানি নেই)। লোকজন পানির সন্ধান করেও তা পেলো না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পানি ভর্তি একটি পাত্র আনা হলো। তিনি পাত্রের মধ্যে হাত রাখেন এবং লোকজনকে উযু করার নির্দেশ দেন। আমি দেখলাম, তাঁর হাতের আঙ্গুলের নিচ থেকে পানি প্রবাহিত হচ্ছে। তাদের সর্বশেষ ব্যক্তি পর্যন্ত (এ পানি দ্বারা) উযু করলো।

٧٧- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فَلَمْ يَجِدُوْا مَاءً فَاُتِىَ بِتَوْرٍ فَاَدْخَلَ يَدَهُ فَلَقَدْ رَاَيْتُ الْمَاءَ يَتَفَجَّرُ مِنْ بَيْنِ اَصَابِعِهِ وَيَقُوْلُ حَىَّ عَلَى الطَّهُوْرِ وَالْبَرَكَةِ مِنَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ . قَالَ الْاَعْمَشُ فَحَدَّثَنِىْ سَالِمُ بْنُ اَبِى الْجَعْدِ قَالَ قُلْتُ لِجَابِرٍ كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ قَالَ اَلْفٌ وَّخَمْسُ مِائَةٍ .

৭৭। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমরা (এক সফরে) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। লোকজন পানি পাচ্ছিলো না। তাঁর কাছে একটি পাত্র আনা হলো এবং তিনি তাতে হাত ঢুকালেন। আমি দেখলাম তাঁর আঙ্গুলসমূহের ফাঁক দিয়ে পানি প্রবাহিত হচ্ছে। তিনি বলছিলেন ঃ তোমরা মহামহিম আল্লাহ্র তরফ থেকে পবিত্রতা অর্জন ও বরকত লাভ করতে এদিকে এসো। সালেম (র) বলেন, আমি জাবের (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা সেদিন সংখ্যায় কতজন ছিলেন? তিনি বলেন, দেড় হাজার।

بَابُ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الْوُضُوْءِ

৬২-অনুচ্ছেদ ঃ বিসমিল্লাহ বলে উযু করা।

٧٨- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ وَقَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ طَلَبَ بَعْضُ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ وَضُوْءًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلْ مَعَ اَحَدٍ مِّنْكُمْ مَاءٌ فَوَضَعَ يَدَهُ فِى الْمَاءِ وَيَقُوْلُ تَوَضَّؤُا بِسْمِ اللّٰهِ فَرَاَيْتُ الْمَاءَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ اَصَابِعِهِ حَتّٰى تَوَضَّؤُا مِنْ عِنْدِ اٰخِرِهِمْ . قَالَ ثَابِتٌ قُلْتُ لِاَنَسٍ كَمْ تُرَاهُمْ قَالَ نَحْوًا مِّنْ سَبْعِيْنَ .

৭৮। আনাস (রা) বলেন, (এক সফরে) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কতক সাহাবী পানির খোঁজ করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করেন ঃ তোমাদের কারো সাথে পানি আছে কি? (কেউ তা এনে দিলে) তিনি পানিতে হাত রেখে বলেন ঃ তোমরা বিস্‌মিল্লাহ বলে উযু করো। আমি তাঁর আঙ্গুলগুলোর ফাঁক দিয়ে পানি বের হতে দেখলাম। তাদের সর্বশেষ ব্যক্তিও উযু করেন। সাবিত (র) বলেন, আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি তাদের সংখ্যা কতজন দেখেছেন? তিনি বলেন, প্রায় সত্তরজন।

بَابُ صَبِّ الْخَادِمِ الْمَاءَ عَلَى الرَّجُلِ لِلْوُضُوْءِ .

৬৩-অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তির জন্য তার খাদেমের উযুর পানি ঢেলে দেয়া।

٧٩- اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ وَيُوْنُسَ وَعَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ اَنَّ ابْنَ شِهَابٍ اَخْبَرَهُمْ عَنْ عَبَّادِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَاهُ يَقُوْلُ سَكَبْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ تَوَضَّاَ فِىْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ فَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ . قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ لَمْ يَذْكُرْ مَالِكٌ عُرْوَةَ بْنَ الْمُغِيْرَةِ .

৭৯। উরওয়া ইবনুল মুগীরা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি তার পিতাকে বলতে শুনেছেন, তাবূকের যুদ্ধকালে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উযুর পানি ঢেলে দিয়েছি। তিনি মোজার উপর মাসেহ করেন।

اَلْوُضُوْءُ مَرَّةً مَرَّةً

৬৪-অনুচ্ছেদ ঃ উযুর অঙ্গসমূহ একবার করে ধৌত করা।

٨٠- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىٰ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ ابْنُ اَسْلَمَ عَنْ عطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِوُضُوْءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَتَوَضَّاَ مَرَّةً مَرَّةً .

৮০। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমি কি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উযু সম্পর্কে অবহিত করবো না? তিনি (প্রতি অঙ্গ) একবার করে ধৌত করেন।

بَابُ الْوُضُوْءِ ثَلٰثًا ثَلٰثًا

৬৫-অনুচ্ছেদ ঃ উযুর অঙ্গসমূহ তিনবার করে ধৌত করা।

٨١- اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِى الْمُطَّلِبُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَنْطَبٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ تَوَضَّاَ ثَلٰثًا ثَلٰثًا يُسْنِدُ ذٰلِكَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ .

৮১। মুত্তালিব ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে হানতাব (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) উযুর অঙ্গসমূহ তিনবার করে ধৌত করেন এবং বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে উযু করেছেন।

بَابُ صِفَةِ الْوُضُوْءِ

উযুর বিবরণ।

غَسْلُ الْكَفَّيْنِ

৬৬-অনুচ্ছেদ ঃ হস্তদ্বয় কব্জি পর্যন্ত ধৌত করা।

٨٢- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْبَصْرِىُّ عَنْ بِشْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ عَنِ الْمُغِيْرَةِ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ رَجُلٍ حَتّٰى رَدَّهُ اِلَى الْمُغِيْرَةِ قَالَ ابْنُ عَوْنٍ وَلاَ اَحْفَظُ حَدِيْثَ ذَا مِنْ حَدِيْثِ ذَا اَنَّ

الْمُغِيْرَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ سَفَرٍ فَقَرَعَ ظَهْرِيْ بِعَصًا كَانَتْ مَعَهُ فَعَدَلَ وَعَدَلْتُ مَعَهُ حَتَّى اَتَى كَذَا وَكَذَا مِنَ الْاَرْضِ فَاَنَاخَ ثُمَّ انْطَلَقَ قَالَ فَذَهَبَ حَتَّى تَوَارٰى عَنِّيْ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ اَمَعَكَ مَاءٌ وَمَعِيْ سَطِيْحَةٌ لِيْ فَاَتَيْتُهُ بِهَا فَاَفْرَغْتُ عَلَيْهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ وَذَهَبَ لِيَغْسِلَ ذِرَاعَيْهِ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ فَاَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَذَكَرَ مِنْ نَّاصِيَتِهِ شَيْئًا وَّعِمَامَتِهِ شَيْئًا قَالَ ابْنُ عَوْنٍ لاَ اَحْفَظُ كَمَا اُرِيْدُ ثُمَّ مَسَحَ عَلٰى خُفَّيْهِ ثُمَّ قَالَ حَاجَتَكَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَيْسَتْ لِيْ حَاجَةٌ فَجِئْنَا وَقَدْ اَمَّ النَّاسَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ وَقَدْ صَلّٰى بِهِمْ رَكْعَةً مِّنْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ فَذَهَبْتُ لِاُوْذِنَهُ فَنَهَانِيْ فَصَلَّيْنَا مَا اَدْرَكْنَا وَقَضَيْنَا مَا سُبِقْنَا .

৮২। মুগীরা (রা) বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে এক সফরে ছিলাম। তাঁর সঙ্গের লাঠিটি দিয়ে তিনি আমার পিঠে ঠোকা দিলেন। তিনি রাস্তার পাশ দিয়ে চলতে লাগলেন। আমিও তাঁর সাথে চলতে লাগলাম। তিনি অমুক অমুক স্থান পার হয়ে এসে উট থামান। এরপর তিনি একা অগ্রসর হয়ে এতো দূর গেলেন যে, আমার দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তিনি ফিরে এসে বলেন ঃ তোমার নিকট পানি আছে কি? আমার সাথে আমার একটি পানির পাত্র ছিল। আমি তা নিয়ে তাঁর নিকট আসলাম এবং তাঁকে পানি ঢেলে দিলাম। তিনি তাঁর হাত-মুখ ধুইলেন এবং বাহুদ্বয় ধৌত করতে চাইলেন। তাঁর পরনে ছিলো সংকীর্ণ হাতার একটি শামী জুব্বা। তাই তিনি জুব্বার ভেতর দিয়ে তাঁর হাত বের করে আনলেন এবং তাঁর মুখমণ্ডল ও বাহুদ্বয় ধৌত করলেন। তিনি তাঁর কপাল ও পাগড়ির কিছু অংশ মাসেহ করলেন। (রাবী) ইবনে আওন (র) বলেন, আমার যেমন ইচ্ছা ছিল হাদীসটি তেমন স্মরণ রাখতে পারিনি। অতঃপর তিনি তাঁর মোজাদ্বয়ের উপর মাসেহ করেন এবং বলেন ঃ তোমার কোন প্রয়োজন আছে কি? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার কোন প্রয়োজন নেই। তারপর আমরা চলে আসলাম। আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) লোকদের ইমামতি করেন এবং তিনি তাদেরকে সাথে নিয়ে এক রাক্‌আত ফজরের নামায পড়েন। আমি তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপস্থিতি অবহিত করতে চাইলে তিনি আমাকে নিষেধ করেন। অতএব আমরা যতটুকু পেলাম তা (জামাআতে) আদায় করলাম এবং বাকীটুকু নিজেরা আদায় করে নিলাম।

كَمْ تَغْسِلاَنِ

৬৭-অনুচ্ছেদ ঃ কতোবার (হাতের কব্জি) ধৌত করবে?

٨٣- اَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ سُفْيَانَ وَهُوَ ابْنُ حَبِيْبٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ اَوْسِ بْنِ اَبِىْ اَوْسٍ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اسْتَوْكَفَ ثَلاَثًا .

৮৩। ইবনে আবু আওস (র) থেকে তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিনবার করে হাতের কব্জি ধৌত করতে দেখেছি।

اَلْمَضْمَضَةُ وَالْاِسْتِنْشَاقُ

৬৮-অনুচ্ছেদ ঃ কুল্লি করা ও নাক পরিষ্কার করা।

٨٤- اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَطَاءِ ابْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِىِّ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ اَبَانٍ قَالَ رَاَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ تَوَضَّاَ فَاَفْرَغَ عَلٰى يَدَيْهِ ثَلاَثًا فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنٰى اِلَى الْمِرْفَقِ ثَلاَثًا ثُمَّ الْيُسْرٰى مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ مَسَحَ بِرَاْسِهٖ ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَهُ الْيُمْنٰى ثَلاَثًا ثُمَّ الْيُسْرٰى مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّاَ نَحْوَ وُضُوْءِىْ ثُمَّ قَالَ مَنْ تَوَضَّاَ نَحْوَ وُضُوْءِىْ هٰذَا ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ فِيْهِمَا بِشَىْءٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ .

৮৪। হুমরান ইবনে আবান (র) বলেন, আমি উসমান ইবনে আফ্ফান (রা)-কে উযু করতে দেখেছি। তিনি তিনবার করে তার উভয় হাত ধৌত করেন, অতঃপর কুল্লি করেন এবং নাকে পানি দিয়ে তা পরিষ্কার করেন, তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করেন এবং কনুই পর্যন্ত তিনবার ডান হাত ধৌত করেন, তদ্রূপ বাম হাতও, এরপর মাথা মাসেহ করেন এবং ডান পা তিনবার ধৌত করেন, তদ্রূপ বাম পাও। অতঃপর তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার অনুরূপ উযু করতে দেখেছি এবং তিনি বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার এই উযুর অনুরূপ উযু করবে এবং তার পরে একাগ্র মনে দুই রাক্‌আত নামায পড়বে তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।

بَابُ بِاَىِّ الْيَدَيْنِ يَتَمَضْمَضُ

৬৯-অনুচ্ছেদ ঃ কোন্ হাত দ্বারা কুল্লি করবে?

٨٥- اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ هُوَ ابْنُ سَعِيْدِ بْنِ كَثِيْرِ بْنِ دِيْنَارٍ الْحِمْصِىُّ عَنْ شُعَيْبٍ هُوَ ابْنُ اَبِىْ حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ اَخْبَرَنِىْ عَطَاءُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ حُمْرَانَ اَنَّهُ رَاٰى عُثْمَانَ دَعَا بِوَضُوْءٍ فَاَفْرَغَ عَلٰى يَدَيْهِ مِنْ اِنَائِهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ اَدْخَلَ يَمِيْنَهُ فِى الْوَضُوْءِ فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا وَيَدَيْهِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَسَحَ بِرَاْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ كُلَّ رِجْلٍ مِّنْ رِجْلَيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّاَ وُضُوْئِىْ هٰذَا ثُمَّ قَالَ مَنْ تَوَضَّاَ مِثْلَ وُضُوْئِىْ هٰذَا ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ فِيْهِمَا نَفْسَهُ بِشَىْءٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

৮৫। হুমরান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি উসমান (রা)-কে উযুর পানি নিয়ে ডাকতে দেখলেন। তিনি পাত্র থেকে নিজ হাতে পানি ঢালেন এবং উভয় হাত তিনবার করে ধৌত করেন। অতঃপর ডান হাত পাত্রে ঢুকিয়ে পানি নিয়ে কুল্লি করেন ও নাক পরিষ্কার করেন। এরপর দুই হাত কনুই সমেত তিনবার ধৌত করেন, এরপর মাথা মাসেহ করেন, অতঃপর প্রত্যেক পা তিনবার ধৌত করেন, অতঃপর বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার উযুর ন্যায় উযূ করতে দেখেছি। অতঃপর তিনি বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার এই উযুর ন্যায় উযু করে একাগ্র মনে দুই রাক্‌আত নামায পড়বে তার পূর্ববর্তী গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।

اتِّخَاذُ الْاِسْتِنْشَاقِ

৭০-অনুচ্ছেদ ঃ নাক পরিষ্কার করা।

٨٦- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ ح اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيْسٰى عَنْ مَعْنٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا تَوَضَّاَ اَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِىْ اَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ لِيَسْتَنْثِرْ .

৮৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ যখন উযু করে তখন সে যেন তার নাকে পানি দেয় এবং তা পরিষ্কার করে।

اَلْمُبَالَغَةُ فِى الْاِسْتِنْشَاقِ

৭১-অনুচ্ছেদ ঃ নাকে ভালোভাবে পানি দেয়া।

٨٧- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ كَثِيْرٍ ح وَاَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِىْ هَاشِمٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيْطِ ابْنِ صَبِرَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَخْبِرْنِىْ عَنِ الْوُضُوْءِ قَالَ اَسْبِغِ الْوُضُوْءَ وَبَالِغْ فِى الْاِسْتِنْشَاقِ اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ صَائِمًا .

৮৭। আসেম ইবনে লাকীত ইবনে সাবেরা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে উযু সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি বলেনঃ তুমি পূর্ণরূপে উযু করবে এবং রোযাদার না হলে উত্তমরূপে নাকে পানি পৌঁছাবে।

اَلْاَمْرُ بِالْاِسْتِنْثَارِ

৭২-অনুচ্ছেদ ঃ নাক ঝাড়ার নির্দেশ।

٨٨- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَّالِكٍ ح وَاَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ اِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ تَوَضَّاَ فَلْيَسْتَنْثِرْ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوْتِرْ .

৮৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি উযু করে সে যেন নাক ঝাড়ে এবং যে ব্যক্তি ঢেলা ব্যবহার করে সে যেন বেজোড় সংখ্যক ব্যবহার করে।

٨٩- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ مَّنْصُوْرٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا تَوَضَّاْتَ فَاسْتَنْثِرْ وَاِذَا اسْتَجْمَرْتَ فَاَوْتِرْ .

৮৯। সালামা ইবনে কায়েস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তুমি যখন উযু করো তখন নাক পরিষ্কার করো এবং যখন কুলুখ ব্যবহার করো তখন বেজোড় সংখ্যক ব্যবহার করো।

بَابُ الْاَمْرِ بِالْاِسْتِنْثَارِ عِنْدَ الْاِسْتِيْقَاظِ مِنَ النَّوْمِ

৭৩-অনুচ্ছেদ ঃ ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর নাক পরিষ্কার করার নির্দেশ।

٩٠- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زُنْبُورٍ الْمَكِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ مُحَمَّدَ ابْنَ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَهُ عَنْ عِيْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا اسْتَيْقَظَ اَحَدُكُمْ مِّنْ مَّنَامِهِ فَتَوَضَّاَ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيْتُ عَلٰى خَيْشُوْمِهِ .

৯০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ যখন তার ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে উযু করে তখন সে যেন তিনবার নাক ঝেড়ে নেয়। কেননা শয়তান তার নাসারন্ধ্রে রাত যাপন করে।

بِاَيِّ الْيَدَيْنِ يَسْتَنْثِرُ

৭৪-অনুচ্ছেদ ঃ কোন্ হাতে নাক ঝাড়বে।

٩١- اَخْبَرَنَا مُوْسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ ابْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ اَنَّهُ دَعَا بِوَضُوْءٍ فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَنَثَرَ بِيَدِهِ الْيُسْرٰى فَفَعَلَ هٰذَا ثَلٰثًا ثُمَّ قَالَ هٰذَا طُهُوْرُ نَبِيِّ اللّٰهِ ﷺ .

৯১। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি উযুর পানি নিয়ে ডাকলেন। তিনি কুল্লি করেন, নাকে পানি দেন এবং বাম হাতে নাক ঝাড়েন। তিনি তা তিনবার করেন, অতঃপর বলেন, এটাই হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উযু।

بَابُ غَسْلِ الْوَجْهِ

৭৫-অনুচ্ছেদ ঃ মুখমণ্ডল ধৌত করা।

٩٢- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ اَتَيْنَا عَلِيَّ بْنَ اَبِيْ طَالِبٍ وَقَدْ صَلّٰى فَدَعَا بِطَهُوْرٍ فَقُلْنَا مَا يَصْنَعُ بِهِ وَقَدْ صَلّٰى مَا يُرِيْدُ اِلاَّ لِيُعَلِّمَنَا فَاُتِىَ بِاِنَاءٍ فِيْهِ مَاءٌ وَّطَسْتٍ فَاَفْرَغَ مِنَ الْاِنَاءِ عَلٰى يَدِهِ فَغَسَلَهَا ثَلاَثًا ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلٰثًا مِّنَ الْكَفِّ الَّذِيْ يَاْخُذُ بِهِ الْمَاءَ ثُمَّ

غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا وَّغَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنٰى ثَلاَثًا وَّيَدَهُ الشِّمَالَ ثَلاَثًا وَّمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً وَّاحِدَةً ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنٰى ثَلاَثًا وَرِجْلَهُ الشِّمَالَ ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَّعْلَمَ وُضُوْءَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَهُوَ هٰذَا .

৯২। আবদে খায়েব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আলী ইবনে আবু তালিব (রা)-এর নিকট এলাম। এইমাত্র তিনি নামায পড়েছেন। তিনি উযুর পানি নিয়ে ডাকলেন। আমরা বললাম, তিনি তো নামায পড়েছেন, এখন আবার পানি দিয়ে কি করবেন? আমাদের উযু শিখানোই ছিল তার উদ্দেশ্য। অতএব পানি ভর্তি একটি পাত্র এবং আরো একটি পাত্র আনা হলো। তিনি পাত্র থেকে নিজ হাতে পানি ঢেলে তিনবার হাত ধৌত করলেন। এরপর তার ডান হাতের পানি দিয়ে তিনবার কুল্লি করেন ও নাকে পানি দেন, এরপর তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করেন, আর ডান ও বাম হাত তিনবার করে ধৌত করেন এবং একবার মাথা মাসেহ করেন। পরে ডান পা ও বাম পা তিনবার করে ধৌত করেন এবং বলেন, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উযু শিখে খুশি হতে চায় সেটা এই।

عَدَدُ غَسْلِ الْوَجْهِ

৭৬-অনুচ্ছেদ ঃ মুখমণ্ডল যতো সংখ্যকবার ধৌত করতে হবে।

٩٣- اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ وَهُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ عُرْفُطَةَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ اَنَّهُ اُتِيَ بِكُرْسِيٍّ فَقَعَدَ عَلَيْهِ ثُمَّ دَعَا بِتَوْرٍ فِيْهِ مَاءٌ فَكَفَأَ عَلٰى يَدَيْهِ ثَلٰثًا ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ بِكَفٍّ وَّاحِدٍ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ وَّغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلٰثًا وَّغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلٰثًا ثَلٰثًا وَّاَخَذَ مِنَ الْمَاءِ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَاَشَارَ شُعْبَةُ مَرَّةً مِّنْ نَّاصِيَتِهِ اِلٰى مُؤَخَّرِ رَأْسِهِ ثُمَّ قَالَ لاَ اَدْرِيْ اَرَدَّهُمَا اَمْ لاَ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلٰثًا ثَلٰثًا ثُمَّ قَالَ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَّنْظُرَ اِلٰى طُهُوْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَهٰذَا طُهُوْرُهُ . وَقَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هٰذَا خَطَأٌ وَالصَّوَابُ خَالِدُ بْنُ عَلْقَمَةَ لَيْسَ مَالِكَ بْنَ عُرْفُطَةَ .

৯৩। আবদে খায়ের (র) থেকে আলী (রা)-র সূত্রে বর্ণিত। তার বসার জন্য একটি চৌকি আনা হলে তিনি তাতে বসেন। অতঃপর তিনি পানি ভর্তি একটি পাত্র আনতে বলেন। তিনি তার দুই হাতে পাত্রটি কাত করে তিনবার পানি ঢালেন, এক অঞ্জলি পানি দ্বারা

তিনবার কুল্লি করেন ও নাকে পানি দেন এবং তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করেন, তিনবার করে কনুই পর্যন্ত উভয় হাত ধৌত করেন, অতঃপর হাতে কিছু পানি নিয়ে মাথা মাসেহ করেন। (রাবী) শোবা তার মাথার অগ্রভাগ থেকে মাথার শেষভাগ পর্যন্ত একবার ইঙ্গিত করে দেখান এবং বলেন, তিনি হাত দু'টি সামনের দিকে ফিরিয়ে এনেছিলেন কিনা তা আমার মনে নেই। তিনি তিনবার করে উভয় পা ধৌত করেন এবং বলেন, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উযু দেখে খুশি হতে চায়, এটাই তাঁর উযু।

غَسْلُ الْيَدَيْنِ

৭৭-অনুচ্ছেদ ঃ উভয় হাত ধৌত করা।

٩٤- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ يَزِيْدَ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ شُعْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ عُرْفُطَةَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ شَهِدْتُ عَلِيًّا دَعَا بِكُرْسِيٍّ فَقَعَدَ عَلَيْهِ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فِيْ تَوْرٍ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلٰثًا ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ بِكَفٍّ وَّاحِدٍ ثَلٰثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلٰثًا وَّيَدَيْهِ ثَلٰثًا ثَلٰثًا ثُمَّ غَمَسَ يَدَهُ فِى الْاِنَاءِ فَمَسَحَ بِرَاْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلٰثًا ثَلٰثًا ثُمَّ قَالَ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَّنْظُرَ اِلٰى وُضُوْءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَهٰذَا وُضُوْءُهُ .

৯৪। আবদে খায়ের (র) বলেন, আমি আলী (রা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি একটি চৌকি নিয়ে ডাকলেন। তিনি তাতে বসেন, অতঃপর এক পাত্র পানি নিয়ে ডাকেন। তিনি তিনবার করে তার উভয় হাত ধৌত করেন, এক অঞ্জলি পানি দ্বারা তিনবার কুল্লি করেন ও নাকে পানি দেন, তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করেন ও উভয় হাত তিনবার করে ধৌত করেন। এরপর নিজের হাত পানির পাত্রে ডুবিয়ে মাথা মাসেহ করেন, অতঃপর উভয় পা তিনবার করে ধৌত করেন এবং বলেন, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উযু দেখে খুশি হতে চায়, এরূপই তাঁর উযু।

بَابُ صِفَةِ الْوُضُوْءِ

৭৮-অনুচ্ছেদ ঃ উযুর বর্ণনা।

٩٥- اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِقْسَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِيْ شَيْبَةُ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ اَخْبَرَهُ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبِيْ عَلِيٌّ اَنَّ الْحُسَيْنَ ابْنَ عَلِيٍّ قَالَ دَعَانِيْ اَبِيْ عَلِيٌّ بِوَضُوْءٍ فَقَرَّبْتُهُ لَهُ فَبَدَاَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلٰثَ

مَرَّاتٍ قَبْلَ اَنْ يُّدْخِلَهُمَا فِيْ وَضُوْءِه ثُمَّ مَضْمَضَ ثَلٰثًا وَاسْتَنْثَرَ ثَلٰثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنٰى اِلَى الْمِرْفَقِ ثَلٰثًا ثُمَّ الْيُسْرٰى كَذٰلِكَ ثُمَّ مَسَحَ بِرَاْسِه مَسْحَةً وَاحِدَةً ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنٰى اِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلٰثًا ثُمَّ الْيُسْرٰى كَذَالِكَ ثُمَّ قَامَ قَائِمًا فَقَالَ نَاوِلْنِيْ فَنَاوَلْتُهُ الْاِنَاءَ الَّذِيْ فِيْهِ فَضْلُ وَضُوْئِه فَشَرِبَ مِنْ فَضْلِ وَضُوْئِه قَائِمًا فَعَجِبْتُ فَلَمَّا رَاٰنِيْ قَالَ لَا تَعْجَبْ فَاِنِّيْ رَاَيْتُ اَبَاكَ النَّبِيَّ ﷺ يَصْنَعُ مِثْلَ مَا رَاَيْتَنِيْ صَنَعْتُ يَقُوْلُ لِوُضُوْءِه هٰذَا وَشُرْبِ فَضْلَ وَضُوْءِه قَائِمًا .

৯৫। হুসাইন ইবনে আলী (রা) বলেন, আমার পিতা আলী (রা) আমাকে উযুর পানি নিয়ে ডাকলেন। আমি তার সামনে পানি দিলাম। তিনি উযু করতে আরম্ভ করেন। (প্রথমে) উযুর পানিতে হাত ঢুকাবার পূর্বে তিনি তার দুই হাতের কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করেন, এরপর তিনবার কুল্লি করেন ও তিনবার নাকে পানি দেন, তারপর তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করেন এবং ডান হাত তিনবার কনুই পর্যন্ত ধৌত করেন, অনুরূপভাবে বাম হাত ধৌত করেন এবং একবার মাথা মাসেহ করেন, এরপর গোড়ালি পর্যন্ত ডান পা তিনবার, অনুরূপভাবে বাম পা ধৌত করেন। পরে সোজা হয়ে দাঁড়ান এবং বলেন, পানির পাত্রটা দাও। আমি পাত্রটি তাকে দিলাম। তিনি উযুর অবশিষ্ট পানি দাঁড়িয়ে পান করেন। আমি তাকে দাঁড়িয়ে পান করতে দেখে অবাক হলাম। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, অবাক হয়ো না। তুমি আমাকে যেরূপ করতে দেখলে, আমিও তোমার নানা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুরূপ করতে দেখেছি। আলী (রা) তার এই উযু এবং উযুর অবশিষ্ট পানি দাঁড়িয়ে পান করা সম্পর্কে বলছিলেন।

عَدَدُ غُسْلِ الْيَدَيْنِ

৭৯-অনুচ্ছেদ ঃ দুই হাত যতো সংখ্যকবার ধৌত করতে হবে।

٩٦- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِيْ حَيَّةَ وَهُوَ ابْنُ قَيْسٍ قَالَ رَاَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّاَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ حَتّٰى اَنْقَاهُمَا ثُمَّ تَمَضْمَضَ ثَلٰثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلٰثًا وَّغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلٰثًا وَّغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلٰثًا ثَلٰثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَاْسِه ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَيْهِ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَاَخَذَ فَضْلَ طَهُوْرِه فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ اَحْبَبْتُ اَنْ اُرِيَكُمْ كَيْفَ طُهُوْرُ النَّبِيِّ ﷺ .

৯৬। আবু হাইয়া ইবনে কায়েস (র) বলেন, আমি আলী (রা)-কে উযু করতে দেখলাম। তিনি তার দুই হাতের কব্জি পর্যন্ত পরিষ্কার করে ধৌত করেন; তারপর তিনবার কুল্লি করেন, তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করেন এবং উভয় হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার করে ধৌত করেন, পরে মাথা মাসেহ করেন এবং উভয় পা গোড়ালি পর্যন্ত ধৌত করেন, তারপর দাঁড়িয়ে উযুর অবশিষ্ট পানি পান করেন এবং বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উযু করার নিয়ম কিরূপ ছিলো, আমি তা তোমাদেরকে দেখাতে ভালোবাসি।

بَابُ حَدِّ الْغُسْلِ

৮০-অনুচ্ছেদ ঃ ধৌত করার সীমা।

٩٧- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْىَ الْمَازِنِيِّ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ جَدُّ عَمْرِو بْنِ يَحْىٰ هَلْ تَسْتَطِيْعُ اَنْ تُرِيَنِيْ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زَيْدٍ نَعَمْ فَدَعَا بِوَضُوْءٍ فَاَفْرَغَ عَلٰى يَدَيْهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلٰثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلٰثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ مَسَحَ رَاْسَهُ بِيَدَيْهِ فَاَقْبَلَ بِهِمَا وَاَدْبَرَ بَدَاَ بِمُقَدَّمِ رَاْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا اِلٰى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتّٰى رَجَعَ اِلَى الْمَكَانِ الَّذِيْ بَدَاَ مِنْهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ.

৯৭। ইয়াহ্ইয়া আল-মাযিনী (র) বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী এবং আমর ইবনে ইয়াহ্ইয়ার দাদা আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ ইবনে আসেম (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে উযু করতেন, আপনি কি আমাকে তা দেখাতে সক্ষম? আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা) বলেন, হাঁ। অতএব তিনি উযুর পানি নিয়ে ডাকলেন। তিনি নিজ হাতে পানি ঢালেন এবং উভয় হাত দুইবার করে ধৌত করেন, তিনবার কুল্লি করেন ও তিনবার নাকে পানি দেন, তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করেন এবং উভয় হাত দুইবার করে কনুই পর্যন্ত ধৌত করেন, তারপর দুই হাতে মাথা মাসেহ করেন এবং তা মাথার সামনে-পিছনে নেন। প্রথমে মাথার সামনের দিক থেকে মাসেহ শুরু করে দুই হাত ঘাড় পর্যন্ত নেন এবং পুনর্বার সামনে আনেন, মাথার যে স্থান থেকে মাসেহ শুরু করেছিলেন সেই স্থানে, শেষে উভয় পা ধৌত করেন।

بَابُ صِفَةِ مَسْحِ الرَّأْسِ

৮১-অনুচ্ছেদ ঃ মাথা মাসেহ করার পদ্ধতি।

٩٨- اَخْبَرَنَا عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ مَالِكٍ هُوَ ابْنُ اَنَسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيٰى عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ وَهُوَ جَدُّ عَمْرِو بْنِ يَحْيٰى هَلْ تَسْتَطِيْعُ اَنْ تُرِيَنِيْ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زَيْدٍ نَعَمْ فَدَعَا بِوَضُوْءٍ فَاَفْرَغَ عَلٰى يَدِهِ الْيُمْنٰى فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلٰثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلٰثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ مَسَحَ رَاْسَهُ بِيَدَيْهِ فَاَقْبَلَ بِهِمَا وَاَدْبَرَ بَدَاَ بِمُقَدَّمِ رَاْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا اِلٰى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتّٰى رَجَعَ اِلَى الْمَكَانِ الَّذِيْ بَدَاَ مِنْهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ .

৯৮। আমর ইবনে ইয়াহ্ইয়া (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ ইবনে আসেম আল-মাযিনী (রা)-কে জিজ্ঞেস করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে উযু করতেন আপনি কি তা আমাকে দেখাতে পারেন? আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা) বলেন, হাঁ। অতএব তিনি উযুর পানি আনতে বলেন। তিনি নিজের ডান হাতে পানি ঢেলে দুইবার করে উভয় হাত ধৌত করেন, অতঃপর তিনবার কুল্লি করেন ও নাসারন্ধ্র পরিষ্কার করেন, অতঃপর তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করেন, অতঃপর দুইবার উভয় হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করেন, অতঃপর দুই হাত সামনে-পেছনে নিয়ে মাথা মাসেহ করেন, মাথার অগ্রভাগ থেকে শুরু করে উভয় হাত পেছনে ঘাড় পর্যন্ত নেন, আবার যে স্থান থেকে মাসেহ শুরু করেন সেই স্থান পর্যন্ত উভয় হাত ফিরিয়ে আনেন। তারপর উভয় পা ধৌত করেন।

عَدَدُ مَسْحِ الرَّأْسِ

৮২-অনুচ্ছেদ ঃ যতো সংখ্যকবার মাথা মাসেহ করতে হবে।

٩٩- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ الَّذِيْ اُرِيَ النِّدَاءَ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّاَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلٰثًا وَيَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ مَرَّتَيْنِ وَمَسَحَ بِرَاْسِهِ مَرَّتَيْنِ .

৯৯। আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত, যাকে স্বপ্নে আযানের শব্দসমষ্টি দেখানো হয়েছিল। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উযু করতে দেখেছি। তিনি তিনবার তাঁর মুখমণ্ডল ধৌত করেন এবং দুইবার উভয় হাত ধৌত করেন, দুইবার করে উভয় পা ধৌত করেন এবং দুইবার মাথা মাসেহ করেন।

بَابُ مَسْحِ الْمَرْاَةِ رَاْسَهَا

৮৩-অনুচ্ছেদ ঃ মহিলাদের মাথা মাসেহ করা।

١٠٠ - اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مَوْلٰى عَنْ جُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ اَبِىْ ذُبَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ سَالِمٌ سَبَلاَنُ قَالَ وكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَعْجِبُ بِاَمَانَتِه وَتَسْتَاْجِرُهُ فَاَرَتْنِىْ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ فَتَمَضْمَضَتْ واسْتَنْثَرَتْ ثَلٰثًا وَّغَسَلَتْ وَجْهَهَا ثَلٰثًا ثُمَّ غَسَلَتْ يَدَهَا الْيُمْنٰى ثَلٰثًا وَالْيُسْرٰى ثَلٰثًا وَوَضَعَتْ يَدَهَا فِىْ مُقَدَّمِ رَاْسِهَا ثُمَّ مَسَحَتْ رَاْسَهَا مَسْحَةً وَّاحِدَةً اِلٰى مُؤَخَّرِه ثُمَّ اَمَرَّتْ يَدَيْهَا بِاُذُنَيْهَا ثُمَّ مَدَّتْ عَلَى الْخَدَّيْنِ قَالَ سَالِمٌ كُنْتُ اٰتِيْهَا مُكَاتَبًا مَا تَخْتَفِىْ مِنِّىْ فَتَجْلِسُ بَيْنَ يَدَىَّ وَتَتَحَدَّثُ مَعِىْ حَتّٰى جِئْتُهَا ذَاتَ يَوْمٍ فَقُلْتُ اُدْعِىْ لِىْ بِالْبَرَكَةِ يَا اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتْ وَمَا ذٰلِكَ قُلْتُ اَعْتَقَنِىَ اللّٰهُ قَالَتْ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ وَاَرْخَتِ الْحِجَابَ دُوْنِىْ فَلَمْ اَرَهَا بَعْدَ ذٰلِكَ الْيَوْمِ .

১০০। আবু আবদুল্লাহ সালেম সাবালান (র) বলেন যে, আয়েশা (রা) তার বিশ্বস্ততায় মুগ্ধ ছিলেন এবং তাকে অর্থের বিনিময়ে শ্রমে নিযুক্ত করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে উযু করতেন তা আয়েশা (রা) আমাকে দেখান। তিনি তিনবার কুল্লি করেন ও নাক পরিষ্কার করেন, তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করেন, তিনবার করে ডান ও বাম হাত ধৌত করেন, দুই হাত মাথার অগ্রভাগে রেখে মাথার পেছন পর্যন্ত একবার মাথা মাসেহ করেন, অতঃপর উভয় কান মাসেহ করেন, তারপর মুখমণ্ডলে হাত বুলান। সালেম (র) বলেন, আমি যখন চুক্তিবদ্ধ দাস ছিলাম তখন তার নিকট আসা-যাওয়া করতাম। তিনি তখন আমার থেকে পর্দা করতেন না, তিনি আমার সামনে বসতেন এবং আমার সাথে কথাবার্তা বলতেন। একদিন আমি তার নিকট এসে বললাম, হে মুমিনদের জননী! আপনি আমার জন্য বরকতের দোয়া করুন। তিনি বলেন, কিসের দোয়া করবো? আমি বললাম, আল্লাহ আমাকে দাসত্বমুক্ত করেছেন। তিনি বলেন, আল্লাহ

তোমাকে বরকত দিন। (একথা বলে) তিনি আমার সামনে পর্দা ফেলে দিলেন। এরপর আমি কোন দিন তাকে দেখিনি।

مَسْحُ الْأُذُنَيْنِ

৮৪-অনুচ্ছেদ ঃ দুই কান মাসেহ্ করা।

١٠١- اَخْبَرَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ اَيُّوْبَ الطَّالَقَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّاَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ غَرْفَةٍ وَّاحِدَةٍ وَّغَسَلَ وَجْهَهُ وَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّةً مَرَّةً وَّمَسَحَ بِرَاْسِهِ وَاُذُنَيْهِ مَرَّةً قَالَ عَبْدُ الْعَزِيْزِ وَاَخْبَرَنِيْ مَنْ سَمِعَ مِنِ ابْنِ عَجْلاَنَ يَقُوْلُ فِيْ ذٰلِكَ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ .

১০১। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উযু করতে দেখেছি। তিনি তাঁর দুই হাত ধৌত করেন এবং এক অঞ্জলি পানি নিয়ে কুল্লি করেন ও নাক পরিষ্কার করেন, মুখমণ্ডল ও উভয় হাত একবার করে ধৌত করেন, একবার মাথা ও উভয় কান মাসেহ্ করেন। আবদুল আযীয (র) বলেন, ইবনে আজলান (র)-এর নিকট যিনি শুনেছেন তিনি আমার নিকট এ সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয় পা ধৌত করেন।

بَابُ مَسْحِ الْاُذُنَيْنِ مَعَ الرَّاْسِ وَمَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلٰى اَنَّهُمَا مِنَ الرَّاْسِ

৮৫-অনুচ্ছেদ ঃ মাথার সাথে কান মাসেহ্ করা এবং উভয় কান যে মাথার অন্তর্ভুক্ত তার দলীল।

١٠٢- اَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلاَنَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَوَضَّاَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَغَرَفَ غَرْفَةً فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنٰى ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرٰى ثُمَّ مَسَحَ بِرَاْسِهِ وَاُذُنَيْهِ بَاطِنِهِمَا بِالسَّبَّاحَتَيْنِ وَظَاهِرِهِمَا بِاِبْهَامَيْهِ ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنٰى ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى .

১০২। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযু করেন। তিনি এক অঞ্জলি পানি দ্বারা কুল্লি করেন ও নাক পরিষ্কার করেন। পুনরায় এক অঞ্জলি পানি নিয়ে তাঁর ডান হাত ধৌত করেন। আবার এক অঞ্জলি পানি নিয়ে তাঁর বাম হাত ধৌত করেন, তারপর মাথা ও কান মাসেহ করেন। কানের ভেতরাংশ শাহাদাত আঙ্গুল ও তার সংলগ্ন আঙ্গুল দ্বারা এবং বাইরের দিক বৃদ্ধাঙ্গুল দ্বারা মাসেহ করেন। আবার এক অঞ্জলি পানি নিয়ে ডান পা ধৌত করেন এবং আর এক অঞ্জলি পানি নিয়ে বাম পা ধৌত করেন।

١٠٣ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَعُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ الصُّنَابِحِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ فَتَمَضْمَضَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ فِيْهِ فَاِذَا اسْتَنْثَرَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ اَنْفِهِ فَاِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ وَجْهِهِ حَتّٰى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ اَشْفَارِ عَيْنَيْهِ فَاِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ يَدَيْهِ حَتّٰى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ اَظْفَارِ يَدَيْهِ فَاِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رَأْسِهِ حَتّٰى تَخْرُجَ مِنْ اُذُنَيْهِ فَاِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رِجْلَيْهِ حَتّٰى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ اَظْفَارِ رِجْلَيْهِ ثُمَّ كَانَ مَشْيُهُ اِلَى الْمَسْجِدِ وَصَلٰوتُهُ نَافِلَةً لَهُ قَالَ قُتَيْبَةُ عَنِ الصُّنَابِحِيِّ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ .

১০৩। আবদুল্লাহ আস-সুনাবিহী (র) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মুমিন বান্দা যখন উযু করে এবং কুল্লি করে তখন তার মুখের গুনাহ্‌সমূহ বের হয়ে যায়। যখন সে তার নাক পরিষ্কার করে তখন তার নাকের গুনাহ্‌সমূহ বের হয়ে যায়। যখন সে তার মুখমণ্ডল ধৌত করে তখন তার মুখমণ্ডলের গুনাহ্‌সমূহ বের হয়ে যায়, এমনকি তার চোখের পাতার প্রান্তভাগের গুনাহ পর্যন্ত বের হয়ে যায়। যখন তার হাত ধৌত করে তখন তার হাতের গুনাহ্‌সমূহ বের হয়ে যায়, এমনকি তার নখের নিচের গুনাহ্ পর্যন্ত বের হয়ে যায়। যখন সে তার মাথা মাসেহ করে তখন তার মাথার গুনাহ্‌সমূহ বের হয়ে যায়, এমনকি তার কানের গুনাহ্ পর্যন্ত বের হয়ে যায়। যখন সে তার দুই পা ধৌত করে তখন তার পদদ্বয়ের গুনাহ্‌সমূহ বের হয়ে যায়, এমনকি তার পায়ের নখের নিচের গুনাহ্ পর্যন্ত বের হয়ে যায়। তারপর মসজিদে যাওয়া এবং নামায পড়া তার জন্য অতিরিক্ত সওয়াব বয়ে আনে। কুতায়বা (র) আস-সুনাবিহী (রা)-র সূত্রে বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন।

بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ

৮৬-অনুচ্ছেদ ঃ পাগড়ির উপর মাসেহ করা।

١٠٤- اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ ح وَاَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ ابْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ بِلَالٍ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ .

১০৪। বিলাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মোজাদ্বয় ও পাগড়ীর উপর মাসেহ করতে দেখেছি।

١٠٥-وَاَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْجُرْجَانِىُّ عَنْ طَلْقِ بْنِ غَنَّامٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنْ بِلَالٍ قَالَ رَاَيْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ .

১০৫। বিলাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মোজাদ্বয়ের উপর মাসেহ করতে দেখেছি।

١٠٦-اَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ عَنْ وَكِيْعٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ بِلَالٍ قَالَ رَءَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى الْخِمَارِ وَالْخُفَّيْنِ .

১০৬। বিলাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাগড়ী ও মোজাদ্বয়ের উপর মাসেহ করতে দেখেছি।

بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ مَعَ النَّاصِيَةِ

৮৭-অনুচ্ছেদ ঃ মাথার অগ্রভাগসহ পাগড়ীর উপর মাসেহ করা।

١٠٧- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُزَنِىُّ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ تَوَضَّاَ فَمَسَحَ نَاصِيَتَهُ وَعِمَامَتَهُ وَعَلَى الْخُفَّيْنِ قَالَ بَكْرٌ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنِ ابْنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ اَبِيْهِ .

১০৭। মুগীরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযু করলেন এবং তাঁর কপাল, পাগড়ি ও মোজাদ্বয়ের উপর মাসেহ করেন।

١٠٨- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ يَزِيْدَ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُزَنِيُّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ تَخَلَّفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَتَخَلَّفْتُ مَعَهُ فَلَمَّا قَضٰى حَاجَتَهُ قَالَ اَمَعَكَ مَاءٌ فَاَتَيْتُهُ بِمِطْهَرَةٍ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثُمَّ ذَهَبَ يَحْسُرُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَ كُمُّ الْجُبَّةِ فَاَلْقَاهُ عَلٰى مَنْكِبَيْهِ فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلٰى خُفَّيْهِ .

১০৮। মুগীরা ইবনে শোবা (রা) বলেন, (এক সফরে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (দল থেকে) পিছনে থেকে যান। আমিও তাঁর সাথে পিছনে থেকে যাই। তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজন সমাধা করার পর আমাকে বলেন ঃ তোমার সাথে পানি আছে কি? আমি তার নিকট এক পাত্র পানি নিয়ে আসলাম। তিনি তাঁর দুই হাত ও মুখমণ্ডল ধৌত করেন। তারপর তিনি নিজ বাহুদ্বয় উন্মুক্ত করতে চাইলেন, কিন্তু জুব্বার হাতাদ্বয় সংকীর্ণ হওয়ায় তা পারলেন না। তাই তিনি জুব্বা খুলে তাঁর দুই কাঁধের উপর রাখেন, অতঃপর কনুই পর্যন্ত দুই হাত ধৌত করেন এবং মাথার অগ্রভাগ, পাগড়ি ও মোজাদ্বয়ের উপর মাসেহ করেন।

بَابُ كَيْفَ الْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ

৮৮-অনুচ্ছেদ ঃ পাগড়ীর উপর কিভাবে মাসেহ করবে?

١٠٩- اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ وَهْبٍ الثَّقَفِيُّ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيْرَةَ بْنَ شُعْبَةَ قَالَ خَصْلَتَانِ لاَ اَسْاَلُ عَنْهُمَا اَحَدًا بَعْدَ مَا شَهِدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كُنَّا مَعَهُ فِيْ سَفَرٍ فَبَرَزَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ جَاءَ فَتَوَضَّاَ وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَجَانِبَيْ عِمَامَتِهِ وَمَسَحَ عَلٰى خُفَّيْهِ وَقَالَ وَصَلٰوةُ الْاِمَامِ خَلْفَ الرَّجُلِ مِنْ رَعِيَّتِهِ فَشَهِدْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ كَانَ فِيْ سَفَرٍ فَحَضَرَتِ الصَّلٰوةُ فَاحْتَبَسَ عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ ﷺ فَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَقَدَّمُوا ابْنَ عَوْفٍ فَصَلّٰى بِهِمْ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

فَصَلّٰى خَلْفَ ابْنِ عَوْفٍ مَا بَقِيَ مِنَ الصَّلٰوةِ فَلَمَّا سَلَّمَ ابْنُ عَوْفٍ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَضٰى مَا سُبِقَ بِهِ .

১০৯। মুগীরা ইবনে শোবা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সরাসরি দেখার কারণে আমি দু'টি বিষয়ে আর কারো নিকট জিজ্ঞাসা করবো না। তিনি বলেন, আমরা এক সফরে তাঁর সাথে ছিলাম। তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বাইরে গেলেন, সেখান থেকে এসে উযু করেন এবং তাঁর মাথার অগ্রভাগ, পাগড়ির দুই পাশ এবং মোজাদ্বয়ের উপর মাসেহ করেন। আর (দ্বিতীয়টি হলো) নাগরিকের পিছনে ইমামের (রাষ্ট্রপ্রধানের) নামায পড়া। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সফরে ছিলেন। আমিও তাঁর সঙ্গে ছিলাম। নামাযের ওয়াক্ত হলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন প্রয়োজনে তাদের থেকে দূরে ছিলেন। লোকজন নামায শুরু করে দিলো এবং আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা)-কে ইমাম নিযুক্ত করলো। তিনি তাদেরকে নিয়ে নামায পড়ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরে এসে ইবনে আওফের পিছনে অবশিষ্ট নামায পড়েন। ইবনে আওফ (রা) সালাম ফিরালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে যান এবং তাঁর যতটুকু নামায ছুটে গিয়েছিলো তা পড়েন।

بَابُ اِيْجَابِ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ

৮৯-অনুচ্ছেদ ঃ পদদ্বয় ধৌত করা অপরিহার্য।

١١٠- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ شُعْبَةَ ح وَاَخْبَرَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ اَبُو الْقَاسِمِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَيْلٌ لِّلْعَقِبِ مِنَ النَّارِ .

১১০। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আবুল কাসেম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পায়ের গোড়ালির জন্য রয়েছে দোজখের শাস্তি।

١١١-اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَاَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ اَبِىْ يَحْىٰ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَاٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَوْمًا يَتَوَضَّئُوْنَ فَرَاٰى اَعْقَابَهُمْ تَلُوْحُ فَقَالَ وَيْلٌ لِّلْاَعْقَابِ مِنَ النَّارِ اَسْبِغُوا الْوُضُوْءَ .

১১১। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদল লোককে উযু করতে দেখেন। তিনি দেখেন যে, তাদের পায়ের গোড়ালি চকচক করছে (পানিতে ভিজেনি)। তিনি বলেন ঃ পায়ের গোড়ালির জন্য রয়েছে দোযখের শাস্তি। তোমরা পূর্ণরূপে উযু করো।

بَابُ بِاَىِّ الرِّجْلَيْنِ يَبْدَاُ بِالْغَسْلِ

৯০-অনুচ্ছেদ ঃ কোন্ পা প্রথমে ধৌত করবে।

١١٢- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِى الْاَشْعَثُ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ يُحَدِّثُ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ وَذَكَرَتْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُحِبُّ التَّيَامُنَ مَا اسْتَطَاعَ فِىْ طُهُوْرِهٖ وَنَعْلِهٖ وَتَرَجُّلِهٖ قَالَ شُعْبَةُ ثُمَّ سَمِعْتُ الْاَشْعَثَ بِوَاسِطٍ يَقُوْلُ يُحِبُّ التَّيَامُنَ فَذَكَرَ شَانَهُ كُلَّهُ ثُمَّ سَمِعْتُهُ بِالْكُوْفَةِ يَقُوْلُ يُحِبُّ التَّيَامُنَ مَا اسْتَطَاعَ .

১১২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি উল্লেখ করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযু করা, জুতা পরিধান করা ও চুল আঁচড়াতে যথাসম্ভব ডান দিক থেকে আরম্ভ করা পছন্দ করতেন। অধস্তন রাবী শোবা (র) বলেন, ওয়াসিত শহরে আমি আশআছ (র)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডান দিক থেকে আরম্ভ করা পছন্দ করতেন তাঁর সকল কাজ। তারপর কুফাতে আমি তাকে বলতে শুনেছি, তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যথাসাধ্য ডান দিক থেকে আরম্ভ করা পছন্দ করতেন।

غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ بِالْيَدَيْنِ

৯১-অনুচ্ছেদ ঃ দুই হাত দ্বারা দুই পা ধৌত করা।

١١٣- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ جَعْفَرٍ الْمَدَنِىُّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ يَعْنِىْ عُمَارَةَ قَالَ حَدَّثَنِى الْقَيْسِىُّ اَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ سَفَرٍ فَاُتِىَ بِمَاءٍ فَقَالَ عَلٰى يَدَيْهِ مِنَ الْاِنَاءِ فَغَسَلَهُمَا مَرَّةً وَّغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ مَرَّةً مَرَّةً وَّغَسَلَ رِجْلَيْهِ بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا .

১১৩। (আবদুর রহমান ইবনে আব্দ) কায়সী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এক সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে ছিলেন। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য পানি আনা হলে তিনি পাত্র থেকে পানি ঢালেন এবং তাঁর উভয় হাত একবার ধৌত করেন, একবার করে মুখমণ্ডল ও দুই হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করেন, অতঃপর উভয় হাত দ্বারা পদদ্বয় ধৌত করেন।

اَلْاَمْرُ بِتَخْلِيْلِ الْاَصَابِعِ

৯২-অনুচ্ছেদ ঃ আঙ্গুলসমূহ খিলাল করার নির্দেশ।

١١٤- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا يَحْىَ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ كَثِيْرٍ وكَانَ يُكْنٰى اَبَا هَاشِمٍ ح وَاَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ اٰدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ هَاشِمٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيْطٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا تَوَضَّأْتَ فَاَسْبِغِ الْوُضُوْءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الْاَصَابِعِ .

১১৪। আসেম ইবনে লাকীত (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তুমি যখন উযু করো পূর্ণরূপে উযু করো এবং আঙ্গুলগুলোর মাঝখানে খিলাল করো।

عَدَدُ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ

৯৩-অনুচ্ছেদ ঃ পদদ্বয় যতোবার ধৌত করতে হবে।

١١٥- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اٰدَمَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ وَغَيْرُهُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِىْ حَيَّةَ الْوَادِعِىِّ قَالَ رَاَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّا فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلْثًا وَّتَمَضْمَضَ ثَلْثًا وَّاسْتَنْشَقَ ثَلْثًا وَّغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلْثًا وَّذِرَاعَيْهِ ثَلْثًا ثَلْثًا وَّمَسَحَ بِرَاْسِهِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلْثًا ثَلْثًا ثُمَّ قَالَ هٰذَا وُضُوْءُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

১১৫। আবু হাইয়া আল-ওয়াদিইয়্যী (র) বলেন, আমি আলী (রা)-কে উযু করতে দেখলাম। তিনি তিনবার তার উভয় হাতের কব্জি পর্যন্ত ধৌত করেন, তিনবার কুল্লি করেন, তিনবার নাক পরিষ্কার করেন, তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করেন এবং তিনবার করে উভয় হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করেন, অতঃপর মাথা মাসেহ করেন এবং উভয় পা তিনবার করে ধৌত করেন। অতঃপর বলেন, এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উযু।

بَابُ حَدِّ الْغَسْلِ

৯৪-অনুচ্ছেদ ঃ উযুতে ধৌত করার সীমা।

١١٦- اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَزِيْدَ اللَّيْثِيَّ اَخْبَرَهُ اَنَّ حُمْرَانَ مَوْلٰى عُثْمَانَ اَخْبَرَهُ اَنَّ عُثْمَانَ دَعَا بِوَضُوْءٍ فَتَوَضَّاَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنٰى اِلَى الْمِرْفَقِ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرٰى مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ مَسَحَ بِرَاْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنٰى اِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّاَ نَحْوَ وُضُوْئِيْ هٰذَا ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّاَ نَحْوَ وُضُوْئِيْ هٰذَا ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ فِيْهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

১১৬। উছমান (রা)-র মুক্তদাস হুমরান (র) থেকে বর্ণিত। উছমান (রা) উযুর পানি আনতে বলেন। তিনি উযু করলেন, তিনি তার উভয় হাতের কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করেন, অতঃপর কুল্লি করেন ও নাকে পানি দেন, তারপর তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করেন, অতঃপর তিনবার করে ডান ও বাম হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করেন, অতঃপর মাথা মাসেহ করেন এবং তিনবার করে ডান ও বাম পা গোড়ালি পর্যন্ত ধৌত করেন। অতঃপর বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার উযুর অনুরূপ এভাবে উযু করতে দেখেছি। তিনি আরো বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার এই উযুর ন্যায় উযু করবে এবং পরিচ্ছন্ন মন নিয়ে দাঁড়িয়ে দুই রাক্‌আত নামায পড়বে তার পিছনের গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।

بَابُ الْوَضُوْءِ فِي النِّعَالِ

৯৫-অনুচ্ছেদ ঃ জুতা পরিহিত অবস্থায় উযু করা।

١١٧- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ وَمَالِكٍ وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ رَاَيْتُكَ تَلْبَسُ هٰذِهِ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ وَتَتَوَضَّاُ فِيْهَا قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَلْبَسُهَا وَيَتَوَضَّاُ فِيْهَا .

১১৭। উবায়েদ ইবনে জুরাইজ (র) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-কে বললাম, আমি আপনাকে দেখছি যে, আপনি এই সিবতী জুতা পরিধান করেন এবং এগুলো পরিহিত অবস্থায় উযু করেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই ধরনের জুতা পরিধান করতে এবং তা পরিহিত অবস্থায় উযু করতে দেখেছি।

بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

৯৬-অনুচ্ছেদ ঃ মোজাদ্বয়ের উপর মাসেহ করা।

١١٨- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ تَوَضَّاَ وَمَسَحَ عَلٰى خُفَّيْهِ فَقِيْلَ لَهُ اَتَمْسَحُ فَقَالَ قَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَمْسَحُ وَكَانَ اَصْحَابُ عَبْدِ اللّٰهِ يُعْجِبُهُمْ قَوْلُ جَرِيْرٍ وَكَانَ اِسْلَامُ جَرِيْرٍ قَبْلَ مَوْتِ النَّبِىِّ ﷺ بِيَسِيْرٍ .

১১৮। জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি উযু করেন এবং তার মোজাদ্বয়ের উপর মাসেহ করেন। তাকে বলা হলো, আপনি মোজার উপর মাসেহ করছেন? তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবশ্যই (মোজার উপর) মাসেহ করতে দেখেছি। আবদুল্লাহ (রা)-র সাথীগণ জারীর (রা)-র এই কথা পছন্দ করতেন। আর জারীর (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের মাত্র কিছুকাল পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন।

١١٩- اَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ عَنْ يَحْىَ بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ اُمَيَّةَ الضَّمْرِىِّ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ رَاٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّاَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ .

১১৯। জাফর ইবনে আমর ইবনে উমাইয়্যা আদ-দামরী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উযু করতে এবং মোজাদ্বয়ের উপর মাসেহ করতে দেখেছেন।

١٢٠- اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ دُحَيْمٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ نَافِعٍ عَنْ دَاوُدَ ابْنِ قَيْسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَبِلَالٌ الْاَسْوَافَ فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ خَرَجَ قَالَ

أُسَامَةُ فَسَأَلْتُ بِلاَلاً مَّا صَنَعَ فَقَالَ بِلاَلٌ ذَهَبَ النَّبِيُّ ﷺ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثُمَّ صَلَّى .

১২০। উসামা ইবনে যায়েদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং বিলাল (রা) আসওয়াফে (মদীনার পার্শ্ববর্তী এলাকা) প্রবেশ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বাইরে যান এবং কিছুক্ষণ পর ফিরে আসেন। উসামা (রা) বলেন, আমি বিলাল (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে কি করেছেন? বিলাল (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারতে গিয়েছিলেন এবং ফিরে এসে উযু করেন। তিনি তাঁর মুখমণ্ডল ও দুই হাত ধৌত করেন এবং মাথা ও মোজাদ্বয়ের উপর মাসেহ করেন, তারপর নামায পড়েন।

١٢١- اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ اَبِى النَّضْرِ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ .

১২১। সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোজাদ্বয়ের উপর মাসেহ করেন।

١٢٢- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ اَبِى النَّضْرِ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ اَنَّهُ لاَ بَاْسَ بِهِ .

১২২। সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মোজাদ্বয়ের উপর মাসেহ করায় দোষ নেই।

١٢٣- اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِيْسٰى عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ خَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ لِحَاجَتِهِ فَلَمَّا رَجَعَ تَلَقَّيْتُهُ بِاِدَاوَةٍ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَغْسِلَ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَتْ بِهِ الْجُبَّةُ فَاَخْرَجَهُمَا مِنْ اَسْفَلِ الْجُبَّةِ فَغَسَلَهُمَا وَمَسَحَ عَلٰى خُفَّيْهِ ثُمَّ صَلّٰى بِنَا .

১২৩। মুগীরা ইবনে শোবা (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারতে বাইরে গেলেন। তিনি ফিরে এলে তাঁর পবিত্রতা অর্জনের জন্য আমি তাঁকে এক পাত্র পানি দেই। আমি তাঁকে পানি ঢেলে দেই, তিনি তার দুই হাতের কব্জি পর্যন্ত ধৌত করেন, অতঃপর মুখমণ্ডল ধৌত করেন, তারপর কনুই পর্যন্ত দুই হাত ধৌত করতে চাইলেন কিন্তু জুব্বার হাতা ছিলো সংকীর্ণ। তাই তিনি জুব্বার নিচের দিক দিয়ে দুই হাত বের করে তা কনুই পর্যন্ত ধৌত করেন এবং মোজাদ্বয়ের উপর মাসেহ করেন, অতঃপর আমাদের সংগে নিয়ে নামায পড়েন।

١٢٤- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَحْيٰ وَهُوَ ابْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ اَبِيْهِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ فَاتَّبَعَهُ الْمُغِيْرَةُ بِادَاوَةٍ فِيْهَا مَاءٌ فَصَبَّ عَلَيْهِ حَتّٰى فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلٰى خُفَّيْهِ .

১২৪। মুগীরা ইবনে শোবা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রয়োজনে বাইরে যান। মুগীরা (রা) এক পাত্র পানি নিয়ে তাঁর অনুগমন করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রয়োজন সমাধা করার পর মুগীরা (রা) পানি ঢেলে দেন এবং তিনি উযু করেন এবং তাঁর মোজাদ্বয়ের উপর মাসেহ করেন।

بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِى السَّفَرِ

৯৭-অনুচ্ছেদ ঃ সফরে মোজাদ্বয়ের উপর মাসেহ করা।

١٢٥- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ اِسْمَاعِيْلَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ حَمْزَةَ بْنَ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ سَفَرٍ فَقَالَ تَخَلَّفْ يَا مُغِيْرَةُ وَامْضُوْا اَيُّهَا النَّاسُ فَتَخَلَّفْتُ وَمَعِىَ اِدَاوَةٌ مِّنْ مَّاءٍ وَّمَضَى النَّاسُ فَذَهَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِحَاجَتِهِ فَلَمَّا رَجَعَ ذَهَبْتُ اَصُبُّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ رُوْمِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ فَاَرَادَ اَنْ يُّخْرِجَ يَدَهُ مِنْهَا فَضَاقَتْ عَلَيْهِ فَاَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمَسَحَ بِرَاْسِهِ وَمَسَحَ عَلٰى خُفَّيْهِ .

১২৫। মুগীরা (রা) বলেন, আমি এক সফরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। তিনি আমাকে বলেন ঃ হে মুগীরা! তুমি পেছনে থেকে যাও এবং হে লোকসকল! তোমরা সামনে অগ্রসর হতে থাকো। অতএব আমি পেছেনে থেকে গেলাম এবং আমার সাথে ছিল পানির একটি পাত্র। লোকজন চলে গেলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারতে গেলেন। তিনি ফিরে এলে আমি তাঁকে (উযুর) পানি ঢেলে দিতে থাকি। তাঁর পরনে ছিল সংকীর্ণ হাতার একটি রুমী জুব্বা। তিনি তা থেকে তাঁর হাত বের করতে চাইলেন, কিন্তু জুব্বার হাতা সংকীর্ণ হওয়ায় তা পারলেন না। তাই তিনি জুব্বার নিচের দিক দিয়ে হাত বের করেন, তারপর তাঁর মুখমণ্ডল ও দুই হাত ধৌত করেন এবং মাথা ও মোজাদ্বয়ের উপর মাসেহ করেন।

بَابُ التَّوْقِيْتِ فِى الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُسَافِرِ

৯৮-অনুচ্ছেদ ঃ মুসাফিরের জন্য মোজার উপর মাসেহ্ করার মেয়াদ।

١٢٦- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ عَنْ صَفْوَانَ ابْنِ عَسَّالٍ قَالَ رَخَّصَ لَنَا النَّبِىُّ ﷺ اِذَا كُنَّا مُسَافِرِيْنَ اَنْ لاَّ نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ وَّلَيَالِيَهُنَّ .

১২৬। সাফওয়ান ইবনে আস্সাল (রা) বলেন, আমরা সফররত থাকলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের তিন দিন তিন রাত মোজা না খোলার অনুমতি দিয়েছেন।

١٢٧- اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرُّهَاوِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ اٰدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ وَمَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ وَزَهَيْرٌ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ قَالَ سَاَلْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاْمُرُنَا اِذَا كُنَّا مُسَافِرِيْنَ اَنْ نَمْسَحَ عَلٰى خِفَافِنَا وَلاَ نَنْزِعَهَا ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ مِّنْ غَائِطٍ وَّبَوْلٍ وَّنَوْمٍ اِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ .

১২৭। যির (র) বলেন, আমি সাফ্ওয়ান ইবনে আস্সাল (রা)-কে মোজার উপর মাসেহ করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, আমরা সফররত অবস্থায় থাকলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের অনুমতি দেন যে, (গোসল অপরিহার্য হওয়ার মতো) নাপাক অবস্থা ব্যতীত আমরা তিন দিন মোজার উপর মাসেহ করি এবং পায়খানা-পেশাব অথবা ঘুমের কারণে তা না খুলি।

اَلتَّوْقِيْتُ فِى الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُقِيْمِ

৯৯-অনুচ্ছেদ ঃ মুকীমের জন্য মোজার উপর মাসেহ করার মেয়াদ।

١٢٨- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا الثَّوْرِىُّ عَنْ عَمْرِو ابْنِ قَيْسٍ الْمُلاَئِىِّ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ جَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلْمُسَافِرِ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ وَيَوْمًا وَّلَيْلَةً لِلْمُقِيْمِ يَعْنِىْ فِى الْمَسْحِ .

১২৮। আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোজার উপর মাসেহ করার ব্যাপারে মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাত এবং মুকীমের (আবাসে অবস্থানরত ব্যক্তি) জন্য এক দিন এক রাত সময় নির্ধারণ করেছেন।

١٢٩- اَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ عَنْ اَبِىْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَتْ ائْتِ عَلِيًّا فَانَّهُ اَعْلَمُ بِذٰلِكَ مِنِّىْ فَاَتَيْتُ عَلِيًّا فَسَاَلْتُهُ عَنِ الْمَسْحِ فَقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاْمُرُنَا اَنْ يَّمْسَحَ الْمُقِيْمُ يَوْمًا وَّلَيْلَةً وَالْمُسَافِرُ ثَلٰثًا .

১২৯। শুরায়হ ইবনে হানী (র) বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে মোজার উপর মাসেহ করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, তুমি আলী (রা)-এর নিকট যাও, তিনি এ ব্যাপারে আমার চেয়ে অধিক জ্ঞাত। অতএব আমি আলী (রা)-এর নিকট গেলাম এবং তাকে মাসেহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের আদেশ করতেন যে, মুকীম ব্যক্তি এক দিন এক রাত এবং মুসাফির ব্যক্তি তিন দিন তিন রাত মাসেহ করতে পারে।

صِفَةُ الْوُضُوْءِ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ

১০০-অনুচ্ছেদ ঃ উযু থাকা সত্ত্বেও উযু করা।

١٣٠- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ اَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّزَّالَ بْنَ سَبْرَةَ قَالَ رَاَيْتُ عَلِيًّا صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ قَعَدَ لِحَوَائِجِ النَّاسِ فَلَمَّا حَضَرَتِ الْعَصْرُ اُتِىَ بِتَوْرٍ مِّنْ مَّاءٍ فَاَخَذَ مِنْهُ كَفًّا

فَمَسَحَ بِهِ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَرَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ ثُمَّ أَخَذَ فَضْلَهُ فَشَرِبَ قَائِمًا وَقَالَ إِنَّ نَاسًا يَكْرَهُونَ هٰذَا وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَفْعَلُهُ وَهٰذَا وُضُوْءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ .

১৩০। আবদুল মালেক ইবনে মাইসারা (র) বলেন, আমি নায্যাল ইবনে সাবরা (র)-কে বলতে শুনেছি, আমি আলী (রা)-কে দেখলাম যে, তিনি যুহরের নামায পড়লেন, অতঃপর জনসাধারণের প্রয়োজন পূরণার্থে বসলেন। এই অবস্থায় আসরের ওয়াক্ত হলে তার নিকট একটি পানির পাত্র আনা হলো। তিনি তা থেকে এক কোষ পানি নিয়ে তা দ্বারা তার মুখমণ্ডল, হস্তদ্বয়, মাথা এবং উভয় পা মাসেহ করেন, অতঃপর দাঁড়িয়ে উদ্বৃত্ত পানি পান করেন এবং বলেন, লোকেরা এটা অপছন্দ করে। অথচ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরূপ করতে দেখেছি। আর এটা হলো ঐ ব্যক্তির উযু যার উযু ভঙ্গ হয়নি।

اَلْوُضُوْءُ لِكُلِّ صَلٰوةٍ

১০১-অনুচ্ছেদ ঃ প্রত্যেক নামাযের জন্য স্বতন্ত্রভাবে উযু করা।

١٣١- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِإِنَاءٍ صَغِيْرٍ فَتَوَضَّأَ قُلْتُ أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلٰوةٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَنْتُمْ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي الصَّلَوَاتِ مَا لَمْ نُحْدِثْ قَالَ وَقَدْ كُنَّا نُصَلِّي الصَّلَوَاتِ بِوُضُوْءٍ .

১৩১। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি উল্লেখ করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পানির একটি ছোট পাত্র আনা হলো এবং তিনি উযু করলেন। আমি (আনাসকে) বললাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি প্রত্যেক নামাযের জন্য স্বতন্ত্রভাবে উযু করতেন? তিনি বলেন, হাঁ। আমর (র) বলেন, আপনারা (সাহাবীগণ) কি করেন? তিনি বলেন, আমরা উযু ভঙ্গ না হওয়া পর্যন্ত কয়েক ওয়াক্ত নামায পড়তাম। আমর বলেন, আমরাও একই উযু দ্বারা একাধিক ওয়াক্তের নামায পড়তাম।

١٣٢- أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا بْنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ عَنِ ابْنِ أَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فَقَالُوْا أَلَا نَأْتِيْكَ بِوَضُوْءٍ فَقَالَ إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالْوُضُوْءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلٰوةِ .

১৩২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানা থেকে বের হয়ে আসলে তাঁর সামনে আহার পরিবেশন করা হলো। লোকজন

বললো, আমরা কি আপনার জন্য উযুর পানি আনবো না? তিনি বলেন ঃ আমাকে তো নামায পড়ার জন্যই উযু করার আদেশ দেয়া হয়েছে।

١٣٣- اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَحْىٰ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَوَضَّاُ لِكُلِّ صَلٰوةٍ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ صَلَّى الصَّلَوَاتِ بِوُضُوْءٍ وَّاحِدٍ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ فَعَلْتَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُهُ قَالَ عَمْدًا فَعَلْتُهُ يَا عُمَرُ .

১৩৩। ইবনে বুরায়দা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক নামাযের জন্য স্বতন্ত্রভাবে উযু করতেন। কিন্তু মক্কা বিজয়ের দিন তিনি একই উযুতে কয়েক ওয়াক্তের নামায পড়েন। উমার (রা) তাঁকে বলেন, আপনি এমন কিছু করলেন যা ইতিপূর্বে করেননি। তিনি বলেনঃ হে উমার! ইচ্ছা করেই আমি তা করেছি।

بَابُ النَّضْحِ

১০২-অনুচ্ছেদ ঃ পানি ছিটানো।

١٣٤- اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا تَوَضَّاَ اَخَذَ حَفْنَةً مِّنْ مَّاءٍ فَقَالَ بِهَا هٰكَذَا وَوَصَفَ شُعْبَةُ نَضَحَ بِهِ فَرْجَهُ فَذَكَرْتُهُ لِاِبْرَاهِيْمَ فَاَعْجَبَهُ قَالَ الشَّيْخُ ابْنُ السُّنِّيِّ الْحَكَمُ هُوَ ابْنُ سُفْيَانَ الثَّقَفِيُّ .

১৩৪। হাকাম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন উযু করতেন তখন এক কোষ পানি নিতেন এবং তা এভাব ছিটাতেন। শোবা (র) তা নিজের লজ্জাস্থানে ছিটিয়ে দেখান। আমি তা ইবরাহীমের নিকট উল্লেখ করলে তিনি তা পছন্দ করেন। শায়েখ ইবনুস সুন্নী (র) বলেন, হাকাম (র) হলেন সুফিয়ান আস-ছাকাফীর পুত্র।

١٣٥- اَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّوْرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَحْوَصُ بْنُ جَوَّابٍ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنْ مَنْصُوْرٍ ح وَاَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمٌ وَهُوَ ابْنُ يَزِيْدَ الْجَرْمِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُوْرٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّاَ وَنَضَحَ فَرْجَهُ قَالَ اَحْمَدُ فَنَضَحَ فَرْجَهُ .

১৩৫। হাকাম ইবনে সুফিয়ান (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি যে, তিনি উযু করলেন এবং তাঁর লজ্জাস্থানে পানি ছিটিয়ে দিলেন।

بَابُ الْاِنْتِفَاعِ بِفَضْلِ الْوُضُوْءِ

১০৩-অনুচ্ছেদ ঃ উযুর উদ্বৃত্ত পানি দ্বারা উপকৃত হওয়া।

١٣٦- اَخْبَرَنَا اَبُوْ دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَتَّابٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِىْ حَيَّةَ قَالَ رَاَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّاَ ثَلٰثًا ثَلٰثًا ثُمَّ قَامَ فَشَرِبَ فَضْلَ وَضُوْئِهِ وَقَالَ صَنَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَمَا صَنَعْتُ .

১৩৬। আবু হাইয়া (র) বলেন, আমি দেখলাম যে, আলী (রা) তিনবার করে (উযুর অঙ্গগুলো) ধৌত করলেন, অতঃপর দাঁড়িয়ে উযুর উদ্বৃত্ত পানি পান করেন এবং বলেন, আমি যেরূপ করলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তদ্রূপ করেছেন।

١٣٧- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ عَنْ عَوْنِ بْنِ اَبِىْ جُحَيْفَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ شَهِدْتُ النَّبِىَّ ﷺ بِالْبَطْحَاءِ فَاَخْرَجَ بِلاَلٌ فَضْلَ وَضُوْئِهِ فَابْتَدَرَهُ النَّاسُ فَنِلْتُ مِنْهُ شَيْئًا وَرُكِزَتْ لَهُ الْعَنَزَةُ فَصَلّٰى بِالنَّاسِ وَالْحُمُرُ وَالْكِلاَبُ وَالْمَرْاَةُ يَمُرُّوْنَ بَيْنَ يَدَيْهِ .

১৩৭। আওন ইবনে আবু জুহায়ফা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল-বাতহা নামক স্থানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হলাম। বিলাল (রা) তাঁর উযুর অবশিষ্ট পানি বের করলেন, আর লোকজন সেদিকে ছুট দিলো। আমিও তার কিছু পেলাম। তাঁর সম্মুখে একটি বর্শা পুতে দেয়া হলো। তিনি লোকদের নিয়ে নামায পড়লেন এবং গাধা, কুকুর ও স্ত্রীলোক তাঁর সামনে দিয়ে অতিক্রম করলো।

١٣٨- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُوْلُ مَرِضْتُ فَاَتَانِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَبُوْ بَكْرٍ يَعُوْدَانِىْ فَوَجَدَانِىْ قَدْ اُغْمِىَ عَلَىَّ فَتَوَضَّاَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصَبَّ عَلَىَّ وَضُوْءَهُ .

১৩৮। জাবের (রা) বলেন, আমি অসুস্থ হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবু বাক্‌র (রা) আমাকে দেখতে আসেন। তাঁরা আমাকে বেহুশ অবস্থায় পেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযু করলেন এবং আমার উপর তাঁর উযুর পানি ছিটিয়ে দিলেন।

بَابُ فَرْضِ الْوُضُوْءِ

১০৪-অনুচ্ছেদ ঃ উযুর ফরয।

١٣٩- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِى الْمَلِيْحِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَقْبَلُ اللّٰهُ صَلٰوةً بِغَيْرِ طُهُوْرٍ وَّلاَ صَدَقَةً مِّنْ غُلُوْلٍ .

১৩৯। আবুল মালীহ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ পবিত্রতা ব্যতীত নামায কবুল করেন না এবং আত্মসাতকৃত মালের দান-খয়রাত গ্রহণ করেন না।

اَلْاِعْتِدَاءُ فِى الْوُضُوْءِ

১০৫-অনুচ্ছেদ ঃ উযুতে বাড়াবাড়ি।

١٤٠- اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا يَعْلٰى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُوْسَى بْنِ اَبِىْ عَائِشَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ جَاءَ اَعْرَابِىٌّ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ يَسْئَلُهُ عَنِ الْوُضُوْءِ فَاَرَاهُ الْوُضُوْءَ ثَلٰثًا ثَلٰثًا ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا الْوُضُوْءُ فَمَنْ زَادَ عَلٰى هٰذَا فَقَدْ اَسَاءَ وَتَعَدّٰى وَظَلَمَ .

১৪০। আমর ইবনে শোয়াইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বেদুইন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে তাঁকে উযু সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। তিনি তাকে উযুর অঙ্গগুলো তিনবার ধৌত করে দেখান এবং বলেন ঃ উযু এভাবে করতে হয়। যে ব্যক্তি এর চেয়ে বাড়ালো সে অন্যায় করলো, সীমালঙ্ঘন করলো এবং যুলুম করলো।

اَلْاَمْرُ بِاِسْبَاغِ الْوُضُوْءِ

১০৬-অনুচ্ছেদ ঃ উত্তমরূপে উযু করার নির্দেশ।

١٤١- اَخْبَرَنَا يَحْىَ بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرَبِىٍّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ جَهْضَمٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا اِلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ وَاللّٰهِ مَا خَصَّنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِشَىْءٍ دُوْنَ النَّاسِ اِلاَّ بِثَلٰثَةِ اَشْيَاءَ فَاِنَّهُ اَمَرَنَا اَنْ نُسْبِغَ الْوُضُوْءَ وَلاَ نَاْكُلَ الصَّدَقَةَ وَلاَ نُنْزِىَ الْحُمُرَ عَلَى الْخَيْلِ .

১৪১। আবদুল্লাহ ইবনে উবায়দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (র) বলেন, আমরা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর নিকট বসা ছিলাম। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! অন্য লোকদের বাদ দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বিশেষভাবে কোন বিষয়ে বলেননি, তিনটি বিষয় ব্যতীত ঃ (১) তিনি আমাদের উত্তমরূপে উযু করার নির্দেশ দিয়েছেন, (২) আমাদের যাকাত গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন এবং (৩) ঘোড়াকে গাধার দ্বারা পাল দিতে নিষেধ করেছেন।

١٤٢- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ اَبِىْ يَحْىٰ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَسْبِغُوا الْوُضُوْءَ .

১৪২। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা উত্তমরূপে উযু করো।

بَابُ الْفَضْلِ فِىْ ذٰلِكَ

১০৭-অনুচ্ছেদ ঃ উত্তমরূপে উযু করার ফযীলাত।

١٤٣- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِمَا يَمْحُو اللّٰهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ اِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا اِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الصَّلٰوةِ فَذٰلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَالِكُمُ الرِّبَاطُ فَذٰلِكُمُ الرِّبَاطُ .

১৪৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আমি কি তোমাদের এমন কিছু অবহিত করবো না, যা দ্বারা আল্লাহ গুনাহসমূহ দূর করেন এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করেন? কষ্টদায়ক অবস্থায়ও উত্তমরূপে উযু করা, মসজিদসমূহের দিকে অধিক পদচালনা করা এবং এক নামাযের পর পরবর্তী নামাযের অপেক্ষায় থাকা। এটাই রিবাত, এটাই রিবাত, এটাই রিবাত (মুসলিম রাষ্ট্রের সীমান্ত প্রহরা)।

ثَوَابُ مَنْ تَوَضَّاَ كَمَا اُمِرَ

১০৮-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি নির্দেশ মোতাবেক উযু করে তার সওয়াব।

١٤٤- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِىِّ اَنَّهُمْ غَزَوْا غَزْوَةَ السَّلاَسِلِ فَفَاتَهُمُ الْغَزْوُ فَرَابَطُوْا ثُمَّ رَجَعُوْا اِلٰى مُعَاوِيَةَ وَعِنْدَهُ اَبُوْ اَيُّوْبَ وَعُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ فَقَالَ عَاصِمٌ يَا

اَبَا اَيُّوْبَ فَاتَنَا الْغَزْوُ الْعَامَ وَقَدْ اُخْبِرْنَا اَنَّهُ مَنْ صَلّٰى فِى الْمَسَاجِدِ الْاَرْبَعَةِ غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ فَقَالَ يَا ابْنَ اَخِىْ اَدُلُّكَ عَلٰى اَيْسَرَ مِنْ ذٰلِكَ اِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ تَوَضَّاَ كَمَا اُمِرَ وَصَلّٰى كَمَا اُمِرَ غُفِرَ لَهُ مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلٍ اَكَذٰلِكَ يَا عُقْبَةُ قَالَ نَعَمْ .

১৪৪। আসেম ইবনে সুফিয়ান আস-ছাকাফী (র) থেকে বর্ণিত। তারা "সালাসিল" যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন কিন্তু যুদ্ধ করার সুযোগ পাননি। তারা শত্রুর মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত রইলেন। অতঃপর তারা মুয়াবিয়া (রা)-এর নিকট প্রত্যাবর্তন করলেন। তার নিকট আবু আইউব (রা) ও উকবা ইবনে আমের (রা) উপস্থিত ছিলেন। আসেম (র) বলেন, হে আবু আইউব! এ বছর আমরা যুদ্ধ করার সুযোগ পাইনি। আমাদের অবহিত করা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি চারটি মসজিদে নামায পড়লে তার পাপ মার্জনা করা হবে। তিনি বলেন, হে ভাতিজা! আমি কি তোমাকে এর চেয়েও সহজ পন্থা বলে দিবো না? আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি নির্দেশ মোতাবেক উযু করবে এবং নির্দেশ মোতাবেক নামায পড়বে তার পূর্বেকার পাপ ক্ষমা করা হবে। হে উকবা এরূপ কি? তিনি বলেন, হাঁ।

١٤٥- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ حُمْرَانَ بْنَ اَبَانٍ اَخْبَرَ اَبَا بُرْدَةَ فِى الْمَسْجِدِ اَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ اَتَمَّ الْوُضُوْءَ كَمَا اَمَرَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فَالصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ .

১৪৫। উসমান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি মহামহিম আল্লাহ্‌র নির্দেশ মোতাবেক উযু সম্পন্ন করবে, তার পাঁচ ওয়াক্তের নামায এগুলোর মধ্যবর্তী সময়ের পাপসমূহের কাফ্‌ফারা গণ্য হবে।

١٤٦- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ حُمْرَانَ مَوْلٰى عُثْمَانَ اَنَّ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ امْرِئٍ يَتَوَضَّاُ فَيُحْسِنُ وُضُوْئَهُ ثُمَّ يُصَلِّى الصَّلٰوةَ اِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلٰوةِ الْاُخْرٰى حَتّٰى يُصَلِّيْهَا .

১৪৬। উসমান (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে কোন ব্যক্তি উত্তমরূপে উযূ করে নামায পড়লে তার এ নামায থেকে পরবর্তী নামায আদায়ের পূর্ব পর্যন্ত সময়ের পাপ ক্ষমা করা হয়।

١٤٧- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا اٰدَمُ بْنُ اَبِىْ اِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ هُوَ ابْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ يَحْىٰ سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ وَضَمْرَةُ بْنُ حَبِيْبٍ وَاَبُوْ طَلْحَةَ نُعَيْمُ بْنُ زِيَادٍ قَالُوْا سَمِعْنَا اَبَا اُمَامَةَ الْبَاهِلِىَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عَبَسَةَ يَقُوْلُ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ الْوُضُوْءُ قَالَ اَمَّا الْوُضُوْءُ فَاِنَّكَ اِذَا تَوَضَّاْتَ فَغَسَلْتَ كَفَّيْكَ فَاَنْقَيْتَهُمَا خَرَجَتْ خَطَايَاكَ مِنْ بَيْنِ اَظْفَارِكَ وَاَنَامِلِكَ فَاِذَا مَضْمَضْتَ وَاسْتَنْشَقْتَ مِنْخَرَيْكَ وَغَسَلْتَ وَجْهَكَ وَيَدَيْكَ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَمَسَحْتَ رَاْسَكَ وَغَسَلْتَ رِجْلَيْكَ اِلَى الْكَعْبَيْنِ اغْتَسَلْتَ مِنْ عَامَّةِ خَطَايَاكَ فَاِنْ اَنْتَ وَضَعْتَ وَجْهَكَ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ خَرَجْتَ مِنْ خَطَايَاكَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْكَ اُمُّكَ . قَالَ اَبُوْ اُمَامَةَ فَقُلْتُ يَا عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ اُنْظُرْ مَا تَقُوْلُ اَكُلُّ هٰذَا يُعْطٰى فِىْ مَجْلِسٍ وَّاحِدٍ قَالَ اَمَا وَاللّٰهِ لَقَدْ كَبِرَتْ سِنِّىْ وَدَنَا اَجَلِىْ وَمَا بِىْ مِنْ فَقْرٍ فَاَكْذِبَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلَقَدْ سَمِعَتْهُ اُذُنَاىَ وَوَعَاهُ قَلْبِىْ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

১৪৭। আমর ইবনে আবাসা (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! উযূ কিরূপ? তিনি বলেন ঃ উযূ এই যে, তুমি যখন উযূ করো এবং তোমার হাতের তালুদ্বয় ধৌত করো এবং পরিষ্কার করে ধৌত করো তখন তোমার পাপসমূহ তোমার নখের ভেতর থেকে এবং তোমার আঙ্গুলের অগ্রভাগ থেকে বের হয়ে যায়। যখন তুমি কুল্লি করো এবং নাকের ভেতর অংশ পরিষ্কার করো, তোমার মুখমণ্ডল ধৌত করো, কনুই পর্যন্ত উভয় হাত ধৌত করো, মাথা মাসেহ করো এবং গোড়ালি পর্যন্ত উভয় পা ধৌত করো তখন তুমি তোমার সার্বিক পাপসমূহ ধুয়ে ফেললে। আর যখন তুমি তোমার মুখমণ্ডল মহামহিম আল্লাহ্‌র জন্য স্থাপন করো, তখন তুমি তোমার জন্মদিনের মত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে গেলে। আবু উমামা (রা) বলেন, আমি বললাম, হে আমর ইবনে আবাসা! ভেবে দেখো, তুমি কি বলছো। একই মজলিসে কি এসব কিছু দান করা হয়? তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হয়েছি এবং আমার মৃত্যু নিকটবর্তী, আর আমার কোন অভাবও নেই। আমি এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে মিথ্যা বলবো? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আমার দুই কান তা শুনেছে এবং আমার অন্তর তা স্মরণ রেখেছে।

اَلْقَوْلُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْوُضُوْءِ

১০৯-অনুচ্ছেদ ঃ উযু করার পর যা বলতে হয়।

١٤٨- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ حَرْبٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِىْ اِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِيِّ وَاَبِىْ عُثْمَانَ عَنْ عُقْبَةَ ابْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّاَ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ قَالَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ اَيِّهَا شَاءَ .

১৪৮। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযু করার পর "আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু" (আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল), তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেয়া হবে এবং সে যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা তাতে প্রবেশ করতে পারবে।

حُلْيَةُ الْوُضُوْءِ

১১০-অনুচ্ছেদ ঃ উযুর অলংকার।

١٤٩- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ خَلَفٍ وَهُوَ ابْنُ خَلِيْفَةَ عَنْ اَبِىْ مَالِكٍ الْاَشْجَعِيِّ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ قَالَ كُنْتُ خَلْفَ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَهُوَ يَتَوَضَّاُ لِلصَّلٰوةِ وَكَانَ يَغْسِلُ يَدَيْهِ حَتّٰى يَبْلُغَ اِبْطَيْهِ فَقُلْتُ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ مَا هٰذَا الْوُضُوْءُ فَقَالَ لِىْ يَا بَنِىْ فَرُّوْخٍ اَنْتُمْ هٰهُنَا لَوْ عَلِمْتُ اَنَّكُمْ هٰهُنَا مَا تَوَضَّاْتُ هٰذَا الْوُضُوْءَ سَمِعْتُ خَلِيْلِى ﷺ يَقُوْلُ تَبْلُغُ حِلْيَةُ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوَضُوْءُ .

১৪৯। আবু হাযেম (র) বলেন, আমি আবু হুরায়রা (রা)-এর পিছনে ছিলাম এবং তিনি নামাযের জন্য উযু করছিলেন। তিনি তার দুই হাত বগল পর্যন্ত ধৌত করলেন। আমি বললাম, হে আবু হুরায়রা! এটা কি রকম উযু? তিনি আমাকে বলেন, হে ফাররূখের বংশধর! তোমরা এখানে আছো? যদি আমি জানতাম যে, তোমরা এখানে আছো তাহলে আমি এ রকমের উযু করতাম না। আমি আমার বন্ধু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ মুমিন ব্যক্তির অলংকার (জ্যোতি) ঐ পর্যন্ত পৌছবে, যে পর্যন্ত উযুর পানি পৌছে।

١٥٠- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ اِلَى الْمَقْبَرَةِ فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لاَحِقُوْنَ وَدِدْتُ اَنِّيْ قَدْ رَاَيْتُ اِخْوَانَنَا قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلَسْنَا اِخْوَانَكَ قَالَ بَلْ اَنْتُمْ اَصْحَابِيْ وَاِخْوَانِي الَّذِيْنَ لَمْ يَاْتُوْا بَعْدُ وَاَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ يَّاْتِيْ بَعْدَكَ مِنْ اُمَّتِكَ قَالَ اَرَاَيْتَ لَوْ كَانَ لِرَجُلٍ خَيْلٌ غُرٌّ مُّحَجَّلَةٌ فِيْ خَيْلٍ بُهْمٍ دُهْمٍ اَلاَ يَعْرِفُ خَيْلَهُ قَالُوْا بَلٰى قَالَ فَاِنَّهُمْ يَاْتُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُّحَجَّلِيْنَ مِنَ الْوُضُوْءِ وَاَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ .

১৫০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরস্থানের দিকে গেলেন। (তথায়) তিনি বলেন ঃ "হে মুমিন সম্প্রদায়ের ঘরবাসীগণ! তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমরাও ইনশাআল্লাহ তোমাদের সাথে মিলিত হবো। আমি আশা করি আমার ভাইদের দেখতে পাবো"। সাহাবীগণ বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি আপনার ভাই নই? তিনি বলেন ঃ বরং তোমরা আমার সাহাবী। আর আমার ভ্রাতৃবৃন্দ হলো যারা পরবর্তী কালে আসবে। আর আমি হাওযে কাওসারে তাদের অগ্রবর্তী হবো। তারা বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার যে সকল উম্মাত পরে আসবে আপনি তাদের কিভাবে চিনবেন? তিনি বলেন ঃ তোমরা কি মনে করো, যদি একদল কালো ঘোড়ার মধ্যে কোন ব্যক্তির সাদা মুখাবয়ব ও হস্ত-পদবিশিষ্ট ঘোড়া থাকে তবে কি সে তার ঘোড়া চিনতে পারবে না? তারা বলেন, হাঁ। তিনি বলেন ঃ কিয়ামতের দিন তারা উযুর বদৌলতে উজ্জ্বল চেহারা ও হাত-পা নিয়ে উপস্থিত হবে। আর আমি হাওযে কাওসারে তাদের আগে উপস্থিত থাকবো।

بَابُ ثَوَابِ مَنْ اَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ

১১১-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযু করার পর দুই রাক্‌আত নামায পড়ে তার সওয়াব।

١٥١- اَخْبَرَنَا مُوْسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَسْرُوْقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَبِيْعَةُ بْنُ يَزِيْدَ الدِّمَشْقِيُّ عَنْ اَبِيْ اِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِيِّ وَاَبِيْ عُثْمَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ

الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يُقْبِلُ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ .

১৫১। উকবা ইবনে আমের আল-জুহানী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযু করার পর মনোনিবেশ সহকারে দুই রাক্আত নামায পড়ে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়।

بَابُ مَا يُنْقِضُ الْوُضُوْءَ وَمَا لاَ يُنْقِضُ الْوُضُوْءَ مِنَ الْمَذِيِّ

১১২-অনুচ্ছেদ ঃ মযী নির্গত হওয়ায় কখন উযু নষ্ট হয় এবং কখন নষ্ট হয় না।

١٥٢-أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِيْ حَصِيْنٍ عَنْ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً وَكَانَتِ ابْنَةُ النَّبِيِّ ﷺ تَحْتِيْ فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَهُ فَقُلْتُ لِرَجُلٍ جَالِسٍ إِلَى جَنْبِيْ سَلْهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ فِيْهِ الْوُضُوْءُ.

১৫২। আবু আবদুর রহমান (র) বলেন, আলী (রা) বললেন, আমার প্রায়ই মযী নির্গত হতো। আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কন্যা আমার স্ত্রী হওয়ায় আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে লজ্জাবোধ করলাম। তাই আমার পাশে বসা এক ব্যক্তিকে আমি বললাম, তুমি তাঁকে জিজ্ঞেস করো। অতএব সে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন ঃ এতে উযু করতে হবে।

١٥٣- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قُلْتُ لِلْمِقْدَادِ إِذَا بَنَى الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ فَأَمْذَى وَلَمْ يُجَامِعْ فَسَلِ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَإِنِّيْ أَسْتَحِيْ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ ذٰلِكَ وَابْنَتُهُ تَحْتِيْ فَسَأَلَهُ فَقَالَ يَغْسِلُ مَذَاكِيْرَهُ وَيَتَوَضَّأُ وُضُوْءَهُ لِلصَّلٰوةِ .

১৫৩। আলী (রা) বলেন, আমি মিকদাদ (রা)-কে বললাম, যখন কোন ব্যক্তি নিজ স্ত্রীর সাথে আমোদ করে এবং তদ্দরুন তার মযী নির্গত হয় কিন্তু সহবাস করেনি, আপনি এই বিষয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করুন। তাঁর কন্যা আমার অধীন হওয়ায় আমি তাঁকে এই বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে লজ্জাবোধ করি। তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেনঃ সে তার লজ্জাস্থান ধৌত করবে এবং নামাযের উযুর ন্যায় উযু করবে।

١٥٤- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً فَأَمَرْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ يَسْأَلُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مِنْ أَجْلِ ابْنَتِهِ عِنْدِيْ فَقَالَ يَكْفِيْ مِنْ ذٰلِكَ الْوُضُوْءُ .

১৫৪। আয়েশ ইবনে আনাস (র) থেকে বর্ণিত। আলী (রা) বলেন, আমার প্রায়ই মযী নির্গত হতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা আমার বিবাহাধীন থাকায় আমি আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা)-কে তাঁর নিকট জিজ্ঞেস করতে নির্দেশ দিলাম। তিনি বলেন ঃ তাতে উযু করাই যথেষ্ট।

١٥٥- اَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا اُمَيَّةُ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ اَنَّ رَوْحَ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ اَبِىْ نُجَيْحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اِيَاسِ بْنِ خَلِيْفَةَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ اَنَّ عَلِيًّا اَمَرَ عَمَّارًا اَنْ يَّسْاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمَذِىِّ فَقَالَ يَغْسِلُ مَذَاكِيْرَهُ وَيَتَوَضَّأُ .

১৫৫। রাফে ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। আলী (রা) আম্মার (রা)-কে নির্দেশ দেন যে, তিনি যেনো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মযী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন ঃ সে তার লজ্জাস্থান ধৌত করবে এবং উযু করবে।

١٥٦- اَخْبَرَنَا عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْمَرْوَزِىُّ عَنْ مَّالِكٍ وَهُوَ ابْنُ اَنَسٍ عَنْ اَبِى النَّضْرِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْاَسْوَدِ اَنَّ عَلِيًّا اَمَرَهُ اَنْ يَّسْاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ اِذَا دَنَا مِنْ اَهْلِهِ فَخَرَجَ مِنْهُ الْمَذِىُّ مَاذَا عَلَيْهِ فَاِنَّ عِنْدِىْ ابْنَتَهُ وَاَنَا اَسْتَحِيِىْ اَنْ اَسْاَلَهُ فَسَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ اِذَا وَجَدَ اَحَدُكُمْ ذٰلِكَ فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ وَيَتَوَضَّأُ وُضُوْئَهُ لِلصَّلٰوةِ .

১৫৬। মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রা) থেকে বর্ণিত। আলী (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞেস করার জন্য তাকে অনুরোধ করেন যে, কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সান্নিধ্যে গেলে তাতে তার মযী নির্গত হয়, তাতে কি করতে হবে? কারণ তাঁর কন্যা আমার নিকট থাকায় আমি তাঁকে (এ ব্যাপারে) জিজ্ঞেস করতে লজ্জাবোধ করি। আমি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বলেন ঃ তোমাদের কারও এরূপ হলে সে যেনো তার লজ্জাস্থান ধৌত করে এবং নামাযের উযুর ন্যায় উযু করে।

١٥٧- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سُلَيْمَانُ قَالَ سَمِعْتُ مُنْذِرًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ اِسْتَحْيَيْتُ اَنْ اَسْاَلَ النَّبِىَّ ﷺ عَنِ الْمَذِىِّ مِنْ اَجْلِ فَاطِمَةَ فَاَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْاَسْوَدِ فَسَاَلَهُ فَقَالَ فِيْهِ الْوُضُوْءُ .

১৫৭। আলী (রা) বলেন, ফাতিমার কারণে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মযী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে লজ্জাবোধ করলাম। তাই আমি মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রা)-কে অনুরোধ করলাম। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ এতে উযু করতে হবে।

بَابُ الْوُضُوْءِ مِنَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ

১১৩-অনুচ্ছেদ ঃ পায়খানা-পেশাবের পর উযু করা।

١٥٨- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ اَنَّهُ سَمِعَ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ يُحَدِّثُ قَالَ اَتَيْتُ رَجُلاً يُدْعٰى صَفْوَانُ بْنُ عَسَّالٍ فَقَعَدْتُ عَلٰى بَابِهِ فَخَرَجَ فَقَالَ مَا شَاْنُكَ قُلْتُ اَطْلُبُ الْعِلْمَ قَالَ اِنَّ الْمَلٰئِكَةَ تَضَعُ اَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ فَقَالَ عَنْ اَىِّ شَىْءٍ تَسْاَلُ قُلْتُ عَنِ الْخُفَّيْنِ قَالَ كُنَّا اِذَا كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ سَفَرٍ اَمَرَنَا اَنْ لاَّ نَنْزِعَهُ ثَلٰثًا اِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ وَّلٰكِنْ مِّنْ غَائِطٍ وَّبَوْلٍ وَّنَوْمٍ.

১৫৮। আসেম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি যির ইবনে হুবাইশ (র)-কে বলতে শুনেছেন, আমি সাফওয়ান ইবনে আস্সাল (রা) নামক এক ব্যক্তির নিকট এসে তার দরজায় বসলাম। তিনি বের হয়ে এসে বলেন, তোমার কি হয়েছে? আমি বললাম, জ্ঞানের সন্ধানে এসেছি। তিনি বলেন, জ্ঞান অন্বেষণকারীর জ্ঞান অন্বেষণে সন্তুষ্ট হয়ে ফেরেশতাগণ তাদের ডানা বিছিয়ে দেন। তিনি বলেন, কোন্ বিষয়ে তুমি জিজ্ঞেস করতে চাও? আমি বললাম, মোজাদ্বয় সম্পর্কে। তিনি বলেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সফরে থাকতাম, তখন তিনি আমাদের আদেশ করতেন, আমরা যেন গোসল ফরজ হওয়ার মতো নাপাক অবস্থা ব্যতীত পায়খানা-পেশাব বা ঘুমের কারণে তা তিন দিন পর্যন্ত না খুলি।

اَلْوُضُوْءُ مِنَ الْغَائِطِ

১১৪-অনুচ্ছেদ ঃ পায়খানার পর উযু করা।

١٥٩- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ وَاِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ قَالَ قَالَ صَفْوَانُ بْنُ عَسَّالٍ كُنَّا اِذَا

كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ سَفَرٍ اَمَرَنَا اَنْ لاَّ نَنْزِعَهُ ثَلٰثًا اِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ وَّلٰكِنْ مِّنْ غَائِطٍ وَّبَوْلٍ وَّنَوْمٍ .

১৫৯। যির (র) বলেন, সাফ্ওয়ান ইবনে আস্সাল (রা) বলেছেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সফরে থাকতাম তখন তিনি আমাদের আদেশ করতেন ঃ আমরা যেনো একমাত্র জানাবাত (গোসল ফরজ হওয়ার মতো নাপাক অবস্থা) ব্যতীত পায়খানা-পেশাব এবং ঘুমানোর কারণে তিন দিন পর্যন্ত মোজাদ্বয় না খুলি।

اَلْوُضُوْءُ مِنَ الرِّيْحِ

১১৫-অনুচ্ছেদ ঃ পাদ দেয়ার কারণে উযু করা।

١٦٠- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ ح وَاَخْبَرَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ سَعِيْدٌ يَعْنِى ابْنَ الْمُسَيَّبِ وَعَبَّادُ بْنُ تَمِيْمٍ عَنْ عَمِّهِ وَهُوَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زَيْدٍ قَالَ شَكٰى اِلَى النَّبِيِّ ﷺ الرَّجُلُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلٰوةِ قَالَ لاَ يَنْصَرِفْ حَتّٰى يَجِدَ رِيْحًا اَوْ يَسْمَعَ صَوْتًا .

১৬০। আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা) বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অভিযোগ করলো যে, সে নামাযের মধ্যে কিছু অনুভব করে। তিনি বলেন ঃ সে গন্ধ অনুভব করা বা শব্দ না শোনা পর্যন্ত যেন নামায ত্যাগ না করে।

اَلْوُضُوْءُ مِنَ النَّوْمِ

১১৬-অনুচ্ছেদ ঃ ঘুমের কারণে উযু করা।

١٦١- اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا اسْتَيْقَظَ اَحَدُكُمْ مِنْ مَّنَامِهِ فَلاَ يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْاِنَاءِ حَتّٰى يُفْرِغَ عَلَيْهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَاِنَّهُ لاَ يَدْرِيْ اَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ .

১৬১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তোমাদের কেউ ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে যেনো তার হাত তিনবার না ধোয়া পর্যন্ত পানির পাত্রে না ঢোকায়। কেননা সে জানে না যে, তার হাত রাতে কোথায় ছিল।

بَابُ النُّعَاسِ

১১৭-অনুচ্ছেদ ঃ তন্দ্রা।

١٦٢- اَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ هِلاَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا نَعَسَ الرَّجُلُ وَهُوَ يُصَلِّىْ فَلْيَنْصَرِفْ لَعَلَّهُ يَدْعُوْ عَلٰى نَفْسِهِ وَهُوَ لاَ يَدْرِىْ .

১৬২। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তির নামাযরত অবস্থায় তন্দ্রা আসলে সে যেনো নামায থেকে বিরত থাকে। কেননা সে তার অজ্ঞাতে নিজের জন্য বদদোয়া করে বসতে পারে।

اَلْوُضُوْءُ مِنْ مَّسِّ الذَّكَرِ

১১৮-অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করার কারণে উযু করা।

١٦٣- اَخْبَرَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ اَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُوْلُ دَخَلْتُ عَلٰى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَذَكَرْنَا مَا يَكُوْنُ مِنْهُ الْوُضُوْءُ فَقَالَ مَرْوَانُ مِنْ مَّسِّ الذَّكَرِ الْوُضُوْءُ فَقَالَ عُرْوَةُ مَا عَلِمْتُ ذٰلِكَ فَقَالَ مَرْوَانُ اَخْبَرَتْنِىْ بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ اَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا مَسَّ اَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ .

১৬৩। উরওয়া ইবনুয যুবাইর (র) বলেন, আমি মারওয়ান ইবনুল হাকামের নিকট প্রবেশ করলাম। কোন্ কোন্ কারণে উযু করতে হয় তা আমরা আলোচনা করলাম। মারওয়ান বলেন, পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলে উযু করতে হয়। উরওয়া (র) বলেন, আমি তা অবগত নই। মারওয়ান বলেন, সাফওয়ান (রা)-র কন্যা বুসরা (রা) আমাকে বলেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ তোমাদের কেউ নিজ লিঙ্গ স্পর্শ করলে যেন উযু করে।

١٦٤- اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ اَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُوْلُ ذَكَرَ مَرْوَانُ فِىْ اِمَارَتِهِ عَلَى الْمَدِيْنَةِ اَنَّهُ يَتَوَضَّأُ مِنْ مَسِّ

الذَّكَرِ اِذَا اَفْضَى اِلَيْهِ الرَّجُلُ بِيَدِهِ فَاَنْكَرْتُ ذٰلِكَ وَقُلْتُ لاَ وُضُوْءَ عَلٰى مَنْ مَسَّهُ فَقَالَ مَرْوَانُ اَخْبَرَتْنِىْ بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ اَنَّهُ سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ذَكَرَ مَا يُتَوَضَّأُ مِنْهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَيَتَوَضَّأُ قَالَ عُرْوَةُ فَلَمْ اَزَلْ اُمَارِىْ مَرْوَانَ حَتّٰى دَعَا رَجُلاً مِّنْ حَرَسِهِ فَاَرْسَلَهُ اِلٰى بُسْرَةَ فَسَاَلَهَا عَمَّا حَدَّثَتْ مَرْوَانَ فَاَرْسَلَتْ اِلَيْهِ بُسْرَةُ بِمِثْلِ الَّذِىْ حَدَّثَنِىْ عَنْهَا مَرْوَانُ .

১৬৪। উরওয়া ইবনুয যুবাইর (র) বলেন, মারওয়ান মদীনায় তার শাসনকালে উল্লেখ করেন যে, কোন ব্যক্তি নিজ হাতে পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলে তাকে উযু করতে হবে। আমি তা অস্বীকার করে বললাম, যে ব্যক্তি তা স্পর্শ করে তাকে উযু করতে হবে না। মারওয়ান বলেন, সাফওয়ান-কন্যা বুসরা (রা) আমাকে বলেছেন যে, যে যে কারণে উযু করতে হয় তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তা উল্লেখ করতে শুনেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলে উযু করতে হবে। উরওয়া (র) বলেন, অতএব আমি এ ব্যাপারে মারওয়ানের সাথে বিতর্কে লিপ্ত রইলাম। শেষে তিনি তার দেহরক্ষীদের একজনকে ডেকে বুসরার নিকট পাঠান। বুসরা (রা) মারওয়ানের নিকট যে হাদীস বর্ণনা করেছেন সে সম্বন্ধে সে তাকে জিজ্ঞাসা করে। বুসরা (রা) তাকে এরূপই বলে পাঠান যেরূপ মারওয়ান আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন বুসরা (রা) থেকে।

بَابُ تَرْكِ الْوُضُوْءِ مِنْ ذٰلِكَ

১১৯-অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করায় উযু না করার অবকাশ আছে।

١٦٥- اَخْبَرَنَا هَنَّادٌ عَنْ مُلاَزِمِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَدْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ اَبِيْهِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ خَرَجْنَا وَفْداً حَتّٰى قَدِمْنَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَبَايَعْنَاهُ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ فَلَمَّا قَضَى الصَّلٰوةَ جَاءَ رَجُلٌ كَاَنَّهُ بَدَوِىٌّ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا تَرٰى فِىْ رَجُلٍ مَسَّ ذَكَرَهُ فِى الصَّلٰوةِ قَالَ وَهَلْ هُوَ اِلاَّ مُضْغَةٌ مِّنْكَ اَوْ بَضْعَةٌ مِّنْكَ .

১৬৫। কায়েস ইবনে তলক ইবনে আলী (র) থেকে তার পিতা তলক ইবনে আলী (রা)-র সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা প্রতিনিধি দল রওয়ানা হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছে তাঁর নিকট বায়আত হলাম এবং তাঁর সাথে নামায পড়লাম। তিনি নামায শেষ করলে এক ব্যক্তি আসলো, সম্ভবত সে এক বেদুইন। সে

বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন ব্যক্তি নামাযরত অবস্থায় তাঁর পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলে তার সম্বন্ধে আপনার মত কি? তিনি বলেন ঃ এটা তোমার শরীরের এক টুকরা গোশত বা একটি অংশমাত্র।

تَرْكُ الْوُضُوْءِ مِنْ مَسِّ الرَّجُلِ امْرَاَتَهُ مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ

১২০-অনুচ্ছেদ ঃ কামভাব ব্যতীত কোন ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে স্পর্শ করলে তাকে উযু করতে হবে না।

١٦٦- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ اللَّيْثِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيُصَلِّىْ وَاِنِّىْ لَمُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ اعْتِرَاضَ الْجَنَازَةِ حَتّٰى اِذَا اَرَادَ اَنْ يُوْتِرَ مَسَّنِىْ بِرِجْلِهِ .

১৬৬। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়তেন, আর আমি তাঁর সামনে জানাযার লাশের ন্যায় শায়িত থাকতাম। শেষে তিনি যখন বেতের পড়তে ইচ্ছা করতেন তখন আমাকে তাঁর পা দ্বারা স্পর্শ করতেন।

١٦٧- اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىٰ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ رَاَيْتُمُوْنِىْ مُعْتَرِضَةً بَيْنَ يَدَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَّسْجُدَ غَمَزَ رِجْلِىْ فَضَمَمْتُهَا اِلَىَّ ثُمَّ يَسْجُدُ .

১৬৭। আয়েশা (রা) বলেন, আমি নিজকে দেখেছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে আড়াআড়িভাবে শুয়ে আছি আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়ছেন। তিনি সিজদা দিতে চাইলে আমার পায়ে খোঁচা মারতেন এবং আমি তা আমার দিকে গুটিয়ে নিতাম, অতঃপর তিনি সিজদা করতেন।

١٦٨- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ اَبِى النَّضْرِ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَنَامُ بَيْنَ يَدَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَرِجْلاَىَ فِىْ قِبْلَتِهِ فَاِذَا سَجَدَ غَمَزَنِىْ فَقَبَضْتُ رِجْلَىَّ فَاِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا وَالْبُيُوْتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيْهَا مَصَابِيْحُ .

১৬৮। আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে শুয়ে থাকতাম, আর আমার পদদ্বয় তাঁর কিবলার দিকে থাকতো। তিনি সিজদায় যেতে

আমাকে খোঁচা দিতেন এবং আমি আমার পদদ্বয় গুটিয়ে নিতাম। অতঃপর তিনি দাঁড়ালে আমি আবার তা প্রসারিত করে দিতাম। তখনকার দিনে ঘরে কোন আলো জ্বালানো থাকতো না।

١٦٩- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ وَنُصَيْرُ بْنُ الْفَرَجِ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْىَ بْنِ حَبَّانَ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَقَدْتُّ النَّبِىَّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَجَعَلْتُ اَطْلُبُهُ بِيَدِىْ فَوَقَعَتْ يَدِىْ عَلٰى قَدَمَيْهِ وَهُمَا مَنْصُوْبَتَانِ وَهُوَ سَاجِدٌ يَقُوْلُ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لاَ اُحْصِىْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ .

১৬৯। আয়েশা (রা) বলেন, এক রাতে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হারিয়ে ফেললাম। আমি আমার হাত দ্বারা তাঁকে খুঁজতে লাগলাম। তখন আমার হাত তাঁর পদদ্বয়ের উপর পতিত হলো। তাঁর পা দু'টি খাড়া অবস্থায় ছিলো এবং তিনি ছিলেন সিজদারত। তিনি বলছিলেন ঃ "(হে আল্লাহ!) তোমার সন্তুষ্টির দ্বারা আশ্রয় প্রার্থনা করছি তোমার অসন্তুষ্টি থেকে, তোমার ক্ষমা দ্বারা তোমার শাস্তি থেকে, তোমার নিকট তোমার (অসন্তুষ্টি) থেকে আশ্রয় চাই, তোমার প্রশংসা করে আমি শেষ করতে পারবো না, তুমি তদ্রূপ প্রশংসিত যেরূপ তুমি নিজের প্রশংসা করেছো"।

بَابُ تَرْكِ الْوُضُوْءِ مِنَ الْقُبْلَةِ

১২১-অনুচ্ছেদ ঃ চুমা দিলে উযু করতে হবে না।

١٧٠- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى عَنْ يَحْىَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ رَوْقٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِىِّ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُ بَعْضَ اَزْوَاجِهِ ثُمَّ يُصَلِّىْ وَلاَ يَتَوَضَّأُ. قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ لَيْسَ فِىْ هٰذَا الْبَابِ حَدِيْثٌ اَحْسَنَ مِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ وَاِنْ كَانَ مُرْسَلاً وَقَدْ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ الْاَعْمَشُ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ . قَالَ يَحْىَ الْقَطَّانُ حَدِيْثُ حَبِيْبٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ هٰذَا وَحَدِيْثُ حَبِيْبٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ تُصَلِّىْ وَاِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيْرِ لاَ شَيْءَ .

১৭০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কোন স্ত্রীকে চুমা দিতেন, অতঃপর নামায পড়তেন, কিন্তু উযু করতেন না। আবু আবদুর রহমান (র) বলেন, এ অধ্যায়ে এর চেয়ে উত্তম হাদীস আর নেই, যদিও হাদীসটি মুরসাল। আমাশ (র) এ হাদীস হাবীব ইবনে আবু সাবিত-উরওয়া-আয়েশা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইয়াহ্ইয়া আল-কাত্তান (র) বলেন, এ হাদীস যা হাবীব-উরওয়া-আয়েশা (রা)-র সূত্রে বর্ণিত, অন্য একটি হাদীস যা হাবীব (র)-উরওয়া-আয়েশা (রা)-র সূত্রে বর্ণনা করেছেন তাতে উল্লেখ আছে ঃ "রক্তপ্রদরে আক্রান্ত নারীকে নামায পড়তে হবে, যদিও রক্তের ফোঁটা পাটিতে পতিত হয়", এ হাদীস দু'টি দুর্বল।

بَابُ الْوُضُوْءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ

১২২-অনুচ্ছেদ ঃ রান্না করা জিনিস আহার করার পর উযু করা।

١٧١- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالاَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَارِظٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ تَوَضَّأُوْا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ .

১৭১। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা রান্না করা জিনিস আহার করার পর উযু করবে (হাত-মুখ ধৌত করবে)।

١٧٢- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِى ابْنَ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ اَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ قَارِظٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ تَوَضَّئُوْا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ .

১৭২। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা রান্না করা জিনিস আহার করলে উযু করবে।

١٧٣- اَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ بَكْرٍ وَهُوَ ابْنُ مُضَرَ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ قَارِظٍ قَالَ رَاَيْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ عَلٰى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ اَكَلْتُ اَثْوَارَ اَقِطٍ فَتَوَضَّأْتُ مِنْهَا اِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَاْمُرُ بِالْوُضُوْءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ .

১৭৩। আবদুল্লাহ ইবনে ইবরাহীম ইবনে কারেয (র) বলেন, আমি আবু হুরায়রা (রা)-কে মসজিদের ছাদে উযু করতে দেখেছি। তিনি বললেন, আমি কয়েক টুকরা পনির খেয়েছি, তাই উযু করলাম। নিশ্চয় আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রান্না করা জিনিস আহার করার ক্ষেত্রে উযু করার নির্দেশ দিতে শুনেছি।

١٧٤- اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَحْىَ بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَمْرٍو الْاَوْزَاعِىِّ اَنَّهُ سَمِعَ الْمُطَّلِبَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَنْطَبٍ يَقُوْلُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اَاَتَوَضَّأُ مِنْ طَعَامٍ اَجِدُهُ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ حَلَالًا لِاَنَّ النَّارَ مَسَّتْهُ فَجَمَعَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ حَصًى فَقَالَ اَشْهَدُ عَدَدَ هٰذَا الْحَصٰى اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ تَوَضَّأُوْا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ .

১৭৪। মুত্তালিব ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে হানতাব (র) বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, আগুনে রান্না করা এমন খাদ্যদ্রব্য আহার করে আমাকে কি উযু করতে হবে যাকে আমি আল্লাহ্র হালাল পেয়েছি? কেননা আগুন তাকে স্পর্শ করেছে। এতে আবু হুরায়রা (রা) কংকর স্তূপীকৃত করে বলেন, আমি এই কংকর পরিমাণ সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা রান্না করা জিনিস আহার করার পর উযু করবে।

١٧٥-اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ يَحْىَ بْنِ جَعْدَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ تَوَضَّؤُا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ .

১৭৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তোমরা রান্না করা জিনিস আহার করার পর উযু করবে।

١٧٦- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو دِيْنَارٍ عَنْ يَحْىَ بْنِ جَعْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ مُحَمَّدُ الْقَارِىُّ عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ تَوَضَّئُوْا مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ .

১৭৬। আবু আইউব (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা আগুনে ঝলসানো জিনিস আহার করলে উযু করবে।

١٧٧- اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ ابْنُ سَعِيْدٍ وَّهَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالاَ حَدَّثَنَا حَرَمِيٌّ وَهُوَ ابْنُ عُمَارَةَ بْنِ اَبِىْ حَفْصَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ يَحْىَ بْنَ جَعْدَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو الْقَارِىِّ عَنْ اَبِىْ طَلْحَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ تَوَضَّئُوْا مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ .

১৭৭। আবু তালহা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আগুনে রান্না করা জিনিস আহার করলে তোমরা উযু করো।

١٧٨- اَخْبَرَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ عَنْ اَبِىْ طَلْحَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ تَوَضَّئُوْا مِمَّا اَنْضَجَتِ النَّارُ .

১৭৮। আবু তালহা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আগুনে রান্না করা জিনিস আহার করলে তোমরা উযু করো।

١٧٩- اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِىُّ قَالَ اَخْبَرَنِى الزُّهْرِىُّ اَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ اَبِىْ بَكْرٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ خَارِجَةَ بْنَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ تَوَضَّئُوْا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ.

১৭৯। যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ আগুনের সংস্পর্শে আসা জিনিস আহার করলে তোমরা উযু করো।

١٨٠- اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِىُّ عَنِ الزُّهْرِىِّ اَنَّ اَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَخْبَرَهُ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ الْاَخْنَسِ بْنِ شَرِيْقٍ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ دَخَلَ عَلٰى اُمِّ حَبِيْبَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ وَهِىَ خَالَتُهُ فَسَقَتْهُ سَوِيْقًا ثُمَّ قَالَتْ لَهُ تَوَضَّأْ يَا ابْنَ اُخْتِىْ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ تَوَضَّئُوْا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ .

১৮০। আবু সুফিয়ান ইবনে সাঈদ ইবনুল আখনাস ইবনে শরীক (র) তার খালা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মু হাবীবা (রা)-এর নিকট গেলেন। তিনি তাকে ছাতু খাওয়ানোর পর বলেন, হে বোনপুত্র! উযু করো। কেননা রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আগুনে সংস্পর্শে আসা জিনিস আহার করলে তোমরা উযু করো।

١٨١- اَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ابْنِ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا اسْحَاقُ بْنُ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ قَالَ حَدَّثَنِى بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ الْاَخْنَسِ اَنَّ اُمَّ حَبِيْبَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ ﷺ قَالَتْ لَهُ وَشَرِبَ سَوِيْقًا يَا بْنَ اُخْتِىْ تَوَضَّأْ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ تَوَضَّئُوْا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ .

১৮১। আবু সুফিয়ান ইবনে সাঈদ ইবনে আখনাস (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মু হাবীবা (রা) তাকে ছাতু খাওয়ানোর পর বললেন, হে বোনপুত্র! উযু করো। কারণ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আগুনের সংস্পর্শে আসা জিনিস আহার করলে তোমরা উযু করো।

بَابُ تَرْكِ الْوُضُوْءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ

১২৩-অনুচ্ছেদ ঃ আগুনে রান্না করা জিনিস আহারের পর উযু ত্যাগ করা।

١٨٢- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ اُمِّ سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَكَلَ كَتِفًا فَجَاءَهُ بِلَالٌ فَخَرَجَ اِلَى الصَّلٰوةِ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً .

১৮২। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাঁধের গোশ্ত আহার করলেন। ইতিমধ্যে বিলাল (রা) আসলে তিনি পানি স্পর্শ না করেই নামায পড়তে বের হয়ে গেলেন।

١٨٣- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوْسُفَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى اُمِّ سَلَمَةَ فَحَدَّثَتْنِىْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِّنْ غَيْرِ احْتِلَامٍ ثُمَّ يَصُوْمُ. وَحَدَّثَنَا مَعَ هٰذَا الْحَدِيْثِ اَنَّهَا حَدَّثَتْهُ اَنَّهَا قَرَّبَتْ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ جَنْبًا مَّشْوِيًّا فَاَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

১৮৩। সুলায়মান ইবনে ইয়াসার (র) বলেন, আমি উম্মু সালামা (রা)-র ঘরে গেলাম। তিনি আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহবাসজনিত কারণে (স্বপ্নদোষ ব্যতীত) নাপাক অবস্থায় ভোরে উপনীত হতেন এবং রোযা রাখতেন। উম্মু সালামা (রা) এ হাদীসও বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে রানের ভুনা গোশত পেশ করেন। তিনি তা থেকে কিছু আহার করার পর উযূ না করেই নামায পড়তে চলে গেলেন।

١٨٤- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ عَنِ ابْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ شَهِدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَكَلَ خُبْزًا وَّلَحْمًا ثُمَّ قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

১৮৪। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত ছিলাম। এমতাবস্থায় তিনি রুটি ও গোশত খাওয়ার পর উযূ না করেই নামায পড়তে উঠে গেলেন।

١٨٥- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ اٰخِرَ الْاَمْرَيْنِ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تَرْكُ الْوُضُوْءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ .

১৮৫। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আগুনের সংস্পর্শে আসা জিনিস আহারের পর উযূ করা বা না করার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেষ কাজটি ছিলো উযূ না করা।

اَلْمَضْمَضَةُ مِنَ السَّوِيْقِ

১২৪-অনুচ্ছেদ ঃ ছাতু খাওয়ার পর কুল্লি করা।

١٨٦- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ يَحْيَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ مَوْلٰى بَنِيْ حَارِثَةَ اَنَّ سُوَيْدَ بْنَ النُّعْمَانِ اَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَامَ خَيْبَرَ حَتّٰى اِذَا كَانُوْا بِالصَّهْبَاءِ وَهِيَ مِنْ اَدْنٰى خَيْبَرَ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَعَا بِالْاَزْوَادِ فَلَمْ يُؤْتَ اِلاَّ بِالسَّوِيْقِ فَاَمَرَ بِهِ فَثُرِّيَ فَاَكَلَ وَاَكَلْنَا ثُمَّ قَامَ اِلَى الْمَغْرِبِ فَتَمَضْمَضَ وَتَمَضْمَضْنَا ثُمَّ صَلّٰى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

১৮৬। বশীর ইবনে ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত। সুয়াইদ ইবনুন নোমান (রা) খায়বার যুদ্ধের বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে বের হলেন। তাঁরা খায়বারের কাছাকাছি আস-সাহবা নামক স্থানে পৌছে আসরের নামায পড়লেন। অতঃপর তিনি আহার্য দ্রব্য নিয়ে ডাকলেন। তাঁর নিকট কেবল ছাতু পরিবেশন করা হলো। তাঁর আদেশে তা পানির সাথে মিশানো হলো, তারপর তিনি তা খেলেন এবং আমরাও তা খেলাম। তারপর তিনি মাগরিবের নামায পড়তে উঠলেন এবং কুল্লি করলেন, আমরাও কুল্লি করলাম। অতঃপর তিনি নামায পড়লেন কিন্তু পুনরায় উযু করেননি।

اَلْمَضْمَضَةُ مِنَ اللَّبَنِ

১২৫-অনুচ্ছেদ ঃ দুধ পান করার পর কুল্লি করা।

١٨٧- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ شَرِبَ لَبَنًا ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ ثُمَّ قَالَ اِنَّ لَهُ دَسَمًا .

১৮৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুধ পান করার পর পানি নিয়ে ডাকলেন এবং কুল্লি করলেন, অতঃপর বলেন ঃ এতে চর্বি আছে।

ذِكْرُ مَا يُوْجِبُ الْغُسْلَ وَمَا لاَ يُوْجِبُهُ

১২৬-অনুচ্ছেদ ঃ যাতে গোসল ওয়াজিব হয় আর যাতে ওয়াজিব হয় না।

غُسْلُ الْكَافِرِ اِذَا اَسْلَمَ

মুসলমান হওয়ার জন্য কাফেরের গোসল করা সংক্রান্ত আলোচনা।

١٨٨- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىٰ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَغَرِّ وَهُوَ ابْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ خَلِيْفَةَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ اَنَّهُ اَسْلَمَ فَاَمَرَهُ النَّبِىُّ ﷺ اَنْ يَّغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَّسِدْرٍ .

১৮৮। কায়েস ইবনে আসেম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ইসলাম গ্রহণ করার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কুলপাতা মিশ্রিত পানি দ্বারা গোসল করতে নির্দেশ দেন।

تَقْدِيْمُ غُسْلِ الْكَافِرِ اِذَا اَرَادَ اَنْ يُّسْلِمَ

১২৭-অনুচ্ছেদ ঃ ইসলাম গ্রহণের আগে কাফেরের গোসল করা।

١٨٩- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ اِنَّ ثُمَامَةَ بْنَ اُثَالٍ الْحَنَفِىَّ انْطَلَقَ اِلَى نَخْلٍ قَرِيْبٍ مِّنَ الْمَسْجِدِ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَاَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ يَا مُحَمَّدُ وَاللّٰهِ مَا كَانَ عَلَى وَجْهِ الْاَرْضِ وَجْهٌ اَبْغَضَ اِلَىَّ مِنْ وَّجْهِكَ فَقَدْ اَصْبَحَ وَجْهُكَ اَحَبَّ الْوُجُوْهِ كُلِّهَا اِلَىَّ وَاِنَّ خَيْلَكَ اَخَذَتْنِىْ وَاَنَا اُرِيْدُ الْعُمْرَةَ فَمَاذَا تَرَى فَبَشَّرَهُ النَّبِىُّ ﷺ وَاَمَرَهُ اَنْ يَّعْتَمِرَ مُخْتَصَرٌ .

১৮৯। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, সুমামা ইবনে উসাল আল-হানাফী মসজিদে নববীর নিকটে এক বাগানে গিয়ে গোসল করার পর মসজিদে প্রবেশ করেন এবং বলেন, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই, আরো এই যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল"। হে মুহাম্মাদ! আল্লাহ্র শপথ, পৃথিবীতে আপনার চেহারার চেয়ে আর কোন চেহারাই আমার নিকট অধিক অপ্রিয় ছিলো না। এখন আপনার চেহারা আমার নিকট সকল চোহারা থেকে অধিক প্রিয়। আপনার সৈনিকরা আমাকে গ্রেপ্তার করেছে অথচ আমি ওমরা করার ইচ্ছা রাখি। এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কি? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সুসংবাদ দিলেন এবং ওমরা করার অনুমতি দিলেন (সংক্ষেপিত)।

اَلْغُسْلُ مِنْ مُّوَارَاةِ الْمُشْرِكِ

১২৮-অনুচ্ছেদ ঃ মুশরিককে দাফন করার পর গোসল।

١٩٠- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ نَاجِيَةَ بْنَ كَعْبٍ عَنْ عَلِىٍّ اَنَّهُ اَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ اِنَّ اَبَا طَالِبٍ مَاتَ فَقَالَ اذْهَبْ فَوَارِهِ قَالَ اِنَّهُ مَاتَ مُشْرِكًا قَالَ اذْهَبْ فَوَارِهِ فَلَمَّا وَرَيْتُهُ رَجَعْتُ اِلَيْهِ فَقَالَ لِىْ اغْتَسِلْ .

১৯০। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলেন, আবু তালিব মারা গেছেন। তিনি বলেন ঃ যাও তাকে দাফন করো। আলী (রা)

বলেন, তিনি মুশরিক অবস্থায় মারা গেছেন। তিনি বলেন ঃ যাও তাকে দাফন করো। আমি তাকে দাফন করে তাঁর নিকট ফিরে এলে তিনি আমাকে বলেন ঃ গোসল করো।

بَابُ وُجُوْبِ الْغُسْلِ اِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ

১২৯-অনুচ্ছেদ ঃ দুই লজ্জাস্থান পরস্পর মিলিত হলেই গোসল ওয়াজিব হয়ে যায়।

١٩١- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْاَرْبَعِ ثُمَّ اجْتَهَدَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ .

১৯১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ কেউ নিজ স্ত্রীর চার অঙ্গের (দুই হাত দুই পা) মাঝখানে বসে তার সাথে সহবাসের চেষ্টা করলেই গোসল ওয়াজিব হয়ে যায়।

١٩٢- اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ بْنِ اِسْحَاقَ الْجُوْزَجَانِىُّ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا اَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْاَرْبَعِ ثُمَّ اجْتَهَدَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هٰذَا خَطَاءٌ وَالصَّوَابُ اَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَقَدْ رَوَى الْحَدِيْثَ عَنْ شُعْبَةَ النَّضْرُ ابْنُ شُمَيْلٍ وَغَيْرُهُ كَمَا رَوَاهُ خَالِدٌ .

১৯২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কেউ নিজ স্ত্রীর চার অঙ্গের মাঝখানে বসে তার সাথে সঙ্গমের চেষ্টা করলেই গোসল ওয়াজিব হয়।

اَلْغُسْلُ مِنَ الْمَنِىِّ

১৩০-অনুচ্ছেদ ঃ বীর্যপাতের দরুন গোসল।

١٩٣- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَعَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيْعِ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ قَبِيْصَةَ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ كُنْتُ رَجُلاً

مَذَّاءً فَقَالَ لِي رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا رَاَيْتَ الْمَذِيَّ فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأْ وُضُوْءَكَ لِلصَّلٰوةِ وَاِذَا فَضَخْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ .

১৯৩। আলী (রা) বলেন, আমার প্রচুর মযী নির্গত হতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেন ঃ তুমি মযী দেখতে পেলে তোমার পুরুষাঙ্গ ধৌত করো এবং তোমার নামাযের উযূর অনুরূপ উযূ করো। আর তুমি বীর্য নির্গত করলে গোসল করো।

١٩٤- اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ زَائِدَةَ ح قَالَ وَاَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنِ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيْعِ بْنِ عَمِيْلَةَ الْفَزَارِيِّ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ قَبِيْصَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً فَسَاَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ اِذَا رَاَيْتَ الْمَذِيَّ فَتَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ وَاِذَا رَاَيْتَ فَضْخَ الْمَاءِ فَاغْتَسِلْ .

১৯৪। আলী (রা) বলেন, আমার অত্যধিক মযী নির্গত হতো। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি আমাকে বলেন ঃ তুমি মযী দেখতে পেলে তোমার পুরুষাঙ্গ ধৌত করো এবং উযূ করো, আর বীর্যের ফোটা দেখতে পেলে গোসল করো।

غُسْلُ الْمَرْاَةِ تَرٰى فِيْ مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ

১৩১-অনুচ্ছেদঃ পুরুষের ন্যায় নারীর স্বপ্নদোষ হলে তাকে গোসল করতে হবে।

١٩٥- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ اُمَّ سُلَيْمٍ سَاَلَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمَرْاَةِ تَرٰى فِيْ مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ قَالَ اِذَا اَنْزَلَتِ الْمَاءَ فَلْتَغْتَسِلْ .

১৯৫। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। পুরুষের ন্যায় নারীর স্বপ্নদোষ হওয়ার ব্যাপারে উম্মু সুলাইম (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন ঃ বীর্য নির্গত হলে সে যেন গোসল করে।

١٩٦- اَخْبَرَنَا كَثِيْرُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ اَنَّ عَائِشَةَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ اُمَّ سُلَيْمٍ كَلَّمَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَعَائِشَةُ جَالِسَةٌ فَقَالَتْ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَسْتَحْيِ مِنَ الْحَقِّ اَرَاَيْتَ الْمَرْاَةَ تَرٰى فِي النَّوْمِ

مَا يَرَى الرَّجُلُ أَفَتَغْتَسِلُ مِنْ ذٰلِكَ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَعَمْ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ لَهَا أُفٍّ لَكِ أَوَ تَرَى الْمَرْأَةُ ذٰلِكَ فَالْتَفَتَ إِلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ تَرِبَتْ يَمِيْنُكِ فَمِنْ أَيْنَ يَكُوْنُ الشَّبَهُ .

১৯৬। উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) তাকে অবহিত করেন যে, তিনি উপবিষ্ট থাকা অবস্থায় উম্মু সুলাইম (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি তাঁকে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ সত্য প্রকাশে লজ্জাবোধ করেন না। আপনি এমন নারী সম্পর্কে কি মনে করেন, যার পুরুষদের মতো স্বপ্নদোষ হয়, তাতে কি তাকে গোসল করতে হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন ঃ হাঁ। আয়েশা (রা) বলেন, আমি তাকে বললাম, আপনার জন্য দুঃখ হয়! নারীও কি তা দেখে? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার দিকে লক্ষ্য করে বলেন ঃ তোমার ডান হাত ধুলিমলিন হোক, তাহলে কোথা থেকে সন্তান মাতার সদৃশ হয়!

١٩٧- أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ أَبِيْ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ اِمْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ لاَ يَسْتَحْيِ مِنَ الْحَقِّ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ غُسْلٌ إِذَا هِيَ إِحْتَلَمَتْ قَالَ نَعَمْ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ فَضَحِكَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ أَتَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَفِيْمَ يُشْبِهُهَا الْوَلَدُ .

১৯৭। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। এক মহিলা বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তায়ালা সত্য প্রকাশে লজ্জাবোধ করেন না। নারীর স্বপ্নদোষ হলে কি তাকে গোসল করতে হবে? তিনি বলেন ঃ হাঁ, সে বীর্য দেখলে। এতে উম্মু সালামা (রা) হেসে দিলেন। তিনি বলেন, নারীরও কি স্বপ্নদোষ হয়? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তা না হলে সন্তান মায়ের সদৃশ হয় কিরূপে?

١٩٨- أَخْبَرَنَا يُوْسُفُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً الْخُرَاسَانِيَّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيْمٍ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمَرْأَةِ تَحْتَلِمُ فِيْ مَنَامِهَا فَقَالَ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ فَلْتَغْتَسِلْ .

১৯৮। খাওলা বিনতে হাকীম (রা) বলেন, যে নারীর ঘুমের মধ্যে স্বপ্নদোষ হয় তার সম্পর্কে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেনঃ সে পানি (বীর্য) দেখতে পেলে গোসল করবে।

بَابُ الَّذِيْ يَحْتَلِمُ وَلاَ يَرَى الْمَاءَ

১৩২-অনুচ্ছেদ ঃ যার স্বপ্নদোষ হয় কিন্তু পানি (বীর্য) দেখে না।

١٩٩- اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاَءِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سُعَادٍ عَنْ اَبِيْ اَيُّوْبَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ .

১৯৯। আবু আইউব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ বীর্যপাত হলেই গোসল ওয়াজিব হয়।

بَابُ الْفَصْلِ بَيْنَ مَاءِ الرَّجُلِ وَمَاءِ الْمَرْأَةِ

১৩৩-অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষ এবং নারীর বীর্যের মধ্যে পার্থক্য।

٢٠٠- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَاءُ الرَّجُلِ غَلِيْظٌ اَبْيَضُ وَمَاءُ الْمَرْاَةِ رَقِيْقٌ اَصْفَرُ فَاَيُّهُمَا سَبَقَ كَانَ الشَّبَهُ .

২০০। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পুরুষের বীর্য গাঢ় ও সাদা বর্ণের এবং নারীর বীর্য পাতলা ও হলদে বর্ণের। যার বীর্য আগে নির্গত হয় সন্তান তার সদৃশ হয়ে থাকে।

ذِكْرُ الْاِغْتِسَالِ مِنَ الْحَيْضِ

১৩৪-অনুচ্ছেদ ঃ হায়েযের সমাপ্তিতে গোসল।

٢٠١- اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيْدَ اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْعَدَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ يَحْيَ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ مِّنْ بَنِيْ اَسَدِ قُرَيْشٍ اَنَّهَا اَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَتْ اَنَّهَا تُسْتَحَاضُ فَزَعَمَتْ اَنَّهُ قَالَ لَهَا اِنَّمَا ذٰلِكِ عِرْقٌ فَاِذَا اَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلٰوةَ فَاِذَا اَدْبَرَتْ فَاغْسِلِيْ عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّيْ .

২০১। কুরাইশ বংশের আসাদ গোত্রের ফাতিমা বিনতে কায়েস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে উল্লেখ করেন যে, তার অতিরিক্ত

রক্তস্রাব হয়। তার ধারণামতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে, তা একটি শিরার রক্ত। অতএব যখন হায়েয আরম্ভ হয় তখন তুমি নামায ছেড়ে দিও এবং যখন হায়েযের পরিমাণ সময় অতিবাহিত হয় তখন রক্ত ধৌত করো এবং গোসল করে নামায পড়ো।

٢٠٢- اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ هَاشِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِذَا اَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِى الصَّلٰوةَ وَاِذَا اَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِىْ .

২০২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যখন হায়েয আরম্ভ হয় তখন নামায ছেড়ে দাও এবং যখন তা বন্ধ হয়ে যায় তখন গোসল করো।

٢٠٣- اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اُسْتُحِيْضَتْ اُمُّ حَبِيْبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ سَبْعَ سِنِيْنَ فَاشْتَكَتْ ذٰلِكَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ هٰذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ وَلٰكِنْ هٰذَا عِرْقٌ فَاغْتَسِلِىْ ثُمَّ صَلِّىْ .

২০৩। আয়েশা (রা) বলেন, জাহশ-কন্যা উম্মু হাবীবা (রা) সাত বছর ধরে রক্তপ্রদরে (ইস্তেহাযায়) ভুগছিলেন। তিনি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবহিত করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এটা হায়েয নয়, বরং একটি শিরার রক্ত। অতএব তুমি গোসল করো এবং নামায পড়ো।

٢٠٤- اَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ ابْنُ حُمَيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنِى النُّعْمَانُ وَالْاَوْزَاعِىُّ وَاَبُوْ مُعَيْدٍ وَهُوَ حَفْصُ بْنُ غَيْلاَنَ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَعَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اُسْتُحِيْضَتْ اُمُّ حَبِيْبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ امْرَاَةُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَهِىَ اُخْتُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَاسْتَفْتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ هٰذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ وَلٰكِنْ هٰذَا عِرْقٌ فَاِذَا اَدْبَرَتِ الْحَيْضَةُ فَاغْتَسِلِىْ وَصَلِّىْ وَاِذَا اَقْبَلَتْ فَاتْرُكِىْ لَهَا الصَّلٰوةَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ بِكُلِّ صَلٰوةٍ

وَتُصَلِّيْ وكَانَتْ تَغْتَسِلُ اَحْيَانًا فِيْ مِركَنٍ فِيْ حُجْرَةِ أُخْتِهَا زَيْنَبَ وَهِيَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اِنَّ حُمْرَةَ الدَّمِ لَتَعْلُوا الْمَاءَ وَتَخْرُجُ فَتُصَلِّيْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَمَا يَمْنَعُهَا ذٰلِكَ مِنَ الصَّلٰوةِ .

২০৪। আয়েশা (রা) বলেন, আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা)-এর স্ত্রী জাহ্‌শ-কন্যা এবং যয়নব (রা)-র বোন উম্মু হাবীবা (রা) রক্তপ্রদরে (ইস্তেহাযায়) আক্রান্ত ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফতওয়া জিজ্ঞেস করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এটা হায়েয নয়, বরং একটি শিরার রক্ত মাত্র। অতএব যখন হায়েয বন্ধ হয়ে যায় তখন তুমি গোসল করে যথারীতি নামায পড়ো এবং যখন হায়েয আরম্ভ হবে তখন নামায ছেড়ে দাও। আয়েশা (রা) বলেন, এরপর তিনি প্রত্যেক নামাযের ওয়াক্তে গোসল করে নামায পড়তেন। কখনো তিনি তার বোন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী যয়নবের নিকট থাকাকালীন তার কক্ষে বারকোশে গোসল করতেন এবং রক্তে পানি রঞ্জিত হয়ে যেতো। অতঃপর তিনি বের হয়ে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়তেন। উক্ত কারণে তিনি নামায থেকে বিরত থাকতেন না।

٢٠٥- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ أُمَّ حَبِيْبَةَ خَتَنَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَتَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ عَوْفٍ أُسْتُحِيْضَتْ سَبْعَ سِنِيْنَ اسْتَفْتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فِيْ ذٰلِكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ هٰذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ وَلٰكِنْ هٰذَا عِرْقٌ فَاغْتَسِلِيْ وَصَلِّيْ .

২০৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা)-এর স্ত্রী এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শালী উম্মু হাবীবা (রা) সাত বছর যাবত ইস্তেহাযায় ভুগছিলেন। এ বিষয়ে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফতওয়া জিজ্ঞেস করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এটা হায়েয নয়, বরং এটা একটি শিরার রক্ত। অতএব তুমি গোসল করে নামায পড়ো।

٢٠٦- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ اسْتَفْتَتْ أُمُّ حَبِيْبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ أُسْتَحَاضُ فَقَالَ اِنَّمَا ذٰلِكَ عِرْقٌ فَاغْتَسِلِيْ وَصَلِّيْ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلٰوةٍ .

২০৬। আয়েশা (রা) বলেন, উম্মু হাবীবা বিনতে জাহশ (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফতওয়া জিজ্ঞেস করে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ইস্তেহাযায় আক্রান্ত। তিনি বলেন ঃ এটা একটি শিরার রক্ত। তাই তুমি গোসল করে নামায পড়ো। অতএব উম্মু হাবীবা (রা) প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্য গোসল করতেন।

٢٠٧- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِى حَبِيْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيْبَةَ سَأَلَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الدَّمِ قَالَتْ عَائِشَةُ رَأَيْتُ مِرْكَنَهَا مَلْآنَ دَمًا فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أُمْكُثِىْ قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ثُمَّ اغْتَسِلِىْ .

২০৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। উম্মু হাবীবা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইস্তেহাযার রক্ত প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি তার পানি ভর্তি বারকোশ রক্তে পূর্ণ দেখেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন ঃ তোমার হায়েয যত দিন তোমাকে তোমার নামায থেকে বিরত রাখতো ততো দিন বিরত থাকো, তারপর গোসল করো (এবং নামায পড়ো)।

٢٠٨- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ مَرَّةً أُخْرٰى وَلَمْ يَذْكُرْ جَعْفَرًا .

২০৮। কুতায়বা (র) থেকে অপর এক সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এই সনদসূত্রে তিনি রাবী জাফর (র)-এর উল্লেখ করেননি।

٢٠٩- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ نَّافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ تَعْنِىْ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهْرَاقُ الدَّمَ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ لِتَنْظُرْ عَدَدَ اللَّيَالِىْ وَالْأَيَّامِ الَّتِىْ كَانَتْ تَحِيْضُ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ يُصِيْبَهَا الَّذِىْ أَصَابَهَا فَلْتَتْرُكِ الصَّلٰوةَ قَدْرَ ذٰلِكَ مِنَ الشَّهْرِ فَإِذَا خَلَّفَتْ ذٰلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ لِتَسْتَفِرْ ثُمَّ لِتُصَلِّىْ .

২০৯। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় এক নারীর অবিরত রক্তস্রাব হতো। উম্মু সালামা (রা) তার ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন ঃ সে এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার পূর্বে প্রতি মাসে তার যতো দিন-রাত হায়েয হতো সে তার প্রতি লক্ষ্য রাখবে। মাসের ততোগুলো দিন-রাত সে নামায পড়বে না। তারপর ততো সংখ্যক দিন-রাত গত হলে সে গোসল করে লজ্জাস্থানে পট্টি বেঁধে নামায পড়বে।

ذِكْرُ الْاَقْرَاءِ

১৩৫-অনুচ্ছেদ ঃ কুরূ (হায়েয) সম্পর্কিত আলোচনা।

٢١٠- اَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ اُمَّ حَبِيْبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ الَّتِىْ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَاَنَّهَا اُسْتُحِيْضَتْ لاَ تَطْهُرُ فَذُكِرَ شَاْنُهَا لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّهَا لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ وَلٰكِنَّهَا رَكْضَةٌ مِّنَ الرَّحِمِ فَلْتَنْظُرْ قَدْرَ قَرْءِهَا الَّتِىْ كَانَتْ تَحِيْضُ لَهَا فَلْتَتْرُكِ الصَّلٰوةَ ثُمَّ تَنْظُرْ مَا بَعْدَ ذٰلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ .

২১০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা)-র স্ত্রী উম্মু হাবীবা বিনতে জাহশ (রা) রক্তপ্রদরে (ইস্তিহাযা) আক্রান্ত হলেন এবং পবিত্র হতে পারেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তার বিষয়টি উল্লেখ করা হলে তিনি বলেন ঃ তা হায়েয নয়, বরং জরায়ুর স্পন্দন জনিত (ব্যাপার)। অতএব সে যেন তার হায়েযের মেয়াদের প্রতি লক্ষ্য রাখে এবং নামায পড়া ত্যাগ করে। হায়েযের মেয়াদ শেষ হলে পর সে যেন প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্য গোসল করে।

٢١١- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ اُمَّ حَبِيْبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ سَبْعَ سِنِيْنَ فَسَاَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ اِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ فَاَمَرَهَا اَنْ تَتْرُكَ الصَّلٰوةَ قَدْرَ اَقْرَائِهَا وَحَيْضَتِهَا وَتَغْتَسِلَ وَتُصَلِّىْ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ .

২১১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। জাহশ-কন্যা উম্মু হাবীবা (রা) সাত বছর যাবত রক্তপ্রদরে আক্রান্ত ছিলেন। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ এটা হায়েয নয়, বরং শিরাজনিত একটি রোগ। অতএব তিনি তাকে তার হায়েযের মেয়াদ পরিমাণ সময় নামায না পড়ার নির্দেশ দেন, তারপর গোসল করে নামায পড়তে বলেন। অতএব তিনি প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্য গোসল করতেন।

٢١٢- اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ عُرْوَةَ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ اَبِىْ حُبَيْشٍ حَدَّثَتْ اَنَّهَا اَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَشَكَتْ اِلَيْهِ الدَّمَ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

انَّمَا ذٰلِكَ عِرْقٌ فَانْظُرِىْ اِذَا اَتَاكِ قَرْءُكِ فَلاَ تُصَلِّىْ فَاِذَا مَرَّ قَرْءُكِ فَتَطَهَّرِىْ ثُمَّ صَلِّىْ مَا بَيْنَ الْقَرْءِ اِلَى الْقَرْءِ . هٰذَا دَلِيْلٌ عَلٰى اَنَّ الْاَقْرَاءَ حَيْضٌ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَقَدْ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ مَا ذَكَرَ الْمُنْذِرُ .

২১২। উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। আবু হুবাইশ-কন্যা ফাতিমা (রা) বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে তার রক্তক্ষরণ জনিত অসুবিধার কথা তাঁকে জানালেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেনঃ এটা একটি শিরা (জনিত রোগ)। অতএব তুমি লক্ষ্য রাখবে যখন তোমার হায়েযকাল চলে তখন নামায পড়বে না। আর যখন তোমার হায়েযকাল শেষ হয় এবং তুমি পবিত্র হও তখন তুমি এক হায়েয থেকে অন্য হায়েয-এর মধ্যবর্তী কাল নামায পড়বে। এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, 'আকরা' (اَلْاَقْرَاءُ) শব্দটি "হায়েয" অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আবু আবদুর রহমান (র) বলেন, হিশাম ইবনে উরওয়া (র) এ হাদীস উরওয়া থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু রাবী মুনযির তাতে এ (হায়েয) সম্পর্কে যা উল্লেখ করেছেন তিনি তা উল্লেখ করেননি।

٢١٣- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا عَبْدَةُ وَوَكِيْعٌ وَاَبُوْ مُعَاوِيَةَ قَالُوْا حَدَّثَنَا هِشَامُ ابْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ اَبِىْ حُبَيْشٍ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ اِنِّىْ امْرَاَةٌ اُسْتَحَاضُ فَلاَ اَطْهُرُ اَفَاَدَعُ الصَّلٰوةَ قَالَ لاَ اِنَّمَا ذٰلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ فَاِذَا اَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِى الصَّلٰوةَ وَاِذَا اَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِىْ عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّىْ .

২১৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুবাইশ-কন্যা ফাতিমা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলেন, আমি রক্তপ্রদরে আক্রান্ত এবং পাক হতে পারি না, আমি কি নামায ত্যাগ করবো? তিনি বলেন ঃ না, এটা হায়েয নয়। এটা একটি শিরা (জনিত রোগ)। যখন তোমার হায়েয আরম্ভ হবে তখন নামায ছেড়ে দিবে এবং যখন তা অতিবাহিত হয় তখন রক্ত ধুয়ে (গোসল করে) নামায পড়বে।

ذِكْرُ اغْتِسَالِ الْمُسْتَحَاضَةِ

১৩৬-অনুচ্ছেদ ঃ রক্তপ্রদরে আক্রান্ত নারীর গোসল।

٢١٤- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ امْرَاَةً مُسْتَحَاضَةً عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ

اللّٰه ﷺ قِيْلَ لَهَا انَّهُ عِرقٌ عَانِدٌ واُمِرَتْ اَنْ تُؤَخِّرَ الظُّهْرَ وَتُعَجِّلَ الْعَصْرَ وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسْلاً وَاحِداً وَتُؤَخِّرَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلَ الْعِشَاءَ وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسْلاً وَاحِداً وَتَغْتَسِلَ لِصَلٰوةِ الصُّبْحِ غُسْلاً وَاحِداً .

২১৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে রক্তপ্রদরে আক্রান্ত এক নারীকে বলা হয় যে, এটা একটি শিরা (জনিত রোগ) যার রক্ত বন্ধ হয় না। তাকে আদেশ করা হয়, সে যুহরের নামায পিছিয়ে শেষ ওয়াক্তে এবং আসরের নামায এগিয়ে এনে প্রথম ওয়াক্তে পড়বে এবং উভয় নামাযের জন্য একবার গোসল করবে। সে মাগরিবকে শেষ ওয়াক্তে এবং এশাকে প্রথম ওয়াক্তে আদায় করবে এবং এই দুই নামাযের জন্য একবার গোসল করবে, আর ফজরের নামাযের জন্য একবার গোসল করবে।

بَابُ الْاِغْتِسَالِ مِنَ النِّفَاسِ

১৩৭-অনুচ্ছেদ ঃ নিফাসের গোসল।

٢١٥- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ يَحْيَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ فِيْ حَدِيْثِ اَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ حِيْنَ نُفِسَتْ بِذِي الْحُلَيْفَةِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَبِيْ بَكْرٍ مُرْهَا اَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ .

২১৫। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। আসমা বিনতে উমাইস (রা) -এর হাদীসে আছে যে, তিনি যুল-হুলায়ফা নামক স্থানে নিফাসগ্রস্ত হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বাক্‌র (রা)-কে বলেন ঃ তাকে গোসল করে ইহ্‌রাম বাঁধতে বলো।

بَابُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْحَيْضِ وَالْاِسْتِحَاضَةِ

১৩৮-অনুচ্ছেদ ঃ হায়েয ও ইস্তিহাযার রক্তের মধ্যে পার্থক্য।

٢١٦- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عَدِيٍّ عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ اَبِيْ حُبَيْشٍ اَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَاِنَّهُ دَمٌ اَسْوَدُ يُعْرَفُ فَاَمْسِكِيْ عَنِ الصَّلٰوةِ وَاِذَا كَانَ الْاٰخَرُ فَتَوَضَّئِيْ فَاِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ.

২১৬। ফাতেমা বিনতে আবু হুবাইশ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ইস্তিহাযায় আক্রান্ত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন ঃ হায়েযের রক্ত হয় কালো, যা চেনা যায়, তখন তুমি নামায থেকে বিরত থাকবে। আর যখন অন্য রক্ত হয় তখন তুমি উযু করে নামায পড়বে। কেননা তা একটি শিরা জনিত রক্ত।

٢١٧- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ هٰذَا مِنْ كِتَابِهِ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ مِّنْ حِفْظِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ اَبِىْ حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ اَسْوَدُ يُعْرَفُ فَاِذَا كَانَ ذٰلِكِ فَاَمْسِكِىْ عَنِ الصَّلٰوةِ وَاِذَا كَانَ الْاٰخَرُ فَتَوَضَّئِىْ وَصَلِّىْ. قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَدْ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ غَيْرُ وَاحِدٍ لَمْ يَذْكُرْ اَحَدٌ مِّنْهُمْ مَا ذَكَرَ ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ وَاللّٰهُ تَعَالٰى اَعْلَمُ .

২১৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। ফাতেমা বিনতে আবু হুবাইশ (রা) রক্তপ্রদরে আক্রান্ত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন ঃ হায়েযের রক্ত কালো বর্ণের, যা সহজে চেনা যায়। অতএব এ রক্ত দেখা দিলে তুমি নামায থেকে বিরত থাকবে। আর যখন অন্য রঙ্গের রক্ত হবে তখন তুমি উযু করে নামায পড়বে।

٢١٨- اَخْبَرَنَا يَحْىَ بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرَبِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اُسْتُحِيْضَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ اَبِىْ حُبَيْشٍ فَسَاَلَتِ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اُسْتَحَاضُ فَلاَ اَطْهُرُ اَفَادَعُ الصَّلٰوةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا ذٰلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَاِذَا اَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِى الصَّلٰوةَ وَاِذَا اَدْبَرَتْ فَاغْسِلِىْ عَنْكِ اَثَرَ الدَّمِ وَتَوَضَّئِىْ فَاِنَّمَا ذٰلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ قِيْلَ لَهُ فَالْغُسْلُ قَالَ ذٰلِكَ لاَ يَشُكُّ فِيْهِ اَحَدٌ . قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ لاَ اَعْلَمُ اَحَدًا ذَكَرَ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ وَتَوَضَّئِىْ غَيْرَ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ وَقَدْ رَوٰى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ هِشَامٍ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ وَتَوَضَّئِىْ .

২১৮। আয়েশা (রা) বলেন, ফাতেমা বিনতে আবু হুবাইশ (রা) রক্তপ্রদরে আক্রান্ত হলে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন, ইয়া

রাসূলাল্লাহ! আমি রক্তপ্রদরে আক্রান্ত। আমি পাক হতে পারি না। আমি কি নামায ত্যাগ করবো? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এটা হায়েয জনিত রক্ত নয়, বরং এটা একটি শিরা জনিত রক্ত। অতএব যখন হায়েয শুরু হয় তখন নামায ত্যাগ করবে। হায়েয শেষ হলে পর রক্তের চিহ্ন ধৌত করে (গোসল করে) এবং উযু করে নামায পড়বে। কারণ এটা হায়েয নয়, বরং একটি শিরা জনিত রক্ত। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, (হায়েয বন্ধ হওয়ার পর কি) গোসল করতে হবে? তিনি বলেন, এতে কারও সন্দেহ থাকতে পারে না।

٢١٩- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ اَبِيْ حُبَيْشٍ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لاَ اَطْهُرُ اَفَاَدَعُ الصَّلٰوةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا ذٰلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَاِذَا اَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِى الصَّلٰوةَ فَاِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِيْ عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّيْ .

২১৯। আয়েশা (রা) বলেন, ফাতিমা বিনতে আবু হুবাইশ (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি পাক হই না, আমি কি নামায ত্যাগ করবো? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এটা একটি শিরা জনিত রক্ত, এটা হয়েয নয়। অতএব যখন হায়েয হবে তখন তুমি নামায ত্যাগ করবে এবং হায়েযের মেয়াদ শেষ হলে গোসল করে রক্ত দূর করবে এবং নামায পড়বে।

٢٢٠- اَخْبَرَنَا اَبُو الْاَشْعَثِ اَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ بِنْتَ اَبِيْ حُبَيْشٍ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ لاَ اَطْهُرُ اَفَاَتْرُكُ الصَّلٰوةَ قَالَ لاَ اِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ. قَالَ خَالِدُ فِيْمَا قَرَاْتُ عَلَيْهِ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَاِذَا اَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِى الصَّلٰوةَ وَاِذَا اَدْبَرَتْ فَاغْسِلِيْ عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّيْ .

২২০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। আবু হুবাইশের কন্যা বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি পাক হতে পারি না। আমি কি নামায ত্যাগ করবো? তিনি বলেন ঃ না, এটা একটি শিরা জনিত রক্ত। অধস্তন রাবী খালিদের বর্ণনায় আছে, “তা হায়েয নয়”। অতএব হায়েয শুরু হলে তুমি নামায ছেড়ে দিবে। আর তা শেষ হলে তুমি গোসল করে নামায পড়বে।

بَابُ النَّهْيِ عَنِ اغْتِسَالِ الْجُنُبِ فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ

১৩৯-অনুচ্ছেদ ঃ বদ্ধ পানিতে নাপাক ব্যক্তির গোসল করা নিষেধ।

২২১- اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرٍ اَنَّ اَبَا السَّائِبِ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَغْتَسِلُ اَحَدُكُمْ فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ

২২১। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেনো নাপাক অবস্থায় বদ্ধ পানিতে গোসল না করে।

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْبَوْلِ فِى الْمَاءِ الرَّاكِدِ وَالْاِغْتِسَالِ مِنْهُ

১৪০-অনুচ্ছেদ ঃ বদ্ধ পানিতে পেশাব এবং তাতে গোসল করা নিষেধ।

২২২- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ الْمُقْرِئُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ مُوْسَى بْنِ اَبِىْ عُثْمَانَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَبُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ فِى الْمَاءِ الرَّاكِدِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ .

২২২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তোমাদের কেউ যেন বদ্ধ পানিতে পেশাব না করে এবং (পেশাব করে থাকলে) তাতে গোসল না করে।

بَابُ ذِكْرِ الْاِغْتِسَالِ اَوَّلَ اللَّيْلِ

১৪১-অনুচ্ছেদ ঃ রাতের প্রথমভাগে গোসল করার বিবরণ।

২২৩- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِى الْعَلاَءِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ اَنَّهُ سَاَلَ عَائِشَةَ اَيُّ اللَّيْلِ كَانَ يَغْتَسِلُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ رُبَّمَا اغْتَسَلَ اَوَّلَ اللَّيْلِ وَرُبَّمَا اغْتَسَلَ اٰخِرَهُ قُلْتُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ جَعَلَ فِى الْاَمْرِ سَعَةً .

২২৩। গুদাইফ ইবনুল হারিস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের কোন অংশে গোসল করতেন?

তিনি বলেন, তিনি কখনো রাতের প্রথমভাগে গোসল করতেন এবং কখনো রাতের শেষভাগে গোসল করতেন। আমি বললাম, সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি এ বিষয়ে ব্যাপক সুবিধা রেখেছেন।

اَلْاِغْتِسَالُ اَوَّلَ اللَّيْلِ وَاٰخِرَهُ

১৪২-অনুচ্ছেদ ঃ রাতের প্রথমাংশে এবং শেষাংশে গোসল করা।

٢٢٤- اَخْبَرَنَا يَحْىَ بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرَبِىٍّ قَالَ اَخْبَرَنَا حَمَّادُ عَنْ بُرْدٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَىٍّ عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى عَائِشَةَ فَسَاَلْتُهَا قُلْتُ اَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَغْتَسِلُ مِنْ اَوَّلِ اللَّيْلِ اَوْ مِنْ اٰخِرِهِ قَالَتْ كُلُّ ذٰلِكَ رُبَّمَا اغْتَسَلَ مِنْ اَوَّلِهِ وَرُبَّمَا اغْتَسَلَ مِنْ اٰخِرِهِ قُلْتُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ جَعَلَ فِى الْاَمْرِ سَعَةً .

২২৪। গুদাইফ ইবনুল হারিস (র) বলেন, আমি আয়েশা (রা)-এর নিকট গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করে বললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি রাতের প্রথমভাগে গোসল করতেন না শেষভাগে? তিনি বলেন, দু'টিই করেছেন। তিনি কখনো রাতের প্রথমভাগে গোসল করতেন এবং কখনো রাতের শেষভাগে গোসল করতেন। আমি বললাম, সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি এ ব্যাপারে প্রশস্ত ব্যবস্থা রেখেছেন।

بَابُ ذِكْرِ الْاِسْتِتَارِ عِنْدَ الْاِغْتِسَالِ

১৪৩-অনুচ্ছেদ ঃ আড়ালে-আবডালে গোসল করা।

٢٢٥- اَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَحْىَ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُحِلُّ بْنُ خَلِيْفَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُو السَّمْحِ قَالَ كُنْتُ اَخْدُمُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَكَانَ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ وَلِّنِىْ قَفَاكَ فَاُوَلِّيْهِ قَفَاىَ فَاسْتُرُهُ بِهِ .

২২৫। আবুস্ সামহ্ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত করতাম। তিনি গোসল করার মনস্ত করলে বলতেন ঃ তোমার পিঠটা আমার দিকে ঘুরিয়ে দাও। আমি আমার পিঠ তাঁর দিকে ঘুরিয়ে দিতাম এবং এভাবে তাঁকে আড়াল করতাম।

٢٢٦- اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِىْ مُرَّةَ مَوْلٰى عَقِيْلِ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ عَنْ اُمِّ هَانِئٍ اَنَّهَا ذَهَبَتْ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ

يَوْمَ الْفَتْحِ فَوَجَدَتْهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ فَسَلَّمْتُ فَقَالَ مَنْ هٰذَا قُلْتُ أُمُّ هَانِئٍ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلّٰى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ فِي ثَوْبٍ مُلْتَحِفًا بِهِ .

২২৬। উম্মু হানী (রা) থেকে বর্ণিত। মক্কা বিজয়ের দিন তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গিয়ে তাঁকে গোসলরত পেলেন এবং ফাতেমা (রা) তাঁকে একখানা কাপড় দ্বারা আড়াল করে রেখেছিলেন। আমি তাঁকে সালাম দিলে তিনি বলেন ঃ ইনি কে? আমি বললাম, উম্মু হানী। তিনি গোসল শেষ করে দেহে একখানা কাপড় জড়িয়ে আট রাক্‌আত নামায পড়েন।

بَابُ ذِكْرِ الْقَدْرِ الَّذِيْ يَكْتَفِيْ بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْمَاءِ لِلْغُسْلِ

১৪৪-অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষের গোসলের জন্য যতটুকু পানি যথেষ্ট।

٢٢٧- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِيْ زَائِدَةَ عَنْ مُوْسَى الْجُهَنِيِّ قَالَ أُتِيَ مُجَاهِدٌ بِقَدَحٍ حَزَرْتُهُ ثَمَانِيَةَ أَرْطَالٍ فَقَالَ حَدَّثَتْنِيْ عَائِشَةُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ بِمِثْلِ هٰذَا .

২২৭। মূসা আল-জুহানী (র) বলেন, মুজাহিদ (র)-এর নিকট একটি পেয়ালা আনা হলো। আমার অনুমানে তাতে আট রত্‌ল (আধা সের) পানি ধরে। তিনি বলেন, আমার নিকট আয়েশা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই পরিমাণ পানি দ্বারা গোসল করতেন।

٢٢٨- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ يَقُوْلُ دَخَلْتُ عَلٰى عَائِشَةَ وَأَخُوْهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ فَسَأَلَهَا عَنْ غُسْلِ النَّبِيِّ ﷺ فَدَعَتْ بِإِنَاءٍ فِيْهِ مَاءٌ قَدْرَ صَاعٍ فَسَتَرَتْ سِتْرًا فَاغْتَسَلَتْ فَأَفْرَغَتْ عَلٰى رَأْسِهَا ثَلٰثًا .

২২৮। আবু সালামা (র) বলেন, আমি এবং আয়েশা (রা)-এর দুধভাই তার নিকট গেলাম। তিনি তাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি একটি পাত্র আনলেন, যাতে এক সা' পরিমাণ পানি ছিল। তিনি একটি পর্দা টানিয়ে গোসল করলেন এবং তার মাথায় তিনবার পানি ঢাললেন।

٢٢٩- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَغْتَسِلُ فِي الْقَدَحِ وَهُوَ الْفَرَقُ وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَهُوَ فِيْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ .

২২৯। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ফারাক (ষোল রতল) পানি ভর্তি এক পাত্র পানি দিয়ে গোসল করতেন। আমি এবং তিনি একই পাত্রের পানি দিয়ে গোসল করতাম।

٢٣٠- اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَبْرٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِمَكُّوْكٍ وَيَغْتَسِلُ بِخَمْسَةِ مَكَاكِيَّ .

২৩০। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মাক্কূক (এক সের) পানি দ্বারা উযূ করতেন এবং পাঁচ মাক্কূক পানি দ্বারা গোসল করতেন।

٢٣١- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِىْ جَعْفَرٍ قَالَ تَمَارَيْنَا فِى الْغُسْلِ عِنْدَ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ فَقَالَ جَابِرٌ يَّكْفِىْ مِنَ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ صَاعٌ مِّنْ مَّاءٍ قُلْنَا مَا يَكْفِىْ صَاعٌ وَلاَ صَاعَانِ قَالَ جَابِرٌ قَدْ كَانَ يَكْفِىْ مَنْ كَانَ خَيْرًا مِنْكُمْ وَاَكْثَرَ شَعْرًا .

২৩১। আবু জাফর (র) বলেন, আমরা জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-র সম্মুখে গোসলের ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করলাম। জাবের (রা) বলেন, নাপাকির গোসলে এক সা' (পাঁচ সের) পানিই যথেষ্ট। আমরা বললাম, এক সা' বা দুই সা' পানি কোনরূপেই যথেষ্ট নয়। জাবের (রা) বলেন, তোমাদের চেয়ে উত্তম ও অধিক কেশযুক্ত ব্যক্তির (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জন্য তা যথেষ্ট হতো।

بَابُ ذِكْرِ الدَّلاَلَةِ عَلٰى اَنَّهُ لاَ وَقْتَ فِى ذٰلِكَ

১৪৫-অনুচ্ছেদ ঃ গোসলের ব্যাপারে পানির কোন পরিমাণ নির্দিষ্ট নাই।

٢٣٢- اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ ح وَاَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اِنَاءٍ وَّاحِدٍ وَّهُوَ قَدْرُ الْفَرَقِ .

২৩২। আয়েশা (রা) বলেন, আমি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই পাত্র থেকে পানি নিয়ে গোসল করতাম। পাত্রটি ছিল এক ফারাক পরিমাপের।

بَابُ ذِكْرِ الْاِغْتِسَالِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنْ نِّسَائِهِ مِنْ اِنَاءٍ وَّاحِدٍ

১৪৬-অনুচ্ছেদ ঃ স্বামী-স্ত্রীর একই পাত্রের পানি দিয়ে গোসল করা।

٢٣٣- اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ح وَاَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ وَاَنَا مِنْ اِنَاءٍ وَّاحِدٍ نَغْتَرِفُ مِنْهُ جَمِيْعًا .

২৩৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আমি একই পাত্র থেকে পানি নিয়ে গোসল করতাম। আমরা একসাথে অঞ্জলি পূর্ণ করে তা থেকে পানি তোলতাম।

٢٣٤- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اِنَاءٍ وَّاحِدٍ مِّنَ الْجَنَابَةِ .

২৩৪। আয়েশা (রা) বলেন, আমি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই পাত্রের পানি দিয়ে জানাবাতের (সহবাস জনিত নাপাকির) গোসল করতাম।

٢٣٥- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مَّنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ رَاَيْتُنِيْ اُنَازِعُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ الْاِنَاءَ اَغْتَسِلُ اَنَا وَهُوَ مِنْهُ .

২৩৫। আয়েশা (রা) বলেন, আমি যেন দেখতে পাচ্ছি, আমি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই পাত্র থেকে পানি নিয়ে গোসল করছি এবং পানি তুলতে গিয়ে আমি ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাত্র টানাটানি করছি।

٢٣٦- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَنْصُوْرٌ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اِنَاءٍ وَّاحِدٍ .

২৩৬। আয়েশা (রা) বলেন, আমি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই পাত্রের পানি দিয়ে গোসল করতাম।

٢٣٧- اَخْبَرَنَا يَحْىَ بْنُ مُوسٰى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَخْبَرَتْنِىْ خَالَتِىْ مَيْمُوْنَةُ اَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اِنَاءٍ وَّاحِدٍ .

২৩৭। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমাকে আমার খালা মায়মূনা (রা) অবহিত করেন যে, তিনি ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই পাত্র থেকে পানি নিয়ে গোসল করতেন।

٢٣٨- اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ ابْنَ هُرْمُزَ الْاَعْرَجَ يَقُوْلُ حَدَّثَنِىْ نَاعِمٌ مَوْلٰى اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ اُمَّ سَلَمَةَ سُئِلَتْ اَتَغْتَسِلُ الْمَرْاَةُ مَعَ الرَّجُلِ قَالَتْ نَعَمْ اِذَا كَانَتْ كَيِّسَةً رَاَيْتُنِىْ وَرَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَغْتَسِلُ مِنْ مِرْكَنٍ وَّاحِدٍ نُفِيْضُ عَلٰى اَيْدِيْنَا حَتّٰى نُنْقِيَهَا ثُمَّ نُفِيْضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ قَالَ الْاَعْرَجُ لاَ تَذْكُرُ فَرْجًا وَلاَ تَبَالَهُ .

২৩৮। উম্মু সালামা (রা)-র মুক্তদাস নাইম (র) থেকে বর্ণিত। উম্মু সালামা (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, নারী (স্ত্রী) কি পুরুষের (স্বামীর) সাথে একত্রে গোসল করতে পারে? তিনি বলেন, হাঁ, করতে পারে যদি স্ত্রী বুদ্ধিমতী হয়। আমার স্মরণ আছে আমি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই পাত্র থেকে পানি নিয়ে গোসল করতাম। প্রথমে আমরা আমাদের উভয় হাতে পানি ঢেলে তা ধুইতাম, পরে তার উপর পানি ঢালতাম। আরাজ (র) বুদ্ধিমতী-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, যে লজ্জাস্থানের কথা উল্লেখ করে না এবং নির্বোধ নারীর ন্যায় আচরণ করে না।

بَابُ ذِكْرِ النَّهْىِ عَنِ الْاِغْتِسَالِ بِفَضْلِ الْجُنُبِ

১৪৭-অনুচ্ছেদঃ নাপাক ব্যক্তির গোসলের উদ্বৃত্ত পানি দ্বারা গোসল করা নিষেধ।

٢٣٩- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ دَاوُدَ الْاَوْدِىِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ لَقِيْتُ رَجُلاً صَحِبَ النَّبِىَّ ﷺ كَمَا صَحِبَهُ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اَرْبَعَ سِنِيْنَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَّمْتَشِطَ اَحَدُنَا كُلَّ يَوْمٍ اَوْ يَبُوْلَ فِىْ مُغْتَسَلِهِ اَوْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْاَةِ اَوِ الْمَرْاَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيْعًا .

২৩৯। হুমাইদ ইবনে আবদুর রহমান (র) বলেন, চার বছর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য লাভকারী এক সাহাবীর আমি সাক্ষাত লাভ করেছি, যেমন আবু

হুরায়রা (রা) তাঁর সাহচর্য লাভ করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের প্রতিদিন মাথা আচরাতে এবং পানিতে বা গোসলের স্থানে পেশাব করতে, স্ত্রীর গোসলের উদ্বৃত্ত পানি দ্বারা পুরুষের এবং পুরুষের গোসলের উদ্বৃত্ত পানি দ্বারা স্ত্রীর গোসল করতে এবং পাত্র থেকে তাদের একত্রে অঞ্জলি দিয়ে পানি নিতে নিষেধ করেছেন।

بَابُ الرُّخْصَةِ فِىْ ذٰلِكَ

১৪৮-অনুচ্ছেদ ঃ এ ব্যাপারে অনুমতি আছে।

٢٤٠- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ ح وَاَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُعَاذَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اِنَاءٍ وَّاحِدٍ يُبَادِرُنِىْ وَاُبَادِرُهُ حَتّٰى يَقُوْلَ دَعِىْ لِىْ وَاَقُوْلُ اَنَا دَعْ لِىْ قَالَ سُوَيْدُ يُبَادِرُنِىْ وَاُبَادِرُهُ فَاَقُوْلُ دَعْ لِىْ دَعْ لِىْ .

২৪০। আয়েশা (রা) বলেন, আমি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই পাত্র থেকে পানি নিয়ে গোসল করতাম। কখনো তিনি আমার আগে পানি নেয়ার জন্য তাড়াতাড়ি করতেন, আবার কখনো আমি তাঁর পূর্বে নেয়ার জন্য তাড়াতাড়ি করতাম। এমনকি তিনি বলতেনঃ আমার জন্য কিছু রাখো। আর আমিও বলতাম আমার জন্য কিছু রাখুন।

بَابُ ذِكْرِ الْاِغْتِسَالِ فِى الْقَصْعَةِ الَّتِىْ يُعْجَنُ فِيْهَا

১৪৯-অনুচ্ছেদ ঃ আটার খামির তৈরি করার পাত্রে গোসল করা।

٢٤١- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ اُمِّ هَانِئٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِغْتَسَلَ هُوَ وَمَيْمُوْنَةُ مِنْ اِنَاءٍ وَّاحِدٍ فِىْ قَصْعَةٍ فِيْهَا اَثَرُ الْعَجِيْنِ .

২৪১। উম্মু হানী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মায়মূনা (রা) একই পাত্রের পানি দিয়ে গোসল করেছেন, যাতে আটার খামিরের চিহ্ন ছিল।

بَابُ ذِكْرِ تَرْكِ الْمَرْاَةِ نَقْضَ ضُفْرِ رَاْسِهَا عِنْدَ اغْتِسَالِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ

১৫০-অনুচ্ছেদ ঃ নাপাকির গোসলে নারীর মাথার (চুলের) খোপা না খোলা।

٢٤٢- اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ مُوْسٰى عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَتْ قُلْتُ يَا

رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ امْرَاَةٌ شَدِيْدَةٌ ضَفِيْرَةُ رَاْسِىْ اَفَاَنْقُضُهَا عِنْدَ غُسْلِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ قَالَ اِنَّمَا يَكْفِيْكِ اَنْ تَحْثِىَ عَلٰى رَاْسِكِ ثَلٰثَ حَثَيَاتٍ مِّنْ مَّاءٍ ثُمَّ تُفِيْضِيْنَ عَلٰى جَسَدِكِ .

২৪২। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মু সালামা (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আমার মাথার (চুলের) খোপা খুব শক্ত করে বেঁধে থাকি। আমি কি নাপাকির গোসলে তা ধোয়ার জন্য খুলে ফেলবো? তিনি বলেন ঃ তোমার মাথায় তিন অঞ্জলি পানি ঢালাই যথেষ্ট হবে, অতঃপর তোমার শরীরে পানি ঢালবে।[৩]

بَابُ ذِكْرِ الْاَمْرِ بِذٰلِكَ لِلْحَائِضِ عِنْدَ الْاِغْتِسَالِ لِلْاِحْرَامِ

১৫১-অনুচ্ছেদঃ ইহ্‌রামের গোসলে ঋতুবতী নারীর জন্য খোপা খোলার আদেশ।

٢٤٣- اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا اَشْهَبُ عَنْ مَّالِكٍ اَنَّ ابْنَ شِهَابٍ وَهِشَامَ ابْنَ عُرْوَةَ حَدَّثَاهُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَاَهْلَلْتُ بِالْعُمْرَةِ فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَاَنَا حَائِضٌ فَلَمْ اَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَشَكَوْتُ ذٰلِكَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ انْقُضِىْ رَاْسَكِ وَامْتَشِطِىْ وَاَهِلِّىْ بِالْحَجِّ وَدَعِى الْعُمْرَةَ فَفَعَلْتُ فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ اَرْسَلَنِىْ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ اِلَى التَّنْعِيْمِ فَاعْتَمَرْتُ فَقَالَ هٰذِهِ مَكَانُ عُمْرَتِكِ . قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ لَمْ يَرْوِهِ اَحَدٌ اِلاَّ اَشْهَبُ .

২৪৩। আয়েশা (রা) বলেন, আমরা বিদায় হজ্জের বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে রওয়ানা হলাম। আমি উমরার ইহ্‌রাম বাঁধলাম এবং হায়েয অবস্থায় মক্কায় পৌঁছলাম। ফলে আমি কাবা ঘরের তাওয়াফ এবং সাফা ও মারাওয়ার মাঝে সাঈ করতে পারলাম না। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরর নিকট এ ব্যাপারে আমার অসুবিধার কথা জানালাম। তিনি বলেন ঃ তুমি তোমার মাথার চুল খুলে ফেলে মাথা আঁচরাও এবং হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধো ও উমরা ত্যাগ করো। অতএব আমি তাই করলাম। তারপর আমরা হজ্জের অনুষ্ঠানাদি সমাপ্ত করলে, তিনি আমাকে আবদুর রহমান ইবনে আবু বাক্‌র-এর সাথে তানঈমে পাঠান। আমি উমরা করলাম। তিনি বলেনঃ এটি তোমার পূর্বেকার উমরার স্থলাভিষিক্ত হলো। আবু আবদুর রহমান (র) বলেন, হাদীসটি গরীব। কারণ মালেক (র) থেকে আশহাব ভিন্ন আর কেউ এটি বর্ণনা করেননি।

---

৩. নাপাকির গোসলে চুলের বেণী বা খোপা খোলার প্রয়োজন নাই। চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছলেই যথেষ্ট হবে (অনুবাদক)।

ذِكْرُ غَسْلِ الْجُنُبِ يَدَيْهِ قَبْلَ اَنْ يُّدْخِلَهُمَا الْاِنَاءَ

১৫২-অনুচ্ছেদ ঃ নাপাক ব্যক্তি পানির পাত্রে তার হস্তদ্বয় ঢুকাবার পূর্বে তা ধৌত করবে।

٢٤٤- اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَتْنِىْ عَائِشَةُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ وُضِعَ لَهُ الْاِنَاءُ فَيَصُبُّ عَلٰى يَدَيْهِ قَبْلَ اَنْ يُّدْخِلَهُمَا الْاِنَاءَ حَتّٰى اِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ اَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنٰى فِى الْاِنَاءِ ثُمَّ صَبَّ بِالْيُمْنٰى وَغَسَلَ فَرْجَهُ بِالْيُسْرٰى حَتّٰى اِذَا فَرَغَ صَبَّ بِالْيُمْنٰى عَلَى الْيُسْرٰى فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلٰثًا ثُمَّ يَصُبُّ عَلٰى رَاْسِهِ مِلْاَ كَفَّيْهِ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يُفِيْضُ عَلٰى جَسَدِهِ .

২৪৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লা যখন নাপাকির গোসল করতেন, তখন তাঁর জন্য পানির পাত্র রাখা হতো। তিনি তাঁর দুই হাত পাত্রে প্রবেশ করানোর পূর্বে ধৌত করতেন। দুই হাত ধোয়ার পর তিনি তাঁর ডান হাত পাত্রে প্রবেশ করাতেন, অতঃপর ডান হাতে পানি নিয়ে বাম হাতে তাঁর লজ্জাস্থান ধৌত করতেন। এ কাজ সেরে তিনি ডান হাত দ্বারা তাঁর বাম হাতে পানি ঢেলে উভয় ধৌত করতেন, অতঃপর তিনবার কুল্লি করতেন ও নাক পরিষ্কার করতেন। অতঃপর দুই হাতের অঞ্জলী ভরে তিনবার তাঁর মাথায় পানি ঢালতেন, অতঃপর তাঁর সমস্ত শরীর ধৌত করতেন।

بَابُ ذِكْرِ عَدَدِ غَسْلِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ اِدْخَالِهِمَا الْاِنَاءَ

১৫৩-অনুচ্ছেদ ঃ উভয় হাত পানির পাত্রে ঢুকাবার পূর্বে কতবার ধৌত করতে হবে তার বিবরণ।

٢٤٥-اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ قَالَ سَئَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ غُسْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْجَنَابَةِ فَقَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُفْرِغُ عَلٰى يَدَيْهِ ثَلٰثًا ثُمَّ يَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُمَضْمِضُ وَيَسْتَنْشِقُ ثُمَّ يُفْرِغُ عَلٰى رَاْسِهِ ثَلٰثًا ثُمَّ يُفِيْضُ عَلٰى سَائِرِ جَسَدِهِ .

২৪৫। আবু সালামা (র) বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাপাকির গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার হাতে পানি ঢালতেন, তারপর লজ্জাস্থান ধৌত

করতেন, তারপর উভয় হাত ধুইতেন, তারপর কুল্লি করতেন এবং নাকে পানি দিতেন, তারপর তিনবার মাথায় পানি ঢালতেন, তারপর তাঁর সমস্ত শরীরে পানি ঢেলে গোসল করতেন।

ازَالَةُ الْجُنُبِ الْاَذٰى عَنْ جَسَدِه بَعْدَ غَسْلِ يَدَيْهِ

১৫৪-অনুচ্ছেদঃ হাত ধোয়ার পর নাপাক ব্যক্তির শরীর থেকে নাপাকী দূর করা।

٢٤٦-اَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَطَاءُ ابْنُ السَّائِبِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَلَمَةَ اَنَّهُ دَخَلَ عَلٰى عَائِشَةَ فَسَاَلَهَا عَنْ غُسْلِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْجَنَابَةِ فَقَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُؤْتٰى بِالْاِنَاءِ فَيَصُبُّ عَلٰى يَدَيْهِ ثَلْثًا فَيَغْسِلُهُمَا ثُمَّ يَصُبُّ بِيَمِيْنِه عَلٰى شِمَالِه فَيَغْسِلُ مَا عَلٰى فَخِذَيْهِ ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ وَيَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْشِقُ وَيَصُبُّ عَلٰى رَاْسِه ثَلاَثًا ثُمَّ يُفِيْضُ عَلٰى سَائِرِ جَسَدِه .

২৪৬। আতা ইবনুস সাইব (র) বলেন, আমি আবু সালামা (র)-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি আয়েশা (রা)-এর নিকট গিয়ে তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাপাকির গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পানির পাত্র আনা হলে তিনি তাঁর দুই হাতে তিনবার পানি ঢেলে ধৌত করতেন। তারপর তিনি ডান হাত দ্বারা বাম হাতে পানি ঢালতেন। সেই পানি দ্বারা উভয় উরু সমেত লজ্জাস্থান ধৌত করতেন। তারপর উভয় হাত ধৌত করতেন, কুলি করতেন এবং নাক পরিষ্কার করতেন। তারপর মাথায় তিনবার পানি ঢালতেন। এরপর সমস্ত শরীরে পানি ঢালতেন।

بَابُ اِعَادَةِ الْجُنُبِ غَسْلَ يَدَيْهِ بَعْدَ اِزَالَةِ الْاَذٰى عَنْ جَسَدِه

১৫৫-অনুচ্ছেদ ঃ নাপাক ব্যক্তির দেহ থেকে ময়লা দূর করার পর পুনরায় তার উভয় হাত ধৌত করা।

٢٤٧- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ وَصَفَتْ عَائِشَةُ غُسْلَ النَّبِىِّ ﷺ مِنَ الْجَنَابَةِ قَالَتْ كَانَ يَغْسِلُ يَدَهُ ثَلْثًا ثُمَّ يُفِيْضُ بِيَدِهِ الْيُمْنٰى عَلَى الْيُسْرٰى فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ وَمَا اَصَابَهُ قَالَ عُمَرُ وَلاَ اَعْلَمُهُ اِلاَّ قَالَ يُفِيْضُ بِيَدِهِ الْيُمْنٰى عَلَى الْيُسْرٰى ثَلْثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يَتَمَضْمَضُ ثَلْثًا وَّيَسْتَنْشِقُ ثَلْثًا وَّيَغْسِلُ وَجْهَهُ ثَلْثًا ثُمَّ يُفِيْضُ عَلٰى رَاْسِهِ ثَلْثًا ثُمَّ يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ .

২৪৭। আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান (র) বলেন, আয়েশা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাপাকির গোসল প্রসঙ্গে বললেন, তিনি তাঁর উভয় হাত তিনবার ধৌত করতেন, তারপর তাঁর ডান হাত দ্বারা বাম হাতে পানি ঢালতেন এবং তা দ্বারা তাঁর লজ্জাস্থান ও নাপাকি ধৌত করতেন। উমার (র) বলেন, আমি তাকে (আতা) এটাই বলতে শুনেছি যে, তিনি ডান হাত দ্বারা বাম হাতে তিনবার পানি ঢালতেন, তারপর তিনবার কুল্লি করতেন, তিনবার নাকে পানি দিতেন এবং তাঁর মুখমণ্ডল তিনবার ধৌত করতেন, তারপর মাথায় তিনবার পানি ঢালতেন, শেষে তাঁর সর্বাঙ্গে পানি ঢালতেন।

ذِكْرُ وُضُوْءِ الْجُنُبِ قَبْلَ الْغُسْلِ

১৫৬-অনুচ্ছেদ ঃ নাপাক ব্যক্তির গোসলের পূর্বে উযু করা।

٢٤٨- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَاَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ تَوَضَّاَ كَمَا يَتَوَضَّاُ لِلصَّلٰوةِ ثُمَّ يُدْخِلُ اَصَابِعَهُ الْمَاءَ فَيُخَلِّلُ بِهَا اُصُوْلَ شَعْرِهِ ثُمَّ يَصُبُّ عَلٰى رَاْسِهِ ثَلٰثَ غُرَفٍ ثُمَّ يُفِيْضُ الْمَاءَ عَلٰى جَسَدِهِ كُلِّهِ .

২৪৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নাপাকির গোসলে প্রথমে তাঁর উভয় হাত ধৌত করতেন, তারপর নামাযের উযুর ন্যায় উযু করতেন। তারপর আঙ্গুলসমূহ পানিতে ডুবিয়ে তা দ্বারা তাঁর চুলের গোড়া খিলাল করতেন, তারপর মাথায় তিন অঞ্জলী পানি দিতেন, অতঃপর সর্বাঙ্গে পানি ঢালতেন।

بَابُ تَخْلِيْلِ الْجُنُبِ رَاْسَهُ

১৫৭-অনুচ্ছেদ ঃ নাপাক ব্যক্তির মাথা খিলাল করা।

٢٤٩-اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ حَدَّثَنِي اَبِيْ قَالَ حَدَّثَتْنِيْ عَائِشَةُ عَنْ غُسْلِ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْجَنَابَةِ اَنَّهُ كَانَ يَغْسِلُ يَدَيْهِ وَيَتَوَضَّاُ وَيُخَلِّلُ رَاْسَهُ حَتّٰى يَصِلَ اِلٰى شَعْرِهِ ثُمَّ يُفْرِغُ عَلٰى سَائِرِ جَسَدِهِ .

২৪৯। উরওয়া (র) বলেন, আয়েশা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাপাকির গোসল সম্পর্কে আমাকে বলেছেন যে, তিনি তাঁর উভয় হাত ধৌত করতেন, উযু করতেন এবং মাথা খিলাল করতেন যাতে পানি তাঁর চুলের গোড়া পর্যন্ত পৌছে যায়, তারপর সমস্ত শরীরে পানি ঢালতেন।

٢٥٠-اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُشَرِّبُ رَاْسَهُ ثُمَّ يَحْثِيْ عَلَيْهِ ثَلٰثًا .

২৫০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মাথায় (খিলালের সাহায্যে) পানি দিতেন। তারপর মাথায় তিন অঞ্জলী পানি ঢালতেন।

بَابُ ذِكْرِ مَا يَكْفِى الْجُنُبَ مِنْ اِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلٰى رَاْسِهِ

১৫৮-অনুচ্ছেদ ঃ নাপাক ব্যক্তির মাথায় যতটুকু পানি ঢালা যথেষ্ট।

٢٥١-اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ تَمَارَوْا فِى الْغُسْلِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ اِنِّىْ لَاَغْسِلُ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَّا اَنَا فَاُفِيْضُ عَلٰى رَاْسِىْ ثَلٰثَ اَكُفٍّ .

২৫১। জুবাইর ইবনে মুতইম (রা) বলেন, সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে (নাপাকির) গোসল সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হলেন। তাদের কেউ বলেন, আমি এভাবে গোসল করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তবে আমি আমার মাথায় তিন অঞ্জলী পানি ঢালি।

بَابُ ذِكْرِ الْعَمَلِ فِى الْغُسْلِ مِنَ الْحَيْضِ

১৫৯-অনুচ্ছেদ ঃ হায়েযের গোসলে করণীয় কাজ।

٢٥٢- اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ وَهُوَ ابْنُ صَفِيَّةَ عَنْ اُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ امْرَاَةً سَاَلَتِ النَّبِىَّ ﷺ عَنْ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيْضِ فَاَخْبَرَهَا كَيْفَ تَغْسِلُ ثُمَّ قَالَ خُذِىْ فِرْصَةً مِّنْ مِّسْكٍ فَتَطَهَّرِىْ بِهَا قَالَتْ وَكَيْفَ اَتَطَهَّرُ بِهَا فَاسْتَتَرَ كَذَا ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ تَطَهَّرِىْ بِهَا قَالَتْ عَائِشَةُ فَجَذَبْتُ الْمَرْاَةَ وَقُلْتُ تَتَّبِعِيْنَ بِهَا اَثَرَ الدَّمِ .

২৫২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। এক মহিলা তার হায়েযের গোসল সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞেস করে। সে কিভাবে গোসল করে তিনি তাকে তা অবহিত করেন, তারপর বলেন ঃ তুমি মিশ্‌ক মিশ্রিত এক খণ্ড তুলা নিয়ে তা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করো। সে বললো, তা দ্বারা আমি কিভাবে পবিত্রতা অর্জন করবো?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লজ্জাবোধ করেন, অতঃপর বলেন : সুবহানাল্লাহ! তা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করো। আয়েশা (রা) বলেন, আমি ঐ মহিলাকে টেনে নিলাম এবং বললাম, যেখানে রক্তের চিহ্ন আছে এটা সেখানে লাগাবে।

بَابُ تَرْكِ الْوُضُوْءِ مِنْ بَعْدِ الْغُسْلِ

১৬০-অনুচ্ছেদ : গোসলের পর উযূ না করা।

٢٥٣- اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ وَهُوَ ابْنُ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ ح وَاَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ .

২৫৩। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোসল করার পর উযূ করতেন না।

بَابُ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ فِىْ غَيْرِ الْمَكَانِ الَّذِىْ يَغْتَسِلُ فِيْهِ

১৬১-অনুচ্ছেদ : গোসলের স্থান ত্যাগ করে অন্য স্থানে পদদ্বয় ধৌত করা।

٢٥٤- اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عِيْسٰى عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَتْنِىْ خَالَتِىْ مَيْمُوْنَةُ قَالَتْ اَدْنَيْتُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ غُسْلَهُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلٰثًا ثُمَّ اَدْخَلَ يَمِيْنَهُ فِى الْاِنَاءِ فَاَفْرَغَ بِهَا عَلٰى فَرْجِهِ ثُمَّ غَسَلَهُ بِشِمَالِهِ ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الْاَرْضَ فَدَلَكَهَا دَلْكًا شَدِيْدًا ثُمَّ تَوَضَّاَ وُضُوْءَهُ لِلصَّلٰوةِ ثُمَّ اَفْرَغَ عَلٰى رَاْسِهِ ثَلٰثَ حَثَيَاتٍ مِلْاَ كَفَّيْهِ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحّٰى عَنْ مَّقَامِهِ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ قَالَتْ ثُمَّ اَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيْلِ فَرَدَّهُ .

২৫৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। আমার খালা মায়মূনা (রা) আমার নিকট বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাপাকির গোসলের সময় তাঁর কাছে পানি এগিয়ে দিলাম। তিনি দুইবার কি তিনবার তাঁর উভয় হাত (কব্জি পর্যন্ত) ধুইলেন। তারপর তাঁর ডান হাত পাত্রে ঢুকালেন। ঐ হাতে তাঁর লজ্জাস্থানে পানি ঢাললেন এবং বাম হাতে তা ধুইলেন। তারপর বাম হাত মাটিতে রেখে তা উত্তমরূপে ঘষলেন। তারপর নামাযের উযুর ন্যায় উযু করেন। এরপর তিন অঞ্জলী ভর্তি পানি মাথায় ঢাললেন। তারপর সমস্ত শরীর ধৌত করলেন। তারপর গোসলের স্থান থেকে একটু সরে গিয়ে উভয় পা ধৌত করলেন। শেষে আমি তাঁর নিকট রুমাল নিয়ে গেলে তিনি তা ফেরত দিলেন।

بَابُ تَرْكِ الْمِنْدِيْلِ بَعْدَ الْغُسْلِ

১৬২-অনুচ্ছেদ ঃ গোসলের পর রুমাল ব্যবহার না করা।

٢٥٥- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْىَ بْنِ اَيُّوْبَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اغْتَسَلَ فَأُتِيَ بِمِنْدِيْلٍ فَلَمْ يَمَسَّهُ وَجَعَلَ يَقُوْلُ بِالْمَاءِ هٰكَذَا .

২৫৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোসল করলে পর তাঁর জন্য রুমাল আনা হলো। কিন্তু তিনি তা স্পর্শ করেননি এবং বলতে থাকলেন ঃ এরূপে পানি ঝেড়ে ফেলবে।

بَابُ وُضُوْءِ الْجُنُبِ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّأْكُلَ

১৬৩-অনুচ্ছেদ ঃ নাপাক ব্যক্তি পানাহার করতে চাইলে উযু করে নিবে।

٢٥٦- اَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حَبِيْبٍ عَنْ شُعْبَةَ ح وَاَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىٰ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ عَمْرُو كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّأْكُلَ اَوْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّاَ زَادَ عُمَرُو فِيْ حَدِيْثِه وُضُوْءَهُ لِلصَّلٰوةِ .

২৫৬। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাপাক অবস্থায় আহার করতে অথবা ঘুমাতে চাইলে তাঁর নামাযের উযুর ন্যায় উযু করতেন।

بَابُ اقْتِصَارِ الْجُنُبِ عَلٰى غُسْلِ يَدَيْهِ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّأْكُلَ

১৬৪-অনুচ্ছেদ ঃ নাপাক ব্যক্তি আহার করতে চাইলে সংক্ষেপে তার উভয় হাত ধৌত করাই যথেষ্ট।

٢٥٧- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّاَ وَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَّأْكُلَ غَسَلَ يَدَيْهِ .

২৫৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাপাক অবস্থায় ঘুমাতে চাইলে উযু করতেন এবং আহার করার ইচ্ছা করলে তাঁর উভয় হাত ধৌত করতেন।

بَابُ اقْتِصَارِ الْجُنُبِ عَلَى غَسْلِ يَدَيْهِ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّشْرَبَ

১৬৫-অনুচ্ছেদঃ নাপাক ব্যক্তি পান করতে চাইলে শুধু উভয় হাত ধৌত করবে।

٢٥٨- اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَّأْكُلَ اَوْ يَشْرَبَ قَالَتْ غَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ .

২৫৮। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাপাক অবস্থায় ঘুমাতে চাইলে উযু করতেন এবং পানাহার করতে চাইলে উভয় হাত ধৌত করে পানাহার করতেন।

بَابُ وُضُوْءِ الْجُنُبِ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّنَامَ

১৬৬-অনুচ্ছেদ ঃ নাপাক ব্যক্তি ঘুমাতে চাইলে উযু করবে।

٢٥٩- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوْءَهُ لِلصَّلٰوةِ قَبْلَ اَنْ يَّنَامَ .

২৫৯। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাপাক অবস্থায় যদি ঘুমাতে ইচ্ছা করতেন তবে ঘুমানোর পূর্বে তাঁর নামাযের উযুর ন্যায় উযু করতেন।

٢٦٠- اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنِيْ نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَيَنَامُ اَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ قَالَ اِذَا تَوَضَّأَ .

২৬০। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। উমার (রা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের কেউ কি নাপাক অবস্থায় ঘুমাতে পারবে? তিনি বলেন ঃ যদি সে উযু করে নেয়।

بَابُ وُضُوْءِ الْجُنُبِ وَغَسْلِ ذَكَرِهِ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّنَامَ

১৬৭-অনুচ্ছেদ ঃ নাপাক ব্যক্তি ঘুমাতে চাইলে উযু করবে এবং লজ্জাস্থান ধৌত করবে।

٢٦١- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ذَكَرَ عُمَرُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ تُصِيْبُهُ الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ .

২৬১। ইবনে উমার (রা) বলেন, উমার (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উল্লেখ করেন যে, রাতে তিনি নাপাক হন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তুমি উযু করবে এবং লজ্জাস্থান ধৌত করবে, তারপর ঘুমাবে।

بَابُ فِي الْجُنُبِ اِذَا لَمْ يَتَوَضَّأْ

১৬৮-অনুচ্ছেদ ঃ নাপাক ব্যক্তি যদি উযু না করে।

٢٦٢- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ح وَاَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰ عَنْ شُعْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ عَنْ اَبِيْ زُرْعَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُجَيٍّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ صُوْرَةٌ وَلاَ كَلْبٌ وَلاَ جُنُبٌ .

২৬২। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ঘরে ছবি, কুকুর এবং নাপাক ব্যক্তি থাকে সে ঘরে ফেরেশতাগণ প্রবেশ করেন না।

بَابُ فِي الْجُنُبِ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّعُوْدَ

১৬৯-অনুচ্ছেদ ঃ নাপাক ব্যক্তি পুনরায় সহবাস করতে চাইলে।

٢٦٣- اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا اَرَادَ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّعُوْدَ تَوَضَّأَ .

২৬৩। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ পুনরায় সহবাস করতে চাইলে সে উযু করে নিবে।

بَابُ اِتْيَانِ النِّسَاءِ قَبْلَ اِحْدَاثِ الْغُسْلِ

১৭০-অনুচ্ছেদ ঃ নাপাকির গোসল না করে একাধিক স্ত্রীর সাথে সহবাস করা।

٢٦٤- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَيَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَاللَّفْظُ لاِسْحَاقَ قَالاَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيْلِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ طَافَ عَلٰى نِسَائِهِ فِيْ لَيْلَةٍ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ .

২৬৪। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক রাতে একই গোসলে তাঁর সকল স্ত্রীর নিকট গমন করেন।

٢٦٥- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَطُوْفُ عَلٰى نِسَائِهِ فِىْ غُسْلٍ وَّاحِدٍ .

২৬৫। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই গোসলে তাঁর স্ত্রীদের নিকট গমন করতেন।

بَابُ حَجْبِ الْجُنُبِ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْاٰنِ

১৭১-অনুচ্ছেদ ঃ নাপাক ব্যক্তির কুরআন তেলাওয়াত থেকে বিরত থাকা।

٢٦٦- اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلِمَةَ قَالَ اَتَيْتُ عَلِيًّا اَنَا وَرَجُلاَنِ فَقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْرُجُ مِنَ الْخَلاَءِ فَيَقْرَاُ الْقُرْاٰنَ وَيَاْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ وَلَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ عَنِ الْقُرْاٰنِ شَىْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَةَ .

২৬৬। আবদুল্লাহ ইবনে সালামা (র) বলেন, আমি এবং দুই ব্যক্তি আলী (রা)-এর নিকট এলাম। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানা থেকে ফিরে এসে কুরআন পড়তেন এবং আমাদের সাথে গোশত খেতেন। গোসল জনিত নাপাক অবস্থা ব্যতীত তাঁকে কোন কিছুই কুরআন তিলাওয়াত থেকে বিরত রাখতো না।

٢٦٧- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَحْمَدَ اَبُوْ يُوْسُفَ الصَّيْدَلاَنِىُّ الرَّقِّىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلِمَةَ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَاُ الْقُرْاٰنَ عَلٰى كُلِّ حَالٍ اِلاَّ الْجَنَابَةَ .

২৬৭। আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোসল অপরিহার্য হওয়ার মতো নাপাক অবস্থা ব্যতীত সর্বাবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত করতেন।

بَابُ مُمَاسَّةِ الْجُنُبِ وَمُجَالَسَتِهِ

১৭২-অনুচ্ছেদ ঃ নাপাক ব্যক্তিকে স্পর্শ করা ও তার সাথে বসা।

٢٦٨- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الشَّيْبَانِىِّ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا لَقِىَ الرَّجُلَ مِنْ اَصْحَابِهِ مَاسَحَهُ وَدَعَا لَهُ قَالَ فَرَاَيْتُهُ يَوْمًا بُكْرَةً فَحِدْتُ عَنْهُ ثُمَّ اَتَيْتُهُ حِيْنَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ فَقَالَ اِنِّىْ

رَاَيْتُكَ فَحِدْتَ عَنِّيْ فَقُلْتُ اِنِّي كُنْتُ جُنُبًا فَخَشِيْتُ اَنْ تَمَسَّنِيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْمُسْلِمَ لاَ يَنْجُسُ .

২৬৮। হুযায়ফা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই তাঁর সাহাবীগণের কারো সাথে সাক্ষাত করতেন, তার সাথে মুসাফাহা করতেন এবং তার জন্য দোয়া করতেন। রাবী বলেন, একদিন ভোরে আমি তাঁকে দেখে দূরে সরে গেলাম। অতঃপর কিছু বেলা হলে আমি তাঁর নিকট এলাম। তখন তিনি বলেন ঃ নিশ্চয় আমি তোমাকে দেখেছি এবং তুমি আমার থেকে দূরে সরে গিয়েছো। আমি বললাম, আমি নাপাক অবস্থায় ছিলাম। আমার আশংকা হলো যে, আপনি আমাকে স্পর্শ করবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ নিশ্চয় মুসলমান ব্যক্তি (অস্পৃশ্যবৎ) নাপাক হয় না।

٢٦٩- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَخْبَرَنَا يَحْىٰ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ قَالَ حَدَّثَنِيْ وَاصِلٌ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَقِيَهُ وَهُوَ جُنُبٌ فَاَهْوٰى اِلَيَّ فَقُلْتُ اِنِّيْ جُنُبٌ فَقَالَ اِنَّ الْمُسْلِمَ لاَ يَنْجُسُ .

২৬৯। হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তার নাপাক অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সঙ্গে সাক্ষাত করলেন। তিনি আমার দিকে ধাবিত হলে আমি বললাম, আমি নাপাক অবস্থায় আছি। তিনি বলেন ঃ মুসলমান ব্যক্তি নাপাক হয় না।

٢٧٠- اَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ وَهُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ بَكْرٍ عَنْ اَبِيْ رَافِعٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَقِيَهُ فِيْ طَرِيْقٍ مِّنْ طُرُقِ الْمَدِيْنَةِ وَهُوَ جُنُبٌ فَانْسَلَّ عَنْهُ فَاغْتَسَلَ فَفَقَدَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ اَيْنَ كُنْتَ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّكَ لَقِيْتَنِيْ وَاَنَا جُنُبٌ فَكَرِهْتُ اَنْ اُجَالِسَكَ حَتّٰى اَغْتَسِلَ فَقَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ اِنَّ الْمُؤْمِنَ لاَ يَنْجُسُ .

২৭০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। মদীনার কোন এক রাস্তায় তার সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাত হলো। তখন তিনি নাপাক অবস্থায় ছিলেন। তাই তিনি সন্তর্পণে সরে পড়লেন এবং গোসল করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে হারিয়ে ফেললেন। তিনি ফিরে এলে তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ হে আবু হুরায়রা! তুমি কোথায় গিয়েছিলে? তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার সাথে যখন আপনার সাক্ষাত হয়েছিলো তখন আমি নাপাক অবস্থায় ছিলাম। আমি গোসল না করে আপনার সাথে বসা সমীচীন মনে করিনি। তিনি বলেন ঃ সুবহানাল্লাহ! মুমিন ব্যক্তি (অস্পৃশ্যবৎ) নাপাক হয় না।

بَابُ اسْتِخْدَامِ الْحَائِضِ

১৭৩-অনুচ্ছেদ ঃ হায়েযগ্রস্ত নারীর সেবা গ্রহণ।

٢٧١- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُوْ حَازِمٍ قَالَ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الْمَسْجِدِ اِذْ قَالَ يَا عَائِشَةُ نَاوِلِيْنِى الثَّوْبَ فَقَالَتْ اِنِّى لاَ اُصَلِّىْ قَالَ اِنَّهُ لَيْسَ فِىْ يَدِكِ فَتَنَاوَلَتْهُ .

২৭১। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে ছিলেন। তখন তিনি বলেন ঃ হে আয়েশা! আমাকে কাপড়টি দাও। তিনি বলেন, আমি তো নামায পড়ি না। তিনি বলেন ঃ নিশ্চয় তা (ঋতু জনিত নাপাক) তোমার হাতে নয়। অতএব তিনি কাপড়টি তাঁকে দিলেন।

٢٧٢- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ ح وَاَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَاوِلِيْنِى الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَتْ اِنِّىْ حَائِضٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَتْ حَيْضَتُكِ فِىْ يَدِكِ .

২৭২। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ মসজিদ থেকে আমাকে পাটিটি এনে দাও। তিনি বলেন, আমি তো হায়েযগ্রস্ত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমার হায়েয তো তোমার হাতে নয়।

٢٧٣- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ .

২৭৩। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র)-আবু মুআবিয়া-আমাশ (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ بَسْطِ الْحَائِضِ الْخُمْرَةَ فِى الْمَسْجِدِ

১৭৪-অনুচ্ছেদ ঃ হায়েযগ্রস্ত নারীর মসজিদে চাটাই বিছানো।

٢٧٤- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْبُوْذٍ عَنْ اُمِّهِ اَنَّ مَيْمُوْنَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَضَعُ رَاْسَهُ فِىْ حِجْرِ اِحْدَانَا فَيَتْلُو الْقُرْاٰنَ وَهِىَ حَائِضٌ وَتَقُوْمُ اِحْدَانَا بِالْخُمْرَةِ اِلَى الْمَسْجِدِ فَتَبْسُطُهَا وَهِىَ حَائِضٌ .

২৭৪। মায়মূনা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মাথা আমাদের কারো হায়েযগ্রস্ত অবস্থায় তার কোলের মধ্যে রেখে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। আর আমাদের কেউ হায়েযগ্রস্ত অবস্থায় (বাইরে থেকে টানা দিয়ে) মসজিদে চাটাই বিছিয়ে দিতেন।

بَابُ فِي الَّذِيْ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ وَرَأْسَهُ فِيْ حِجْرِ امْرَءَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ

১৭৫-অনুচ্ছেদ ঃ হায়েযগ্রস্ত স্ত্রীর কোলে মাথা রেখে কুরআন তিলাওয়াত করা।

٢٧٥- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَأْسُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ حِجْرِ اِحْدَانَا وَهِيَ حَائِضٌ وَهُوَ يَتْلُو الْقُرْاٰنَ .

২৭৫। আয়েশা (রা) বলেন, আমাদের মধ্যে হায়েযগ্রস্ত কোন স্ত্রীর কোলে মাথা রেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন তিলাওয়াত করতেন।

بَابُ غُسْلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا

১৭৬-অনুচ্ছেদ ঃ হায়েযগ্রস্ত স্ত্রীর স্বামীর মাথা ধুয়ে দেয়া।

٢٧٦- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيٰ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَنْصُوْرٌ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُوْمِئُ اِلَيَّ رَاْسَهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَاَغْسِلُهُ وَاَنَا حَائِضٌ .

২৭৬। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইতিকাফরত অবস্থায় আমার দিকে তাঁর মাথা বাড়িয়ে দিতেন এবং আমি হায়েযগ্রস্ত অবস্থায় তা ধুয়ে দিতাম।

٢٧٧- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ وَذَكَرَ اٰخَرُ عَنْ اَبِي الْاَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُخْرِجُ اِلَيَّ رَاْسَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَهُوَ مُجَاوِرٌ فَاَغْسِلُهُ وَاَنَا حَائِضٌ .

২৭৭। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইতিকাফরত অবস্থায় মসজিদ থেকে তাঁর মাথা আমার দিকে বের করে দিতেন এবং আমি হায়েযগ্রস্ত অবস্থায় তা ধুয়ে দিতাম।

٢٧٨- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَأَنَا حَائِضٌ .

২৭৮। আয়েশা (রা) বলেন, আমি হায়েযগ্রস্ত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথা আঁচড়িয়ে দিতাম।

٢٧٩- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَّالِكٍ ح وَأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَ ذٰلِكَ .

২৭৯। কুতায়বা ইবনে সাঈদ............ আয়েশা (রা) সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ مُوَاكَلَةِ الْحَائِضِ وَالشُّرْبِ مِنْ سُؤْرِهَا

১৭৭-অনুচ্ছেদ ঃ হায়েযগ্রস্ত নারীর সাথে আহার করা এবং তার অবশিষ্ট পানীয় পান করা।

٢٨٠- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ وَهُوَ ابْنُ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ شُرَيْحٍ عَنْ عَائِشَةَ سَأَلْتُهَا هَلْ تَأْكُلُ الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا وَهِيَ طَامِثٌ قَالَتْ نَعَمْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْعُوْنِيْ فَآكُلُ مَعَهُ وَأَنَا عَارِكٌ وَكَانَ يَأْخُذُ الْعَرْقَ فَيُقْسِمُ عَلَيَّ فِيْهِ فَأَعْتَرِقُ مِنْهُ ثُمَّ أَضَعُهُ فَيَأْخُذُهُ فَيَعْتَرِقُ مِنْهُ وَيَضَعُ فَمَهُ حَيْثُ وَضَعْتُ فَمِيْ مِنَ الْعَرْقِ وَيَدْعُوْ بِالشَّرَابِ فَيُقْسِمُ عَلَيَّ فِيْهِ قَبْلَ أَنْ يَّشْرَبَ مِنْهُ فَآخُذُهُ فَأَشْرَبُ مِنْهُ ثُمَّ أَضَعُهُ فَيَأْخُذُهُ فَيَشْرَبُ مِنْهُ وَيَضَعُ فَمَهُ حَيْثُ وَضَعْتُ فَمِيْ مِنَ الْقَدَحِ .

২৮০। শুরায়হ (র) থেকে বর্ণিত। আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, হায়েযগ্রস্ত স্ত্রী কি তার স্বামীর সাথে একত্রে আহার করতে পারে? তিনি বলেন, হাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ডাকতেন এবং আমি হায়েযগ্রস্ত অবস্থায় তাঁর সাথে আহার করতাম। আর তিনি হাড় নিতেন এবং বলতেন, আল্লাহ্‌র কসম, তুমি আগে আহার করো। আমি তার কিছু অংশ চোষতাম, অতঃপর তা রেখে দিতাম। তিনি তা নিয়ে আমার মুখ লাগানো স্থানে তাঁর মুখ লাগিয়ে চোষতেন। আর তিনি পানীয় আনতে বলতেন এবং আল্লাহ্‌র শপথ করে আমাকে বলতেন ঃ তুমি আগে পান করো। আমি পাত্রটি নিয়ে তা

থেকে পান করতাম এবং আমি রেখে দিলে তিনি তা উঠিয়ে নিয়ে আমার মুখ লাগানো স্থানে তাঁর মুখ লাগিয়ে পান করতেন।

٢٨١- اَخْبَرَنَا اَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو عَنِ الْاَعْمَشِ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَضَعُ فَاهُ عَلَى الْمَوْضِعِ الَّذِىْ اَشْرَبُ مِنْهُ فَيَشْرَبُ مِنْ فَضْلِ سُؤْرِىْ وَاَنَا حَائِضٌ .

২৮১। আয়েশা (রা) বলেন, আমি হায়েযগ্রস্ত অবস্থায় পাত্রের যে স্থানে মুখ লাগিয়ে পান করতাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই স্থানে তাঁর মুখ লাগিয়ে আমার পানের অবশিষ্ট পানীয় পান করতেন।

بَابُ الْاِنْتِفَاعِ بِفَضْلِ الْحَائِضِ

১৭৮-অনুচ্ছেদ ঃ হায়েযগ্রস্ত নারীর অবশিষ্ট খাদ্য কাজে লাগানো।

٢٨٢- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مِسْعَرٍ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُنَاوِلُنِى الْاِنَاءَ فَاَشْرَبُ مِنْهُ وَاَنَا حَائِضٌ ثُمَّ اُعْطِيْهِ فَيَتَحَرّٰى مَوْضِعَ فَمِىْ فَيَضَعُهُ عَلٰى فِيْهِ .

২৮২। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে পানপাত্র এগিয়ে দিতেন। আমি হায়েযগ্রস্ত অবস্থায় তা থেকে পান করতাম, অতঃপর তাঁকে পাত্রটি দিতাম। তিনি আমার পান করার জায়গা খুঁজে সেখানে তাঁর মুখ লাগিয়ে পান করতেন।

٢٨٣- اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ وَسُفْيَانُ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَشْرَبُ وَاَنَا حَائِضٌ وَّاُنَاوِلُهُ النَّبِىَّ ﷺ فَيَضَعُ فَاهُ عَلٰى مَوْضِعِ فِىَّ فَيَشْرَبُ وَاَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ وَاَنَا حَائِضٌ وَاُنَاوِلُهُ النَّبِىَّ ﷺ فَيَضَعُ فَاهُ عَلٰى مَوْضِعِ فِىَّ .

২৮৩। আয়েশা (রা) বলেন, আমি হায়েযগ্রস্ত অবস্থায় পাত্র থেকে পান করতাম এবং তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দিতাম। তিনি আমার পান করার স্থানে তাঁর মুখ লাগিয়ে পান করতেন। আমি হায়েযগ্রস্ত অবস্থায় হাড় চোষার পর তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দিতাম। তিনি আমার মুখ রাখার স্থানে তাঁর মুখ লাগিয়ে তা চোষতেন।

بَابُ مُضَاجَعَةِ الْحَائِضِ

১৭৯-অনুচ্ছেদ ঃ হায়েযগ্রস্ত নারীর সাথে ঘুমানো।

٢٨٤- اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ ح وَاَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ ابْنُ سَعِيْدٍ وَاِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالاَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنِى اَبِىْ عَنْ يَحْىٰ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ اَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ اَبِىْ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ اَنَّ اُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهَا قَالَتْ بَيْنَمَا اَنَا مُضْطَجِعَةٌ مَّعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى الْخَمِيْلَةِ اِذْ حِضْتُ فَانْسَلَلْتُ فَاَخَذْتُ ثِيَابَ حَيْضَتِىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَفِسْتِ قُلْتُ نَعَمْ فَدَعَانِىْ فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِى الْخَمِيْلَةِ .

২৮৪। উম্মু সালামা (রা) বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে একই বিছানায় শোয়া ছিলাম। তখন আমার হায়েয শুরু হলো। আমি পৃথক হয়ে আমার হায়েযের কাপড় পরিধান করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি কি হায়েযগ্রস্ত হয়েছো? আমি বললাম, হাঁ। তিনি আমাকে ডাকলেন এবং আমি তাঁর সাথে একই বিছানায় ঘুমালাম।

٢٨٥- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ صُبْحٍ قَالَ سَمِعْتُ خِلاَسًا يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَبِيْتُ فِى الشِّعَارِ الْوَاحِدِ وَاَنَا طَامِثٌ اَوْ حَائِضٌ فَاِنْ اَصَابَهُ مِنِّىْ شَىْءٌ غَسَلَ مَكَانَهُ وَلَمْ يَعْدُهُ وَصَلّٰى فِيْهِ ثُمَّ يَعُوْدُ فَاِنْ اَصَابَهُ مِنِّىْ شَىْءٌ فَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ وَلَمْ يَعْدُهُ وَصَلّٰى فِيْهِ .

২৮৫। আয়েশা (রা) বলেন, হায়েযগ্রস্ত অবস্থায় আমি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে একই বিছানায় ঘুমাতাম। আমার কোন কিছু তাঁর পরিধেয় বস্ত্রে লেগে গেলে তিনি ঐ স্থান ধুয়ে নিতেন, পোশাক বদলাতেন না এবং ঐ পোশাকেই তিনি নামায পড়তেন। আবার তিনি বিছানায় ফিরে আসতেন এবং আমার কোন কিছু তাঁর পোশাকে লেগে গেলে তিনি তা ধুয়ে নিতেন, পোশাক বদলাতেন না এবং সেই পোশাকেই নামায পড়তেন।

بَابُ مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ

১৮০-অনুচ্ছেদ ঃ হায়েযগ্রস্তার সাথে একত্রে শয়ন করা।

٢٨٦- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيْلَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاْمُرُ اِحْدَانَا اِذَا كَانَتْ حَائِضًا اَنْ تَشُدَّ اِزَارَهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا .

২৮৬। আয়েশা (রা) বলেন, আমাদের কেউ হায়েযগ্রস্ত হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে শক্তভাবে পায়জামা পরার আদেশ দিতেন। তারপর তিনি তার সাথে রাত যাপন করতেন।

٢٨٧- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ اِحْدَانَا اِذَا حَاضَتْ اَمَرَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ تَتَّزِرَ ثُمَّ يُبَاشِرُهَا .

২৮৭। আয়েশা (রা) বলেন, আমাদের কেউ হায়েযগ্রস্ত হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তার পায়জামা পরিধান করতে বলতেন। তারপর তিনি তার সাথে একত্রে ঘুমাতেন।

٢٨٨- اَخْبَرَنَا الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ وَاللَّيْثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حَبِيْبٍ مَوْلٰى عُرْوَةَ عَنْ بُدَيَّةَ وَكَانَ اللَّيْثُ يَقُوْلُ نَدَبَةَ مَوْلَاةِ مَيْمُوْنَةَ عَنْ مَيْمُوْنَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُبَاشِرُ الْمَرْاَةَ مِنْ نِسَائِهِ وَهِىَ حَائِضٌ اِذَا كَانَ عَلَيْهَا اِزَارٌ يَبْلُغُ اَنْصَافَ الْفَخِذَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ فِىْ حَدِيْثِ اللَّيْثِ مُحْتَجِزَةً بِهِ .

২৮৮। মায়মূনা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর যে কোন হায়েযগ্রস্ত স্ত্রীর সাথে একত্রে ঘুমাতেন, যদি তার পরনে পাজামা থাকতো যা হাঁটু ও রানের মধ্যস্থল পর্যন্ত পৌঁছে। লাইসের বর্ণনায় আছে, তিনি (সহধর্মিণী) ঐ পাজামা দ্বারা (বিশেষ অঙ্গ) আবৃত করতেন।

بَابُ تَاوِيْلِ قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ

১৮১-অনুচ্ছেদ ঃ মহামহিম আল্লাহ্র বাণী ঃ "লোকজন তোমাকে রজঃস্রাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে" (২ ঃ ২২২)-এর ব্যাখ্যা।

٢٨٩- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَتِ الْيَهُوْدُ اِذَا حَاضَتِ الْمَرْاَةُ مِنْهُمْ لَمْ يُؤَاكِلُوْهُنَّ وَلَمْ يُشَارِبُوْهُنَّ وَلَمْ يُجَامِعُوْهُنَّ فِى الْبُيُوْتِ فَسَاَلُوْا نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ اَذًا الْاٰيَةَ فَاَمَرَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُؤَاكِلُوْهُنَّ وَيُشَارِبُوْهُنَّ وَيُجَامِعُوْهُنَّ فِى الْبُيُوْتِ وَاَنْ يَصْنَعُوْا بِهِنَّ كُلَّ شَىْءٍ مَا خَلاَ الْجِمَاعَ فَقَالَتِ الْيَهُوْدُ مَا يَدَعُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَيْئًا مِّنْ اَمْرِنَا اِلاَّ خَالَفَنَا فَقَامَ اُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ فَاَخْبَرَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَقَالاَ اَنُجَامِعُهُنَّ فِى الْحَيْضِ فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تَمَعُّرًا شَدِيْدًا حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهُ قَدْ غَضِبَ عَلَيْهِمَا فَقَامَا فَاسْتَقْبَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَدِيَّةَ لَبَنٍ فَبَعَثَ فِىْ اٰثَارِهِمَا فَرَدَّهُمَا فَسَقَاهُمَا فَعَرَفَا اَنَّهُ لَمْ يَغْضَبْ عَلَيْهِمَا .

২৮৯। আনাস (রা) বলেন, ইহূদীদের স্ত্রীরা ঋতুবতী হলে তারা তাদের সাথে একত্রে পানাহার করতো না এবং এক ঘরে তাদের সাথে একত্রে বসবাস করতো না। সাহাবীগণ আল্লাহ্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন মহামহিম আল্লাহ আয়াত নাযিল করেন, "লোকে তোমাকে রজঃস্রাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলো, তা অশুচি" (২ ঃ ২২২)। অতএব রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের আদেশ করলেন তারা যেন তাদের স্ত্রীদের সাথে পানাহার ও ঘরে একত্রে বসবাস করে এবং তাদের সাথে সংগম ব্যতীত আর সব কিছু করে। এতে ইহূদীরা বললো, আমাদের রীতিনীতির কোনটিরই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিরোধিতা না করে ছাড়ছেন না। উসাইদ ইবনে হুদাইর ও আব্বাদ ইবনে বিশ্র (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গিয়ে কথাটি তাঁকে জানালেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, আমরা হায়েয অবস্থায় স্ত্রীদের সাথে সহবাস করবো কি? এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা বেশ রক্তিম বর্ণ ধারণ করলো। আমরা বুঝতে পারলাম যে, তিনি তাদের উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন এবং উভয়ে সেখান থেকে উঠে গেলেন। ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু দুধের উপঢৌকন গ্রহণ করলেন।

তখন তিনি সাহাবীদ্বয়কে ফেরত ডেকে আনতে পাঠান। তাদের ডেকে আনা হলে তিনি তাদের দুধ পান করান। তারা বুঝলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হননি।

بَابُ مَا يُجِبُ عَلٰى مَنْ اَتٰى حَلِيْلَتَهُ فِى حَالِ حَيْضَتِهَا بَعْدَ عِلْمِهِ بِنَهْىِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ وَطْئِهَا

১৮২-অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তি মহামহিম আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা জানা সত্ত্বেও হায়েয অবস্থায় সঙ্গম করলে তার উপর যা ওয়াজিব হয়।

২৯٠- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فِى الرَّجُلِ يَاْتِىْ اِمْرَاَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِدِيْنَارٍ اَوْ بِنِصْفِ دِيْنَارٍ .

২৯০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি হায়েয অবস্থায় স্ত্রীসঙ্গম করে সে এক দীনার অথবা অর্ধ দীনার সদাকা (দান-খয়রাত) করবে।

بَابُ مَا تَفْعَلُ الْمُحْرِمَةُ اِذَا حَاضَتْ

১৮৩-অনুচ্ছেদ ঃ ইহ্রামধারী মহিলা হায়েযগ্রস্ত হলে কি করবে?

২৯১-اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لاَ نُرٰى اِلاَّ الْحَجَّ فَلَمَّا كَانَ بِسَرِفَ حِضْتُ فَدَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا اَبْكِىْ فَقَالَ مَا لَكِ اَنَفِسْتِ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ هٰذَا اَمْرٌ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلٰى بَنَاتِ اٰدَمَ فَاقْضِىْ مَا يَقْضِى الْحَاجُّ غَيْرَ اَنْ لاَّ تَطُوْفِىْ بِالْبَيْتِ وَضَحّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ نِسَاءِهِ بِالْبَقَرِ .

২৯১। আয়েশা (রা) বলেন, আমরা হজ্জের উদ্দেশে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে রওয়ানা হলাম। আমরা সারিফ নামক স্থানে পৌঁছলে আমার হায়েয শুরু হলো। আমার কান্নারত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট আসেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন ঃ তোমার কি হয়েছে? তোমার কি হায়েয হয়েছে? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বলেন ঃ তা এমন একটি বিষয় যা মহামহিম আল্লাহ আদম-কন্যাদের জন্য অবধারিত করেছেন। অতএব তুমি হাজ্জীদের অনুরূপ হজ্জের সকল অনুষ্ঠান পালন করো, তবে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করো না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের পক্ষ থেকে গরু কোরবানী করেন।

بَابُ مَا تَفْعَلُ النُّفَسَاءُ عِنْدَ الْاِحْرَامِ

১৮৪-অনুচ্ছেদ ঃ ইহরাম অবস্থায় নিফাসগ্রস্ত নারীরা কি করবে?

٢٩٢- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَيَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالُوْا اَخْبَرَنَا يَحْىٰ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ قَالَ اَتَيْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ فَسَاَلْنَاهُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِىِّ ﷺ فَحَدَّثَنَا اَنَّ رَسُوْلَ للّٰه ﷺ خَرَجَ لِخَمْسٍ بَقِيْنَ مِنْ ذِى الْقَعْدَةِ وَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتّٰى اِذَا اَتٰى ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلَدَتْ اَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ اَبِىْ بَكْرٍ فَاَرْسَلَتْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ اَصْنَعُ قَالَ اغْتَسِلِىْ وَاسْتَثْفِرِىْ ثُمَّ اَهِلِّىْ .

২৯২। জাফর ইবনে মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমাকে আমার পিতা বলেছেন, আমরা জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-এর নিকট এসে তাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (বিদায়) হজ্জ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি আমাদের নিকট বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুলকাদা মাসের পাঁচ দিন অবশিষ্ট থাকতে হজ্জের উদ্দেশে রওয়ানা হন। আমরাও তাঁর সাথে রওয়ানা হলাম। শেষে তিনি যুল-হুলায়ফা নামক স্থানে পৌঁছলে আসমা বিনতে উমাইস (রা) মুহাম্মাদ ইবনে আবু বাক্‌রকে প্রসব করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞেস করে পাঠান, আমি এখন কি করবো? তিনি বলেন ঃ তুমি গোসল করো, তারপর পট্টি বেঁধে নাও এবং ইহরাম বাঁধো।

بَابُ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيْبُ الثَّوْبَ

১৮৫-অনুচ্ছেদ ঃ হায়েযের রক্ত কাপড়ে লাগলে।

٢٩٣- اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىٰ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُو الْمِقْدَامِ ثَابِتُ الْحَدَّادُ عَنْ عَدِىِّ بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ اُمَّ قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنٍ اَنَّهَا سَاَلَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيْبُ الثَّوْبَ قَالَ حُكِّيْهِ بِضِلَعٍ وَاغْسِلِيْهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ .

২৯৩। আদী ইবনে দীনার (র) বলেন, মিহসান-কন্যা উম্মু কায়েস (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হায়েযের রক্ত কাপড়ে লাগার বিষয়ে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন ঃ হাত দ্বারা তা ঘষে নিবে এবং কুলপাতা মিশ্রিত পানি দ্বারা ধুয়ে ফেলবে।

٢٩٤- اَخْبَرَنَا يَحْىَ بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرَبِىٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ وَكَانَتْ تَكُوْنُ فِىْ حُجْرِهَا اَنَّ امْرَاَةً اسْتَفْتَتِ النَّبِىَّ ﷺ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيْبُ الثَّوْبَ فَقَالَ حُتِّيْهِ ثُمَّ اقْرُصِيْهِ بِالْمَاءِ ثُمَّ انْضَحِيْهِ وَصَلِّىْ فِيْهِ .

২৯৪। আবু বাক্‌র-কন্যা আসমা (রা) থেকে বর্ণিত। এক মহিলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কাপড়ে লাগা হায়েযের রক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। তিনি বলেন ঃ তা ঘর্ষণ করার পর পানি দ্বারা রগড়াবে এবং তা পরে নামায পড়বে।

بَابُ الْمَنِىِّ يُصِيْبُ الثَّوْبَ

১৮৬-অনুচ্ছেদ ঃ কাপড়ে বীর্য লাগলে।

٢٩٥- اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ اَبِىْ سُفْيَانَ اَنَّهُ سَاَلَ اُمَّ حَبِيْبَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ ﷺ هَلْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ فِى الثَّوْبِ الَّذِىْ كَانَ يُجَامِعُ فِيْهِ قَالَتْ نَعَمْ اِذَا لَمْ يَرٰى فِيْهِ اَذًى .

২৯৫। মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মু হাবীবা (রা)-কে জিজ্ঞেস করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কাপড় পরিহিত অবস্থায় সহবাস করতেন তা পরিধান করে কি তিনি নামায পড়তেন। তিনি বলেন, হাঁ, যদি তিনি তাতে কোন নাপাকী না দেখতেন।

بَابُ غَسْلِ الْمَنِىِّ مِنَ الثَّوْبِ

১৮৭-অনুচ্ছেদ ঃ কাপড় থেকে বীর্য ধৌত করা।

٢٩٦- اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ الْجَزَرِىِّ عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ يَسَارٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَغْسِلُ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَيَخْرُجُ اِلَى الصَّلٰوةِ وَاِنَّ بُقَعَ الْمَاءِ لَفِىْ ثَوْبِهِ .

২৯৬। আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাপড় থেকে সহবাসজনিত নাপাকী ধুয়ে দিতাম। তারপর তিনি সেই ভিজা কাপড় পরে নামাযের জন্য বের হয়ে যেতেন।

بَابُ فَرْكِ الْمَنِيِّ مِنَ الثَّوْبِ

১৮৮-অনুচ্ছেদ ঃ কাপড় থেকে বীর্য খুঁটে তুলে ফেলা।

٢٩٧- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَبِىْ هَاشِمٍ عَنْ اَبِىْ مِجْلَزٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَفْرُكُ الْجَنَابَةَ وَقَالَتْ مَرَّةً اُخْرٰى الْمَنِىَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

২৯৭। আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাপড় থেকে সহবাসজনিত নাপাকী বা বীর্য খুঁটে তুলে ফেলতাম।

٢٩٨- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ الْحَكَمُ اَخْبَرَنِىْ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ رَاَيْتُنِىْ وَمَا اَزِيْدُ عَلٰى اَنْ اَفْرُكَهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

২৯৮। আয়েশা (রা) বলেন, আমার মনে আছে যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাপড় থেকে সহবাসজনিত নাপাকী খুঁটে তুলে ফেলার অতিরিক্ত কিছু করতাম না।

٢٩٩- اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَنَا اَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

২৯৯। আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাপড় থেকে তা (বীর্য) খুঁটে তুলে ফেলতাম।

٣٠٠- اَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ يَحْىَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَرَاهُ فِىْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَحُكُّهُ .

৩০০। আয়েশা (রা) বলেন, আমার মনে পড়ে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাপড়ে নাপাকী (বীর্য) দেখতাম এবং তা খুঁটে তুলে ফেলতাম।

٣٠١- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ عَنْ اَبِىْ مَعْشَرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ رَاَيْتُنِىْ اَفْرُكُ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

৩০১। আয়েশা (রা) বলেন, আমার মনে পড়ে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাপড় থেকে নাপাকী খুঁটে তুলে ফেলতাম।

٣٠٢-اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَامِلٍ الْمَرْوَزِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَاَيْتُنِىْ اَجِدُهُ فِىْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَحُتُّهُ عَنْهُ.

৩০২। আয়েশা (রা) বলেন, আমার মনে পড়ে যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাপড়ে তা (বীর্য) দেখতাম এবং তা থেকে তা খুঁটে তুলে ফেলতাম।

بَابُ بَوْلِ الصَّبِىِّ الَّذِىْ لَمْ يَاْكُلِ الطَّعَامَ

১৮৯-অনুচ্ছেদ ঃ যে শিশু শক্ত খাবার গ্রহণে অভ্যস্ত হয়নি তার পেশাব।

٣٠٣- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ اُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ اَنَّهَا اَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيْرٍ لَمْ يَاْكُلِ الطَّعَامَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَجْلَسَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ حِجْرِهِ فَبَالَ عَلٰى ثَوْبِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ.

৩০৩। মিহ্‌সান-কন্যা উম্মু কায়েস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তার শিশু পুত্রসহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলেন। সে তখনও শুক্ত খাবার ধরেনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিজের কোলে বসালেন এবং সে তাঁর কাপড়ে পেশাব করে দেয়। তিনি পানি আনিয়ে তা কাপড়ে ছিটিয়ে দিলেন, কিন্তু তা ধৌত করেননি।

٣٠٤- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِصَبِىٍّ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَاَتْبَعَهُ اِيَّاهُ.

৩০৪। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একটি শিশুকে আনা হলো। সে তাঁর কোলে পেশাব করে দিলে তিনি পানি আনালেন এবং তা পেশাবের উপর ঢেলে দিলেন।

بَابُ بَوْلِ الْجَارِيَةِ

১৯০-অনুচ্ছেদ ঃ ছোট বালিকার পেশাব।

٣٠٥- اَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُحِلُّ بْنُ خَلِيْفَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُو السَّمْحِ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ.

৩০৫। আবুস সাম্‌হ (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মেয়ে শিশুর পেশাব ধুয়ে ফেলতে হবে এবং ছেলে শিশুর পেশাবের উপর পানি ছিটালেই চলবে।[৪]

بَابُ بَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ

১৯১-অনুচ্ছেদ ঃ হালাল পশুর পেশাব।

٣٠٦- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ اَنَّ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ اَنَّ اُنَاسًا اَوْ رِجَالاً مِّنْ عُكْلٍ قَدِمُوْا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَتَكَلَّمُوْا بِالْاِسْلاَمِ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا اَهْلُ ضَرْعٍ وَلَمْ نَكُنْ اَهْلَ رِيْفٍ وَاسْتَوْخَمُوا الْمَدِيْنَةَ فَاَمَرَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِذَوْدٍ وَرَاعٍ وَاَمَرَهُمْ اَنْ يَّخْرُجُوْا فِيْهَا فَيَشْرَبُوْا مِنْ اَلْبَانِهَا وَاَبْوَالِهَا فَلَمَّا صَحُّوْا وَكَانُوْا بِنَاحِيَةِ الْحَرَّةِ كَفَرُوْا بَعْدَ اِسْلاَمِهِمْ وَقَتَلُوْا رَاعِىَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ فَبَلَغَ النَّبِىَّ ﷺ فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِىْ اٰثَارِهِمْ فَاُتِىَ بِهِمْ فَسَمَرُوْا اَعْيُنَهُمْ وَقَطَعُوْا اَيْدِيَهُمْ وَاَرْجُلَهُمْ ثُمَّ تُرِكُوْا فِى الْحَرَّةِ عَلٰى حَالِهِمْ حَتّٰى مَاتُوْا .

৩০৬। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। উক্‌ল গোত্রের কতক লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে তাদের ইসলাম গ্রহণের কথা বলে। তারা বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা দুগ্ধবতী পশু পালের মালিক, আমরা কৃষিজীবি নই। মদীনার আবহাওয়া তাদের অনুকূল হলো না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে কিছু উট ও একজন রাখাল প্রদানের নির্দেশ দিলেন এবং তাদেরকে এর সাথে মদীনার বাইরে যেতে এবং উটের দুধ ও পেশাব পান করার নির্দেশ দিলেন। যখন তারা সুস্থ হয়ে গেলো এবং হাররা নামক স্থানের প্রান্ত সীমানায় ছিল, তারা ইসলাম ত্যাগ করলো এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাখালকে হত্যা করে উটগুলো লুণ্ঠন করে নিয়ে গেলো। এ খবর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছলে তিনি তাদের পিছনে অনুসন্ধানকারী দল পাঠালেন এবং তাদের গ্রেপ্তার করে আনা হলো। তারা তাদের চোখে লৌহ শলাকা গরম করে বিদ্ধ করেন এবং হাত-পা কেটে দেন। অতঃপর তাদেরকে হাররার জমিতে ঐ অবস্থায় ফেলে রাখা হলো। শেষে তারা মারা গেলো।

٣٠٧- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحِيْمِ قَالَ حَدَّثَنِىْ زَيْدُ ابْنُ اَبِىْ اُنَيْسَةَ عَنْ طَلْحَةَ ابْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ يَحْىَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَدِمَ اَعْرَابٌ مِّنْ عُرَيْنَةَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَاَسْلَمُوْا فَاجْتَوَوْا

৪. শিশু ছেলে বা মেয়ে যাই হোক, উভয়ের পেশাবই নাপাক। মহানবী (স) বলেছেন ঃ "তোমরা পেশাব থেকে সাবধান হও। কেননা কবরের সাধারণ শাস্তি পেশাবের কারণে হয়ে থাকে"। অতএব ছেলে-মেয়ে উভয়ের পেশাব উত্তমরূপে ধুয়ে দূর করতে হবে (অনুবাদক)।

الْمَدِيْنَةَ حَتّٰى اصْفَرَّتْ اَلْوَانُهُمْ وَعَظُمَتْ بُطُوْنُهُمْ فَبَعَثَ بِهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى لِقَاحٍ لَهُ وَاَمَرَهُمْ اَنْ يَّشْرَبُوْا مِنْ اَلْبَانِهَا وَاَبْوَالِهَا حَتّٰى صَحُّوْا فَقَتَلُوْا رَاعِيَهَا وَاسْتَاقُوا الْاِبِلَ فَبَعَثَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ فِىْ طَلَبِهِمْ فَاُتِىَ بِهِمْ فَقَطَعَ اَيْدِيَهُمْ وَاَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ اَعْيُنَهُمْ فَقَالَ اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ عَبْدُ الْمَلِكِ لِاَنَسٍ وَّهُوَ يُحَدِّثُهُ هٰذَا الْحَدِيْثَ بِكُفْرٍ اَمْ بِذَنْبٍ قَالَ بِكُفْرٍ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ لاَ نَعْلَمُ اَحَدًا قَالَ عَنْ يَحْىٰ عَنْ اَنَسٍ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ غَيْرَ طَلْحَةَ وَالصَّوَابُ عِنْدِىْ وَاللّٰهُ تَعَالٰى اَعْلَمُ يَحْىٰ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ مُرْسَلٌ .

৩০৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, উরায়না গোত্রের কতক বেদুইন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করলো। মদীনায় বসবাস তাদের জন্য অনুকূল হলো না। তাদের দেহের রং ফ্যাকাশে হয়ে গেলো এবং পেট স্ফীত হয়ে গেলো। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে নিজের দুগ্ধবতী উষ্ট্রীর পালে পাঠিয়ে দিলেন এবং তার দুধ ও পেশাব পান করার আদেশ দিলেন। এতে তারা সুস্থ হলো। অতঃপর তারা উটের রাখালকে হত্যা করে উটগুলো লুণ্ঠন করে নিয়ে গেলো। আল্লাহ্‌র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের গ্রেপ্তার করার জন্য লোক পাঠান। তাদের গ্রেপ্তার করে আনা হলে তিনি তাদের হাত-পা কেটে দেন এবং তাদের চোখ উৎপাটিত করেন। আমীরুল মুমিনীন আবদুল মালেক আনাস (রা)-এর নিকট এ হাদীস শুনে তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, এ শাস্তি কি কুফরের (ধর্মত্যাগ) জন্য না গুনাহের জন্য? তিনি বলেন, কুফরের জন্য।[৫]

بَابُ فَرْثِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ يُصِيْبُ الثَّوْبَ

১৯২-অনুচ্ছেদ ঃ হালাল পশুর গোবর কাপড়ে লাগলে।

٣٠٨- اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِى ابْنَ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ وَهُوَ ابْنُ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ فِىْ بَيْتِ الْمَالِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ عِنْدَ الْبَيْتِ وَمَلاَ ٌ مِّنْ قُرَيْشٍ جُلُوْسٌ وَقَدْ نَحَرُوْا جَزُوْرًا فَقَالَ بَعْضُهُمْ اَيُّكُمْ يَاْخُذُ هٰذَا الْفَرْثَ بِدَمِهِ ثُمَّ يُمْهِلُهُ حَتّٰى يَضَعَ وَجْهَهُ سَاجِدًا فَيَضَعُهُ يَعْنِىْ عَلٰى ظَهْرِهِ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَانْبَعَثَ

৫. ইমাম আবু হানীফা ও শাফিঈ (র)-সহ অধিকাংশ আলেমের মতে যে কোন জীবের পেশাবই নাপাক। রোগমুক্তির জন্য তা পান করাকে তারা মুবাহ্ (বৈধ) বলেছেন। ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে হালাল জীবের পেশাবও হালাল। মহানবী (স) তাঁর জীবদ্দশায় কেবল একবারই উপরোক্ত ধরনের কঠোর শাস্তি দিয়েছেন (অনুবাদক)।

اَشْقَاهَا فَاَخَذَ الْفَرْثَ فَذَهَبَ بِه ثُمَّ اَمْهَلَهُ فَلَمَّا خَرَّ سَاجِدًا وَضَعَهُ عَلٰى ظَهْرِه فَاُخْبِرَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهِىَ جَارِيَةٌ فَجَاءَتْ تَسْعٰى فَاَخَذَتْهُ مِنْ ظَهْرِه فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلٰوتِه قَالَ اَللّٰهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ اَللّٰهُمَّ عَلَيْكَ بِاَبِىْ جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ وَّشَيْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ وَعُتْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ وَعُقْبَةَ بْنِ اَبِىْ مُعَيْطٍ حَتّٰى عَدَّ سَبْعَةً مِّنْ قُرَيْشٍ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَوَالَّذِىْ اَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ لَقَدْ رَاَيْتُهُمْ صَرْعٰى يَوْمَ بَدْرٍ فِىْ قَلِيْبٍ وَّاحِدٍ .

৩০৮। আমর ইবনে মায়মূন (র) বলেন, আবদুল্লাহ (রা) আমাদের নিকট বায়তুল মাল সম্পর্কিত একটি হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইতুল্লাহ্র নিকট নামায পড়ছিলেন। তখন একদল কুরাইশ তথায় বসা ছিল। তারা একটি উট যবেহ করেছিল। তাদের কেউ বললো, তোমাদের কে এর রক্ত মাখা নাড়ি-ভূঁড়ি নিয়ে তার কাছে গিয়ে অপেক্ষা করতে পারে এবং সে যখন সিজদায় কপাল ঠেকাবে তখন তা তার পিঠের উপর রেখে দিবে? আবদুল্লাহ (রা) বলেন, এরপর তাদের সর্বনিকৃষ্ট ব্যক্তি প্রস্তুত হলো এবং নাড়ি-ভূঁড়ি হাতে নিয়ে অপেক্ষায় থাকলো। তিনি সিজদায় গেলে সে তা তাঁর পিঠের উপর রেখে দিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অল্প বয়স্কা কন্যা ফাতিমা (রা) খবর পেয়ে দৌড়ে এলেন এবং তাঁর পিঠ থেকে তা অপসারণ করেন। তিনি নামায শেষ করে তিনবার বলেনঃ "হে আল্লাহ! কুরাইশকে ধরো। হে আল্লাহ! আবু জাহ্ল ইবনে হিশাম, শায়বা ইবনে রবীআ, উতবা ইবনে রবীআ, উকবা ইবনে আবু মুয়াইত প্রমুখকে পাকড়াও করো"। তিনি একে একে কুরাইশদের সাতজনের নাম উল্লেখ করলেন। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, সেই সত্তার শপথ যিনি তাঁর উপর কুরআন নাযিল করেছেন! আমি তাদের সকলকে বদরের দিন এক গর্তে নিহত অবস্থায় নিক্ষিপ্ত দেখেছি।

بَابُ الْبُزَاقِ يُصِيْبُ الثَّوْبَ

১৯৩-অনুচ্ছেদ ঃ কাপড়ে থুথু লাগলে।

٣٠٩- اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَخَذَ طَرَفَ رِدَائِه فَبَصَقَ فِيْهِ فَرَدَّ بَعْضَهُ عَلٰى بَعْضٍ .

৩০৯। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চাদরের এক অংশ তুলে তাতে থুথু ফেলেন এবং তা অপর অংশের উপর চাপা দিলেন।

٣١٠- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مِهْرَانَ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ

فَلاَ يَبْزُقْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ عَنْ يَمِيْنِهِ وَلٰكِنْ عَنْ يَسَارِهِ اَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ وَالاَّ فَبَزَقَ النَّبِيُّ ﷺ هٰكَذَا فِي ثَوْبِهِ وَدَلَكَهُ .

৩১০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ 'তোমাদের কেউ যেন তার সামনে অথবা তার ডানে থুথু না ফেলে, বরং বামদিকে কিংবা পায়ের নিচে ফেলে'। অন্যথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে তাঁর কাপড়ে থুথু ফেলেন এবং তা ঘষে ফেলেন।

بَابُ بَدْءِ التَّيَمُّمِ

১৯৪-অনুচ্ছেদ ঃ তায়াম্মুমের সূচনা।

٣١١- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ بَعْضِ اَسْفَارِهِ حَتّٰى اِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ اَوْ ذَاتِ الْجَيْشِ انْقَطَعَ عِقْدٌ لِيْ فَاَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْتِمَاسِهِ وَاَقَامَ النَّاسَ مَعَهُ لَيْسُوْا عَلٰى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَاَتَى النَّاسُ اَبَا بَكْرٍ فَقَالُوْا اَلاَ تَرٰى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ اَقَامَتْ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَبِالنَّاسِ وَلَيْسُوْا عَلٰى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَجَاءَ اَبُوْ بَكْرٍ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاضِعٌ رَاْسَهُ عَلٰى فَخِذِيْ وَقَدْ نَامَ فَقَالَ حَبَسْتِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَالنَّاسَ وَلَيْسُوْا عَلٰى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ قَالَتْ عَائِشَةُ فَعَاتَبَنِيْ اَبُوْ بَكْرٍ وَقَالَ مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَقُوْلَ وَجَعَلَ يَطْعُنُ بِيَدِهِ فِيْ خَاصِرَتِيْ فَمَا مَنَعَنِيْ مِنَ التَّحَرُّكِ اِلاَّ مَكَانُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى فَخِذِيْ فَنَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اَصْبَحَ عَلٰى غَيْرِ مَاءٍ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اٰيَةَ التَّيَمُّمِ فَقَالَ اُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ مَا هِيَ بِاَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا اٰلَ اَبِيْ بَكْرٍ قَالَتْ فَبَعَثْنَا الْبَعِيْرَ الَّذِيْ كُنْتُ عَلَيْهِ فَوَجَدْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ .

৩১১। আয়েশা (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কোন এক সফরে রওয়ানা হলাম। আমরা যখন বাইদা অথবা যাতুল জায়েশ নামক স্থানে ছিলাম, তখন আমার একটি হার হারিয়ে গেলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সংগীগণ তার খোঁজে সেখানে অবস্থান করেন। তাদের অবস্থান পানির নিকটে ছিলো না এবং তাদের সাথেও পানি ছিলো না। অতএব লোকজন আবু বাক্‌র (রা)-এর নিকট এসে বললো, আপনি কি দেখছেন না, আয়েশা (রা) কি করেছেন?

তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এবং অন্যান্য লোকদের এমন স্থানে অবস্থানে বাধ্য করেছেন যেখানে কোন পানি নেই এবং লোকজনের সাথেও পানি নেই। আবু বাক্‌র (রা) এলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন আমার উরুর উপর মাথা রেখে ঘুমাচ্ছিলেন। আবু বাক্‌র (রা) বলেন, তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং অন্যান্য লোকদের এমন স্থানে আটকিয়ে রেখেছো যেখানে পানির কোন ব্যবস্থা নেই এবং তাদের সাথেও পানি নেই। আয়েশা (রা) বলেন, তিনি আমাকে খুব তিরস্কার করলেন এবং আল্লাহ্‌র মর্জি যা ইচ্ছা তাই বললেন। তিনি তার হাত দিয়ে আমার কোমড়ে খোঁচা দিতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীর আমার উরুর উপর থাকার কারণে আমি নড়াচড়া করতে পারছিলাম না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমিয়ে থাকলেন, এমনকি পানিহীন অবস্থায় ভোর হয়ে গেলো। তখন মহামহিম আল্লাহ তায়াম্মুমের আয়াত (৫ ঃ ৬) নাযিল করেন। উসাইদ ইবনে হুদাইর (রা) বলেন, হে আবু বাক্‌রের পরিজন! এটাই তোমাদের প্রথম বরকত নয়। আয়েশা (রা) বলেন, আমি যে উটে সওয়ার ছিলাম তা উঠালে আমরা তার পায়ের নিচে হারটি পেলাম।

بَابُ التَّيَمُّمِ فِى الْحَضَرِ

১৯৫-অনুচ্ছেদ ঃ মুকীম (নিজ এলাকায় উপস্থিত) ব্যক্তির তায়াম্মুম।

٣١٢- اَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ اَقْبَلْتُ اَنَا وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُوْنَةَ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى اَبِىْ جُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الْاَنْصَارِىِّ فَقَالَ اَبُوْ جُهَيْمٍ اَقْبَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ نَحْوِ بِئْرِ الْجَمَلِ وَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتَّى اَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ .

৩১২। ইবনে আব্বাস (রা)-এর মুক্তদাস উমায়ের (র) থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছেন, আমি এবং মায়মূনা (রা)-এর মুক্তদাস আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াসার (র) আবু জুহাইম ইবনুস সিম্মা আল-আনসারী (রা)-এর নিকট গেলাম। আবু জুহাইম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল-জামাল কূপের দিক থেকে আসলেন। তাঁর সাথে এক ব্যক্তির সাক্ষাত হলে সে তাঁকে সালাম দিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সালামের উত্তর দিলেন না। তিনি একটি দেয়ালের নিকট এসে তাঁর মুখমণ্ডল ও উভয় হাত মাসেহ করলেন, তারপর তার সালামের জবাব দিলেন।

٣١٣- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ ذَرٍّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَجُلاً اَتٰى عُمَرَ فَقَالَ اِنِّىْ اَجْنَبْتُ فَلَمْ اَجِدِ الْمَاءَ قَالَ عُمَرُ لاَ تُصَلِّ فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَمَا تَذْكُرُ اِذْ اَنَا وَاَنْتَ فِىْ سَرِيَّةٍ فَاَجْنَبْنَا فَلَمْ نَجِدِ الْمَاءَ فَاَمَّا اَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ وَاَمَّا اَنَا فَتَمَعَّكْتُ فِى التُّرَابِ فَصَلَّيْتُ فَاَتَيْنَا النَّبِىَّ ﷺ فَذَكَرْنَا ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ اِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ فَضَرَبَ النَّبِىُّ ﷺ يَدَيْهِ اِلَى الْاَرْضِ ثُمَّ نَفَخَ فِيْهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ وَسَلَمَةُ شَكَّ لاَ يَدْرِىْ فِيْهِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ اَوْ اِلَى الْكَفَّيْنِ فَقَالَ عُمَرُ نُوَلِّيْكَ مَا تَوَلَّيْتَ .

৩১৩। আবদুর রহমান ইবনে আবযা (র) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি উমার (রা)-এর নিকট এসে বললো, আমি নাপাক হয়েছি, কিন্তু পানি পাইনি। উমার (র) বলেন, তুমি নামায পড়ো না। তখন আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) বলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনার কি স্মরণ নাই যে, আমি এবং আপনি এক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম, আমরা উভয়ে নাপাক হলাম, কিন্তু পানি পেলাম না। তাই আপনি নামায পড়েননি, কিন্তু আমি মাটিতে গড়াগড়ি দেয়ার পর নামায পড়েছি। পরে আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর নিকট তা বর্ণনা করলাম। তিনি বলেন ঃ তোমার জন্য এ-ই যথেষ্ট ছিল, এই বলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হস্তদ্বয় মাটিতে মারলেন, এরপর তাতে ফুঁ দিলেন এবং তা দ্বারা তাঁর মুখমণ্ডল ও উভয় হাত মাসেহ করলেন। বর্ণনাকারী সালামার সন্দেহ, তার মনে নেই যে, তিনি কনুই পর্যন্ত না কব্জী পর্যন্ত মাসেহ করেছেন। উমার (র) বলেন, তুমি যা বর্ণনা করলে তার দায়দায়িত্ব তোমার উপর অর্পণ করলাম।

٣١٤- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ نَاجِيَةَ بْنِ خُفَافٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ اَجْنَبْتُ وَاَنَا فِى الْاِبِلِ فَلَمْ اَجِدْ مَاءً فَتَمَعَّكْتُ فِى التُّرَابِ تَمَعُّكَ الدَّابَّةِ فَاَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرْتُهُ بِذٰلِكَ فَقَالَ اِنَّمَا كَانَ يَجْزِيْكَ مِنْ ذٰلِكَ التَّيَمُّمُ .

৩১৪। আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) বলেন, আমি উটপালে থাকা অবস্থায় নাপাক হলাম। আমি পানি পেলাম না। তাই আমি চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় মাটিতে গড়াগড়ি দিলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে আমি তাঁকে বিষয়টি জানালাম। তিনি বলেন ঃ তাতে তায়াম্মুম করাই তোমার জন্য যথেষ্ট ছিল।

بَابُ التَّيَمُّمِ فِى السَّفَرِ

১৯৬-অনুচ্ছেদ ঃ সফরে তায়াম্মুম করা।

٣١٥- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْىَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ عَرَّسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِأُوْلاَتِ الْجَيْشِ وَمَعَهُ عَائِشَةُ زَوْجَتُهُ فَانْقَطَعَ عِقْدُهَا مِنْ جَزْعِ ظِفَارٍ فَحُبِسَ النَّاسُ فِى ابْتِغَاءِ عِقْدِهَا ذٰلِكَ حَتّٰى اَضَاءَ الْفَجْرُ وَلَيْسَ مَعَ النَّاسِ مَاءٌ فَتَغَيَّظَ عَلَيْهَا اَبُوْ بَكْرٍ فَقَالَ حَبَسْتِ النَّاسَ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ رُخْصَةَ التَّيَمُّمِ بِالصَّعِيْدِ قَالَ فَقَامَ الْمُسْلِمُوْنَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَضَرَبُوْا بِاَيْدِيْهِمُ الْاَرْضَ ثُمَّ رَفَعُوْا اَيْدِيَهُمْ وَلَمْ يَنْفُضُوْا مِنَ التُّرَابِ شَيْئًا فَمَسَحُوْا بِهَا وُجُوْهَهُمْ وَاَيْدِيَهُمْ اِلَى الْمَنَاكِبِ وَمِنْ بُطُوْنِ اَيْدِيْهِمْ اِلَى الْاٰبَاطِ .

৩১৫। আম্মার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ রাতে উলাতুল জায়েশ নামক স্থানে গিয়ে উপস্থিত হন। তাঁর সাথে ছিলেন তাঁর স্ত্রী আয়েশা (রা)। তাঁর ইয়ামানী মোতির হার হারিয়ে গেলে এর তালাশে সমস্ত লোক আটকা পড়লো। শেষে ভোর হয়ে গেলো, অথচ লোকদের সাথে পানি ছিলো না। এতে আবু বাক্র (রা) তার উপর রাগান্বিত হয়ে বলেন, তুমি লোকদের আটকিয়ে রেখেছো, অথচ তাদের সাথে পানি নেই। তখন মহামহিম আল্লাহ মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করার অনুমতি সংক্রান্ত আয়াত নাযিল করেন। রাবী বলেন, তখন মুসলমানগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে উঠে নিজেদের হাত মাটিতে মারেন, অতঃপর হাত উঠান এবং হাত থেকে মাটি মোটেও ঝাড়েননি, তা দ্বারা তাদের মুখমণ্ডল ও হাত কাঁধ পর্যন্ত মাসেহ করেন, আর তাদের হাতের তালু দ্বারা বগল পর্যন্ত মাসেহ করেন।

اَلْاِخْتِلاَفُ فِىْ كَيْفِيَّةِ التَّيَمُّمِ

১৯৭-অনুচ্ছেদ ঃ তায়াম্মুম করার নিয়ম সম্পর্কে মতভেদ।

٣١٦- اَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ الْعَنْبَرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَسْمَاءَ قَالَ حَدَّثَنَا جُرَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ تَيَمَّمْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِالتُّرَابِ فَمَسَحْنَا بِوُجُوْهِنَا وَاَيْدِيْنَا اِلَى الْمَنَاكِبِ .

৩১৬। আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করেছি এবং আমাদের মুখমণ্ডল ও আমাদের হাত কাঁধ পর্যন্ত মাসেহ করেছি।

نَوْعٌ اٰخَرُ مِنَ التَّيَمُّمِ وَالنَّفْخُ فِى الْيَدَيْنِ

১৯৮-অনুচ্ছেদ ঃ আরেক নিয়মে তায়াম্মুম এবং উভয় হাতে ফুঁ দেয়া।

٣١٧- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ مَالِكٍ وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى قَالَ كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ فَاَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ رُبَّمَا نَمْكُثُ الشَّهْرَ وَالشَّهْرَيْنِ وَلاَ نَجِدُ الْمَاءَ فَقَالَ عُمَرُ اَمَّا اَنَا اِذَا لَمْ اَجِدِ الْمَاءَ لَمْ اَكُنْ لِاُصَلِّىَ حَتّٰى اَجِدَ الْمَاءَ فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ اَتَذْكُرُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ حَيْثُ كُنْتَ بِمَكَانٍ كَذَا وَكَذَا وَنَحْنُ نَرْعَى الْاِبِلَ فَتَعْلَمُ اَنَّا اَجْنَبْنَا قَالَ نَعَمْ فَاَمَّا اَنَا فَتَمَرَّغْتُ فِى التُّرَابِ فَاَتَيْنَا النَّبِىَّ ﷺ فَضَحِكَ فَقَالَ اِنْ كَانَ الصَّعِيْدُ لَكَافِيْكَ وَضَرَبَ بِكَفَّيْهِ اِلَى الْاَرْضِ ثُمَّ نَفَخَ فِيْهِمَا ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَبَعْضَ ذِرَاعَيْهِ فَقَالَ اتَّقِ اللّٰهَ يَا عَمَّارُ فَقَالَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِنْ شِئْتَ لَمْ اَذْكُرْهُ قَالَ لاَ وَلٰكِنْ نُوَلِّيْكَ مِنْ ذٰلِكَ مَا تَوَلَّيْتَ .

৩১৭। আবদুর রহমান ইবনে আবযা (র) বলেন, আমরা উমার (রা)-এর নিকট ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি তার কাছে এসে বললো, হে আমীরুল মুমিনীন! কখনো আমরা এক মাস বা দুই মাস পর্যন্ত কোথাও অবস্থান করি এবং পানি পাই না। উমার (রা) বলেন, শোন! আমি যখন পানি পেতাম না, তখন পানি না পাওয়া পর্যন্ত নামায পড়তাম না। তখন আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) বলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনার মনে আছে কি যখন আমরা অমুক অমুক স্থানে ছিলাম, আমরা উট চরাতাম এবং আপনি জানেন যে, আমরা নাপাক হয়েছিলাম? তিনি বলেন, হাঁ। তখন আমি মাটিতে গড়াগড়ি করেছিলাম। আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফিরে এলে তিনি হেসে বলেন ঃ "মাটিই তো তোমার জন্য যথেষ্ট ছিল। তিনি তাঁর উভয় হাত মাটিতে মারলেন এবং তাতে ফুঁ দিলেন। অতঃপর তিনি তাঁর মুখমণ্ডল ও তার উভয় হাতের অংশবিশেষ মাসেহ করেন"। উমার (রা) বলেন, হে আম্মার! আল্লাহ্‌কে ভয় করো। আম্মার (রা) বলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি চাইলে আমি এ হাদীস বর্ণনা করবো না। উমার (রা) বলেন, না। তুমি আমার নিকট যা বর্ণনা করলে তার দয়িত্ব তোমার উপর অর্পণ করলাম।

نَوْعٌ اٰخَرُ مِنَ التَّيَمُّمِ

১৯৯-অনুচ্ছেদ ঃ আরেক নিয়মে তায়াম্মুম।

٣١٨- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ ذَرٍّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَجُلاً سَاَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنِ التَّيَمُّمِ فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُوْلُ فَقَالَ عَمَّارٌ اَتَذْكُرُ حَيْثُ كُنَّا فِى سَرِيَّةٍ فَاَجْنَبْتُ فَتَمَعَّكْتُ فِى التُّرَابِ فَاَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ اِنَّمَا يَكْفِيْكَ هٰكَذَا وَضَرَبَ شُعْبَةُ بِيَدَيْهِ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ وَنَفَخَ فِىْ يَدَيْهِ وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً .

৩১৮। আবদুর রহমান ইবনে আবযা (র) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে তায়াম্মুম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। তিনি কি বলবেন তা বুঝে উঠতে পারলেন না। তখন আম্মার (রা) বলেন, আপনার কি স্মরণ হয়, যখন আমরা এক যুদ্ধে ছিলাম, আমি নাপাক হলে মাটিতে গড়াগড়ি দিলাম? পরে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলে তিনি বলেন ঃ তোমার এরূপ করাই যথেষ্ট ছিল। এই বলে শোবা (র) তার হাঁটুর উপর তার উভয় হাত মেরে তার হস্তদ্বয়ে ফুঁ দিলেন, অতঃপর উভয় হাত দ্বারা তার মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় একবার করে মাসেহ করেন।

نَوْعٌ اٰخَرُ مِنَ التَّيَمُّمِ

২০০-অনুচ্ছেদ ঃ আরেক নিয়মে তায়াম্মুম।

٣١٩- اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ سَمِعْتُ ذَرًّا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ قَالَ وَسَمِعَهُ الْحَكَمُ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى قَالَ اَجْنَبَ رَجُلٌ فَاَتٰى عُمَرَ فَقَالَ اِنِّىْ اَجْنَبْتُ فَلَمْ اَجِدِ الْمَاءَ قَالَ لاَ تُصَلِّ قَالَ لَهُ عَمَّارٌ اَمَا تَذْكُرُ اَنَّا كُنَّا فِىْ سَرِيَّةٍ فَاَجْنَبْنَا فَاَمَّا اَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ وَاَمَّا اَنَا فَاِنِّىْ تَمَعَّكْتُ فَصَلَّيْتُ ثُمَّ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ اِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ وَضَرَبَ شُعْبَةُ بِكَفَّيْهِ ضَرْبَةً وَنَفَخَ فِيْهِمَا ثُمَّ دَلَكَ اِحْدٰهُمَا بِالْاُخْرٰى ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ فَقَالَ عُمَرُ شَيْئًا لاَ اَدْرِىْ مَا هُوَ فَقَالَ اِنْ شِئْتَ لاَ حَدَّثْتُهُ وَذَكَرَ شَيْئًا سَلَمَةُ فِىْ هٰذَا الْاِسْنَادِ عَنْ اَبِىْ مَالِكٍ وَزَادَ سَلَمَةُ قَالَ بَلْ نُوَلِّيْكَ مِنْ ذٰلِكَ مَا تَوَلَّيْتَ .

৩১৯। ইবনে আবযা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নাপাক হলে উমার (রা)-এর নিকট এসে বললো, আমি নাপাক হয়েছি, কিন্তু পানি মিলেনি। তিনি বলেন, তুমি নামায পড়ো না। তখন আম্মার (রা) তাকে বলেন, আপনার কি স্মরণ হয় যে, আমরা এক যুদ্ধে ছিলাম, আমরা নাপাক হলাম, কিন্তু পানি পেলাম না। তাই আপনি নামায পড়েননি, কিন্তু আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে নামায পড়েছি। পরে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে তাঁকে তা জানালাম। তিনি বলেন ঃ তোমার জন্য এটাই যথেষ্ট ছিল। এই বলে শোবা (র) একবার মাটিতে হাত মারলেন, তাতে ফুঁ দিলেন, তারপর এক হাত অন্য হাতের সাথে ঘষলেন এবং উভয় হাতে তার মুখমণ্ডল মাসেহ করলেন। উমার (রা) কিছু বললেন, আমার মনে নাই যে, তা কি?। আম্মার (রা) বলেন, আপনি চাইলে আমি তা বর্ণনা করবো না। সালামা এই সনদে আবু মালেক (র) থেকে কিছু বর্ণনা করেছেন। সালামার বর্ণনায় আরো আছে যে, উমার (রা) বলেছেন, তুমি যা বর্ণনা করলে তার দায়দায়িত্ব তোমার উপর সোপর্দ করলাম।

نَوْعٌ اٰخَرُ

২০১-অনুচ্ছেদ ঃ তায়াম্মুমের আরেক নিয়ম।

٣٢٠- اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ ابْنِ تَمِيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ وَسَلَمَةُ عَنْ ذَرٍّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَجُلاً جَاءَ اِلٰى عُمَرَ فَقَالَ اِنِّيْ اَجْنَبْتُ فَلَمْ اَجِدِ الْمَاءَ فَقَالَ عُمَرُ لاَ تُصَلِّ فَقَالَ عَمَّارٌ اَمَا تَذْكُرُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ اَنَا وَاَنْتَ فِيْ سَرِيَّةٍ فَاَجْنَبْنَا فَلَمْ نَجِدْ مَاءً فَاَمَّا اَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ وَاَمَّا اَنَا فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ ثُمَّ صَلَّيْتُ فَلَمَّا اَتَيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ اِنَّمَا يَكْفِيْكَ وَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدَيْهِ اِلَى الْاَرْضِ ثُمَّ نَفَخَ فِيْهِمَا فَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ شَكَّ سَلَمَةُ وَقَالَ لاَ اَدْرِيْ قَالَ فِيْهِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ اَوْ اِلَى الْكَفَّيْنِ قَالَ عُمَرُ نُوَلِّيْكَ مِنْ ذٰلِكَ مَا تَوَلَّيْتَ قَالَ شُعْبَةُ كَانَ يَقُوْلُ الْكَفَّيْنِ وَالْوَجْهَ وَالذِّرَاعَيْنِ فَقَالَ لَهُ مَنْصُوْرٌ مَا تَقُوْلُ فَاِنَّهُ لاَ يَذْكُرُ الذِّرَاعَيْنِ اَحَدٌ غَيْرُكَ فَشَكَّ سَلَمَةُ فَقَالَ لاَ اَدْرِيْ ذَكَرَ الذِّرَاعَيْنِ اَمْ لاَ .

৩২০। আবু আবদুর রহমান ইবনে আবযা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। এক ব্যক্তি উমার (রা)-এর নিকট এসে বললো, আমি নাপাক হয়েছি কিন্তু পানি পাইনি। উমার (রা) বলেন, তুমি নামায পড়বে না। আম্মার (রা) বলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনার স্মরণ

আছে কি যে, আমি ও আপনি এক যুদ্ধে ছিলাম, আমরা নাপাক হলাম কিন্তু পানি পেলাম না। আপনি নামায পড়েননি, কিন্তু আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে নামায পড়েছি। পরে আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে আমি তাঁর নিকট তা ব্যক্ত করলাম। তিনি বলেন ঃ তোমার জন্য এ-ই যথেষ্ট ছিল। এই বলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দুই হাত মাটিতে রাখলেন, অতঃপর উভয় হাতে ফুঁ দিলেন, তারপর উভয় হাতে নিজের মুখমণ্ডল ও উভয় কব্জি মাসেহ করলেন। সালামা (র) বলেন, আমার জানা নেই যে, তিনি (যির) এতে উভয় কনুই বলেছেন না উভয় কব্জি। উমার (রা) বলেন, তুমি যা বর্ণনা করলে তার দায়িত্ব তোমার উপরই অর্পণ করলাম। শোবা (র) বলেন, সালামা (র) উভয় হাত, মুখমণ্ডল ও বাহুদ্বয়ের কথা বলতেন। এজন্য মানসূর তাকে বলেন, আপনি কি বলছেন? আপনি ব্যতীত কেউই বাহুদ্বয়ের কথা উল্লেখ করেননি। এজন্য সালামার সন্দেহ হলো। তাই তিনি বলেন, আমার স্মরণ নেই তিনি বাহুদ্বয়ের কথা উল্লেখ করেছেন কি না।

بَابُ تَيَمُّمِ الْجُنُبِ

২০২-অনুচ্ছেদ ঃ নাপাক ব্যক্তির তায়াম্মুম করা।

٣٢١- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ شَقِيْقٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَّعَ عَبْدِ اللّٰهِ وَاَبِىْ مُوْسٰى فَقَالَ اَبُوْ مُوْسٰى اَوَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ لِعُمَرَ بَعَثَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ حَاجَةٍ فَاَجْنَبْتُ فَلَمْ اَجِدِ الْمَاءَ فَتَمَرَّغْتُ بِالصَّعِيْدِ ثُمَّ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ اِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ اَنْ تَقُوْلَ هٰكَذَا وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْاَرْضِ ضَرْبَةً فَمَسَحَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَضَهُمَا ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ عَلٰى يَمِيْنِهِ وَبِيَمِيْنِهِ عَلٰى شِمَالِهِ عَلٰى كَفَّيْهِ وَوَجْهِهِ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ اَوَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمَّارٍ .

৩২১। শাকীক (র) বলেন, আমি আবদুল্লাহ (রা) ও আবূ মূসা (রা)-এর সঙ্গে বসা ছিলাম। আবূ মূসা (রা) বলেন, তুমি কি আম্মারের কথা শোননি, যা তিনি উমার (রা)-কে বলেছেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এক কাজে পাঠান। আমি নাপাক হলাম, কিন্তু পানি পাইনি। অতএব আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিলাম। অতঃপর আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর নিকট এ ঘটনা বর্ণনা করলাম। তিনি বলেন ঃ তোমার জন্য এ-ই যথেষ্ট ছিল। এই বলে তিনি তাঁর হস্তদ্বয় একবার মাটিতে মারলেন। তারপর উভয় হাত মাসেহ করলেন এবং উভয় হাত ঝেড়ে ফেললেন ও তাঁর বাম হাত ডান হাতের উপর মারলেন আর ডান হাত বাম হাতের উপর

এবং মুখমণ্ডল ও কব্জির উপর। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, তুমি কি দেখোনি যে, উমার (রা) আম্মারের কথায় তৃপ্ত হতে পারেননি?

بَابُ التَّيَمُّمِ بِالصَّعِيْدِ

২০৩-অনুচ্ছেদ ঃ মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করা।

٣٢٢- اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ عَوْفٍ عَنْ اَبِىْ رَجَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ رَاٰى رَجُلاً مُّعْتَزِلاً لَّمْ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْمِ فَقَالَ يَا فُلاَنُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تُصَلِّىَ مَعَ الْقَوْمِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَصَابَتْنِىْ جَنَابَةٌ وَلاَ مَاءَ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّعِيْدِ فَاِنَّهُ يَكْفِيْكَ .

৩২২। ইমরান ইবনুল হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে লোকদের সাথে নামায না পড়ে পৃথক হয়ে থাকতে দেখেন। তিনি বলেন ঃ হে অমুক! লোকদের সাথে নামায পড়তে তোমাকে কিসে বাধা দিলো? সে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি নাপাক হয়েছি, কিন্তু পানি পাইনি। তিনি বলেন ঃ তুমি মাটি ব্যবহার করো, তা-ই তোমার জন্য যথেষ্ট।

بَابُ الصَّلَوَاتِ بِتَيَمُّمٍ وَّاحِدٍ

২০৪-অনুচ্ছেদ ঃ একই তায়াম্মুমে কয়েক ওয়াক্তের নামায পড়া।

٣٢٣- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلصَّعِيْدُ الطَّيِّبُ وَضُوْءُ الْمُسْلِمِ وَاِنْ لَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشَرَ سِنِيْنَ .

৩২৩। আবু যার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পবিত্র মাটি মুসলিম ব্যক্তির উযুর উপকরণ, যদিও সে দশ বছর ধরে পানি না পায়।

بَابُ فِيْمَنْ لَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ وَلاَ الصَّعِيْدَ

২০৫-অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তি পানি ও মাটি কোনটাই না পেলে।

٣٢٤- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ وَّاُنَاسًا يَّطْلُبُوْنَ

قِلاَدَةً كَانَتْ لِعَائِشَةَ نَسِيَتْهَا فِيْ مَنْزِلٍ نَزَلَتْهُ فَحَضَرَتِ الصَّلٰوةُ وَلَيْسُوا عَلٰى وُضُوْءٍ وَلَمْ يَجِدُوْا مَاءً فَصَلُّوْا بِغَيْرِ وُضُوْءٍ فَذَكَرُوْا ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اٰيَةَ التَّيَمُّمِ قَالَ اُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ جَزَاكِ اللّٰهُ خَيْرًا فَوَاللّٰهِ مَا نَزَلَ بِكِ اَمْرٌ تَكْرَهِيْنَهُ اِلاَّ جَعَلَ اللّٰهُ لَكِ وَلِلْمُسْلِمِيْنَ فِيْهِ خَيْرًا .

৩২৪। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসাইদ ইবনে হুদাইর (রা) ও আরও কয়েক ব্যক্তিকে আয়েশা (রা)-এর একটি হারের তালাশে পাঠান, যা তিনি পিছনে ফেলে আসা মনযিলে হারিয়েছিলেন। এমতাবস্থায় নামাযের ওয়াক্ত হলো। অথচ লোকদের উযুও ছিল না এবং তারা পানিও পাচ্ছিলো না। তারা উযু ছাড়াই নামায পড়লো। পরে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তা উল্লেখ করেন। তখন মহামহিম আল্লাহ তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল করেন। উসাইদ ইবনে হুদাইর (রা) (আয়েশাকে) বলেন, আল্লাহ আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আল্লাহ্র শপথ! যখনই আপনার উপর এমন কোন বিপদ আসে, যা আপনি অপছন্দ করেন, তার মধ্যেই আল্লাহ আপনার ও মুসলমানদের জন্য কল্যাণ নিহিত রাখেন।

٣٢٥- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا اُمَيَّةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ اَنَّ مُخَارِقًا اَخْبَرَهُمْ عَنْ طَارِقٍ اَنَّ رَجُلاً اَجْنَبَ فَلَمْ يُصَلِّ فَاَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ اَصَبْتَ فَاَجْنَبَ رَجُلٌ اٰخَرُ فَتَيَمَّمَ وَصَلّٰى فَاَتَاهُ فَقَالَ نَحْوَ مَا قَالَ لِلْاٰخَرِ يَعْنِيْ اَصَبْتَ .

৩২৫। তারিক (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নাপাক হলো। তাই সে নামায পড়লো না। পরে সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে তাঁকে তা বর্ণনা করলে তিনি বলেন ঃ তুমি ঠিক করেছো। আবার অন্য এক লোক নাপাক হয়ে তায়াম্মুম করে নামায পড়লো। পরে ঐ ব্যক্তি তাঁর নিকট এলে তিনি আগের ব্যক্তিকে যা বলেছিলেন তাকেও তা বলেন অর্থাৎ তুমি ঠিকই করেছো।[৬]

৬. কোন ব্যক্তি উযু বা তায়াম্মুম করার মত কিছু না পেলে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে সে আপাতত নামায পড়বে না। যখন উযু বা তায়াম্মুম-এর সুযোগ পাবে তখন ঐ নামায পড়বে (অনুবাদক)।

অধ্যায় ঃ ২

كِتَابُ الْمِيَاه

(পানির বর্ণনা)

قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوْرًا .

মহান আল্লাহ্ বলেন, "এবং আমি আকাশ থেকে বিশুদ্ধ পানি বর্ষণ করি" (২৫ ঃ ৪৮)।

وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ .

মহামহিম আরো বলেন, "এবং তিনি আকাশ থেকে তোমাদের উপর বারি বর্ষণ করেন তদ্বারা তোমাদের পবিত্র করার জন্য" (৮ ঃ ১১)।

وَقَالَ تَعَالٰى فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا .

আল্লাহ্ তাআলা আরো বলেন, "যদি তোমরা পানি না পাও তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করো" (৪ ঃ ৪৩)।

٣٢٦-اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ بَعْضَ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ اغْتَسَلَتْ مِنَ الْجَنَابَةِ فَتَوَضَّاَ النَّبِيُّ ﷺ بِفَضْلِهَا فَذَكَرَتْ لَهُ ذٰلِكَ فَقَالَ اِنَّ الْمَاءَ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ .

৩২৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণের একজন নাপাকির গোসল করলেন। অতঃপর তার গোসলের উদ্বৃত্ত পানি দিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযু করেন। তিনি তাঁকে তা স্মরণ করিয়ে দিলে তিনি বলেন ঃ পানিকে কোন কিছুই নাপাক করে না।

بَابُ ذِكْرِ بِئْرِ بُضَاعَةَ

১-অনুচ্ছেদ ঃ বুদাআ কূপ প্রসঙ্গে।

٣٢٧- اَخْبَرَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ الْقُرَظِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَتَوَضَّاُ مِنْ بِيْرِ بُضَاعَةَ وَهِيَ بِئْرٌ يُطْرَحُ فِيْهَا لُحُوْمُ الْكِلاَبِ وَالْحَيْضُ وَالنَّتَنُ فَقَالَ الْمَاءُ طَهُوْرٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ .

৩২৭। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, বলা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি বুদাআ কূপের পানিতে উযু করতে পারি? তা এমন একটি কূপ যাতে কুকুরের মাংস, হায়েযের ন্যাকড়া ও আবর্জনা ফেলা হয়। তিনি বলেন ঃ পানি পবিত্র, তাকে কোন কিছুই নাপাক করে না।

٣٢٨- اَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُسْلِمٍ وَكَانَ مِنَ الْعَابِدِيْنَ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ طَرِيْفٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ اَبِىْ نَوْفٍ عَنْ سَلِيْطٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ مَرَرْتُ بِالنَّبِىِّ ﷺ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ فَقُلْتُ اَتَوَضَّأُ مِنْهَا وَهِىَ يُطْرَحُ فِيْهَا مَا يُكْرَهُ مِنَ النَّتَنِ فَقَالَ الْمَاءُ لاَ يُنَجِّسُهُ شَىْءٌ .

৩২৮। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দিয়ে গেলাম। তখন তিনি বুদাআ কূপের পানিতে উযু করছিলেন। আমি বললাম, আপনি কি এই কূপের পানিতে উযু করেন? অথচ তাতে ঘৃণিত আবর্জনাদি নিক্ষেপ করা হয়। তিনি বলেন ঃ পানিকে কোন কিছুই নাপাক করে না।

بَابُ التَّوْقِيْتِ فِى الْمَاءِ

২-অনুচ্ছেদ ঃ পানির পরিমাণ নির্ণয়।

٣٢٩- اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ الْمَرْوَزِىُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ كَثِيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَنُوْبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ فَقَالَ اِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ .

৩২৯। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পানি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো এবং যে পানিতে চতুষ্পদ জন্তু ও হিংস্র পশু অবতরণ করে, সে সম্পর্কেও। তিনি বলেন ঃ পানি দুই "কুল্লা" (বৃহদাকার কলস) পরিমাণ হলে তা নাপাক হয় না।

٣٣٠- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ اَعْرَابِيًّا بَالَ فِى الْمَسْجِدِ فَقَامَ اِلَيْهِ بَعْضُ الْقَوْمِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تُزْرِمُوْهُ فَلَمَّا فَرَغَ دَعَا بِدَلْوٍ مِّنْ مَّاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ .

৩৩০। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক বেদুইন মসজিদে পেশাব করলো। লোকদের কেউ কেউ তার দিকে ধাবিত হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তাকে বাধা দিও না। সে পেশাব করা শেষ করলে তিনি এক বালতি পানি আনিয়ে তা পেশাবের উপর ঢেলে দিলেন।

٣٣١- اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنْ عَمْرِو ابْنِ الْوَلِيْدِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَامَ اَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَعُوْهُ وَاَهْرِيْقُوْا عَلٰى بَوْلِهِ دَلْوًا مِّنْ مَّاءٍ فَاِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُبَشِّرِيْنَ وَلَمْ تُبْعَثُوْا مُعَسِّرِيْنَ .

৩৩১। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, এক বেদুইন মসজিদে দাঁড়িয়ে পেশাব করলো। লোকজন তাকে অপদস্ত করতে উদ্যত হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বলেন ঃ তোমরা তাকে ছেড়ে দাও এবং তার পেশাবের উপর এক বালতি পানি ঢেলে দাও। তোমাদেরকে নম্রতা অবলম্বনকারীরূপে পাঠানো হয়েছে, কঠোরতাকারীরূপে নয়।

اَلنَّهْيُ عَنِ اغْتِسَالِ الْجُنُبِ فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ

৩-অনুচ্ছেদ ঃ বদ্ধ পানিতে নাপাক ব্যক্তির গোসল করা নিষেধ।

٣٣٢- اَخْبَرَنَا الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ عَمْرٍو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرٍ اَنَّ اَبَا السَّائِبِ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَغْتَسِلْ اَحَدُكُمْ فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ .

৩৩২। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন নাপাক অবস্থায় বদ্ধ পানিতে গোসল না করে।

اَلْوُضُوْءُ بِمَاءِ الْبَحْرِ

৪-অনুচ্ছেদ ঃ সমুদ্রের পানি দ্বারা উযু করা।

٣٣٣- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ سَلَمَةَ اَنَّ الْمُغِيْرَةَ بْنَ اَبِيْ بُرْدَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ سَاَلَ رَجُلٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيْلَ مِنَ الْمَاءِ فَاِنْ تَوَضَّاْنَا بِهِ عَطِشْنَا اَفَنَتَوَضَّاُ مِنْ مَّاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هُوَ الطَّهُوْرُ مَاءُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ .

৩৩৩। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা সমুদ্র ভ্রমণে যাই এবং আমাদের সাথে অল্প পানি নিয়ে যাই। ঐ পানি দ্বারা উযু করলে আমরা পিপাসার্ত হবো। আমরা কি সমুদ্রের পানি দ্বারা উযু করবো? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এর পানি পবিত্র এবং এর মৃত জীব হালাল।

بَابُ الْوُضُوْءِ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ

৫-অনুচ্ছেদ ঃ বরফ ও বৃষ্টির পানি দিয়ে উযু করা।

٣٣٤- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَاىَ بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّ قَلْبِىْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْاَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ .

৩৩৪। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমার পাপসমূহ বরফ শীতল পানি দ্বারা ধৌত করো এবং আমার অন্তরকে গুনাহ থেকে পরিচ্ছন্ন করো, যেমন তুমি সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে পরিষ্কার করো"।

٣٣٥- اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اغْسِلْنِىْ مِنْ خَطَايَاىَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ .

৩৩৫। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমাকে আমার পাপসমূহ থেকে বরফ শীতল পানি দ্বারা ধৌত করো"।

بَابُ سُؤْرِ الْكَلْبِ

৬-অনুচ্ছেদ ঃ কুকুরের উচ্ছিষ্ট।

٣٣٦- اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ رَزِيْنٍ وَاَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِىْ اِنَاءِ اَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ .

৩৩৬। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কারো পাত্রে কুকুর মুখ দিলে সে যেন তাতে যা ছিল তা ফেলে দেয় এবং পাত্র সাতবার ধৌত করে।

بَابُ تَعْفِيْرِ الْاِنَاءِ بِالتُّرَابِ مِنْ وُلُوْغِ الْكَلْبِ فِيْهِ

৭-অনুচ্ছেদ ঃ পাত্রে কুকুর মুখ দিলে তা মাটি দ্বারা ঘর্ষণ করা।

٣٣٧- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِى ابْنَ الْحَارِثِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِى التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ وَرَخَّصَ فِى كَلْبِ الصَّيْدِ وَالْغَنَمِ وَقَالَ اِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِى الْاِنَاءِ فَاغْسِلُوْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَّعَفِّرُوْهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ .

৩৩৭। আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুর নিধনের নির্দেশ দিয়েছেন এবং মেষ পালের ও শিকারের কুকুর পোষার অনুমতি দিয়েছেন। তিনি আরো বলেছেন ঃ কুকুর পাত্রে মুখ দিলে তোমরা তা সাতবার ধৌত করো এবং অষ্টমবারে ধুলা দ্বারা ঘষে ধৌত করো।

٣٣٨- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ اَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِى التَّيَّاحِ يَزِيْدَ ابْنِ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ قَالَ مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلاَبِ قَالَ وَرَخَّصَ فِىْ كَلْبِ الصَّيْدِ وَكَلْبِ الْغَنَمِ وَقَالَ اِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِى الْاِنَاءِ فَاغْسِلُوْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَفِّرُوا الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ خَالَفَهُ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَقَالَ اِحْدٰهُنَّ بِالتُّرَابِ .

৩৩৮। আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুর হত্যার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ তাদের সঙ্গে কুকুরের কি সম্পর্ক? আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিকারের কুকুর ও মেষ পালের কুকুর পোষার অনুমতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ কুকুর পাত্রে মুখ দিলে তোমরা তা সাতবার ধৌত করো এবং অষ্টম বার মাটি দ্বারা ঘষো। আবু হুরায়রা (রা)-এর বর্ণনা আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল (রা)-এর বর্ণনা থেকে ভিন্নতর। তিনি বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তন্মধ্যে একবার মাটি দ্বারা।

٣٣٩- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلاَسٍ عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِىْ اِنَاءِ اَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ اُوْلاَهُنَّ بِالتُّرَابِ .

৩৩৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তোমাদের কারো পাত্রে কুকুর মুখ দিলে সে যেন তা সাতবার ধৌত করে, তার প্রথমবার মাটি দ্বারা।

٣٤٠- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِىْ اِنَاءِ اَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ اُوْلاَهُنَّ بِالتُّرَابِ .

৩৪০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কারো পাত্রে কুকুর মুখ দিলে সে যেন তা সাতবার ধৌত করো, তার প্রথমবার মাটি দ্বারা।

بَابُ سُؤْرِ الْهِرَّةِ

৮-অনুচ্ছেদ ঃ বিড়ালের উচ্ছিষ্ট।

٣٤١- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ عَنْ حُمَيْدَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ اَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا ثُمَّ ذَكَرَتْ كَلِمَةً مَعْنَاهَا فَسَكَبْتُ لَهُ وَضُوْءًا فَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَشَرِبَتْ مِنْهُ فَاَصْغٰى لَهَا الْاِنَاءَ حَتّٰى شَرِبَتْ قَالَتْ كَبْشَةُ فَرَاٰنِىْ اَنْظُرُ اِلَيْهِ فَقَالَ اَتَعْجَبِيْنَ يَا ابْنَةَ اَخِىْ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ اِنَّمَا هِىَ مِنَ الطَّوَّافِيْنَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ .

৩৪১। কাব ইবনে মালেক (রা)-র কন্যা কাবশা (রা) থেকে বর্ণিত। আবু কাতাদা (রা) তার নিকট প্রবেশ করলেন। তারপর বর্ণনাকারী কিছু কথা বললেন, যার অর্থ এই, আমি তার জন্য উযুর পানি দিলাম। একটি বিড়াল এসে তা থেকে পান করতে লাগলো। তিনি বিড়ালটির জন্য পাত্রটি কাত করে ধরলেন। সে পান শেষ করলো। কাবশা (রা) বলেন, আবু কাতাদা (রা) দেখলেন, আমি তার দিকে তাকিয়ে আছি। তিনি বলেন, হে ভাতিজী! তুমি কি অবাক হচ্ছো? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এগুলো (বিড়াল) অপবিত্র নয়, এগুলো তোমাদের আশেপাশে বিচরণকারী ও বিচরণকারিণী।

بَابُ سُؤْرِ الْحَائِضِ

৯-অনুচ্ছেদ ঃ হায়েযগ্রস্ত নারীর উচ্ছিষ্ট।

٣٤٢- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ فَيَضَعُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاهُ حَيْثُ وَضَعْتُهُ وَاَنَا حَائِضٌ وَكُنْتُ اَشْرَبُ مِنَ الْاِنَاءِ فَيَضَعُ فَاهُ حَيْثُ وَضَعْتُ وَاَنَا حَائِضٌ .

৩৪২। আয়েশা (রা) বলেন, আমি হায়েযগ্রস্ত অবস্থায় হাড় চোষতাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার মুখ লাগানো স্থানে তাঁর মুখ লাগিয়ে তা চোষতেন। আমি হায়েযগ্রস্ত অবস্থায় পাত্রের যেখানে মুখ লাগিয়ে পান করতাম, তিনি সেই স্থানে তাঁর মুখ লাগিয়ে পান করতেন।

بَابُ الرُّخْصَةِ فِيْ فَضْلِ الْمَرْءَةِ

১০-অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রীর উদ্বৃত্ত পানি ব্যবহারের অনুমতি।

٣٤٣-اَخْبَرَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّئُوْنَ فِيْ زَمَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ جَمِيْعًا .

৩৪৩। ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে নারী-পুরুষ সকলে একত্রে উযু করতো।

بَابُ النَّهْيِ عَنْ فَضْلِ وَضُوْءِ الْمَرْءَةِ

১১-অনুচ্ছেদ ঃ নারীর উযুর উদ্বৃত্ত পানি ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা।

٣٤٤- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ الْاَحْوَلِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا حَاجِبٍ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَاسْمُهُ سَوَادَةُ بْنُ عَاصِمٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى اَنْ يَّتَوَضَّاَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ وَضُوْءِ الْمَرْاَةِ .

৩৪৪। হাকাম ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীর উযুর উদ্বৃত্ত পানি দ্বারা পুরুষদের উযু করতে নিষেধ করেছেন।

اَلرُّخْصَةُ فِىْ فَضْلِ الْجُنُبِ

১২-অনুচ্ছেদ ঃ নাপাক ব্যক্তির উদ্বৃত্ত পানি ব্যবহারের অনুমতি।

٣٤٥- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى الْاِنَاءِ الْوَاحِدِ .

৩৪৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে একত্রে একই পাত্রের পানি দিয়ে গোসল করতেন।

بَابُ الْقَدْرِ الَّذِىْ يَكْتَفِىْ بِهِ الْاِنْسَانُ مِنَ الْمَاءِ لِلْوُضُوْءِ وَالْغُسْلِ

১৩-অনুচ্ছেদ ঃ একজন লোকের উযু ও গোসলের জন্য যতটুকু পানি যথেষ্ট।

٣٤٦- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَبْرٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَوَضَّاُ بِمَكُّوْكٍ وَّيَغْتَسِلُ بِخَمْسِ مَكَاكِىَّ .

৩৪৬। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মাক্কুক পানি দিয়ে উযু করতেন এবং পাঁচ মাক্কুক পানি দিয়ে গোসল করতেন।

٣٤٧- اَخْبَرَنَا هَارُوْنُ بْنُ اِسْحَاقَ الْكُوْفِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ يَعْنِى ابْنَ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَتَوَضَّاُ بِمُدٍّ وَّيَغْتَسِلُ بِنَحْوِ الصَّاعِ .

৩৪৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মুদ্দ পরিমাণ পানি দিয়ে উযু করতেন এবং এক সা পরিমাণ পানি দিয়ে গোসল করতেন।

٣٤٨- اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اِسْحَاقَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَوَضَّاُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ .

৩৪৮। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মুদ্দ পানি দিয়ে উযু করতেন এবং এক সা পানি দিয়ে গোসল করতেন।

অধ্যায় ঃ ৩

كتَابُ الْحَيْضِ وَالْاسْتِحَاضَةِ

(হায়েয ও ইসতিহাযা)

بَابُ بَدْءِ الْحَيْضِ وَهَلْ يُسَمَّى الْحَيْضُ نِفَاسًا

১-অনুচ্ছেদ ঃ হায়েযের সূচনা এবং হায়েযকে নিফাস বলা যায় কি?

٣٤٩- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ اَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لاَ نُرٰى اِلاَّ الْحَجَّ فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفَ حِضْتُ فَدَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا اَبْكِيْ فَقَالَ مَا لَكِ اَنَفِسْتِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ هٰذَا اَمْرٌ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلٰى بَنَاتِ اٰدَمَ فَاقْضِيْ مَا يَقْضِى الْحَاجُّ غَيْرَ اَنْ لاَّ تَطُوْفِيْ بِالْبَيْتِ .

৩৪৯। আয়েশা (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হজ্জের উদ্দেশে রওয়ানা হলাম। আমরা সারিফ নামক স্থানে উপনীত হলে আমার হায়েয শুরু হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট আসলেন, তখন আমি কাঁদছিলাম। তিনি বলেন ঃ তোমার কি হলো? তোমার কি নিফাস (হায়েয) হয়েছে? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বলেন ঃ তা এমন একটি বিষয় যা মহামহিম আল্লাহ আদম-কন্যাদের জন্য অবধারিত করেছেন। অতএব হাজ্জীগণ যেসব অনুষ্ঠান পালন করে তুমিও বাইতুল্লাহ্‌র তাওয়াফ ব্যতীত তা পালন করো।

ذِكْرُ الْاسْتِحَاضَةِ وَاِقْبَالُ الدَّمِ وَاِدْبَارُهُ

২-অনুচ্ছেদ ঃ ইসতিহাযার বর্ণনা, রক্তপাত শুরু হওয়া ও তা বন্ধ হওয়া।

٣٥٠- اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَهُوَ ابْنُ سَمَاعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ مِنْ بَنِيْ اَسَدِ قُرَيْشٍ اَنَّهَا اَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَتْ اَنَّهَا تُسْتَحَاضُ فَزَعَمَتْ اَنَّهُ قَالَ لَهَا اِنَّمَا ذٰلِكَ عِرْقٌ فَاِذَا اَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِى الصَّلٰوةَ وَاِذَا اَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِيْ وَاغْسِلِيْ عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّيْ .

৩৫০। উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। কুরাইশ বংশের আসাদ গোত্রের ফাতিমা বিনতে কায়েস (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে বলেন যে, তিনি ইসতিহাযায় (রক্তপ্রদরে) আক্রান্ত। তার অনুমান যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছেন ঃ এটি একটি শিরা (শিরার রক্ত) বিশেষ। অতএব, যখন হায়েয আরম্ভ হবে তখন তুমি নামায ত্যাগ করবে। আর যখন তা বন্ধ হবে তখন তুমি গোসল করবে এবং তোমার ঐ রক্ত ধুয়ে ফেলে যথারীতি নামায পড়বে।

٣٥١- اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ هَاشِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِذَا اَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِى الصَّلٰوةَ وَاِذَا اَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِىْ .

৩৫১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যখন হায়েয শুরু হয় তখন তুমি নামায ত্যাগ করো এবং যখন তা বন্ধ হয়ে যায় তখন গোসল করো এবং নামায পড়ো।

٣٥٢-اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِسْتَفْتَتْ اُمُّ حَبِيْبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اُسْتَحَاضُ فَقَالَ اِنَّ ذٰلِكِ عِرْقٌ فَاغْتَسِلِىْ ثُمَّ صَلِّىْ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ.

৩৫২। আয়েশা (রা) বলেন, জাহ্‌শ-কন্যা উম্মু হাবীবা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফতওয়া জানতে চেয়ে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি রক্তপ্রদরে আক্রান্ত। তিনি বলেন ঃ তা একটি শিরাজনিত রোগ। অতএব তুমি গোসল করো এবং নামায পড়ো। অতএব তিনি প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্য গোসল করতেন।

اَلْمَرْاَةُ تَكُوْنُ لَهَا اَيَّامٌ مَّعْلُوْمَةٌ تَحِيْضُهَا كُلَّ شَهْرٍ

৩-অনুচ্ছেদ ঃ প্রতি মাসে যে নারীর হায়েযের মেয়াদ নির্দিষ্ট থাকে।

٣٥٣- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ اُمَّ حَبِيْبَةَ سَاَلَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الدَّمِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَاَيْتُ مِرْكَنَهَا مَلْاٰنَ دَمًا فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُمْكُثِىْ قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ثُمَّ اغْتَسِلِىْ . وَاَخْبَرَنَا بِهِ قُتَيْبَةُ مَرَّةً اُخْرٰى وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ جَعْفَرَ بْنَ رَبِيْعَةَ .

৩৫৩। আয়েশা (রা) বলেন, উম্মু হাবীবা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রক্তপ্রদর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি তার গামলাটি রক্তে পরিপূর্ণ দেখেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন ঃ যাবত তোমার হায়েয তোমাকে বিরত রাখে তাবত তুমি অপেক্ষা করো। তারপর তুমি গোসল করো এবং নামায পড়ো। ইমাম নাসাঈ বলেন, কুতায়বা (র) আমাদের নিকট এ হাদীস বর্ণনা করেছেন কিন্তু তাতে রাবী জাফর ইবনে রবীআর উল্লেখ করেননি।

٣٥٤- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ ابْنُ عُمَرَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَنْ نَّافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ سَاَلَتْ امْرَاَةُ النَّبِىَّ ﷺ قَالَتْ اِنِّىْ اُسْتَحَاضُ فَلاَ اَطْهُرُ اَفَاَدَعُ الصَّلٰوةَ قَالَ لاَ وَلٰكِنْ دَعِىْ قَدْرَ تِلْكَ الْاَيَّامِ وَاللَّيَالِىْ الَّتِىْ كُنْتِ تَحِيْضِيْنَ فِيْهَا ثُمَّ اغْتَسِلِىْ وَاسْتَثْفِرِىْ وَصَلِّىْ .

৩৫৪। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। এক মহিলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করে বললো, আমি রক্তপ্রদরে আক্রান্ত, আমি পাক হই না। আমি কি নামায ছেড়ে দিবো? তিনি বলেন ঃ না, বরং যে কয়টি দিন-রাত তোমার হায়েয চলতে থাকতো, তুমি সেই পরিমাণ সময়কার নামায ত্যাগ করো, তারপর গোসল করে পট্টি বাঁধো এবং নামায পড়ো।

٣٥٥- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَّافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ اِمْرَاَةً كَانَتْ تُهْرَاقُ الدَّمَ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اسْتَفْتَتْ لَهَا اُمُّ سَلَمَةَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لِتَنْظُرْ عَدَدَ اللَّيَالِىْ وَالْاَيَّامِ الَّتِىْ كَانَتْ تَحِيْضُ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ اَنْ يُّصِيْبَهَا الَّذِىْ اَصَابَهَا فَلْتَتْرُكِ الصَّلٰوةَ قَدْرَ ذٰلِكَ مِنَ الشَّهْرِ فَاِذَا خَلَّفَتْ ذٰلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ لِتَسْتَثْفِرْ بِالثَّوْبِ ثُمَّ لِتُصَلِّ .

৩৫৫। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এক মহিলার অবিরাম রক্তস্রাব হতো। তার ব্যাপারে উম্মু সালামা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফতোয়া জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন ঃ সে রক্তপ্রদরে আক্রান্ত হওয়ার পূর্বে প্রতি মাসের যে কয় দিন-রাত তার হায়েয চলতো, প্রতি মাসের সেই কয় দিন-রাত সে যেন অপেক্ষা করে এবং নামায না পড়ে। এ পরিমাণ মেয়াদ অতিবাহিত হওয়ার পর সে যেন গোসল করে,কাপড় দ্বারা পট্টি বাঁধে, তারপর নামায পড়ে।

ذِكْرُ الْاَقْرَاءِ

৪-অনুচ্ছেদ ঃ হায়েযের বর্ণনা।

٣٥٦- اَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ وَهُوَ ابْنُ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ وَهُوَ ابْنُ اُسَامَةَ ابْنِ الْهَادِ عَنْ اَبِيْ بَكْرٍ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ اُمَّ حَبِيْبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ الَّتِيْ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَاَنَّهَا اُسْتُحِيْضَتْ لاَ تَطْهُرُ فَذُكِرَ شَاْنُهَا لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ وَلٰكِنَّهَا رَكْضَةٌ مِّنَ الرَّحِمِ لِتَنْظُرْ قَدْرَ قَرْءِهَا الَّتِيْ كَانَتْ تَحِيْضُ لَهَا فَلْتَتْرُكِ الصَّلٰوةَ ثُمَّ تَنْظُرْ مَا بَعْدَ ذٰلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ .

৩৫৬। আয়েশা (রা) বলেন, আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা)-এর স্ত্রী উম্মু হাবীবা বিনতে জাহশ (রা) রক্তপ্রদরে আক্রান্ত ছিলেন এবং পবিত্র হতে পারতেন না। তার প্রসঙ্গটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বর্ণনা করা হলে তিনি বলেন ঃ তা হায়েয নয়, বরং জরায়ুর আঘাত জনিত একটি রোগ। সে যেন লক্ষ্য করে ইতিপূর্বে যত দিন তার হায়েয থাকতো, ততো দিন সে নামায ত্যাগ করবে। তারপর তার পরবর্তী অবস্থার প্রতি লক্ষ করবে। সে যেন প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্য গোসল করে।

٣٥٧- اَخْبَرَنَا مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ ابْنَةَ جَحْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ سَبْعَ سِنِيْنَ فَسَاَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ اِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ فَاَمَرَهَا اَنْ تَتْرُكَ الصَّلٰوةَ قَدْرَ اَقْرَائِهَا وَحَيْضَتِهَا وَتَغْتَسِلَ وَتُصَلِّيَ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ .

৩৫৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। জাহশের কন্যা সাত বছর যাবত রক্তপ্রদরে আক্রান্ত ছিলেন। তিনি এ সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন ঃ "এটা হায়েয নয়, বরং এটা শিরাজনিত রোগ। তিনি তাকে নির্দেশ দেন যে, তিনি হায়েযের সমপরিমাণ সময় নামায ত্যাগ করবেন, তারপর গোসল করবেন এবং নামায পড়বেন"। অতএব তিনি প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্য গোসল করতেন।

٣٥٨- اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ الْمُنْذِرِ ابْنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ عُرْوَةَ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ اَبِيْ حُبَيْشٍ حَدَّثَتْهُ

أَنَّهَا أَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَشَكَتْ إِلَيْهِ الدَّمَ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّمَا ذٰلِكَ عِرْقٌ فَانْظُرِيْ إِذَا أَتَاكِ قَرْءُكِ فَلاَ تُصَلِّيْ وَإِذَا مَرَّ قَرْءُكِ فَلْتَطَهَّرِيْ ثُمَّ صَلِّيْ مَا بَيْنَ الْقَرْءِ إِلَى الْقَرْءِ . قَالَ أَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَدْ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ مَا ذَكَرَ الْمُنْذِرُ .

৩৫৮। উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। ফাতিমা বিনতে আবু হুবাইশ (রা) তার নিকট বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে তার রক্তপ্রদরে আক্রান্ত থাকার অসুবিধা পেশ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন ঃ এটা শিরাজনিত রোগ। তাই তুমি লক্ষ্য রাখবে যখন তোমার হায়েয শুরু হবে তখন নামায ত্যাগ করবে। যখন হায়েয শেষ হবে তখন তুমি পবিত্রতা অর্জন করবে এবং দুই হায়েযের মধ্যবর্তী কাল নামায পড়বে।

٣٥٩-أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ وَوَكِيْعٌ وَأَبُوْ مُعَاوِيَةَ قَالُوْا حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِيْ حُبَيْشٍ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ إِنِّيْ امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلٰوةَ قَالَ لاَ إِنَّمَا ذٰلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلٰوةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِيْ عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّيْ .

৩৫৯। আয়েশা (রা) বলেন, ফাতিমা বিনেত আবু হুবাইশ (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলেন, আমি ইসতিহাযায় (রক্তপ্রদরে) আক্রান্ত। তাই আমি পবিত্র হই না। আমি কি নামায ছেড়ে দিবো? তিনি বলেন ঃ না। এটা শিরাজনিত রোগ, হায়েয নয়। অতএব যখন তোমার হায়েয আরম্ভ হবে তখন নামায ত্যাগ করবে এবং যখন হায়েয শেষ হবে তখন তুমি রক্ত ধৌত করবে এবং নামায পড়বে।

جَمْعُ الْمُسْتَحَاضَةِ بَيْنَ الصَّلٰوتَيْنِ وَغُسْلُهَا إِذَا جَمَعَتْ

৫-অনুচ্ছেদ ঃ রক্তপ্রদরে আক্রান্ত নারীর দুই ওয়াক্তের নামায একত্র করা এবং একত্র করাকালে সেজন্য গোসল করা।

٣٦٠- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً مُسْتَحَاضَةً عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قِيْلَ لَهَا إِنَّهُ عِرْقٌ عَانِدٌ وَأُمِرَتْ أَنْ تُؤَخِّرَ الظُّهْرَ وَتُعَجِّلَ الْعَصْرَ وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا

غُسْلاً وَاحِداً وَتُؤَخِّرَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلَ الْعِشَاءَ وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسْلاً وَاحِداً وَتَغْتَسِلَ لِصَلٰوةِ الصُّبْحِ غُسْلاً وَاحِداً .

৩৬০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে রক্তপ্রদরে আক্রান্ত এক নারীকে বলা হলো, এটা একটা শিরাজনিত রোগ। তাকে আদেশ করা হলো, সে যেন যুহরের নামায শেষ ওয়াক্ত পর্যন্ত বিলম্ব করে এবং আসরের নামায প্রথম ওয়াক্তে আদায় করে এবং উভয় নামাযের জন্য একবার গোসল করে, আর মাগরিবের নামায বিলম্ব করে এবং এশার নামায প্রথম ওয়াক্তে পড়ে এবং উভয় নামাযের জন্য একবার গোসল করে, আর ফজরের নামাযের জন্য একবার গোসল করে।

٣٦١- اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ اِنَّهَا مُسْتَحَاضَةٌ فَقَالَ تَجْلِسُ اَيَّامَ اَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُؤَخِّرُ الظُّهْرَ وَتُعَجِّلُ الْعَصْرَ وَتَغْتَسِلُ وَتُصَلِّيْ وَتُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلُ الْعِشَاءَ وَتَغْتَسِلُ وَتُصَلِّيْهِمَا جَمِيْعًا وَتَغْتَسِلُ لِلْفَجْرِ .

৩৬১। যয়নব বিনতে জাহশ (রা) বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, সে রক্তপ্রদরে আক্রান্ত। তিনি বলেন ঃ সে তার হায়েযের দিনগুলোতে নামায ত্যাগ করবে, তারপর গোসল করবে, যুহরের নামায বিলম্বে এবং আসরের নামায প্রথম ওয়াক্তে গোসল করে পরপর আদায় করবে। সে পুনরায় গোসল করে মাগরিবের নামায বিলম্বে এবং এশার নামায প্রথম ওয়াক্তে পরপর আদায় করবে এবং ফজরের নামাযের জন্য একবার গোসল করবে।

بَابُ الْفَرْقِ بَيْنَ دَمِ الْحَيْضِ وَالْاِسْتِحَاضَةِ

৬-অনুচ্ছেদ ঃ হায়েয ও ইসতিহাযার (রক্তপ্রদরের) রক্তের মধ্যে পার্থক্য।

٣٦٢- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عَدِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو وَهُوَ ابْنُ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ اَبِيْ حُبَيْشٍ اَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَاِنَّهُ دَمٌ اَسْوَدُ يُعْرَفُ فَاَمْسِكِيْ عَنِ الصَّلٰوةِ وَاِذَا كَانَ الْاٰخَرُ فَتَوَضَّئِيْ فَاِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عَدِيٍّ هٰذَا مِنْ كِتَابِهِ .

৩৬২। আবু হুবাইশ-কন্যা ফাতিমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রক্তপ্রদরে আক্রান্ত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন ঃ হায়েযের রক্ত হয় কালো বর্ণের যা চেনা যায়। এ সময় তুমি নামায থেকে বিরত থাকবে। আর যখন অন্য বর্ণের রক্ত হয় তখন তুমি উযু করবে (এবং নামায পড়বে)। কেননা তা হচ্ছে শিরাজনিত রোগ।

٣٦٣- وَاَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَدِيٍّ مِّنْ حِفْظِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ اَبِىْ حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ انَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ اَسْوَدُ يُعْرَفُ فَاذَا كَانَ ذٰلِكَ فَاَمْسِكِىْ عَنِ الصَّلٰوةِ وَاذَا كَانَ الْاٰخَرُ فَتَوَضَّئِىْ وَصَلِّىْ . قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَدْ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ غَيْرُ وَاحِدٍ وَلَمْ يَذْكُرْ اَحَدٌ مِّنْهُمْ مَا ذَكَرَ ابْنُ اَبِىْ عَدِيٍّ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ .

৩৬৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। আবু হুবাইশ-কন্যা ফাতিমা (রা) রক্তপ্রদরে ভুগছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন ঃ হায়েযের রক্ত হয় কালো বর্ণের যা সহজেই চেনা যায়। তখন তুমি নামায পড়া থেকে বিরত থাকবে। আর যখন অন্য বর্ণের রক্ত নির্গত হয় তখন তুমি উযু করবে এবং নামায পড়বে।

٣٦٤-اَخْبَرَنَا يَحْىَ بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرَبِىٍّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ هَشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اُسْتُحِيْضَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ اَبِىْ حُبَيْشٍ فَسَاَلَتِ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ انِّىْ اُسْتَحَاضُ فَلاَ اَطْهُرُ اَفَاَدَعُ الصَّلٰوةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ انَّمَا ذٰلِكَ عِرْقٌ وَّلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَاذَا اَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِى الصَّلٰوةَ وَاذَا اَدْبَرَتْ فَاغْسِلِىْ عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّىْ وَتَوَضَّئِىْ فَانَّمَا ذٰلِكَ عِرْقٌ وَّلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ قِيْلَ لَهُ فَالْغُسْلُ قَالَ وَذٰلِكَ لاَ يَشُكُّ فِيْهِ اَحَدٌ. قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَدْ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ وَتَوَضَّئِىْ غَيْرُ حَمَّادٍ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ .

৩৬৪। আয়েশা (রা) বলেন, আবু হুবাইশ-কন্যা ফাতিমা (রা) রক্তপ্রদরে আক্রান্ত হলেন। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি রক্তপ্রদরে আক্রান্ত, আমি পাক হতে পারি না। আমি কি নামায ছেড়ে দিবো? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এটা শিরাজনিত রোগ, হায়েয নয়। অতএব যখন হায়েয শুরু হয় তখন তুমি নামায পড়বে না। যখন তা অতিবাহিত হবে তখন তোমার

শরীর থেকে রক্ত ধুয়ে নিবে এবং উযূ করে নামায পড়বে। এটা শিরা থেকে নির্গত রক্ত, হায়েয নয়। অধস্তন রাবীকে জিজ্ঞেস করা হলো, তাহলে গোসল? তিনি বলেন, এ বিষয়ে কেউ সন্দেহ পোষণ করেন না। আবু আবদুর রহমান (র) বলেন, হিশাম ইবনে উরওয়া (র) থেকে এ হাদীস একাধিক রাবী বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হাম্মাদ (র) ব্যতীত আর কেউ "উযূ করে নামায পড়বে" কথাটি উল্লেখ করেননি।

٣٦٥- اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ اَبِىْ حُبَيْشٍ اَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اُسْتَحَاضُ فَلاَ اَطْهُرُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا ذٰلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَاِذَا اَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاَمْسِكِىْ عَنِ الصَّلٰوةِ وَاِذَا اَدْبَرَتْ فَاغْسِلِىْ عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّىْ .

৩৬৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। আবু হুবাইশ-কন্যা ফাতিমা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি রক্তপ্রদরে আক্রান্ত, আমি পবিত্র হতে পারি না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তা একটি শিরা থেকে নির্গত রক্ত, হায়েয নয়। অতএব যখন হায়েয শুরু হবে তখন তুমি নামায থেকে বিরত থাকবে। আর যখন ঐ সময় অতিবাহিত হবে তখন তোমার শরীর থেকে রক্ত ধৌত করে নামায পড়বে।

٣٦٦- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ اَبِىْ حُبَيْشٍ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لاَ اَطْهُرُ اَفَاَدَعُ الصَّلٰوةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا ذٰلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَاِذَا اَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِى الصَّلٰوةَ وَاِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِىْ عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّىْ .

৩৬৬। আয়েশা (রা) বলেন, আবু হুবাইশ-কন্যা ফাতিমা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, আমি পবিত্র হতে পারি না। আমি কি নামায পড়া বাদ দিবো? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তা একটি শিরা থেকে নির্গত রক্ত, হায়েয নয়। অতএব যখন হায়েয শুরু হয় তখন তুমি নামায ত্যাগ করবে। আর যখন তার মেয়াদ শেষ হবে তখন তোমার শরীর থেকে রক্ত ধুয়ে নিবে এবং নামায পড়বে।

٣٦٧- اَخْبَرَنَا اَبُو الْاَشْعَثِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ سَمِعْتُ هِشَامًا يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ بِنْتَ اَبِىْ حُبَيْشٍ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ لاَ

اَطْهُرُ اَفَاَتْرُكُ الصَّلٰوةَ قَالَ لاَ اِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ قَالَ خَالِدٌ وَفِيْمَا قَرَأْتُ عَلَيْهِ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَاِذَا اَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِى الصَّلٰوةَ وَاِذَا اَدْبَرَتْ فَاغْسِلِىْ عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّىْ .

৩৬৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। আবু হুবাইশ-কন্যা বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি পাক হতে পারি না। আমি কি নামায ত্যাগ করবো? তিনি বলেন ঃ না, এটা শিরা থেকে নির্গত রক্তবিশেষ। অধস্তন রাবী খালিদ (র) বলেন, আমি যা তার নিকট পাঠ করেছি তাতে রয়েছে, "তা হায়েয নয়। হায়েয শুরু হলে তুমি নামায ত্যাগ করবে। তা শেষ হলে তোমার শরীর থেকে রক্ত ধুয়ে নিবে, অতঃপর নামায পড়বে"।

بَابُ الصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ

৭-অনুচ্ছেদ ঃ হলদে রং এবং মেটে রং।

٣٦٨- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَتْ اُمُّ عَطِيَّةَ كُنَّا لاَ نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ شَيْئًا .

৩৬৮। মুহাম্মাদ (র) বলেন, উম্মু আতিয়্যা (রা) বলেছেন, আমরা হলদে রং ও মেটে রংয়ের রক্তকে (হায়েযের) গণনায় ধরতাম না।

بَابُ مَا يَنَالُ مِنَ الْحَائِضِ وَتَأْوِيْلِ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ اَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِى الْمَحِيْضِ

৮-অনুচ্ছেদ ঃ হায়েযগ্রস্ত নারীর সাথে যা করা বৈধ এবং মহামহিম আল্লাহ্‌র নিম্নোক্ত বাণীর ব্যাখ্যা, "লোকে তোমাকে রক্তস্রাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলো, তা অশুচি। সুতরাং তোমরা রক্তস্রাবকালে স্ত্রীসঙ্গ বর্জন করো"(২ ঃ ২২২)।

٣٦٩- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَتِ الْيَهُوْدُ اِذَا حَاضَتِ الْمَرْاَةُ مِنْهُمْ لَمْ يُؤَاكِلُوْهُنَّ وَلاَ يُشَارِبُوْهُنَّ وَلاَ يُجَامِعُوْهُنَّ فِى الْبُيُوْتِ فَسَاَلُوا النَّبِىَّ ﷺ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ اَذًى الْاٰيَةَ فَاَمَرَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُؤَاكِلُوْهُنَّ وَيُشَارِبُوْهُنَّ وَيُجَامِعُوْهُنَّ فِى الْبُيُوْتِ وَاَنْ يَصْنَعُوْهُنَّ كُلَّ شَىْءٍ مَا

خَلاَ الْجِمَاعَ فَقَالَتِ الْيَهُوْدُ مَا يَدَعُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَيْئًا مِّنْ اَمْرِنَا الاَّ خَالَفْنَا فَقَامَ اُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ فَاَخْبَرَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالاَ اَنُجَامِعُهُنَّ فِى الْمَحِيْضِ فَتَمَعَّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَمَعُّرًا شَدِيْدًا حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهُ قَدْ غَضِبَ فَقَامَا فَاسْتَقْبَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَدِيَّةَ لَبَنٍ فَبَعَثَ فِىْ اٰثَارِهِمَا فَرَدَّهُمَا فَسَقَاهُمَا فَعُرِفَ اَنَّهُ لَمْ يَغْضَبْ عَلَيْهِمَا .

৩৬৯। আনাস (রা) বলেন, কোন ইহূদী নারীর হায়েয শুরু হলে তারা তার সাথে একত্রে পানাহার করতো না, তার সাথে ঘরে একত্রে অবস্থানও করতো না। সাহাবীগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলে মহামহিম আল্লাহ "লোকে তোমাকে হায়েয সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলো, তা অশুচি....." আয়াত নাযিল করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের আদেশ দিলেন ঃ তারা তাদের সাথে একত্রে পানাহার করবে এবং তাদের সাথে একই ঘরে বসবাস করবে এবং সংগম ব্যতীত তাদের সাথে অন্য সব কিছু করবে। এতে ইহূদীরা বললো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কোন ব্যাপারেই বিরোধিতা না করে ছাড়বেন না। তখন উসাইদ ইবনে হুদাইর (রা) এবং আব্বাদ ইবনে বিশর (রা) উঠে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবহিত করে বলেন, তাহলে আমরা কি স্ত্রীদের সাথে হায়েয অবস্থায় সংগম করবো? এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারার রং ভীষণ পরিবর্তন হয়ে গেলো, এমনকি আমরা ধারণা করলাম যে, তিনি তাদের প্রতি খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তারা উঠে চলে গেলেন। ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুধের উপঢৌকন গ্রহণ করলেন। তিনি উক্ত দু'জনের পিছনে লোক পাঠান এবং সে তাদের ফিরিয়ে আনে। তিনি তাদের দুধ পান করান। তখন বুঝা গেলো যে, তিনি তাদের উপব অসন্তুষ্ট হননি।

ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلٰى مَنْ اَتٰى حَلِيْلَتَهُ فِىْ حَالِ حَيْضِهَا مَعَ عِلْمِهِ بِنَهْىِ اللّٰهِ تَعَالٰى

৯-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তাআলার নিষেধাজ্ঞা জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে হায়েয অবস্থায় সহবাস করলে তার উপর যা অবধারিত হয়।

৩৭০ - اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىٰ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِى الْحَكَمُ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فِى الرَّجُلِ يَاْتِىْ امْرَاَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِدِيْنَارٍ اَوْ بِنِصْفِ دِيْنَارٍ .

৩৭০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি হায়েয অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করে, সে এক দীনার অথবা অর্ধ দীনার দান-খয়রাত করবে।

مُضَاجَعَةُ الْحَائِضِ فِيْ ثِيَابِ حَيْضَتِهَا

১০-অনুচ্ছেদঃ হায়েযকালীন পোশাকে হায়েযগ্রস্ত নারীর সাথে একত্রে শয্যা গ্রহণ।

٣٧١- اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ح وَاَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ ح وَاَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْىَ بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ اَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ اَبِىْ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ اَنَّ اُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهَا قَالَتْ بَيْنَمَا اَنَا مُضْطَجِعَةٌ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذْ حِضْتُ فَانْسَلَلْتُ فَاَخَذْتُ ثِيَابَ حَيْضَتِىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَفِسْتِ قُلْتُ نَعَمْ فَدَعَانِىْ فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِى الْخَمِيْلَةِ وَاللَّفْظُ لِعُبَيْدِ اللّٰهِ .

৩৭১। উম্মু সালামা (রা) বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে শায়িত ছিলাম। তখন আমার হায়েয শুরু হলে আমি আস্তে সরে পড়লাম এবং আমার হায়েযের বস্ত্র পরিধান করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তুমি কি হায়েযগ্রস্ত হয়েছো? আমি বললাম, হাঁ। তিনি আমাকে ডাকলেন এবং আমি তাঁর সঙ্গে একই চাদরে শয়ন করলাম।

بَابُ نَوْمِ الرَّجُلِ مَعَ حَلِيْلَتِهِ فِى الشِّعَارِ الْوَاحِدِ وَهِىَ حَائِضٌ

১১-অনুচ্ছেদ ঃ একই কাপড়ের নিচে হায়েযগ্রস্ত স্ত্রীর সাথে স্বামীর শয্যা গ্রহণ।

٣٧٢- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ اَخْبَرَنَا يَحْىٰ عَنْ جَابِرِ بْنِ صُبْحٍ قَالَ سَمِعْتُ خِلاَسًا يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَبِيْتُ فِى الشِّعَارِ الْوَاحِدِ وَاَنَا طَامِثٌ حَائِضٌ فَاِنْ اَصَابَهُ مِنِّىْ شَىْءٌ غَسَلَ مَكَانَهُ لَمْ يَعْدُهُ وَصَلّٰى فِيْهِ .

৩৭২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই চাদরে রাত যাপন করতাম, অথচ আমি ছিলাম ঋতুবতী। আমার কোন কিছু তাঁর শরীরে লাগলে তিনি শুধু ঐ স্থান ধুয়ে নিতেন, এর অধিক ধুইতেন না এবং তাতেই তিনি নামায পড়তেন।

مُبَاشَرَةُ الْحَائِضِ

১২-অনুচ্ছেদ ঃ হায়েযগ্রস্ত স্ত্রীর সাথে রাত যাপন।

٣٧٣- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِى اِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيْلَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاْمُرُ اِحْدَانَا اِذَا كَانَتْ حَائِضًا اَنْ تَشُدَّ اِزَارَهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا .

৩৭৩। আয়েশা (রা) বলেন, আমাদের কেউ হায়েযগ্রস্ত হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আদেশ করতেন সে যেন তার ইযার শক্ত করে বাঁধে। অতঃপর তিনি তার সাথে রাত যাপন করতেন।

٣٧٤- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ اِحْدَانَا اِذَا حَاضَتْ اَمَرَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ تَتَّزِرَ ثُمَّ يُبَاشِرُهَا .

৩৭৪। আয়েশা (রা) বলেন, আমাদের কেউ ঋতুগ্রস্ত হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কাপড় (পট্টি) বাঁধবার নির্দেশ দিতেন। তারপর তিনি তার সাথে রাত যাপন করতেন।

ذِكْرُ مَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصْنَعُهُ اِذَا حَاضَتْ اِحْدٰى نِسَائِهِ

১৩-অনুচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন স্ত্রী ঋতুগ্রস্ত হলে তিনি তার সাথে যা করতেন।

٣٧٥- اَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ عَنِ ابْنِ عَيَّاشٍ وَهُوَ اَبُوْ بَكْرٍ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ سَعِيْدٍ ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا حَدَّثَنَا جُمَيْعُ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى عَائِشَةَ مَعَ اُمِّىْ وَخَالَتِىْ فَسَاَلَتَاهَا كَيْفَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَصْنَعُ اِذَا حَاضَتْ اِحْدَاكُنَّ قَالَتْ كَانَ يَاْمُرُنَا اِذَا حَاضَتْ اِحْدَانَا اَنْ تَتَّزِرَ بِاِزَارٍ وَّاسِعٍ ثُمَّ يَلْتَزِمُ صَدْرَهَا وَثَدْيَيْهَا .

৩৭৫। জুমায় ইবনে উমায়ের (র) বলেন, আমি আমার মা ও আমার খালার সাথে আয়েশা (রা)-এর নিকট উপস্থিত হলাম। তারা উভয়ে তাকে জিজ্ঞেস করেন, আপনাদের কেউ হায়েযগ্রস্ত হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি করতেন? তিনি বলেন, আমাদের কেউ হায়েযগ্রস্ত হলে তিনি আদেশ করতেন সে যেন প্রশস্ত পায়জামা পরিধান করে। তারপর তিনি তার বুক জড়িয়ে ধরে ঘুমাতেন।

٣٧٦- اَخْبَرَنَا الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ وَاللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حَبِيْبٍ مَوْلٰى عُرْوَةَ عَنْ بُدَيَّةَ وَكَانَ اللَّيْثُ يَقُوْلُ نَدَبَةَ مَوْلاَةِ مَيْمُوْنَةَ عَنْ مَيْمُوْنَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُبَاشِرُ الْمَرْاَةَ مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ اِذَا كَانَ عَلَيْهَا اِزَارٌ يَبْلُغُ اَنْصَافَ الْفَخِذَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ تَحْتَجِزُ بِهِ .

৩৭৬। মায়মূনা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের কারো হায়েয হলে সে (হায়েযগ্রস্তা) কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত প্রলম্বিত পাজামা পরতো এবং এই অবস্থায় তিনি তার সাথে রাত যাপন করতেন।

بَابُ مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ وَالشُّرْبِ مِنْ سُؤْرِهَا

১৪-অনুচ্ছেদ ঃ ঋতুবতী স্ত্রীর খাদ্য ও পানীয়ের অবশিষ্ট অংশ পানাহার করা।

٣٧٧- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ جَمِيْلِ بْنِ طَرِيْفٍ قَالَ اَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ شُرَيْحٍ اَنَّهُ سَاَلَ عَائِشَةَ هَلْ تَاْكُلُ الْمَرْاَةُ مَعَ زَوْجِهَا وَهِيَ طَامِثٌ قَالَتْ نَعَمْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْعُوْنِيْ فَاٰكُلُ مَعَهُ وَاَنَا عَارِكٌ كَانَ يَاْخُذُ الْعَرْقَ فَيُقْسِمُ عَلَيَّ فِيْهِ فَاَعْتَرِقُ مِنْهُ ثُمَّ اَضَعُهُ فَيَاْخُذُهُ فَيَعْتَرِقُ مِنْهُ وَيَضَعُ فَمَهُ حَيْثُ وَضَعْتُ فَمِيْ مِنَ الْعَرْقِ وَيَدْعُوْ بِالشَّرَابِ فَيُقْسِمُ عَلَيَّ فِيْهِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّشْرَبَ مِنْهُ فَاٰخُذُهُ فَاَشْرَبُ مِنْهُ ثُمَّ اَضَعُهُ فَيَاْخُذُهُ فَيَشْرَبُ مِنْهُ وَيَضَعُ فَمَهُ حَيْثُ وَضَعْتُ فَمِيْ مِنَ الْقَدَحِ .

৩৭৭। শুরায়হ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করেন, স্ত্রী কি হায়েয অবস্থায় তার স্বামীর সাথে খাদ্য গ্রহণ করতে পারে? তিনি বলেন, হাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ডাকতেন এবং আমি হায়েযগ্রস্ত অবস্থায় তাঁর সাথে একত্রে খাদ্য গ্রহণ করতাম। তিনি একখানা গোশতযুক্ত হাড় তুলে নিতেন এবং তা খেতে আমাকে শপথ দিয়ে বাধ্য করতেন। আমি তা থেকে গোশত চোষতাম, পরে তা রেখে দিতাম। তিনি তা হাতে নিয়ে, আমি হাড়ের যেখানে আমার মুখ রাখতাম, সেখানেই তাঁর মুখ লাগিয়ে তা চোষতেন। আর তিনি পানীয় আনতে বলতেন এবং তিনি তা থেকে পান করার পূর্বে আমাকে শপথ দিয়ে পান করতে বাধ্য করতেন। আমি ঐ পাত্র থেকে পান করতাম, তারপর তা রেখে দিতাম। তিনি তা হাতে নিতেন এবং আমার মুখ লাগানো স্থানে নিজের মুখ লাগিয়ে তা থেকে পান করতেন।

٣٧٨- اَخْبَرَنَا اَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو عَنِ الْاَعْمَشِ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَضَعُ فَاهُ عَلَى الْمَوْضِعِ الَّذِىْ اَشْرَبُ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِنْ فَضْلِ شَرَابِىْ وَاَنَا حَائِضٌ .

৩৭৮। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মুখ ঐ স্থানে রাখতেন যে স্থান থেকে আমি হায়েযগ্রস্ত অবস্থায় (পাত্র থেকে) পান করতাম। আমার পান করার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার মুখ লাগানো স্থানে তাঁর মুখ রেখে উদ্বৃত্ত পানি পান করতেন।

اَلْاِنْتِفَاعُ بِفَضْلِ الْحَائِضِ

১৫-অনুচ্ছেদ ঃ হায়েযগ্রস্তার উচ্ছিষ্ট কাজে লাগানো।

٣٧٩- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مِسْعَرٍ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُنَاوِلُنِى الْاِنَاءَ فَاَشْرَبُ مِنْهُ وَاَنَا حَائِضٌ ثُمَّ اُعْطِيْهِ فَيَتَحَرَّى مَوْضِعَ فَمِىْ فَيَضَعُهُ عَلٰى فِيْهِ .

৩৭৯। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে পানপাত্র দিতেন, আমি হায়েয অবস্থায় তা থেকে পান করতাম। অতঃপর আমি ঐ পাত্র তাঁকে দিতাম এবং তিনি আমার মুখ লাগানো স্থানটি তালাশ করে সেখানেই তাঁর মুখ লাগাতেন।

٣٨٠- اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ وَسُفْيَانُ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَشْرَبُ مِنَ الْقَدَحِ وَاَنَا حَائِضٌ فَاُنَاوِلُهُ النَّبِىَّ ﷺ فَيَضَعُ فَاهُ عَلٰى مَوْضِعِ فِىَّ فَيَشْرَبُ مِنْهُ وَاَتَعَرَّقُ مِنَ الْعَرْقِ وَاَنَا حَائِضٌ وَاُنَاوِلُهُ النَّبِىَّ ﷺ فَيَضَعُ فَاهُ عَلٰى مَوْضِعِ فِىَّ .

৩৮০। আয়েশা (রা) বলেন, আমি হায়েয অবস্থায় পানপাত্র থেকে পান করতাম। তারপর আমি তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দিতাম। তিনি আমার মুখ লাগানো স্থানে তাঁর মুখ লাগিয়ে পান করতেন। আমি হায়েয অবস্থায় গোশতযুক্ত হাড় চোষতাম, অতঃপর তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দিতাম। তিনি আমার মুখ লাগানো স্থানে নিজের মুখ লাগাতেন।

بَابُ الرَّجُلِ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ وَرَأْسُهُ فِىْ حَجْرِ امْرَأَتِه وَهِيَ حَائِضٌ

১৬-অনুচ্ছেদ ঃ ঋতুগ্রস্ত স্ত্রীর কোলে মাথা রেখে স্বামীর কুরআন তিলাওয়াত।

٣٨١- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَأْسُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ حِجْرِ اِحْدَانَا وَهِيَ حَائِضٌ وَيَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ .

৩৮১। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কারো হায়েযগ্রস্ত অবস্থায় তার কোলে তাঁর মাথা রেখে কুরআন তিলাওয়াত করতেন।

بَابُ سُقُوْطِ الصَّلٰوةِ عَنِ الْحَائِضِ

১৭-অনুচ্ছেদ ঃ ঋতুবতী নারীর নামায পড়া থেকে অব্যাহতি লাভ।

٣٨٢- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ قَالَتْ سَأَلَتِ امْرَأَةٌ عَائِشَةَ اَتَقْضِى الْحَائِضُ الصَّلٰوةَ فَقَالَتْ اَحَرُوْرِيَّةٌ اَنْتِ قَدْ كُنَّا نَحِيْضُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلاَ نَقْضِيْ وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ .

৩৮২। মুআযা আল-আদাবিয়্যা (র) বলেন, এক মহিলা আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলো, ঋতুগ্রস্ত নারীকে কি নামায পড়তে হবে? তিনি বলেন, তুমি কি হারূরিয়া (খারিজী)? আমরা তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপস্থিতিতে ঋতুগ্রস্ত হতাম। তখন আমরা না নামায পড়তাম আর না আমাদের তা কাযা করার নির্দেশ দেয়া হতো।

بَابُ اِسْتِخْدَامِ الْحَائِضِ

১৮-অনুচ্ছেদ ঃ হায়েযগ্রস্ত নারীর সেবা গ্রহণ।

٣٨٣- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ حَازِمٍ قَالَ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ بَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الْمَسْجِدِ اِذْ قَالَ يَا عَائِشَةُ نَاوِلِيْنِى الثَّوْبَ فَقَالَتْ اِنِّىْ لاَ اُصَلِّىْ فَقَالَ اِنَّهُ لَيْسَ فِىْ يَدِكِ فَنَاوَلَتْهُ .

৩৮৩। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে ছিলেন। তখন তিনি বলেনঃ হে আয়েশা! আমাকে কাপড়খানা এনে দাও। তিনি

বলেন, আমি নামায পড়ি না। তিনি বলেন ঃ নিশ্চয় তা (হায়েয) তোমার হাতে নয়। অতএব তিনি তাঁকে তা এনে দিলেন।

٣٨٤- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ ح وَاَخْبَرَنَا اسْحَاقُ بْنُ ابْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَاوِلِيْنِى الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقَالَتْ انِّىْ حَائِضٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَتْ حَيْضَتُكِ فِىْ يَدِكِ .

৩৮৪। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন ঃ আমাকে মসজিদ থেকে (টানা দিয়ে) চাটাইটি এনে দাও। আমি বললাম, আমি তো হায়েযগ্রস্ত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হায়েয তোমার হাতে নয়।

بَسْطُ الْحَائِضِ الْخُمْرَةَ فِى الْمَسْجِدِ

১৯-অনুচ্ছেদ ঃ ঋতুবতী নারীর মসজিদে চাটাই বিছানো।

٣٨٥- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْبُوْذٍ عَنْ اُمِّهِ اَنَّ مَيْمُوْنَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَضَعُ رَاْسَهُ فِىْ حِجْرِ احْدَانَا فَيَتْلُو الْقُرْاٰنَ وَهِىَ حَائِضٌ وَتَقُوْمُ احْدَانَا بِخُمْرَتِهِ الَى الْمَسْجِدِ فَتَبْسُطُهَا وَهِىَ حَائِضٌ .

৩৮৫। মায়মূনা (রা) বলেন, আমাদের কারো হায়েয অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কোলে মাথা রেখে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। আর আমাদের মধ্যে কেউ হায়েয অবস্থায় মসজিদে (টানা দিয়ে) তাঁর চাটাই বিছিয়ে দিতেন।[১]

بَابُ تَرْجِيْلِ الْحَائِضِ رَاْسَ زَوْجِهَا وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِى الْمَسْجِدِ

২০-অনুচ্ছেদ ঃ হায়েযগ্রস্ত স্ত্রীর মসজিদে ইতিকাফরত স্বামীর মাথা আঁচড়ানো।

٣٨٦- اَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا كَانَتْ تُرَجِّلُ رَاْسَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهِىَ حَائِضٌ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَيُنَاوِلُهَا رَاْسَهُ وَهِىَ فِىْ حُجْرَتِهَا .

৩৮৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি হায়েযগ্রস্ত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইতিকাফে থাকতে তাঁর মাথা আচড়িয়ে দিতেন। তিনি (মসজিদ থেকে) তাঁর মাথা আয়েশা (রা)-র হুজরায় বাড়িয়ে দিতেন।

---

১. অপবিত্র অবস্থায় বাইরে থেকে টানা দিয়ে মসজিদ থেকে কিছু আনা বা মসজিদে কিছু দেয়া জায়েয, তবে সশরীরে মসজিদে প্রবেশ নিষিদ্ধ (অনুবাদক)।

غَسْلُ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا

২১-অনুচ্ছেদ ঃ ঋতুবতী স্ত্রীর স্বামীর মাথা ধুয়ে দেয়া।

٣٨٧- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ حَدَّثَنِيْ سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَنْصُوْرٌ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُدْنِيْ اِلَيَّ رَاْسَهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَاَغْسِلُهُ وَاَنَا حَائِضٌ .

৩৮৭। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইতিকাফরত অবস্থায় আমার দিকে তাঁর মাথা বাড়িয়ে দিতেন এবং আমি ঋতুবতী অবস্থায় তা ধুয়ে দিতাম।

٣٨٨- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ وَهُوَ ابْنُ عِيَاضٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ تَمِيْمِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُخْرِجُ رَاْسَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَاَغْسِلُهُ وَاَنَا حَائِضٌ .

৩৮৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইতিকাফরত অবস্থায় মসজিদ থেকে আমার দিকে তাঁর মাথা বাড়িয়ে দিতেন এবং আমি হায়েযগ্রস্ত অবস্থায় তা ধুয়ে দিতাম।

٣٨٩- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اُرَجِّلُ رَاْسَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا حَائِضٌ .

৩৮৯। আয়েশা (রা) বলেন, আমি ঋতুবতী অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথা আচড়িয়ে দিতাম।

بَابُ شُهُوْدِ الْحُيَّضِ الْعِيْدَيْنِ وَدَعْوَةِ الْمُسْلِمِيْنَ

২২-অনুচ্ছেদ ঃ নারীদের দুই ঈদের মাঠে ও মুসলমানদের দোয়ায় শরীক থাকা।

٣٩٠- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ كَانَتْ اُمُّ عَطِيَّةَ لاَ تَذْكُرُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِلاَّ قَالَتْ بِاَبَا فَقُلْتُ سَمِعْتِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ كَذَا وَكَذَا قَالَتْ نَعَمْ بِاَبَا قَالَ لِتَخْرُجِ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُوْرِ وَالْحُيَّضُ فَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَتَعْتَزِلِ الْحُيَّضُ الْمُصَلّٰى .

৩৯০। হাফসা (র) বলেন, উম্মু আতিয়া (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্মরণ করলেই বলতেন, আমার পিতা উৎসর্গিত হোক। আমি বললাম, আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরূপ এরূপ বলতে শুনেছেন? তিনি বলেন, হাঁ, আমার পিতা উৎসর্গিত হোক। তিনি বলেছেন ঃ বালেগ ও নাবালেগ বালিকা এবং হায়েযগ্রস্ত মহিলাগণ যেন কল্যাণময় কাজে এবং মুসলমানদের দোয়ায় শরীক হয়। কিন্তু হায়েযগ্রস্ত নারীগণ নামাযে অংশগ্রহণ করবে না।

اَلْمَرْءَةُ تَحِيْضُ بَعْدَ الاِفَاضَةِ

২৩-অনুচ্ছেদ ঃ কোন নারী তাওয়াফে ইফাদার পর হায়েযগ্রস্ত হলে।

٣٩١- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَىٍّ قَدْ حَاضَتْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا اَلَمْ تَكُنْ طَافَتْ مَعَكُنَّ بِالْبَيْتِ قَالَتْ بَلٰى قَالَ فَاخْرُجْنَ .

৩৯১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন, হুয়াই-কন্যা সফিয়্যা হায়েযগ্রস্ত হয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হয়তো সে আমাদের আটকে রাখবে। সে কি তোমাদের সাথে কাবা ঘর তাওয়াফ করেনি? তিনি বলেন, হাঁ। তিনি বলেন ঃ তাহলে তোমরা রওয়ানা হও।

مَا تَفْعَلُ النُّفَسَاءُ عِنْدَ الاِحْرَامِ

২৪-অনুচ্ছেদ ঃ নিফাসগ্রস্ত নারীগণ ইহরামের সময় কি করবে?

٣٩٢- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ يَحْىَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ فِىْ حَدِيْثِ اَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ حِيْنَ نُفِسَتْ بِذِى الْحُلَيْفَةِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَبِىْ بَكْرٍ مُرْهَا اَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ .

৩৯২। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। আসমা বিনতে উমাইস (রা) যুল-হুলায়ফা নামক স্থানে নিফাসগ্রস্ত হন (সন্তান প্রসব করেন)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বাক্র (রা)-কে বলেন ঃ তাকে নির্দেশ দাও, সে যেন গোসল করে এবং ইহরাম বাঁধে।

بَابُ الصَّلٰوةِ عَلَى النُّفَسَاءِ

২৫-অনুচ্ছেদ ঃ নিফাসগ্রস্ত নারীদের জানাযা।

٣٩٣- اَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ يَعْنِى الْمُعَلِّمَ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى اُمِّ كَعْبٍ مَاتَتْ فِىْ نِفَاسِهَا فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الصَّلٰوةِ فِىْ وَسْطِهَا .

৩৯৩। সামুরা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে উম্মু কাবের জানাযার নামায পড়েছি। তিনি নিফাসগ্রস্ত অবস্থায় মারা যান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে লাশের মাঝ বরাবর দাঁড়ান।

بَابُ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيْبُ الثَّوْبَ

২৬-অনুচ্ছেদ ঃ হায়েযের রক্ত পরিধেয় বস্ত্রে লাগলে।

٣٩٤- اَخْبَرَنَا يَحْىَ بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرَبِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ وَكَانَتْ تَكُوْنُ فِىْ حِجْرِهَا اَنَّ امْرَاَةً اسْتَفْتَتِ النَّبِىَّ ﷺ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيْبُ الثَّوْبَ فَقَالَ حُتِّيْهِ وَاقْرُصِيْهِ وَانْضَحِيْهِ وَصَلِّىْ فِيْهِ .

৩৯৪। আসমা বিনতে আবু বাক্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। এক মহিলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হায়েযের রক্ত পরিধেয় বস্ত্রে লেগে গেলে কি করতে হবে সে বিষয়ে ফতোয়া জানতে চায়। তিনি বলেন ঃ সে তা মর্দন করে খুঁটে তুলে ফেলবে, তারপর পানি ঢেলে ধুয়ে নিবে এবং তাতেই নামায পড়বে।

٣٩٥- اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىٰ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُو الْمِقْدَامِ ثَابِتٌ الْحَدَّادُ عَنْ عَدِىِّ بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ اُمَّ قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنٍ اَنَّهَا سَاَلَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيْبُ الثَّوْبَ قَالَ حُكِّيْهِ بِضِلَعٍ وَاغْسِلِيْهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ .

৩৯৫। আদী ইবনে দীনার (র) বলেন, আমি মিহসান-কন্যা উম্মু কায়েস (রা) সম্পর্কে শুনেছি যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হায়েযের রক্ত পরিধেয় বস্ত্রে লেগে গেলে কি করতে হবে সেই সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন ঃ সে একটি কাঠ বা হাড় দ্বারা তা ঘষবে, তারপর কুলপাতা মিশ্রিত পানি দ্বারা তা ধৌত করবে।

অধ্যায় ঃ ৪

كِتَابُ الْغُسْلِ وَالتَّيَمُّمِ
(গোসল ও তায়াম্মুম)

بَابُ ذِكْرِ نَهْيِ الْجُنُبِ عَنِ الْاغْتِسَالِ فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ

১-অনুচ্ছেদ ঃ বদ্ধ পানিতে নাপাক ব্যক্তির গোসল করা নিষেধ।

٣٩٦- اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ اَنَّ اَبَا السَّائِبِ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَغْتَسِلُ اَحَدُكُمْ فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ .

৩৯৬। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন নাপাক অবস্থায় বদ্ধ পানিতে গোসল না করে।

٣٩٧- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَ يَبُوْلَنَّ الرَّجُلُ فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيْهِ اَوْ يَتَوَضَّأُ .

৩৯৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এমন যেন না হয় যে, কোন ব্যক্তি বদ্ধ পানিতে পেশাব করে তাতে আবার নাপাকির গোসল বা উযূ করে।

٣٩٨- اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ الْبَغْدَادِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ عَجْلاَنَ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى اَنْ يُبَالَ فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسَلَ فِيْهِ مِنَ الْجَنَابَةِ .

৩৯৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদ্ধ পানিতে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন। (পেশাব করলে) পর তাতে নাপাকির গোসল করতে নিষেধ করেছেন।

٣٩٩- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ مُوْسَى بْنِ اَبِىْ عُثْمَانَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى اَنْ يُبَالَ فِى الْمَاءِ الرَّاكِدِ ثُمَّ يَغْتَسِلَ .

৩৯৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদ্ধ পানিতে পেশাব করতে, অতঃপর তাতে গোসল করতে নিষেধ করেছেন।

٤٠٠- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِيْنَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِيْ لاَ يَجْرِيْ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ قَالَ سُفْيَانُ قَالُوا لِهِشَامٍ يَعْنِي ابْنَ حَسَّانَ إِنَّ أَيُّوبَ إِنَّمَا يَنْتَهِيْ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ إِلَى أَبِيْ هُرَيْرَةَ فَقَالَ إِنَّ أَيُّوبَ لَوِ اسْتَطَاعَ أَنْ لاَّ يَرْفَعَ حَدِيْثًا لَمْ يَرْفَعْهُ .

৪০০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "তোমাদের কেউ যেন বদ্ধ পানিতে, অর্থাৎ যে পানি প্রবাহিত হয় না, পেশাব না করে, করলে পর তাতে গোসল না করে"। লোকজন হিশাম ইবনে হাস্‌সান (র)-কে বলেন, আইউব (র) এই হাদীস আবু হুরায়রা (রা)-র সাথে যুক্ত করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, আইউব (র) কোন হাদীস মরফূরূপে বর্ণনা না করতে সক্ষম হলে মরফূরূপে বর্ণনা করতেন না।

بَابُ الرُّخْصَةِ فِيْ دُخُوْلِ الْحَمَّامِ

২-অনুচ্ছেদ ঃ হাম্মামে (গোসলখানায়) প্রবেশের অবকাশ।

٤٠١- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْأٰخِرِ فَلاَ يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلاَّ بِمِئْزَرٍ .

৪০১। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাত দিবসে ঈমান রাখে, সে যেন লুঙ্গি পরিধান ব্যতীত হাম্মামে (গোসলখানায়) প্রবেশ না করে।

بَابُ الْاِغْتِسَالِ بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ

৩-অনুচ্ছেদ ঃ বরফ ও বৃষ্টির পানিতে গোসল করা।

٤٠٢- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَجْزَأَةَ ابْنِ زَاهِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ أَبِيْ أَوْفٰى يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَدْعُوْ اَللّٰهُمَّ طَهِّرْنِيْ مِنَ الذُّنُوْبِ وَالْخَطَايَا اَللّٰهُمَّ نَقِّنِيْ مِنْهَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اَللّٰهُمَّ طَهِّرْنِيْ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ .

৪০২। আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমাকে পাপাচার ও ভুল-ত্রুটি থেকে পবিত্র করুন। হে আল্লাহ! আমাকে এগুলো থেকে পবিত্র করুন যেরূপ সাদা বস্ত্রকে ময়লা থেকে পরিষ্কার করা হয়। হে আল্লাহ! আমাকে বরফ, পানি, বৃষ্টির পানি ও শীতল পানি দ্বারা পবিত্র করুন"।

بَابُ الْاغْتِسَالِ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ

৪-অনুচ্ছেদ ঃ শীতল পানিতে গোসল করা।

٤٠٣-اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَ بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ رَقَبَةَ عَنْ مَجْزَاَةَ الْاَسْلَمِيِّ عَنِ ابْنِ اَبِيْ اَوْفٰى قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ طَهِّرْنِيْ بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ اَللّٰهُمَّ طَهِّرْنِيْ مِنَ الذُّنُوْبِ كَمَا يُطَهَّرُ الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ .

৪০৩। আবু আওফা (রা)-র পুত্র বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমাকে বরফ, বৃষ্টির পানি ও শীতল পানি দ্বারা পবিত্র করুন। হে আল্লাহ! আমাকে পাপাচার থেকে এমনভাবে পবিত্র করুন যেরূপ সাদা কাপড় ময়লা থেকে পরিষ্কার করা হয়"।

بَابُ الْاغْتِسَالِ قَبْلَ النَّوْمِ

৫-অনুচ্ছেদ ঃ ঘুমানোর পূর্বে গোসল করা।

٤٠٤- اَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ قَيْسٍ قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَ نَوْمُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِي الْجَنَابَةِ اَيَغْتَسِلُ قَبْلَ اَنْ يَّنَامَ اَوْ يَنَامُ قَبْلَ اَنْ يَّغْتَسِلَ قَالَتْ كُلُّ ذٰلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ رُبَّمَا اغْتَسَلَ فَنَامَ وَرُبَّمَا تَوَضَّاَ فَنَامَ .

৪০৪। আবদুল্লাহ ইবনে আবু কায়েস (র) বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, নাপাক অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘুম কিরূপ ছিল? তিনি কি ঘুমানোর পূর্বে গোসল করতেন অথবা গোসল করার পূর্বে ঘুমাতেন? তিনি বলেন, তিনি উভয়টিই করতেন। তিনি কখনো গোসল করে ঘুমাতেন আবার কখনো শুধু উযু করে ঘুমাতেন।

بَابُ الْاِغْتِسَالِ اَوَّلَ اللَّيْلِ

৬-অনুচ্ছেদ ঃ রাতের প্রথমভাগে গোসল করা।

٤٠٥- اَخْبَرَنَا يَحْىَ بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرَبِيٍّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ بُرْدٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ دَخَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ اَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَغْتَسِلُ مِنْ اَوَّلِ اللَّيْلِ اَوْ مِنْ اٰخِرِهِ قَالَتْ كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ رُبَّمَا اغْتَسَلَ مِنْ اَوَّلِهِ وَرُبَّمَا اغْتَسَلَ مِنْ اٰخِرِهِ قُلْتُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ جَعَلَ فِى الْاَمْرِ سَعَةً .

৪০৫। গুদাইফ ইবনুল হারিস (র) বলেন, আমি আয়েশা (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি রাতের প্রথম ভাগে গোসল করতেন না শেষ ভাগে? তিনি বলেন, তিনি উভয়টিই করতেন। কখনো তিনি রাতের প্রথম ভাগে গোসল করতেন, আবার কখনও শেষরাতে গোসল করতেন। আমি বললাম, আল্লাহ্‌র জন্যই সকল প্রশংসা, যিনি বিষয়টিতে ব্যাপক সুবিধা রেখেছেন।

بَابُ الْاِسْتِتَارِ عِنْدَ الْغُسْلِ

৭-অনুচ্ছেদ ঃ আড়ালে-আবডালে গোসল করা।

٤٠٦- اَخْبَرَنِى اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ يَّعْلٰى اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَاٰى رَجُلاً يَّغْتَسِلُ بِالْبِرَازِ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ وَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ حَلِيْمٌ حَيِيٌّ سِتِّيْرٌ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسَّتْرَ فَاِذَا اغْتَسَلَ اَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ .

৪০৬। ইয়ালা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে প্রকাশ্যে খোলা ময়দানে গোসল করতে দেখেন। তিনি মিম্বারে আরোহণ করলেন, আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও গুণগান করলেন, তারপর বলেন ঃ নিশ্চয় মহামহিম আল্লাহ ধৈর্যশীল, সহিষ্ণু, লজ্জাশীল ও অন্তরালকারী। তিনি লজ্জাশীলতাকে এবং পর্দা করাকে পছন্দ করেন। অতএব তোমাদের কেউ গোসল করলে যেন আড়ালে-আবডালে করে।

٤٠٧- اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اِسْحَاقَ قَالَ اَخْبَرَنَا الْاَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِىْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلٰى

عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ سِتِّيْرٌ فَاِذَا اَرَادَ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّغْتَسِلَ فَلْيَتَوَارَ بِشَىْءٍ .

৪০৭। সাফওয়ান ইবনে ইয়ালা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিশ্চয় মহামহিম আল্লাহ অন্তরালকারী। অতএব তোমাদের কেউ যখন গোসল করে তখন সে যেন কোন কিছু দ্বারা পর্দা বা আড়াল করে নেয়।

٤٠٨-اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُوْنَةَ قَالَتْ وَضَعْتُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَاءً قَالَتْ فَسَتَرْتُهُ فَذَكَرَتِ الْغُسْلَ قَالَتْ ثُمَّ اَتَيْتُهُ بِخِرْقَةٍ فَلَمْ يُرِدْهَا .

৪০৮। মায়মূনা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য (গোসলের) পানি রাখলাম। (গোসলের সময়) আমি তাঁকে আড়াল করলাম। তিনি (তাঁর) গোসলের বিষয় বর্ণনা করার পর বলেন, আমি তাঁর জন্য একটি বস্ত্র আনলাম (গোসলের পানি মুছে ফেলার জন্য), তিনি তা গ্রহণ করেননি।

٤٠٩- اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ عَنْ مُوْسَى ابْنِ عُقْبَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَمَا اَيُّوْبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا خَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِّنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ يَحْثِىْ فِىْ ثَوْبِهِ قَالَ فَنَادَاهُ رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا اَيُّوْبُ لَمْ اَكُنْ اَغْنَيْتُكَ قَالَ بَلٰى يَا رَبِّ وَلٰكِنْ لاَ غِنٰى بِىْ عَنْ بَرَكَاتِكَ .

৪০৯। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ একদা আইউব আলাইহিস সালাম উলঙ্গ অবস্থায় (অর্থাৎ খোলা জায়গায়) গোসল করছিলেন। তখন তাঁর সামনে একটি স্বর্ণের পতঙ্গ পতিত হলে তিনি তা তাঁর কাপড়ে ভরতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তখন তাঁর মহান ও মহিমাময় প্রভু তাঁকে ডেকে বলেন, হে আইউব! আমি কি তোমাকে ধনবান করিনি? তিনি বলেন, হে প্রভু! অবশ্যই। কিন্তু আমি আপনার বরকত ও প্রাচুর্য থেকে বিমুখ হতে পারি না।

بَابُ الدَّلاَلَةِ عَلٰى اَنْ لاَّ تَوْقِيْتَ فِى الْمَاءِ الَّذِىْ يَغْتَسِلُ فِيْهِ

৮-অনুচ্ছেদ ঃ গোসলের পানির কোন পরিমাণ নির্দিষ্ট নাই।

٤١٠- اَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَغْتَسِلُ فِى الْاِنَاءِ وَهُوَ الْفَرَقُ وَكُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَهُوَ مِنْ اِنَاءٍ وَّاحِدٍ .

৪১০। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ফারাক ভর্তি পাত্রের পানি দিয়ে গোসল করতেন। আমি এবং তিনি একই পাত্রের পানি দিয়ে গোসল করতাম।

بَابُ اغْتِسَالِ الرَّجُلِ وَالْمَرْءَةِ مِنْ نِّسَائِهِ مِنْ اِنَاءٍ وَّاحِدٍ

৯-অনুচ্ছেদ ঃ স্বামী-স্ত্রীর একই পাত্রের পানি দিয়ে গোসল করা।

٤١١- اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ هِشَامٍ ح وَاَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ وَاَنَا مِنْ اِنَاءٍ وَّاحِدٍ نَغْتَرِفُ مِنْهُ جَمِيْعًا وَّقَالَ سُوَيْدٌ قَالَتْ كُنْتُ اَنَا .

৪১১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আমি একই পাত্রের পানি দিয়ে গোসল করতাম। আমরা উভয়ে তা থেকে একত্রে পানি নিতাম।

٤١٢- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اِنَاءٍ وَّاحِدٍ مِّنَ الْجَنَابَةِ .

৪১২। আয়েশা (রা) বলেন, আমি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই পাত্রের পানি দিয়ে নাপাকির গোসল করতাম।

٤١٣- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ رَاَيْتُنِىْ اُنَازِعُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ الْاِنَاءَ اَغْتَسِلُ اَنَا وَهُوَ مِنْهُ .

৪১৩। আয়েশা (রা) বলেন, আমি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে পাত্রের পানি দিয়ে গোসল করতাম, তা থেকে পানি তুলতে গিয়ে তাঁর সাথে আমি যে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতাম তা আমার এখনো স্মরণ আছে।

بَابُ الرُّخْصَةِ فِيْ ذٰلِكَ

১০-অনুচ্ছেদ ঃ এ ব্যাপারে অবকাশ।

٤١٤- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ ح وَاَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُعَاذَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اِنَاءٍ وَاحِدٍ اُبَادِرُهُ وَيُبَادِرُنِيْ حَتّٰى يَقُوْلَ دَعِيْ لِيْ وَاَقُوْلَ اَنَا دَعْ لِيْ قَالَ سُوَيْدٌ يُبَادِرُنِيْ وَاُبَادِرُهُ فَاَقُوْلُ دَعْ لِيْ دَعْ لِيْ .

৪১৪। আয়েশা (রা) বলেন, আমি ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই পাত্রের পানি দিয়ে গোসল করতাম। আমি তাঁর আগে পানি নিতে চেষ্টা করতাম এবং তিনি আমার আগে নিতে চাইতেন, এমনকি তিনি বলতেন ঃ আমার জন্য রাখো। আর আমি বলতাম, আমার জন্য রাখুন। সুয়াইদ (র)-এর বর্ণনায় আছে ঃ তিনি আমার আগে নিতে চাইতেন এবং আমি তাঁর আগে নিতে চাইতাম আর বলতাম, আমার জন্য রাখুন, আমার জন্য রাখুন।

بَابُ الْاِغْتِسَالِ فِيْ قَصْعَةٍ فِيْهَا اَثَرُ الْعَجِيْنِ

১১-অনুচ্ছেদ ঃ আটা লেগে থাকা পাত্রের পানি দিয়ে গোসল করা।

٤١٥- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوْسَى بْنِ اَعْيَنَ حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِيْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ حَدَّثَتْنِيْ اُمُّ هَانِيءٍ اَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَهُوَ يَغْتَسِلُ قَدْ سَتَرَتْهُ فَاطِمَةُ بِثَوْبٍ دُوْنَهُ فِيْ قَصْعَةٍ فِيْهَا اَثَرُ الْعَجِيْنِ قَالَتْ فَصَلَّى الضُّحٰى فَمَا اَدْرِيْ كَمْ صَلّٰى حِيْنَ قَضٰى غُسْلَهُ .

৪১৫। আতা (র) বলেন, উম্মু হানী (রা) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তিনি মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হলেন। তখন তিনি আটা লেগে থাকা একটি পাত্রের পানি দিয়ে গোসল করছিলেন এবং ফাতিমা তার জন্য অতিরিক্ত একটি বস্ত্র দ্বারা তাঁর পর্দার ব্যবস্থা করেন। তিনি বলেন, তারপর তিনি চাশতের নামায পড়লেন। আমার স্মরণ নাই যে, তিনি গোসলের পর কতো রাক্আত নামায পড়েছিলেন।

بَابُ تَرْكِ الْمَرْأَةِ نَقْضَ رَأْسِهَا عِنْدَ الْاغْتِسَالِ

১২-অনুচ্ছেদ ঃ গোসলের সময় মহিলাদের চুলের ঝুটি না খোলা।

٤١٦- اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ طَهْمَانَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ رَاَيْتُنِىْ اَغْتَسِلُ اَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ هٰذَا فَاِذَا تَوْرٌ مَوْضُوْعٌ مِثْلُ الصَّاعِ اَوْ دُوْنَهُ فَنَشْرَعُ فِيْهِ جَمِيْعًا فَاُفِيْضُ عَلٰى رَاْسِى بِيَدِىَّ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَمَا اَنْقُضُ لِى شَعْرًا .

৪১৬। আয়েশা (রা) বলেন, আমার স্মরণ আছে যে, আমি এই পাত্রের পানি দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে একত্রে গোসল করতাম। (অধস্তন রাবী বলেন), পাত্রটিতে এক সা বা আরও কম পানি ধরে। তিনি বলেন, আমরা উভয়ে তা থেকে গোসল করতে আরম্ভ করতাম, আমি আমার হাত দ্বারা আমার মাথায় তিনবার পানি দিতাম এবং মাথার চুল খুলতাম না।

بَابُ اِذَا تَطَيَّبَ وَاغْتَسَلَ وَبَقِىَ اَثَرُ الطِّيْبِ

১৩-অনুচ্ছেদ ঃ সুগন্ধি মেখে গোসল করলে এবং সুগন্ধির চিহ্ন অবশিষ্ট থাকলে।

٤١٧- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ عَنْ وَكِيْعٍ عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ لاَنْ اَصْبَحَ مُطَّلِيًا بِقَطِرَانٍ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ اَنْ اَصْبَحَ مُحْرِمًا اَنْضَخُ طِيْبًا فَدَخَلْتُ عَلٰى عَائِشَةَ فَاَخْبَرْتُهَا بِقَوْلِهِ فَقَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَطَافَ عَلٰى نِسَائِهِ ثُمَّ اَصْبَحَ مُحْرِمًا .

৪১৭। ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনুল মুনতাশির (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-কে বলতে শুনেছি, ইহরাম অবস্থায় সুগন্ধি ছড়িয়ে সকালে বের হওয়ার চেয়ে, আমার নিকট উটের গায়ে ঔষধরূপে যে আলকাতরা ব্যবহার করা হয় তা গায়ে মেখে বের হওয়া অধিক পছন্দনীয়। আমি (মুহাম্মাদ) আয়েশা (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে ইবনে উমার (রা)-র এ উক্তি তাকে শুনালে তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গায়ে সুগন্ধি মেখেছিলাম। তারপর তিনি তার সকল স্ত্রীর নিকট গেলেন এবং ইহরাম অবস্থায় ভোরে উপনিত হলেন।[১]

---

১. অর্থাৎ তিনি নাপাকির গোসলশেষে ভোরবেলা ইহরাম বাঁধেন এবং তাঁর গায়ে মাখা সুগন্ধি অবশিষ্ট ছিল (অনুবাদক)।

بَابُ اِزَالَةِ الْجُنُبِ الْاَذٰى عَنْهُ قَبْلَ اِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَيْهِ

১৪-অনুচ্ছেদ ঃ গায়ে পানি ঢালার পূর্বে নাপাক ব্যক্তির শরীর থেকে নাপাকী দূর করা

٤١٨- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُوْنَةَ قَالَتْ تَوَضَّاَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وُضُوْءَهُ لِلصَّلٰوةِ غَيْرَ رِجْلَيْهِ وَغَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا اَصَابَهُ ثُمَّ اَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثُمَّ نَحّٰى رِجْلَيْهِ فَغَسَلَهُمَا قَالَتْ هٰذِهِ غِسْلَةٌ مِنَ الْجَنَابَةِ .

৪১৮। মায়মূনা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নামাযের উযূর ন্যায় উযু করলেন তাঁর পদদ্বয় ব্যতীত। তিনি তাঁর গুপ্ত অংগে এবং গায়ে যে নাপাকী লেগেছিল তা ধুইলেন, অতঃপর তাঁর শরীরে পানি ঢাললেন, তারপর একটু সরে গিয়ে তাঁর উভয় পা ধুইলেন। মায়মূনা (রা) বলেন, এটা ছিল নাপাকির গোসল।

بَابُ مَسْحِ الْيَدِ بِالْاَرْضِ بَعْدَ غَسْلِ الْفَرْجِ

১৫-অনুচ্ছেদ ঃ গুপ্ত অঙ্গ ধৌত করার পর হাত মাটিতে মর্দন করা।

٤١٩- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُوْنَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَاُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِيْنِهِ عَلٰى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَضْرِبُ بِيَدِهِ عَلَى الْاَرْضِ ثُمَّ يَمْسَحُهَا ثُمَّ يَغْسِلُهَا ثُمَّ يَتَوَضَّاُ وُضُوْئَهُ لِلصَّلٰوةِ ثُمَّ يُفْرِغُ عَلٰى رَاْسِهِ وَعَلٰى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ يَتَنَحّٰى فَيَغْسِلُ رِجْلَيْهِ .

৪১৯। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী মায়মূনা বিনতুল হারিস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাপাকির গোসলে প্রথমে তাঁর উভয় হাত ধৌত করতেন। তারপর তিনি তাঁর ডান হাত দ্বারা তাঁর বাম হাতে পানি ঢেলে লজ্জাস্থান ধুইতেন, অতঃপর মাটিতে হাত মেরে মর্দন করে ধুয়ে নিতেন। তারপর তাঁর নামাযের উযুর ন্যায় উযু করতেন এবং তাঁর মাথায় পানি ঢালতেন, অতঃপর সমস্ত শরীরে পানি ঢালতেন। তারপর গোসলের স্থান থেকে একটু সরে গিয়ে তাঁর পদদ্বয় ধুইতেন।

بَابُ الْاِبْتِدَاءِ بِالْوُضُوْءِ فِىْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ

১৬-অনুচ্ছেদ ঃ উযু করার মাধ্যমে নাপাকির গোসল শুরু করা।

٤٢٠- اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ تَوَضَّاَ وُضُوْءَهُ لِلصَّلٰوةِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يُخَلِّلُ بِيَدِهِ شَعْرَهُ حَتّٰى اِذَا ظَنَّ اَنَّهُ قَدْ اَرْوٰى بَشَرَتَهُ اَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ .

৪২০। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাপাকির গোসলে প্রথমে তাঁর হস্তদ্বয় ধুয়ে নিতেন, অতঃপর নামাযের উযুর ন্যায় উযু করতেন, অতঃপর গোসল করতেন, অতঃপর হাত দ্বারা মাথার চুল খেলাল করতেন। শেষে যখন তিনি মনে করতেন যে, মাথার চামড়া ভিজেছে তখন তাতে তিনবার পানি ঢালতেন, অতঃপর গোটা শরীর ধৌত করতেন।

بَابُ التَّيَمُّنِ فِى الطُّهُوْرِ

১৭-অনুচ্ছেদ ঃ ডান থেকে পবিত্রতা অর্জন শুরু করা।

٤٢١- اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْاَشْعَثِ بْنِ اَبِى الشَّعْثَاءِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ فِىْ طُهُوْرِهِ وَتَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَقَالَ بِوَاسِطٍ فِىْ شَاْنِهِ كُلِّهِ .

৪২১। আয়েশা (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্রতা অর্জনে, জুতা পরিধানে ও চুল আচড়াতে যথাসম্ভব ডান দিক থেকে আরম্ভ করা পছন্দ করতেন। মাসরূক (র) ওয়াসিত নামক স্থানে বলেছেন, তাঁর সকল কাজেই (ডান দিক থেকে শুরু করতেন)।

بَابُ تَرْكِ مَسْحِ الرَّأْسِ فِى الْوُضُوْءِ مِنَ الْجَنَابَةِ

১৮-অনুচ্ছেদ ঃ নাপাকির উযুতে মাথা মাসেহ ত্যাগ করা।

٤٢٢- اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ هُوَ ابْنُ سَمَاعَةَ اَخْبَرَنَا الْاَوْزَاعِىُّ عَنْ يَحْىَ بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ سَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَاتَّسَقَتِ الْاَحَادِيْثُ عَلٰى هٰذَا يَبْدَاُ فَيُفْرِغُ عَلٰى يَدِهِ الْيُمْنٰى مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلٰثًا ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَهُ الْيُمْنٰى فِى الْاِنَاءِ فَيَصُبُّ بِهَا عَلٰى فَرْجِهِ وَيَدُهُ الْيُسْرٰى عَلٰى فَرْجِهِ فَيَغْسِلُ مَا هُنَالِكَ حَتّٰى يُنْقِيَهُ ثُمَّ يَضَعُ يَدَهُ الْيُسْرٰى عَلَى التُّرَابِ اِنْ شَاءَ ثُمَّ يَصُبُّ عَلٰى يَدِهِ الْيُسْرٰى حَتّٰى يُنْقِيَهَا ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ ثَلٰثًا وَيَسْتَنْشِقُ وَيَتَمَضْمَضُ وَيَغْسِلُ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ثَلٰثًا ثَلٰثًا حَتّٰى اِذَا بَلَغَ رَاْسَهُ لَمْ يَمْسَحْ وَاَفْرَغَ عَلَيْهِ الْمَاءَ فَهٰكَذَا غُسْلُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ مَا ذُكِرَ .

৪২২। আয়েশা (রা) ও ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। উমার (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নাপাকির গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন, বিভিন্ন হাদীসে একইরূপ বর্ণনা এসেছে যে, তিনি গোসল আরম্ভ করতে গিয়ে দুইবার অথবা তিনবার তাঁর ডান হাতে পানি ঢালতেন। তারপর ডান হাত পাত্রের মধ্যে ঢুকিয়ে তাঁর লজ্জাস্থানে ডান হাতে পানি ঢেলে বাম হাতে তা ধুইয়ে পরিষ্কার করতেন। অতঃপর তিনি ইচ্ছা করলে তাঁর বাম হাত মাটিতে রাখতেন। তারপর বাম হাতের উপর পানি ঢেলে তা পরিষ্কার করতেন। তারপর উভয় হাত তিনবার করে ধুইতেন, নাক পরিষ্কার করতেন, কুল্লি করতেন এবং তাঁর মুখমণ্ডল ও উভয় হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার করে ধুইতেন। পর্যায়ক্রমে তিনি মাথায় পৌঁছে মাথা মাসেহ করতেন না, বরং তাতে পানি ঢালতেন। উপরে যেরূপ বর্ণিত হয়েছে তদ্রূপই ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোসল।

بَابُ اسْتِبْرَاءِ الْبَشَرَةِ فِى الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

১৯-অনুচ্ছেদ ঃ নাপাকির গোসলে সমস্ত শরীরে পানি পৌঁছানো।

٤٢٣- اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ تَوَضَّاَ وُضُوْئَهُ لِلصَّلٰوةِ ثُمَّ يُخَلِّلُ رَاْسَهُ بِاَصَابِعِهِ حَتّٰى اِذَا خُيِّلَ اِلَيْهِ اَنَّهُ قَدِ اسْتَبْرَاَ الْبَشَرَةَ غَرَفَ عَلٰى رَاْسِهِ ثَلٰثًا ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ .

৪২৩। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাপাকির গোসল করতে প্রথমে তাঁর উভয় হাত ধৌত করতেন, অতঃপর তাঁর নামাযের উযুর ন্যায় উযু করতেন, অতঃপর হাতের আঙ্গুল দ্বারা মাথার চুল খেলাল করতেন। শেষে যখন মনে

করতেন যে, চুলের গোড়ায় পানি পৌছেছে, তখন তিনি মাথায় তিন অঞ্জলি পানি দিতেন, তারপর সমস্ত শরীর ধৌত করতেন।

٤٢٤- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ دَعَا بِشَىْءٍ نَحْوَ الْحِلاَبِ فَاَخَذَ بِكَفِّهِ بَدَاَ بِشِقِّ رَاْسِهِ الْاَيْمَنِ ثُمَّ الْاَيْسَرِ ثُمَّ اَخَذَ بِكَفَّيْهِ فَقَالَ بِهِمَا عَلٰى رَاْسِهِ .

৪২৪। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নাপাকির গোসল করতেন তখন তিনি দুধ দোহনের পাত্রের ন্যায় কোন পাত্র নিয়ে ডাকতেন এবং তা থেকে এক অঞ্জলি পানি নিয়ে মাথার ডান পাশ থেকে আরম্ভ করতেন, অতঃপর বাম পাশে পানি ঢালতেন। তারপর দুই হাতে পানি নিয়ে তা মাথায় ঢালতেন।

بَابُ مَا يَكْفِى الْجُنُبَ مِنْ اِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلٰى رَاْسِهِ

২০-অনুচ্ছেদ ঃ নাপাক ব্যক্তির মাথায় কতটুকু পানি ঢালা যথেষ্ট?

٤٢٥- اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ يَحْىٰ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ ح وَاَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ ابْنَ صُرَدٍ يُحَدِّثُ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ ذُكِرَ عِنْدَهُ الْغُسْلُ فَقَالَ اَمَّا اَنَا فَاُفْرِغُ عَلٰى رَاْسِىْ ثَلٰثًا . لَفْظُ سُوَيْدٍ .

৪২৫। জুবাইর ইবনে মুতইম (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গোসল সম্পর্কে উল্লেখ করা হলে তিনি বলেন ঃ জেনে রাখো! আমি আমার মাথায় তিনবার পানি ঢালি।

٤٢٦- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُخَوَّلٍ عَنْ اَبِىْ جَعْفَرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اغْتَسَلَ اَفْرَغَ عَلٰى رَاْسِهِ ثَلٰثًا .

৪২৬। জাবের (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোসল করার সময় নিজের মাথায় তিনবার পানি ঢালতেন।

بَابُ الْعَمَلِ فِى الْغُسْلِ مِنَ الْحَيْضِ

২১-অনুচ্ছেদ ঃ হায়েযের গোসলে করণীয়।

٤٢٧- اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا مَنْصُوْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ امْرَاَةً سَاَلَتِ النَّبِىَّ ﷺ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ اَغْتَسِلُ عِنْدَ الطُّهُوْرِ قَالَ خُذِىْ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَوَضَّئِىْ بِهَا قَالَتْ كَيْفَ اَتَوَضَّاُ بِهَا قَالَ تَوَضَّئِىْ بِهَا قَالَتْ كَيْفَ اَتَوَضَّاُ بِهَا قَالَتْ ثُمَّ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَبَّحَ وَاَعْرَضَ عَنْهَا فَفَطِنَتْ عَائِشَةُ لِمَا يُرِيْدُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ فَاَخَذْتُهَا وَجَبَذْتُهَا اِلَىَّ فَاَخْبَرْتُهَا بِمَا يُرِيْدُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ .

৪২৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। এক মহিলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি হায়েয থেকে পবিত্রতা অর্জনের জন্য কিভাবে গোসল করবো? তিনি বলেন ঃ তুমি কস্তুরী মিশ্রিত এক টুকরা কাপড় নিবে এবং তা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করবে। সে বললো, তা দ্বারা কিরূপে পবিত্রতা অর্জন করবো? তিনি বলেনঃ তা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করবে। সে আবার বললো, তা দ্বারা কিভাবে পবিত্রতা অর্জন করবো? আয়েশা (রা) বলেন, এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুবহানাল্লাহ বলেন এবং তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। আয়েশা (রা) বুঝতে পারলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য কি ছিলো। তিনি বলেন, আমি তাকে আমার দিকে টেনে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য তাকে বুঝিয়ে দিলাম।

بَابُ الْغُسْلِ مَرَّةً وَّاحِدَةً

২২-অনুচ্ছেদ ঃ একবার ধৌত করা।

٤٢٨- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُوْنَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَتْ اغْتَسَلَ النَّبِىُّ ﷺ مِنَ الْجَنَابَةِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ وَدَلَكَ يَدَهُ بِالْاَرْضِ اَوِ الْحَائِطِ ثُمَّ تَوَضَّاَ وُضُوْءَهُ لِلصَّلٰوةِ ثُمَّ اَفَاضَ عَلٰى رَاْسِهِ وَسَائِرِ جَسَدِهِ .

৪২৮। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী মায়মূনা (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাপাকির গোসলে তাঁর লজ্জাস্থান ধৌত করলেন এবং তাঁর হাত

মাটিতে বা দেয়ালে ঘষলেন। অতঃপর তিনি নামাযের উযুর ন্যায় উযু করলেন, অতঃপর তাঁর মাথায় এবং সমস্ত শরীরে পানি ঢাললেন।

بَابُ اغْتِسَالِ النُّفَسَاءِ عِنْدَ الْاِحْرَامِ

২৩-অনুচ্ছেদ ঃ ইহ্‌রাম বাঁধার সময় নিফাসগ্রস্ত মহিলাদের গোসল।

٤٢٩- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَيَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ قَالَ اَتَيْنَا جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ اللّٰهِ فَسَاَلْنَاهُ عَنْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَحَدَّثَنَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ لِخَمْسٍ بَقِيْنَ مِنْ ذِى الْقَعْدَةِ وَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتّٰى اَتٰى ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلَدَتْ اَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ اَبِيْ بَكْرٍ فَاَرْسَلَتْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ اَصْنَعُ فَقَالَ اغْتَسِلِيْ ثُمَّ اسْتَثْفِرِيْ ثُمَّ اَهِلِّيْ .

৪২৯। মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-এর নিকট এসে তাকে বিদায় হজ্জ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি আমাদের নিকট বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিলকাদ মাসের পাঁচ দিন অবশিষ্ট থাকতে রওয়ানা হন। আমরাও তাঁর সাথে রওয়ানা হলাম। শেষে যখন তিনি যুল-হুলায়ফায় পৌছলেন, আসমা বিনতে উমাইস (রা) মুহাম্মাদ ইবনে আবু বাক্‌রকে প্রসব করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট লোক পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করেন, আমি কিরূপ করবো? তিনি বলেন ঃ তুমি গোসল করে ন্যাকড়া জড়িয়ে নিবে, অতঃপর ইহ্‌রাম বাঁধবে।

بَابُ تَرْكِ الْوُضُوْءِ بَعْدَ الْغُسْلِ

২৪-অনুচ্ছেদ ঃ গোসলের পর উযু না করা।

٤٣٠- اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيْمٍ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا حَسَنٌ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ ح وَاَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ .

৪৩০। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোসলের পর উযু করতেন না।

بَابُ الطَّوَافِ عَلَى النِّسَاءِ فِيْ غُسْلٍ وَّاحِدٍ

২৫-অনুচ্ছেদ ঃ এক গোসলে সকল স্ত্রীর নিকট গমন।

٤٣١- اَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ بِشْرٍ هُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ ابْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ كُنْتُ اُطَيِّبُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَيَطُوْفُ عَلٰى نِسَائِهِ ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِمًا يَنْضَخُ طِيْبًا .

৪৩১। আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেহে সুগন্ধি মেখে দিতাম। তিনি তাঁর সকল স্ত্রীর নিকট যেতেন এবং ইহরাম অবস্থায় ভোরে উপনীত হতেন, তখনও সুগন্ধির চিহ্ন অবশিষ্ট থাকতো।

بَابُ التَّيَمُّمِ بِالصَّعِيْدِ

২৬-অনুচ্ছেদ ঃ মাটি দ্বারা তাইয়াম্মুম করা।

٤٣٢- اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ عَنْ يَزِيْدَ الْفَقِيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُعْطِيْتُ خَمْسًا لَّمْ يُعْطَهُنَّ اَحَدٌ قَبْلِيْ نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيْرَةَ شَهْرٍ وَّجُعِلَتْ لِيَ الْاَرْضُ مَسْجِدًا وَّطَهُوْرًا فَاَيْنَمَا اَدْرَكَ الرَّجُلَ مِنْ اُمَّتِي الصَّلٰوةُ يُصَلِّيْ وَاُعْطِيْتُ الشَّفَاعَةَ وَلَمْ يُعْطَ نَبِيٌّ قَبْلِيْ وَبُعِثْتُ اِلَى النَّاسِ كَافَّةً وَّكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ اِلٰى قَوْمِهِ خَاصَّةً .

৪৩২। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমাকে পাঁচটি সুবিধা দান করা হয়েছে, যা আমার পূর্বে আর কাউকে দেয়া হয়নি। এক মাসের পথের দূরত্ব থেকে (শত্রুকে) আতংকিত করার ক্ষমতা দান করে আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। আমার জন্য পৃথিবী পৃষ্ঠকে মসজিদ ও পবিত্রতা অর্জনের উপায় বানানো হয়েছে। অতএব আমার উম্মতের কোন ব্যক্তির যেখানেই নামাযের ওয়াক্ত হবে সে সেখানেই তা পড়তে পারে। আমাকে শাফাআত করার অনুমতি দান করা হয়েছে, যা পূর্বে অন্য কোন নবীকে দান করা হয়নি। আর আমাকে সামগ্রিকভাবে গোটা মানবজাতির জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। কিন্তু আমার পূর্বের প্রত্যেক নবী কোন বিশেষ কওমের নিকট প্রেরিত হতেন।

بَابُ التَّيَمُّمِ لِمَنْ يَّجِدُ الْمَاءَ بَعْدَ الصَّلٰوةِ

২৭-অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তি নামায পড়ার পর পানি পেলে তার তাইয়াম্মুম।

٤٣٣- اَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ نَافِعٌ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَنَّ رَجُلَيْنِ تَيَمَّمَا وَصَلَّيَا ثُمَّ وَجَدَا مَاءً فِى الْوَقْتِ فَتَوَضَّأَ اَحَدُهُمَا وَعَادَ لِصَلٰوتِهِ مَا كَانَ فِى الْوَقْتِ وَلَمْ يُعِدِ الْاٰخَرُ فَسَاَلاَ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ لِلَّذِىْ لَمْ يُعِدْ اَصَبْتَ السُّنَّةَ وَاَجْزَءَتْكَ صَلٰوتُكَ وَقَالَ لِلْاٰخَرِ اَمَّا اَنْتَ فَلَكَ مِثْلُ سَهْمِ جَمْعٍ .

৪৩৩। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। দুই ব্যক্তি তাইয়াম্মুম করে নামায পড়ার পর ওয়াক্ত অবশিষ্ট থাকতেই পানি পেয়ে গেলো। তাদের একজন উযু করে ওয়াক্তের মধ্যে পুনরায় নামায পড়লো এবং অপরজন পুনরায় পড়লো না। তারা উভয়ে এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো। যে ব্যক্তি পুনরায় নামায পড়েনি তিনি তাকে বলেন ঃ তুমি সঠিক পন্থায় পৌছেছো। তোমার (পূর্বের) নামায তোমার জন্য যথেষ্ট হয়েছে। তিনি অপর ব্যক্তিকে বলেন ঃ তোমার জন্য উভয় কাজের সওয়াব রয়েছে।

٤٣٤- اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُمَيْرَةُ وَغَيْرُهُ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ اَنَّ رَجُلَيْنِ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ.

৪৩৪। আতা ইবনে ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত। দুই ব্যক্তি..................হাদীসের অবশিষ্ট বর্ণনা পূর্ববৎ।

٤٣٥- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى اَخْبَرَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ اَنَّ مُخَارِقًا اَخْبَرَهُمْ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ اَنَّ رَجُلاً اَجْنَبَ فَلَمْ يُصَلِّ فَاَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ اَصَبْتَ فَاَجْنَبَ رَجُلٌ اٰخَرُ فَتَيَمَّمَ وَصَلّٰى فَقَالَ نَحْوًا مِمَّا قَالَ لِلْاٰخَرِ يَعْنِى اَصَبْتَ .

৪৩৫। তারিক ইবনে শিহাব (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নাপাক হলো, তাই নামায পড়তে পারলো না। সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে তাঁকে তা জানালো। তিনি বলেন ঃ তুমি ঠিকই করেছো। আরেক ব্যক্তি নাপাক হলে তাইয়াম্মুম করে নামায পড়লো। তিনি তাকেও পূর্বের ব্যক্তির অনুরূপ কথা বললেন অর্থাৎ তুমি ঠিকই করেছো।

بَابُ الْوُضُوْءِ مِنَ الْمَذِىِّ

২৮-অনুচ্ছেদ ঃ মযী (বীর্যরস) নির্গত হলে উযু করা।

٤٣٦- اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ مَيْمُوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَذَاكَرَ عَلِىٌّ وَالْمِقْدَادُ وَعَمَّارٌ فَقَالَ عَلِىٌّ اِنِّىْ امْرُؤٌ مَذَّاءٌ وَاِنِّى اَسْتَحْيِىْ اَنْ اَسْاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ مِنِّىْ فَيَسْاَلُهُ اَحَدُكُمَا فَذَكَرَ لِىْ اَنَّ اَحَدَهُمَا وَنَسِيْتُهُ سَاَلَهُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ ذٰلِكَ الْمَذِىُّ اِذَا وَجَدَ اَحَدُكُمْ فَلْيَغْسِلْ ذٰلِكَ مِنْهُ وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوْئَهُ لِلصَّلٰوةِ اَوْ كَوُضُوْءِ الصَّلٰوةِ .

৪৩৬। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আলী, মিকদাদ ও আম্মার (রা) পরস্পর আলাপ করছিলেন। আলী (রা) বলেন, আমি এমন ব্যক্তি যার অধিক মযী নির্গত হয়। কিন্তু এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করতে আমি লজ্জাবোধ করি। কারণ তাঁর কন্যা আমার স্ত্রী। কাজেই তোমাদের একজন তাঁকে জিজ্ঞেস করুক। তাদের একজন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন। (অধস্তন রাবী বলেন,) কে জিজ্ঞাসা করেছিল তা আমি ভুলে গিয়েছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তা মযী।[২] কারও তা নির্গত হলে সে যেন তা ধুয়ে ফেলে এবং নামাযের উযুর ন্যায় উযু করে।

٤٣٧- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْاَعْمَشُ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً فَاَمَرْتُ رَجُلاً فَسَاَلَ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ فِيْهِ الْوُضُوْءُ .

৪৩৭। আলী (রা) বলেন, আমার অত্যধিক মযী নির্গত হতো। আমি এক ব্যক্তিকে অনুরোধ করলে সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো। তিনি বলেন ঃ তাতে উযু করতে হবে।

٤٣٨- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سُلَيْمَانُ الْاَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ مُنْذِرًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ اسْتَحْيَيْتُ اَنْ اَسْاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمَذِىِّ مِنْ اَجْلِ فَاطِمَةَ فَاَمَرْتُ الْمِقْدَادَ فَسَاَلَهُ فَقَالَ فِيْهِ الْوُضُوْءُ .

---

২. বীর্যপাত হওয়ার পূর্বে যে আঠালো ও পিচ্ছিল পদার্থ নির্গত হয় তাকে মযী (বীর্যরস) বলে (অনু.)।

৪৩৮। আলী (রা) বলেন, ফাতিমার কারণে আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট মযী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে লজ্জাবোধ করলাম। অতএব আমি মিকদাদ (রা)-কে অনুরোধ করলে তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তাতে উযু করতে হবে।

٤٣٩- اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عِيْسٰى عَنِ ابْنِ وَهْبٍ وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا اَخْبَرَنِىْ مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ عَلِىٌّ اَرْسَلْتُ الْمِقْدَادَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَسْاَلُهُ عَنِ الْمَذْىِ فَقَالَ تَوَضَّاْ وَانْضَحْ فَرْجَكَ . قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَخْرَمَةُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ اَبِيْهِ شَيْئًا .

৪৩৯। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আলী (রা) বলেছেন, আমি মিকদাদ (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট মযী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে পাঠালাম। তিনি বলেনঃ তুমি উযু করো এবং তোমার লজ্জাস্থান ধুয়ে ফেলো। আবু আবদুর রহমান (র) বলেন, মাখরামা (র) তাঁর পিতা (বুকাইর) থেকে কোন হাদীস শুনেননি।

٤٤٠- اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْاَشَجِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ اَرْسَلَ عَلِىُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ الْمِقْدَادَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَسْاَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْمَذْىَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ ثُمَّ لِيَتَوَضَّاْ .

৪৪০। সুলায়মান ইবনে ইয়াসার (র) বলেন, আলী ইবনে আবু তালিব (রা) মিকদাদ (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এক ব্যক্তির মযী নির্গত হওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে পাঠান। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সে তার পুরুষাঙ্গ ধৌত করবে, অতঃপর যেন উযু করে।

٤٤١- اَخْبَرَنَا عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قُرِئَ عَلٰى مَالِكٍ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنْ اَبِى النَّضْرِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ اَمَرَهُ اَنْ يَّسْئَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ اِذَا دَنَا مِنَ الْمَرْاَةِ فَخَرَجَ مِنْهُ الْمَذْىُ فَاِنَّ عِنْدِىْ بِنْتَهُ وَاَنَا اَسْتَحْيِىْ اَنْ اَسْاَلَهُ فَسَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ اِذَا وَجَدَ اَحَدُكُمْ ذٰلِكَ فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ وَلْيَتَوَضَّاْ وُضُوْءَهُ لِلصَّلٰوةِ .

৪৪১। মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রা) থেকে বর্ণিত। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার নির্দেশ দেন, যে নিজ স্ত্রীর সংস্পর্শে গেলে তার মযী নির্গত হয়। কেননা তাঁর কন্যা আমার স্ত্রী এবং আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করতে লজ্জাবোধ করি। তিনি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ তোমাদের কারো তা নির্গত হলে সে যেন তার লজ্জাস্থান ধৌত করে এবং নামাযের উযুর ন্যায় উযু করে।

بَابُ الْاَمْرِ بِالْوُضُوْءِ مِنَ النَّوْمِ

২৯-অনুচ্ছেদ ঃ ঘুমানোর কারণে উযু করার নির্দেশ।

٤٤٢- اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَامَ اَحَدُكُمْ مِّنَ اللَّيْلِ فَلاَ يُدْخِلْ يَدَهُ فِى الْاِنَاءِ حَتّٰى يُفْرِغَ عَلَيْهَا مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلٰثًا فَاِنَّ اَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِيْ اَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ .

৪৪২। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ রাতের ঘুম থেকে উঠে যেন দুই বা তিনবার হাত না ধোয়া পর্যন্ত তা পানির পাত্রে না ঢুকায়। কেননা তোমাদের কারো জানা নাই যে, তার হাত রাতে কোথায় ছিল।

٤٤٣- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقُمْتُ عَنْ يَّسَارِهِ فَجَعَلَنِيْ عَنْ يَّمِيْنِهِ فَصَلّٰى ثُمَّ اضْطَجَعَ وَرَقَدَ فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ فَصَلّٰى وَلَمْ يَتَوَضَّاْ مُخْتَصَرٌ .

৪৪৩। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমি এক রাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়লাম। আমি তাঁর বাম পাশে দাঁড়ালে তিনি আমাকে তাঁর ডান পাশে নিয়ে দাঁড় করান। তিনি নামায পড়ে শুয়ে পড়লেন এবং ঘুমিয়ে গেলেন। অতঃপর তাঁর কাছে মুয়াযযিন এলে তিনি (উঠে) নামায পড়লেন কিন্তু উযু করেননি।[৩]

---

৩. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমালেও হয়তো চেতন অবস্থায় ছিলেন, তাই উযু করেননি (অনু.)।

٤٤٤- اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الطُّفَاوِيُّ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ اَبِيْ قِلاَبَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا نَعَسَ اَحَدُكُمْ فِيْ صَلٰوتِهِ فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَرْقُدْ .

৪৪৪। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ নামাযে তন্দ্রাভিভূত হলে সে যেন নামাযে বিরতি দিয়ে শুয়ে পড়ে।

بَابُ الْوُضُوْءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ

৩০-অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করার কারণে উযু করা।

٤٤٥-اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ يَعْنِي ابْنَ اَبِيْ بَكْرٍ قَالَ عَلٰى اَثْرِهِ. قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَلَمْ اُتْقِنْهُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ بُسْرَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ .

৪৪৫। বুসরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি নিজের লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে যেন উযু করে।

٤٤٦- اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اِذَا اَفْضٰى اَحَدُكُمْ بِيَدِهِ اِلٰى فَرْجِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ .

৪৪৬। বুসরা বিনতে সাফওয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ নিজ হাতে তার লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে সে যেন উযু করে।

٤٤٧- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ اَنَّهُ قَالَ الْوُضُوْءُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ فَقَالَ مَرْوَانُ اَخْبَرَتْنِيْهِ بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ فَاَرْسَلَ عُرْوَةُ قَالَتْ ذَكَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا يُتَوَضَّأُ مِنْهُ فَقَالَ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ .

৪৪৭। মারওয়ান ইবনুল হাকাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে উযু করতে হবে। মারওয়ান বলেন, বুসরা বিনতে সাফওয়ান আমাকে তা অবহিত করেছেন। (একথা শুনে) উরওয়া (র) তার নিকট লোক পাঠালে তিনি বলেন, যে যে কারণে উযু

করতে হবে তার উল্লেখ করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলেও।

٤٤٨- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبِيْ عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلاَ يُصَلِّيْ حَتّٰى يَتَوَضَّاَ . قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ اَبِيْهِ هٰذَا الْحَدِيْثَ .

৪৪৮। বুসরা বিনতে সাফওয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন ব্যক্তি নিজ লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে সে যেন উযু না করা পর্যন্ত নামায না পড়ে। আবু আবদুর রহমান (র) বলেন, হিশাম ইবনে উরওয়া (র) এই হাদীস তার পিতার নিকট শোনেননি।

অধ্যায় ঃ ৫

كِتَابُ الصَّلٰوةِ

(নামায)

بَابُ فَرْضِ الصَّلٰوةِ وَذِكْرِ اخْتِلاَفِ النَّاقِلِيْنَ فِى اِسْنَادِ حَدِيْثِ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ وَاخْتِلاَفُ اَلْفَاظِهِمْ فِيْهِ .

১-অনুচ্ছেদ ঃ নামায ফরয হওয়ার বিবরণ এবং আনাস ইবনে মালেক (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের ক্ষেত্রে রাবীগণের সনদ ও মূল পাঠে মতভেদ।

٤٤٩- اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِىُّ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ مَّالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ بَيْنَا اَنَا عِنْدَ الْبَيْتِ بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ اِذْ اَقْبَلَ اَحَدُ الثَّلٰثَةِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَاُتِيْتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مَّلاٰىْ حِكْمَةً وَّاِيْمَانًا فَشَقَّ مِنَ النَّحْرِ اِلٰى مَرَاقِّ الْبَطْنِ فَغَسَلَ الْقَلْبَ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ يَعْنِىْ مُلِئَى حِكْمَةً وَاِيْمَانًا ثُمَّ اُتِيْتُ بِدَابَّةٍ دُوْنَ الْبَغْلِ وَفَوْقَ الْحِمَارِ ثُمَّ انْطَلَقْتُ مَعَ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَاَتَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَقِيْلَ مَنْ هٰذَا قَالَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ مَنْ مَّعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ وَقَدْ اُرْسِلَ اِلَيْهِ مَرْحَبًا بِهِ وَنِعْمَ الْمَجِيْءُ جَاءَ فَاَتَيْتُ عَلٰى اٰدَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ قَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنِ ابْنٍ وَّنَبِىٍّ ثُمَّ اَتَيْنَا السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ قِيْلَ مَنْ هٰذَا قَالَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ وَمَنْ مَّعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ فَمِثْلُ ذٰلِكَ فَاَتَيْتُ عَلٰى يَحْىٰ وَعِيْسٰى فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِمَا فَقَالاَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ اَخٍ وَّنَبِىٍّ ثُمَّ اَتَيْنَا السَّمَاءَ الثَّالِثَةَ قِيْلَ مَنْ هٰذَا قَالَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ وَمَنْ مَّعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ فَمِثْلُ ذٰلِكَ فَاَتَيْتُ عَلٰى يُوْسُفَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ قَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ اَخٍ وَّنَبِىٍّ ثُمَّ اَتَيْنَا السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ فَمِثْلُ ذٰلِكَ فَاَتَيْتُ عَلٰى اِدْرِيْسَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ قَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ

اَخٍ وَّنَبِيٍّ ثُمَّ اَتَيْنَا السَّمَاءَ الْخَامِسَةَ فَمِثْلُ ذٰلِكَ فَاَتَيْتُ عَلٰى هَارُوْنَ عَلَيْهِ
السَّلاَمُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ قَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ اَخٍ وَنَبِيٍّ ثُمَّ اَتَيْنَا السَّمَاءَ السَّادِسَةَ
فَمِثْلُ ذٰلِكَ ثُمَّ اَتَيْتُ عَلٰى مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ قَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ
اَخٍ وَّنَبِيٍّ فَلَمَّا جَاوَزْتُهُ بَكٰى قِيْلَ مَا يُبْكِيْكَ قَالَ يَا رَبِّ هٰذَا الْغُلاَمُ الَّذِيْ بَعَثْتَهُ
بَعْدِيْ يَدْخُلُ مِنْ اُمَّتِهِ الْجَنَّةَ اَكْثَرُ وَاَفْضَلُ مِمَّا يَدْخُلُ مِنْ اُمَّتِيْ ثُمَّ اَتَيْنَا
السَّمَاءَ السَّابِعَةَ فَمِثْلُ ذٰلِكَ فَاَتَيْتُ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ
قَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنِ ابْنٍ وَّنَبِيٍّ ثُمَّ رُفِعَ اِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُوْرِ فَسَاَلْتُ جِبْرِيْلَ فَقَالَ
هٰذَا الْبَيْتُ الْمَعْمُوْرُ يُصَلِّيْ فِيْهِ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُوْنَ اَلْفَ مَلَكٍ فَاِذَا خَرَجُوْا مِنْهُ لَمْ
يَعُوْدُوْا فِيْهِ اٰخِرَ مَا عَلَيْهِمْ ثُمَّ رُفِعْتُ اِلٰى سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى فَاِذَا نَبِقُهَا مِثْلُ قِلاَلِ
هَجَرَ وَاِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ اٰذَانِ الْفِيْلَةِ وَاِذَا فِيْ اَصْلِهَا اَرْبَعَةُ اَنْهَارٍ نَهْرَانِ بَاطِنَانِ
وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ فَسَاَلْتُ جِبْرِيْلَ فَقَالَ اَمَّا الْبَاطِنَانِ فَفِي الْجَنَّةِ وَاَمَّا الظَّاهِرَانِ
فَالْفُرَاتُ وَالنِّيْلُ ثُمَّ فُرِضَتْ عَلَيَّ خَمْسُوْنَ صَلٰوةً فَاَتَيْتُ عَلٰى مُوْسٰى عَلَيْهِ
السَّلاَمُ فَقَالَ مَا صَنَعْتَ قُلْتُ فُرِضَتْ عَلَيَّ خَمْسُوْنَ صَلٰوةً قَالَ اِنِّيْ اَعْلَمُ بِالنَّاسِ
مِنْكَ اِنِّيْ عَالَجْتُ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ اَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ وَاِنَّ اُمَّتَكَ لَنْ يُطِيْقُوْا ذٰلِكَ فَارْجِعْ
اِلٰى رَبِّكَ فَاسْئَلْهُ اَنْ يُّخَفِّفَ عَنْكَ فَرَجَعْتُ اِلٰى رَبِّيْ فَسَاَلْتُهُ اَنْ يُّخَفِّفَ عَنِّيْ
فَجَعَلَهَا اَرْبَعِيْنَ ثُمَّ رَجَعْتُ اِلٰى مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ مَا صَنَعْتَ قُلْتُ
جَعَلَهَا اَرْبَعِيْنَ فَقَالَ لِيْ مِثْلَ مَقَالَتِهِ الْاُوْلٰى فَرَجَعْتُ اِلٰى رَبِّيْ عَزَّ وَجَلَّ فَجَعَلَهَا
ثَلٰثِيْنَ فَاَتَيْتُ عَلٰى مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ لِيْ مِثْلَ مَقَالَتِهِ
الْاُوْلٰى فَرَجَعْتُ اِلٰى رَبِّيْ فَجَعَلَهَا عِشْرِيْنَ ثُمَّ عَشْرَةً ثُمَّ خَمْسَةً فَاَتَيْتُ عَلٰى
مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ لِيْ مِثْلَ مَقَالَتِهِ الْاُوْلٰى فَقُلْتُ اِنِّيْ اَسْتَحْيِيْ مِنْ رَبِّيْ
عَزَّ وَجَلَّ اَنْ اَرْجِعَ اِلَيْهِ فَنُوْدِيَ اَنْ قَدْ اَمْضَيْتُ فَرِيْضَتِيْ وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِيْ
وَاَجْزِيْ بِالْحَسَنَةِ عَشْرَ اَمْثَالِهَا .

৪৪৯। মালেক ইবনে সাসাআ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ একদা আমি কাবা ঘরের নিকট তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় ছিলাম। তখন তিনজনের মধ্যবর্তী ব্যক্তিটি এগিয়ে এলেন। আমার নিকট হিকমত (প্রজ্ঞা) ও ঈমানে পরিপূর্ণ একটি সোনার পাত্র আনা হলো। লোকটি আমার বুকের অগ্রভাগ থেকে নাভী পর্যন্ত ফেড়ে ফেলে যমযমের পানি দ্বারা 'কলব' ধৌত করেন। এরপর হিকমত ও ঈমান দ্বারা তা পূর্ণ করে দেয়া হলো। অতঃপর আমার নিকট খচ্চরের চেয়ে ছোট এবং গাধার চেয়ে বড়ো একটি জন্তু আনা হলো। আমি জিবরাঈল (আ)-এর সাথে রওয়ানা হলাম। আমরা দুনিয়ার (নিকটবর্তী) আকাশে পৌছলে বলা হলো, কে? জিবরাঈল (আ) বলেন, আমি জিবরাঈল। জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার সাথে কে? জিবরাঈল বলেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। বলা হলো, তাঁকে আনার জন্য কি দূত পাঠানো হয়েছে? তাঁকে খোশআমদেদ। তাঁর সুভাগমন কতই না উত্তম। অতঃপর আমি আদম (আ)-এর নিকট পৌছে তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি বলেন, স্বাগতম হে পুত্র ও নবী।

এরপর আমরা দ্বিতীয় আসমানে পৌছলে জিজ্ঞেস করা হলো, কে? জিবরাঈল (আ) বলেন, (আমি) জিবরাঈল। বলা হলো, আপনার সাথে কে? তিনি বলেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। পূর্ববৎ তাঁকে খোশ-আমদেদ জানানো হলো। এরপর আমি ইয়াহ্ইয়া ও ঈসা (আ)-এর নিকট পৌছে তাঁদের উভয়কে সালাম দিলাম। তাঁরা বলেন, স্বাগতম হে ভাই ও নবী।

তারপর আমরা তৃতীয় আসমানে আসলাম। এখানেও জিজ্ঞেস করা হলো, কে? তিনি বলেন, আমি জিবরাঈল। বলা হলো, আপনার সাথে কে? তিনি বলেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। পূর্ববৎ তাঁকে খোশআমদেদ জানানো হলো। এখানে আমি ইউসুফ (আ)-এর নিকট পৌছে তাঁকে সালাম দিলাম। তিনিও বলেন, স্বাগতম হে ভাই ও নবী।

এরপর আমরা চতুর্থ আসমানে পৌছলে এখানেও অনুরূপ জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো এবং স্বাগতম জানানো হলো। তারপর আমি ইদরীস (আ)-এর নিকট এসে তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি বলেন, স্বাগতম হে ভাই ও নবী।

এরপর আমরা পঞ্চম আসমানে পৌছলাম। এখানেও পূর্ববৎ জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো ও স্বাগতম জানানো হলো। আমি হারূন (আ)-এর নিকট এসে তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি বলেন, স্বাগতম হে ভাই ও নবী।

এরপর আমরা ষষ্ঠ আসমানে পৌছলে এখানেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো। অতঃপর আমি মূসা (আ)-এর নিকট এসে তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি বলেন, স্বাগতম হে ভাই ও নবী। আমি তাঁকে অতিক্রম করে যেতে তিনি কাঁদতে থাকেন। জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি বলেন, হে আমার রব! এ যুবক, যাঁকে আপনি আমার পরে নবীরূপে পাঠিয়েছেন, আমার উম্মতের যতো লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে তাঁর উম্মতের তদপেক্ষা অধিক লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তারা মর্যাদায় হবে শ্রেষ্ঠতর।

তারপর আমরা সপ্তম আসমানে পৌঁছলে পূর্ববৎ আনুষ্ঠানিকতা হয়। আমি ইবরাহীম (আ)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করে তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি বলেন, খোশআমদেদ, হে পুত্র ও নবী।

তারপর আমার সামনে বায়তুল মামূর উপস্থিত করা হলো। আমি জিবরাঈল (আ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, এ কোন্ স্থান। তিনি বলেন, বায়তুল মামূর। এখানে প্রতিদিন সত্তর হাজার ফেরেশতা নামায পড়েন। তারা এখান থেকে বের হওয়ার পর আর প্রত্যাবর্তন করবেন না। এই একবারই তাদের জন্য চূড়ান্ত। তারপর আমার সামনে 'সিদরাতুল মুনতাহা' উপস্থিত করা হলো। তার (সিদরাতুল মুনতাহার) গাছের ফল আকারে 'হাজার' এলাকার কলসীর ন্যায় এবং পাতাগুলো হাতীর কানের মতো। আরো দেখলাম যে, তার মূল থেকে চারটি নহর প্রবাহি হচ্ছে। দু'টি অপ্রকাশ্য ও দু'টি দৃশ্যমান। আমি জিবরাঈল (আ)-কে এগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, অপ্রকাশ্য নহর দু'টি জান্নাতে প্রবাহিত এবং প্রকাশ্য নহর দু'টির একটি ফুরাত ও অন্যটি নীল নদ।

তারপর আমার উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হলো। ফেরার পথে আমি মূসা (আ)-এর নিকট এলাম। তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ আপনি কি করেছেন? আমি বললাম ঃ আমার উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হয়েছে। তিনি বলেন ঃ আমি মানুষের প্রকৃতি সম্পর্কে আপনার চেয়ে অধিক অবহিত। আমি বনী ইসরাঈলকে বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করেছি। একথা নিশ্চিত যে, এগুলো আদায় করতে আপনার উম্মত সক্ষম হবে না। আপনি আপনার রবের নিকট ফিরে যান এবং এ নির্দেশ সহজ করে নিয়ে আসুন। অতএব আমি আমার প্রভুর নিকট পুনরায় গেলাম এবং এ বিধান সহজ করার আবেদন জানালাম। এতে তিনি চল্লিশ ওয়াক্ত ধার্য করে দিলেন। আমি আবার মূসা (আ)-এর নিকট এলে তিনি বলেন, আপনি কি করেছেন? আমি বললাম, তিনি তা চল্লিশ ওয়াক্ত করেছেন। তিনি আমাকে তার পূর্বের বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করলেন। আমি আমার মহান প্রতিপালকের নিকট ফিরে গেলে তিনি তা তিরিশ ওয়াক্ত করে দিলেন। আমি মূসা (আ)-এর নিকট এসে তাঁকে তা অবহিত করলাম। তিনি আমাকে তাঁর পূর্বের বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করলেন। আমি আবার আমার প্রতিপালকের নিকট ফিরে গেলে তিনি তা বিশ ওয়াক্ত, অতঃপর দশ ওয়াক্ত, অতঃপর পাঁচ ওয়াক্ত নির্দ্ধারণ করে দিলেন। এরপর আমি মূসা (আ)-এর নিকট ফিরে এলে তিনি তাঁর পূর্বের বক্তব্যের অনুরূপ বললেন। আমি বললাম, আমি মহামহিম প্রভুর নিকট পুনরায় ফিরে যেতে লজ্জাবোধ করি। তারপর ঘোষণা দেয়া হলো, আমি আমার বিধান চূড়ান্ত করলাম, আমার বান্দাদের জন্য সহজ করে দিলাম এবং একটি নেক কাজের বিনিময়ে দশটি প্রতিদান ধার্য করলাম।

٤٥٠- اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَابْنُ حَزْمٍ قَالاَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَرَضَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلٰى اُمَّتِىْ خَمْسِيْنَ صَلٰوةً فَرَجَعْتُ بِذٰلِكَ حَتّٰى اَمُرَّ بِمُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلاَمُ

فَقَالَ مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلٰى أُمَّتِكَ قُلْتُ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسِيْنَ صَلٰوةً قَالَ لِىْ مُوْسٰى فَرَاجِعْ رَبَّكَ عَزَّ وَجَلَّ فَانَّ أُمَّتَكَ لاَ تُطِيْقُ ذٰلِكَ فَرَاجَعْتُ رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ فَوَضَعَ شَطْرَهَا فَرَجَعْتُ الِٰى مُوْسٰى فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ رَاجِعْ رَبَّكَ فَانَّ أُمَّتَكَ لاَ تُطِيْقُ ذٰلِكَ فَرَاجَعْتُ رَبِّىْ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ هِىَ خَمْسٌ وَّهِىَ خَمْسُوْنَ لاَ يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَىَّ فَرَجَعْتُ الِٰى مُوْسٰى فَقَالَ رَاجِعْ رَبَّكَ فَقُلْتُ انِّىْ اَسْتَحْيَيْتُ رَبِّىْ عَزَّ وَجَلَّ .

৪৫০। আনাস ইবনে মালেক (রা) ও ইবনে হায্‌ম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মহামহিম আল্লাহ আমার উম্মতের উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করেন। আমি তা নিয়ে ফিরে এসে মূসা (আ)-এর নিকট পৌঁছলে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন, আপনার রব আপনার উম্মতের উপর কি ফরয করেছেন? আমি বললাম, তিনি তাদের উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। মূসা (আ) আমাকে বলেন, আপনি আপনার মহামহিম প্রভুর নিকট ফিরে যান। কারণ আপনার উম্মত তা পালন করতে সক্ষম হবে না। আমি আমার মহান প্রভুর নিকট ফিরে গেলে তিনি তার অর্ধেক কমিয়ে দিলেন। আমি মূসা (আ)-এর নিকট ফিরে এসে তাঁকে তা অবহিত করলাম। তিনি বলেন, আপনি আবার আপনার প্রভুর নিকট ফিরে যান। কেননা আপনার উম্মত তা আদায় করতে সক্ষম হবে না। অতএব আমি আমার মহান প্রভুর নিকট ফিরে গেলাম। তিনি বলেন, "তা পাঁচ ওয়াক্ত (গণনা হিসাবে) কিন্তু এ পাঁচ ওয়াক্তই পঞ্চাশ ওয়াক্তের সমান। এটাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত, আমার সিদ্ধান্তের পরিবর্তন হয় না"। আমি মূসা (আ)-এর নিকট ফিরে এলে তিনি বলেন, আপনি আপনার প্রভুর নিকট ফিরে যান। আমি বললাম ঃ আমি আমার মহান প্রভুর নিকট ফিরে যেতে লজ্জাবোধ করি।

٤٥١- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ ابْنُ اَبِىْ مَالِكٍ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ أُتِيْتُ بِدَابَّةٍ فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُوْنَ الْبَغْلِ خَطْوُهَا عِنْدَ مُنْتَهٰى طَرْفِهَا فَرَكِبْتُ وَمَعِىْ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَسِرْتُ فَقَالَ انْزِلْ فَصَلِّ فَفَعَلْتُ فَقَالَ اَتَدْرِىْ اَيْنَ صَلَّيْتَ صَلَّيْتَ بِطَيْبَةَ وَالَيْهَا الْمُهَاجَرُ ثُمَّ قَالَ انْزِلْ فَصَلِّ فَصَلَّيْتُ فَقَالَ اَتَدْرِىْ اَيْنَ صَلَّيْتَ صَلَّيْتَ بِطُوْرِ سَيْنَاءَ حَيْثُ كَلَّمَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلاَمُ ثُمَّ قَالَ انْزِلْ فَصَلِّ فَصَلَّيْتُ فَقَالَ اَتَدْرِىْ اَيْنَ صَلَّيْتَ صَلَّيْتَ بِبَيْتِ لَحْمٍ حَيْثُ وُلِدَ عِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلاَمُ ثُمَّ دَخَلْتُ الِٰى بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَجُمِعَ لِىَ الْاَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ

فَقَدَّمَنِيْ جِبْرِيْلُ حَتّٰى اَمَمْتُهُمْ ثُمَّ صَعِدَ بِيْ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَاِذَا فِيْهَا اٰدَمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ثُمَّ صَعِدَ بِيْ اِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فَاِذَا فِيْهَا ابْنَا الْخَالَةِ عِيْسٰى وَيَحْيٰ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ ثُمَّ صَعِدَ بِيْ اِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ فَاِذَا فِيْهَا يُوْسُفُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ثُمَّ صَعِدَ بِيْ اِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ فَاِذَا فِيْهَا هَارُوْنُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ثُمَّ صَعِدَ بِيْ اِلَى السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ فَاِذَا فِيْهَا اِدْرِيْسُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ثُمَّ صَعِدَ بِيْ اِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ فَاِذَا فِيْهَا مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلاَمُ ثُمَّ صَعِدَ بِيْ اِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَاِذَا فِيْهَا اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ثُمَّ صُعِدَ بِيْ فَوْقَ سَبْعِ سَمٰوٰتٍ فَاَتَيْنَا سِدْرَةَ الْمُنْتَهٰى فَغَشِيَتْنِيْ ضَبَابَةٌ فَخَرَرْتُ سَاجِدًا فَقِيْلَ لِيْ اِنِّيْ يَوْمَ خَلَقْتُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فَرَضْتُ عَلَيْكَ وَعَلٰى اُمَّتِكَ خَمْسِيْنَ صَلٰوةً فَقُمْ بِهَا اَنْتَ وَاُمَّتُكَ فَرَجَعْتُ اِلٰى اِبْرَاهِيْمَ فَلَمْ يَسْاَلْنِيْ عَنْ شَيْءٍ ثُمَّ اَتَيْتُ عَلٰى مُوْسٰى فَقَالَ كَمْ فُرِضَ عَلَيْكَ وَعَلٰى اُمَّتِكَ قُلْتُ خَمْسِيْنَ صَلٰوةً قَالَ فَاِنَّكَ لاَ تَسْتَطِيْعُ اَنْ تَقُوْمَ بِهَا اَنْتَ وَلاَ اُمَّتُكَ فَارْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ فَاسْئَلْهُ التَّخْفِيْفَ فَرَجَعْتُ اِلٰى رَبِّيْ فَخَفَّفَ عَنِّيْ عَشْرًا ثُمَّ اَتَيْتُ اِلٰى مُوْسٰى فَاَمَرَنِيْ بِالرُّجُوْعِ فَرَجَعْتُ فَخَفَّفَ عَنِّيْ عَشْرًا ثُمَّ اَتَيْتُ مُوْسٰى فَاَمَرَنِيْ بِالرُّجُوْعِ فَرَجَعْتُ فَخَفَّفَ عَنِّيْ عَشْرًا ثُمَّ اَتَيْتُ مُوْسٰى فَاَمَرَنِيْ بِالرُّجُوْعِ فَرَجَعْتُ فَخَفَّفَ عَنِّيْ عَشْرًا ثُمَّ رُدَّتْ اِلٰى خَمْسِ صَلَوَاتٍ قَالَ فَارْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ فَاسْاَلْهُ التَّخْفِيْفَ فَاِنَّهُ فَرَضَ عَلٰى بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ صَلٰوتَيْنِ فَمَا قَامُوْا بِهِمَا فَرَجَعْتُ اِلٰى رَبِّيْ عَزَّ وَجَلَّ فَسَاَلْتُهُ التَّخْفِيْفَ فَقَالَ اِنِّيْ يَوْمَ خَلَقْتُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فَرَضْتُ عَلَيْكَ وَعَلٰى اُمَّتِكَ خَمْسِيْنَ صَلٰوةً فَخَمْسٌ بِخَمْسِيْنَ فَقُمْ بِهَا اَنْتَ وَاُمَّتُكَ فَعَرَفْتُ اَنَّهَا مِنَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ صِرّٰى فَرَجَعْتُ اِلٰى مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ ارْجِعْ فَعَرَفْتُ اَنَّهَا مِنَ اللّٰهِ صِرّٰى يَقُوْلُ حَتْمٌ فَلَمْ اَرْجِعْ.

৪৫১। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমার নিকট একটি জন্তু আনা হলো যা আকারে গাধা থেকে বড়ো এবং খচ্চর থেকে ছোট। তার প্রতি পদক্ষেপের দূরত্ব ছিল তার দৃষ্টির শেষ সীমায়। আমি

তাতে আরোহণ করলাম। জিবরাঈল (আ) আমার সঙ্গে ছিলেন। আমরা যাত্রা করলাম। শেষে জিবরাঈল (আ) বলেন, আপনি নেমে নামায পড়ুন। অতএব আমি নামায পড়লাম। জিবরাঈল (আ) বলেন, আপনি কি জানেন, আপনি কোথায় নামায পড়েছেন? আপনি তাইবায় (মদীনায়) নামায পড়েছেন। এ শহরেই আপনি হিজরত করবেন।

আবার জিবরাঈল (আ) বলেন, আপনি অবতরণ করে নামায পড়ুন। আমি নেমে নামায পড়লাম। জিবরাঈল (আ) বলেন, আপনি কি জানেন, আপনি কোথায় নামায পড়েছেন? আপনি সিনাই পর্বতে (বর্তমান নাম জাবাল মূসা) নামায পড়েছেন, যে পাহাড়ে আল্লাহ্ মূসা (আ)-এর সাথে কথা বলেছিলেন।

তারপর আর এক স্থানে গিয়ে জিবরাঈল (আ) বলেন, আপনি এখানে অবতরণ করে নামায পড়ুন। আমি তাই করলাম। জিবরাঈল (আ) বলেন, আপনি কি জানেন, আপনি কোথায় নামায পড়েছেন? আপনি 'বাইতে লাহ্‌ম (বেথেলহাম)-এ নামায পড়েছেন, যেখানে ঈসা (আ) জন্মগ্রহণ করেন। তারপর আমি "বায়তুল মাকদিস"-এ প্রবেশ করলে সমস্ত নবীকে আমার নিকট একত্র করা হলো এবং জিবরাঈল (আ) আমাকে সামনে এগিয়ে দিলেন। আমি সকলের ইমামতি করলাম।

তারপর তিনি আমাকে নিয়ে দুনিয়ার আকাশে উঠলেন। সেখানে আদম (আ)-এর সাক্ষাত পেলাম। অতঃপর তিনি আমাকে নিয়ে দ্বিতীয় আসমানে উঠলেন। আমি সেখানে দুই খালাত ভাই ঈসা (আ) ও ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর সাক্ষাত পেলাম। অতঃপর তিনি আমাকে নিয়ে তৃতীয় আসমানে উঠলেন। আমি সেখানে ইউসুফ (আ)-এর সাক্ষাত পেলাম। অতঃপর তিনি আমাকে নিয়ে চতুর্থ আসমানে উঠলেন। আমি সেখানে হারূন (আ)-এর সাক্ষাত পেলাম। অতঃপর তিনি আমাকে নিয়ে পঞ্চম আসমানে উঠেন। আমি সেখানে ইদরীস (আ)-এর সাক্ষাত পেলাম।

তারপর তিনি আমাকে নিয়ে ষষ্ঠ আসমানে উঠলেন। আমি সেখানে মূসা (আ)-এর সাক্ষাত পেলাম। অতঃপর তিনি আমাকে নিয়ে সপ্তম আসমানে উঠলেন। সেখানে ইবরাহীম (আ)-এর সাথে আমার সাক্ষাত হলো।

এরপর তিনি আমাকে নিয়ে সপ্তম আসমানের উপরে উঠলেন এবং আমরা সিদরাতুল মুনতাহায় পৌঁছলাম। আমাকে এক খণ্ড মেঘ ঢেকে ফেললো। আমি সিজদায় পতিত হলাম। আমাকে বলা হলো, যেদিন আমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছি সেদিন আপনার উপর ও আপনার উম্মতের উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছি। আপনি ও আপনার উম্মত তা কায়েম করুন।

আমি ইবরাহীম (আ)-এর নিকট দিয়ে প্রত্যাবর্তন করলাম। তিনি আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করেননি। আমি মূসা (আ)-এর নিকট এলে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন, আপনার ও আপনার উম্মতের উপর কতো ওয়াক্ত নামায ফরয করা হয়েছে? আমি বললামঃ পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায। তিনি বলেন, নিশ্চয় আপনি এবং আপনার উম্মত তা কায়েম করতে সক্ষম হবেন না। আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট ফিরে গিয়ে তা কমানোর প্রার্থনা করুন। আমি আমার প্রভুর নিকট ফিরে গেলাম এবং তিনি আমার থেকে দশ ওয়াক্ত কমিয়ে দিলেন।

আমি আবার মূসা (আ)-এর নিকট এলে তিনি পুনরায় আমাকে ফিরে যেতে বলেন। আমি পুনরায় ফিরে গেলে তিনি আরো দশ ওয়াক্ত কমিয়ে দিলেন। এরপর আমি মূসা (আ)-এর নিকট এলে তিনি আমাকে আবার ফিরে যেতে বলেন। আমি আবার ফিরে গেলাম। তিনি দশ ওয়াক্ত কমিয়ে দিলেন, অতঃপর পাঁচ ওয়াক্তে হ্রাস করা হলো।

মূসা (আ) বলেন, আপনি আপনার প্রভুর নিকট ফিরে যান এবং আরও কমানোর আবেদন করুন। কেননা আল্লাহ্ বনী ইসরাঈলের উপর মাত্র দুই ওয়াক্ত নামায ফরয করেছিলেন। তারা তাও কায়েম করেনি। আমি আবার আল্লাহ্র নিকট ফিরে গিয়ে তা কমানোর আবেদন করলাম। তিনি বলেন, নিশ্চয় আমি যেদিন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছি সেদিন থেকে আপনার এবং আপনার উম্মতের উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছি। আর এই পাঁচ ওয়াক্ত পঞ্চাশ ওয়াক্তের স্থলাভিষিক্ত। আপনি ও আপনার উম্মত তা কায়েম করুন।

তখন আমি বুঝতে পারলাম যে, এই পাঁচ ওয়াক্ত নামায মহামহিম আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবধারিত। আমি মূসা (আ)-এর নিকট ফিরে এলে তিনি এবারও আমাকে বলেন, আপনি আবারও ফিরে যান। কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম যে, পাঁচ ওয়াক্ত আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবশ্য চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। তাই আমি আর ফিরে যাইনি।

٤٥٢- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا يَحْيَ ابْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَمَّا أُسْرِيَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ انْتَهٰى بِهِ اِلٰى سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى وَهِيَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ وَاِلَيْهَا يَنْتَهِيْ مَا عُرِجَ بِهِ مِنْ تَحْتِهَا وَاِلَيْهَا يَنْتَهِيْ مَا هُبِطَ بِهِ مِنْ فَوْقِهَا حَتّٰى يُقْبَضَ مِنْهَا قَالَ "اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰى" قَالَ فَرَاشٌ مِّنْ ذَهَبٍ فَأُعْطِيَ ثَلٰثًا اَلصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَخَوَاتِيْمُ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ وَيُغْفَرُ لِمَنْ مَّاتَ مِنْ اُمَّتِهِ لاَ يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا الْمُقْحِمَاتُ .

৪৫২। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিরাজের রাতে ভ্রমণ করানোর সময় তাঁকে সিদরাতুল মুনতাহায় নিয়ে যাওয়া হলো। সিদরাতুল মুনতাহা ষষ্ঠ আকাশে অবস্থিত। তার নিচ থেকে যেসব জিনিস (নেক আমল, আত্মা ইত্যাদি) উর্ধে উঠানো হয় এবং তার উপর থেকে আল্লাহ্র যেসব নির্দেশাবলী অবতীর্ণ হয় তা এখানে পৌছে থেমে যায়। তারপর এখান থেকে সেগুলো গ্রহণ করা হয়। রাবী তিলাওয়াত করেন ঃ "যখন বৃক্ষটি যদ্দারা আচ্ছাদিত হবার তদ্দারা আচ্ছাদিত হলো" (৫৩ঃ১৬)। রাবী বলেন, অর্থাৎ সোনার বিছানা দ্বারা আচ্ছাদিত।

(মিরাজ রজনীতে) তিনটি জিনিস দেয়া হয় ঃ (১) পাঁচ ওয়াক্ত নামায, (২) সূরা বাকারার শেষ কয়েকটি আয়াত এবং (৩) তাঁর উম্মতের যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে কোন কিছু শরীক না করে মৃত্যুবরণ করবে তার কবীরা গুনাহসমূহ ক্ষমা করা হবে।

بَابُ اَيْنَ فُرِضَتِ الصَّلٰوةُ

২-অনুচ্ছেদ ঃ নামায কোথায় ফরয হয়েছে?

٤٥٣-اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ اَنَّ عَبْدَ رَبِّهِ بْنَ سَعِيْدٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ الْبُنَانِىَّ حَدَّثَهُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ الصَّلَوَاتِ فُرِضَتْ بِمَكَّةَ وَاَنَّ مَلَكَيْنِ اَتَيَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَذَهَبَا بِهِ اِلٰى زَمْزَمَ فَشَقَّا بَطْنَهُ وَاَخْرَجَا حَشْوَهُ فِىْ طَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ فَغَسَلاَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ كَبَسَا جَوْفَهُ حِكْمَةً وَّعِلْمًا .

৪৫৩। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নামাযসমূহ মক্কায় ফরয হয়। দু'জন ফেরেশতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে তাঁকে নিয়ে যমযম কূপে যান। তারা তাঁর পেট বিদীর্ণ করে এর ভেতরের বস্তু বের করে একটি সোনার পাত্রে রাখেন এবং তা যমযমের পানি দ্বারা ধৌত করেন, তারপর তাঁর পেট জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় পূর্ণ করে দেন।

بَابُ كَيْفَ فُرِضَتِ الصَّلٰوةُ

৩-অনুচ্ছেদ ঃ নামায কিভাবে ফরয হলো?

٤٥٤- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَوَّلَ مَا فُرِضَتِ الصَّلٰوةُ رَكْعَتَيْنِ فَاُقِرَّتْ صَلٰوةُ السَّفَرِ وَاُتِمَّتْ صَلٰوةُ الْحَضَرِ .

৪৫৪। আয়েশা (রা) বলেন, নামায প্রথমত দুই রাকআত করে ফরয হয়েছিল। পরে সফরের নামায পূর্ববত রাখা হয় এবং আবাসের নামায পূর্ণ (চার রাকআত) করা হয়।

٤٥٥- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَاشِمٍ الْبَعْلَبَكِّىُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ عَمْرٍو يَعْنِى الْاَوْزَاعِىَّ اَنَّهُ سَاَلَ الزُّهْرِىَّ عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِمَكَّةَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ اِلَى الْمَدِيْنَةِ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَرَضَ اللّٰهُ الصَّلٰوةَ عَلٰى رَسُوْلِهِ ﷺ اَوَّلَ مَا فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ اُتِمَّتْ فِى الْحَضَرِ اَرْبَعًا وَاُقِرَّتْ صَلٰوةُ السَّفَرِ عَلَى الْفَرِيْضَةِ الْاُوْلٰى .

৪৫৫। আবু আমর আল-আওযাঈ (র) যুহরী (র)-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের পূর্বেকার নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন, উরওয়া (র) আমাকে আয়েশা (রা)-র সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আল্লাহ প্রাথমিক পর্যায়ে তাঁর রাসূলের উপর দুই দুই রাকআত করে নামায ফরয করেন। পরে আবাসের নামায চার রাকআত পূর্ণ করা হয় এবং সফরে পূর্বের ফরয অনুযায়ী দুই রাকআত বহাল রাখা হয়।

٤٥٦-اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فُرِضَتِ الصَّلٰوةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فَاُقِرَّتْ صَلٰوةُ السَّفَرِ وَزِيْدَ فِى صَلٰوةِ الْحَضَرِ .

৪৫৬। আয়েশা (রা) বলেন, নামায দুই দুই রাকআত করে ফরয করা হয়েছিল। পরে সফরের নামায পূর্ববৎ থাকে এবং আবাসের নামায বৃদ্ধি করা হয়।

٤٥٧- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْاَخْنَسِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فُرِضَتِ الصَّلٰوةُ عَلٰى لِسَانِ النَّبِيِّ ﷺ فِى الْحَضَرِ اَرْبَعًا وَّفِى السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِى الْخَوْفِ رَكْعَةً.

৪৫৭। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর আবাসে চার রাকআত ও সফরে দুই রাকআত এবং শংকাকালে যুদ্ধক্ষেত্রে (ইমামের সংগে) এক রাকআত করে নামায ফরয করা হয়।

٤٥٨- اَخْبَرَنَا يُوْسُفُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الشُّعَيْثِيُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ اُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ خَالِدِ بْنِ اُسَيْدٍ اَنَّهُ قَالَ لِاِبْنِ عُمَرَ كَيْفَ تَقْصُرُ الصَّلٰوةَ وَاِنَّمَا قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ "لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ اِنْ خِفْتُمْ" فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ يَا ابْنَ اَخِىْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَتَانَا وَنَحْنُ ضُلاَّلٌ فَعَلَّمَنَا فَكَانَ فِيْمَا عَلَّمَنَا اَنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ اَمَرَنَا اَنْ نُصَلِّىَ رَكْعَتَيْنِ فِى السَّفَرِ . قَالَ الشُّعَيْثِيُّ وَكَانَ الزُّهْرِىُّ يُحَدِّثُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ .

৪৫৮। উমাইয়া ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে খালিদ ইবনে উসাইদ (র) আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-কে জিজ্ঞেস করেন, আপনি কিভাবে নামায কসর করেন! অথচ আল্লাহ বলেন, “যদি তোমাদের আশংকা হয় যে, কাফেররা তোমাদের জন্য বিপর্যয় সৃষ্টি করবে, তবে নামায সংক্ষিপ্ত করলে তোমাদের কোন দোষ নাই” (৪ ঃ ১০১)। জবাবে ইবনে উমার

(রা) বলেন, হে ভাইপো! আমাদের মধ্যে এমন পরিস্থিতিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব হয় যে, তখন আমরা ছিলাম পথভ্রষ্ট। তাঁর শিক্ষার মধ্যে এও ছিল যে, আল্লাহ আমাদেরকে সফরে নামায দুই রাক্‌আত করে পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। শুআয়ছী (র) বলেন, যুহ্‌রী (র) আবদুল্লাহ ইবনে আবু বাক্‌র (র) থেকে এই হাদীস বর্ণনা করতেন।

بَابُ كَمْ فُرِضَتِ الصَّلٰوةُ فِى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ

৪-অনুচ্ছেদ ঃ দিন-রাতে কতো ওয়াক্ত নামায ফরয হয়েছে?

٤٥٩- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِىْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرَ الرَّأْسِ نَسْمَعُ دَوِىَّ صَوْتِهِ وَلاَ نَفْهَمُ مَا يَقُوْلُ حَتّٰى دَنَا فَاِذَا هُوَ يَسْاَلُ عَنِ الْاِسْلاَمِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ قَالَ هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهُنَّ قَالَ لاَ اِلاَّ اَنْ تَطَوَّعَ قَالَ وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهُ قَالَ لاَ اِلاَّ اَنْ تَطَوَّعَ وَذَكَرَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الزَّكٰوةَ قَالَ هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهَا قَالَ لاَ اِلاَّ اَنْ تَطَوَّعَ فَاَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُوْلُ وَاللّٰهِ لاَ اَزِيْدُ عَلٰى هٰذَا وَلاَ اَنْقُصُ مِنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفْلَحَ اِنْ صَدَقَ .

৪৫৯। তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রা) বলেন, নজদ এলাকা থেকে উষ্কখুষ্ক চুলবিশিষ্ট এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলো। আমরা তার কথার শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম কিন্তু সে কি বলছিল তা বুঝতে পারছিলাম না। সে নিকটবর্তী হয়ে ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেনঃ দিনে-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায। সে জিজ্ঞেস করলো, এগুলো ব্যতীত আমার উপর আরো কিছু আছে কি? তিনি বলেন ঃ না, তবে নফল নামায পড়তে পারো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আর রমযান মাসের রোযা। সে জিজ্ঞেস করলো, তা ব্যতীত আমার উপর আরো কিছু আছে কি? তিনি বলেন ঃ না, তবে নফল রোযা রাখতে পারো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নিকট যাকাতের কথা উল্লেখ করলেন। সে জিজ্ঞেস করলো, তা ব্যতীত আমার আরো কিছু করণীয় আছে কি? তিনি বলেন ঃ না, তবে তুমি নফল দান-খয়রাত করতে পারো। অতঃপর লোকটি এই কথা বলতে বলতে চলে গেলো, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি এগুলোর সাথে কিছু বৃদ্ধিও করবো না এবং এগুলো থেকে কিছু বাদও দিবো না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সে সত্য কথা বলে থাকলে সফলকাম হবে।

٤٦٠- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا نُوْحُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَمْ افْتَرَضَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلٰى عِبَادِهِ مِنَ الصَّلَوَاتِ قَالَ افْتَرَضَ اللّٰهُ عَلٰى عِبَادِهِ صَلَوَاتٍ خَمْسًا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ قَبْلَهُنَّ اَوْ بَعْدَهُنَّ شَيْئًا قَالَ افْتَرَضَ اللّٰهُ عَلٰى عِبَادِهِ صَلَوَاتٍ خَمْسًا فَحَلَفَ الرَّجُلُ لاَ يَزِيْدُ عَلَيْهِ شَيْئًا وَّلاَ يَنْقُصُ مِنْهُ شَيْئًا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنْ صَدَقَ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ .

৪৬০। আনাস (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করে বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! মহামহিম আল্লাহ তাঁর বান্দাদের উপর কতো ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন? তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। সে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এগুলোর আগে ও পরে আরো কিছু আছে কি? তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। তখন লোকটি শপথ করে বললো যে, সে এগুলোর সাথে কিছু বাড়াবেও না এবং তা থেকে কিছু বাদও দিবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সে সত্য বলে থাকলে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে।

بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ

৫-অনুচ্ছেদ ঃ পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ার শপথ করা।

٤٦١- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُسْهِرٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِيْ اِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِيِّ عَنْ اَبِيْ مُسْلِمٍ الْخَوْلاَنِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِى الْحَبِيْبُ الْاَمِيْنُ عَوْفُ بْنُ مَالِكِ الْاَشْجَعِيُّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَلاَ تُبَايِعُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَرَدَّهَا ثَلٰثَ مَرَّاتٍ فَقَدَّمْنَا اَيْدِيْنَا فَبَايَعْنَاهُ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ بَايَعْنَاكَ فَعَلٰى مَا قَالَ اَنْ تَعْبُدُوا اللّٰهَ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَّالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَاَسَرَّ كَلِمَةً خَفِيَّةً اَنْ لاَّ تَسْئَلُوا النَّاسَ شَيْئًا .

৪৬১। আওফ ইবনে মালেক আল-আশজাঈ (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি বলেন ঃ তোমরা কি আল্লাহ্‌র রাসূলের নিকট শপথ করবে না? কথাটি তিনি তিনবার বলেন। আমরা আমাদের হাত

বাড়িয়ে দিয়ে তাঁর নিকট শপথ করলাম। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা তো ইতিপূর্বে আপনার নিকট শপথ করেছি, তবে এটা আবার কিসের শপথ? তিনি বলেন ঃ এই কথার উপর যে, তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে এবং তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক করবে না, পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়বে। তারপর তিনি আস্তে করে অনুচ্চ স্বরে বলেন ঃ আর তোমরা মানুষের কাছে কিছু চাইবে না।

بَابُ الْمُحَافَظَةِ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ

৬-অনুচ্ছেদ ঃ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের হেফাজত করা।

٤٦٢- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَ بْنِ حَبَّانَ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيْزٍ اَنَّ رَجُلاً مِّنْ بَنِيْ كِنَانَةَ يُدْعَى الْمُخْدَجِيَّ سَمِعَ رَجُلاً بِالشَّامِ يُكْنٰى اَبَا مُحَمَّدٍ يَقُوْلُ الْوِتْرُ وَاجِبٌ قَالَ الْمُخْدَجِيُّ فَرُحْتُ اِلٰى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَاعْتَرَضْتُ لَهُ وَهُوَ رَائِحٌ اِلَى الْمَسْجِدِ فَاَخْبَرْتُهُ بِالَّذِيْ قَالَ اَبُوْ مُحَمَّدٍ فَقَالَ عُبَادَةُ كَذَبَ اَبُوْ مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللّٰهُ عَلَى الْعِبَادِ مَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدٌ اَنْ يُّدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَّمْ يَاْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدٌ اِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَاِنْ شَاءَ اَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ .

৪৬২। ইবনে মুহাইরীয (র) থেকে বর্ণিত। মুখদাজী নামক বনু কিনানার এক ব্যক্তি আবু মুহাম্মাদ নামক সিরিয়ার এক ব্যক্তিকে বলতে শুনেন যে, বিতরের নামায ওয়াজিব (ফরয)। মুখদাজী বলেন, আমি (একথা শুনে) উবাদা ইবনুস সামিত (রা)-র নিকট গেলাম। তার মসজিদে যাওয়ার পথে আমি তার সামনে পড়লাম। আমি তাকে আবু মুহাম্মাদের বক্তব্য অবহিত করলাম। উবাদা (রা) বলেন, আবু মুহাম্মাদ মিথ্যা বলেছে। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ বান্দাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। যে ব্যক্তি এই পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়বে এবং এগুলোর মধ্যে কোন নামাযকে অবজ্ঞাভরে ধ্বংস করবে না, তার জন্য আল্লাহ্‌র এই ওয়াদা রয়েছে যে, তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আর যে ব্যক্তি এই পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়বে না তার জন্য আল্লাহ্‌র কোন ওয়াদা নেই। তিনি ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তি দিবেন অথবা ইচ্ছা করলে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

بَابُ فَضْلِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ

৭-অনুচ্ছেদ ঃ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ফযীলাত।

٤٦٣- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَرَاَيْتُمْ لَوْ اَنَّ نَهراً بِبَابِ اَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ هَلْ يَبْقٰى مِنْ دَرَنِه شَىْءٌ قَالُوْا لاَ يَبْقٰى مِنْ دَرَنِه شَىْءٌ قَالَ فَكَذٰلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُ اللّٰهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا .

৪৬৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যদি তোমাদের কারো বাড়ির ফটকের নিকট একটি নদী থাকে এবং সে তাতে দৈনিক পাঁচবার গোসল করে, তবে তার দেহে কি কোন ময়লা অবশিষ্ট থাকতে পারে? সাহাবাগণ বলেন, তার দেহে কোন ময়লা অবশিষ্ট থাকতে পারে না। তিনি বলেন ঃ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের দৃষ্টান্তও এরূপ। এগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ গুনাহসমূহ বিলীন করে দেন।

بَابُ الْحُكْمِ فِىْ تَارِكِ الصَّلٰوةِ

৮-অনুচ্ছেদ ঃ নামায বর্জনকারী সম্পর্কে বিধান।

٤٦٤- اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْعَهْدَ الَّذِىْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلٰوةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ .

৪৬৪। বুরায়দা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমাদের এবং কাফেরদের মধ্যে পার্থক্যকারী কাজ হলো নামায। যে ব্যক্তি নামায ত্যাগ করলো সে অবশ্যই কুফরী করলো।

٤٦٥- اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيْعَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ اِلاَّ تَرْكُ الصَّلٰوةِ .

৪৬৫। জাবের (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নামায ত্যাগ করাই হলো বান্দা ও কুফরের মধ্যে সমন্বয়।

بَابُ الْمُحَاسَبَةِ عَلَى الصَّلٰوةِ

৯-অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের হিসাব গ্রহণ।

٤٦٦- اَخْبَرَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا هَارُوْنُ هُوَ ابْنُ اسْمَاعِيْلَ الْحَزَّازُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حُرَيْثِ بْنِ قَبِيْصَةَ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ قَالَ قُلْتُ اَللّٰهُمَّ يَسِّرْ لِىْ جَلِيْسًا صَالِحًا فَجَلَسْتُ الٰى اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ فَقُلْتُ انِّىْ دَعَوْتُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ اَنْ يُّيَسِّرَ لِىْ جَلِيْسًا صَالِحًا فَحَدِّثْنِىْ بِحَدِيْثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَعَلَّ اللّٰهَ اَنْ يَّنْفَعَنِىْ بِهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ انَّ اَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ بِصَلٰوتِهِ فَانْ صَلَحَتْ فَقَدْ اَفْلَحَ وَاَنْجَحَ وَانْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ قَالَ هَمَّامٌ لاَ اَدْرِىْ هٰذَا مِنْ كَلاَمِ قَتَادَةَ اَوْ مِنَ الرِّوَايَةِ فَانِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيْضَتِهِ شَىْءٌ قَالَ اُنْظُرُوْا هَلْ لِعَبْدِىْ مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلُ بِهِ مَا نَقَصَ مِنَ الْفَرِيْضَةِ ثُمَّ يَكُوْنُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلٰى نَحْوِ ذٰلِكَ خَالَفَهُ اَبُو الْعَوَّامِ .

৪৬৬। হুরাইছ ইবনে কবীসা (র) বলেন, আমি মদীনায় পৌঁছে বললাম, "হে আল্লাহ! আমার জন্য একজন উত্তম সঙ্গী সহজলভ্য করো"। অতঃপর আমি আবু হুরায়রা (রা)-র মজলিসে বসলাম এবং তাকে বললাম, আমি মহান আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করেছি যে, তিনি যেন আমার জন্য একজন উত্তম সঙ্গী সহজলভ্য করেন। অতএব আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনেছেন এমন একটি হাদীস আমাকে বর্ণনা করুন, যদ্বারা আল্লাহ আমাকে উপকৃত করবেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বান্দার নামাযের হিসাব নেয়া হবে। যদি তা যথাযথ হয়, তবে সে সফল হলো ও মুক্তি পেলো। যদি তা গড়বড় হয় তবে সে ধ্বংস হলো ও ক্ষতিগ্রস্ত হলো। হাম্মাম (র) বলেন, আমি জানি না, এটা কাতাদার কথা না হাদীসের অংশ। যদি ফরয নামাযে কিছু ঘাটতি হয় তবে আল্লাহ (ফেরেশতাদের) বলবেন, দেখো, আমার বান্দার নফল নামায আছে কি না? থাকলে তা দ্বারা ফরযের ঘাটতি পূর্ণ করা হবে। এরপর অন্যান্য আমলের ব্যাপারেও তদ্রূপ করা হবে।

٤٦٧- اَخْبَرَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ يَعْنِى ابْنَ بَيَانِ بْنِ زِيَادِ بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ كَتَبَ عَلِىُّ ابْنُ الْمَدِيْنِىِّ عَنْهُ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُو الْعَوَّامِ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ انَّ اَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ

الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَلٰوتُهُ فَانْ وُجِدَتْ تَامَّةً كُتِبَتْ تَامَّةً وَاِنْ كَانَ انْتَقَصَ مِنْهَا شَيْءٌ قَالَ اُنْظُرُوا هَلْ تَجِدُوْنَ لَهُ مِنْ تَطَوُّعٍ يُكَمِّلُ لَهُ مَا ضَيَّعَ مِنْ فَرِيْضَتِهِ مِنْ تَطَوُّعِهِ ثُمَّ سَائِرُ الْاَعْمَالِ تَجْرِيْ عَلٰى حَسَبِ ذٰلِكَ .

৪৬৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কিয়ামতের দিন মানুষের কার্যাবলীর মধ্যে সর্বপ্রথম নামাযের হিসাব গ্রহণ করা হবে। যদি তা পূর্ণ পাওয়া যায় তবে পূর্ণই লেখা হবে। যদি তাতে কিছু ঘাটতি পাওয়া যায় তাহলে আল্লাহ বলবেন, দেখো, তার নফল নামায কিছু আছে কি না? (থাকলে) তার দ্বারা ফরয নামাযের ঘাটতি পূর্ণ করা হবে। তারপর অন্যান্য আমলের ক্ষেত্রেও অনুরূপ করা হবে।

٤٦٨- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ سَلَمَةَ عَنِ الْاَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ يَحْيَ بْنِ يَعْمُرَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ صَلٰوتُهُ فَانْ كَانَ اَكْمَلَهَا وَالاَّ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اُنْظُرُوا لِعَبْدِيْ مِنْ تَطَوُّعٍ فَانْ وُجِدَ لَهُ تَطَوُّعٌ قَالَ اَكْمِلُوْا بِهَا الْفَرِيْضَةَ .

৪৬৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বান্দার নামাযের হিসাব গ্রহণ করা হবে। তা পরিপূর্ণ থাকলে তো ভালো অন্যথায় মহামহিম আল্লাহ বলবেন, দেখো, আমার বান্দার কোন নফল নামায আছে কি না? যদি তার নফল নামায পাওয়া যায় তবে তিনি বলবেন, এই নফল দ্বারা ফরযের ঘাটতি পূর্ণ করো।

بَابُ ثَوَابِ مَنْ اَقَامَ الصَّلٰوةَ

১০-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি নামায কায়েম করে তার সওয়াব।

٤٦٩- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَفْوَانَ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ اَسَدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ وَاَبُوْهُ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُمَا سَمِعَا مُوْسَى بْنَ طَلْحَةَ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْ اَيُّوْبَ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَخْبِرْنِيْ بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَعْبُدُ اللّٰهَ وَلاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيْمُ الصَّلٰوةَ وَتُؤْتِي الزَّكٰوةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ ذَرْهَا كَاَنَّهُ كَانَ عَلٰى رَاحِلَةٍ .

৪৬৯। আবু আইউব (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাকে এমন একটি কাজের কথা বলে দিন যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তুমি আল্লাহ্র ইবাদত করো, তাঁর সাথে কোন কিছু শরীক করো না, নামায কায়েম করো, যাকাত আদায় করো এবং আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখো। এখন উটের লাগাম ছেড়ে দাও। তখন হয়তো তিনি তাঁর বাহনের উপর ছিলেন (এবং সে তাঁর বাহনের লাগাম ধরে রেখেছিল)।

بَابُ عَدَدِ صَلٰوةِ الظُّهْرِ فِى الْحَضَرِ

১১-অনুচ্ছেদ ঃ আবাসে যুহরের নামাযের রাক্আত সংখ্যা।

٤٧٠- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ وَاِبْرَاهِيْمَ بْنِ مَيْسَرَةَ سَمِعَا اَنَسًا قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ الظُّهْرَ بِالْمَدِيْنَةِ اَرْبَعًا وَّبِذِى الْحُلَيْفَةِ الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ .

৪৭০। আনাস (রা) বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে মদীনায় চার রাক্আত যুহরের নামায পড়েছি এবং যুল-হুলাইফায় আসরের নামায (সফরের কারণে) দুই রাক্আত পড়েছি।

بَابُ صَلٰوةِ الظُّهْرِ فِى السَّفَرِ

১২-অনুচ্ছেদ ঃ সফরে যুহরের নামায।

٤٧١- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا جُحَيْفَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْهَاجِرَةِ قَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى اِلَى الْبَطْحَاءِ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ .

৪৭১। আবু জুহায়ফা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুপুরের সময় 'আল-বাতহা' নামক স্থানে গেলেন। তিনি উযু করে যুহরের নামায দুই রাক্আত এবং আসরের নামায দুই রাক্আত পড়েন। তখন তাঁর সামনে ছিল একটি বর্শা।

بَابُ فَضْلِ صَلٰوةِ الْعَصْرِ

১৩-অনুচ্ছেদ ঃ আসরের নামাযের ফযীলাত।

٤٧٢- اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ وَابْنُ اَبِىْ خَالِدٍ وَالْبَخْتَرِىُّ ابْنُ اَبِى الْبَخْتَرِىِّ كُلُّهُمْ سَمِعُوْهُ مِنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ

الثَّقَفِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَنْ يَّلِجَ النَّارَ مَنْ صَلّٰى قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا .

৪৭২। উমারা ইবনে রুওয়াইবা আস-ছাকাফী (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বে এবং সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে নামায পড়লো, সে কখনও দোযখে যাবে না।

بَابُ الْمُحَافَظَةِ عَلٰى صَلٰوةِ الْعَصْرِ

১৪-অনুচ্ছেদ ঃ আসরের নামাযের প্রতি যত্নবান হওয়া।

٤٧٣-اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِىْ يُوْنُسَ مَوْلٰى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَمَرَتْنِىْ عَائِشَةُ اَنْ اَكْتُبَ لَهَا مُصْحَفًا فَقَالَتْ اِذَا بَلَغْتَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ فَاٰذِنِّىْ "حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى" فَلَمَّا بَلَغْتُهَا اٰذَنْتُهَا فَاَمْلَتْ عَلَىَّ "حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَصَلٰوةِ الْعَصْرِ وَقُوْمُوا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ" ثُمَّ قَالَتْ سَمِعْتُهَا مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

৪৭৩। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা (রা)-এর মুক্তদাস আবু ইউনুস (র) বলেন, আয়েশা (রা) আমাকে কুরআনের একটি পাণ্ডুলিপি প্রণয়নের নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, তুমি যখন এই আয়াত "তোমরা নামাযসমূহের প্রতি যত্নবান হও এবং বিশেষত মধ্যবর্তী নামাযের প্রতি" (২ঃ২৩৮) পর্যন্ত পৌঁছবে তখন আমাকে খবর দিও। অতএব আমি ঐ আয়াত পর্যন্ত পৌঁছে তাকে জানালাম। তিনি আমার দ্বারা লিখান ঃ "তোমরা নামাযসমূহের প্রতি যত্নবান হও এবং মধ্যবর্তী নামাযের অর্থাৎ আসরের নামাযের প্রতি এবং আল্লাহ্‌র জন্য বিনীতভাবে দাঁড়াও"। তারপর তিনি বলেন, "আমি তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনেছি।

٤٧٤- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِىْ قَتَادَةُ عَنْ اَبِىْ حَسَّانَ عَنْ عَبِيْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ شَغَلُوْنَا عَنِ الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى حَتّٰى غَرَبَتِ الشَّمْسُ .

৪৭৪। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ (খন্দকের যুদ্ধে) কাফেররা সূর্যাস্ত পর্যন্ত আমাদেরকে সালাতুল উসতা (মধ্যবর্তী নামায) থেকে (যুদ্ধে) ব্যতিব্যস্ত রাখে।

بَابُ مَنْ تَرَكَ صَلٰوةَ الْعَصْرِ

১৫-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি আসরের নামায ত্যাগ করলো।

٤٧٥- اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىٰ عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَحْىَ بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُو الْمَلِيْحِ قَالَ كُنَّا مَعَ بُرَيْدَةَ فِىْ يَوْمٍ ذِىْ غَيْمٍ فَقَالَ بَكِّرُوْا بِالصَّلٰوةِ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ تَرَكَ صَلٰوةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ .

৪৭৫। আবুল মালীহ্ (র) বলেন, এক মেঘাচ্ছন্ন দিনে আমরা বুরায়দা (রা)-এর সাথে ছিলাম। তিনি বলেন, তোমরা তাড়াতাড়ি নামায পড়ো। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আসরের নামায ত্যাগ করলো তার সমস্ত আমল বিফলে গেলো।

بَابُ عَدَدِ صَلٰوةِ الْعَصْرِ فِى الْحَضَرِ

১৬-অনুচ্ছেদ ঃ আবাসে আসরের নামাযের রাক্আত সংখ্যা।

٤٧٦- اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَنْبَانَا مَنْصُوْرُ بْنُ زَاذَانَ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ اَبِى الصِّدِّيْقِ النَّاجِىْ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ كُنَّا نَحْزُرُ قِيَامَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَدْرَ ثَلٰثِيْنَ اٰيَةً قَدْرَ سُوْرَةِ السَّجْدَةِ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ وَفِى الْاُخْرَيَيْنِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذٰلِكَ وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلٰى قَدْرِ الْاُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الْاُخْرَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذٰلِكَ .

৪৭৬। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, আমরা যুহর ও আসরের নামাযে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাঁড়ানোর পরিমাণ অনুমান করেছিলাম। আমরা যুহরের নামাযে তাঁর কিয়ামের পরিমাণ অনুমান করলাম প্রথম দুই রাক্আতে সূরা সাজদার তিরিশ আয়াত পরিমাণ এবং পরবর্তী দুই রাক্আতে তার অর্ধেক পরিমাণ পড়ার সময়। আমরা তাঁর আসরের নামাযের কিয়াম অনুমান করলাম প্রথম দুই রাক্আতে যুহরের শেষ দুই রাক্আতের সমপরিমাণ এবং শেষ দুই রাক্আতে তার অর্ধেক পরিমাণ সময়।

٤٧٧- اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ اَبِىْ عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُوْرِ بْنِ زَاذَانَ عَنِ الْوَلِيْدِ اَبِىْ بِشْرٍ عَنْ اَبِى الْمُتَوَكِّلِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْمُ فِى الظُّهْرِ فَيَقْرَاُ قَدْرَ ثَلٰثِيْنَ اٰيَةً فِىْ كُلِّ رَكْعَةٍ ثُمَّ يَقُوْمُ فِى الْعَصْرِ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ قَدْرَ خَمْسَ عَشَرَةَ اٰيَةً .

৪৭৭। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহরের নামাযে দাঁড়িয়ে প্রতি রাকআতে তিরিশ আয়াত পরিমাণ তিলাওয়াত করতেন এবং আসরের নামাযে দাঁড়িয়ে প্রথম দুই রাকআতে পনের আয়াত পরিমাণ তিলাওয়াত করতেন।

بَابُ صَلٰوةِ الْعَصْرِ فِى السَّفَرِ

১৭-অনুচ্ছেদ ঃ সফরে আসরের নামায।

٤٧٨- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ بِالْمَدِيْنَةِ اَرْبَعًا وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ.

৪৭৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনাতে যুহরের নামায চার রাক্আত এবং যুল-হুলায়ফায় (সফর অবস্থায়) আসরের নামায দুই রাক্আত পড়েন।

٤٧٩- اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ رَبِيْعَةَ اَنَّ عِرَاقَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُ اَنَّ نَوْفَلَ بْنَ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ فَاتَتْهُ صَلٰوةُ الْعَصْرِ فَكَاَنَّمَا وُتِرَ اَهْلُهُ وَمَالُهُ. وَقَالَ عِرَاكٌ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ فَاتَتْهُ صَلٰوةُ الْعَصْرِ فَكَاَنَّمَا وُتِرَ اَهْلُهُ وَمَالُهُ خَالَفَهُ يَزِيْدُ بْنُ اَبِىْ حَبِيْبٍ .

৪৭৯। নাওফাল ইবনে মুআবিয়া (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ যার আসরের নামায ছুটে গেলো তার পরিবার ও সম্পদ যেন ধ্বংস হয়ে গেলো। রাবী ইরাক ইবনে মালেক (র) বলেন, আমাকে আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ যার আসরের নামায কাযা হলো তাঁর পরিবার ও সম্পদ যেন ধ্বংস হলো (বু,মু,দা,তি,ই,দার,মা,আ)।

٤٨٠- اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ زُغْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ بَلَغَهُ اَنَّ نَوْفَلَ بْنَ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مِنَ الصَّلٰوةِ صَلٰوةٌ مَّنْ فَاتَتْهُ فَكَاَنَّمَا وُتِرَ اَهْلَهُ وَمَالَهُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ هِىَ صَلٰوةُ الْعَصْرِ خَالَفَهُ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ .

৪৮২। নাওফাল ইবনে মুআবিয়া (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ নামাযের মধ্যে এমন এক নামাযও আছে, তা কারো কাযা হলে তার পরিবার ও সম্পদ যেন ধ্বংস হয়ে গেলো। ইবনে উমার (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তা হচ্ছে আসরের নামায।

٤٨١- اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَمِّىْ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَزِيْدُ بْنُ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ نَوْفَلَ بْنَ مُعَاوِيَةَ يَقُوْلُ صَلاَةٌ مَّنْ فَاتَتْهُ فَكَاَنَّمَا وُتِرَ اَهْلَهُ وَمَالَهُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هِىَ صَلٰوةُ الْعَصْرِ .

৪৮১। নাওফাল ইবনে মুআবিয়া (রা) বলেন, এমন এক নামায আছে যা কারো ছুটে গেলে তার পরিবার ও সম্পদ যেন ধ্বংস হয়ে গেলো। ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তা আসরের নামায।

بَابُ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ

১৮-অনুচ্ছেদ ঃ মাগরিবের নামায।

٤٨٢-اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ رَاَيْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ بِجَمْعٍ اَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلٰثَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ اَقَامَ فَصَلّٰى يَعْنِى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ ذَكَرَ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ صَنَعَ بِهِمْ مِثْلَ ذٰلِكَ فِىْ ذٰلِكَ الْمَكَانِ وَذَكَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَنَعَ مِثْلَ ذٰلِكَ فِىْ ذٰلِكَ الْمَكَانِ .

৪৮২। সালামা ইবনে কুহাইল (র) বলেন, আমি সাঈদ ইবনে জুবাইর (রা)-কে দেখেছি, তিনি (মুযদালিফায়) মাগরিবের তিন রাক্‌আত এবং এশার দুই রাক্‌আত নামায পড়েছেন। তিনি বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-ও তাদের নিয়ে এই স্থানে এরূপ করেছেন এবং তিনি উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এই স্থানে অনুরূপই আমল করেছিলেন।

بَابُ فَضْلِ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ

১৯-অনুচ্ছেদ ঃ এশার নামাযের ফযীলাত।

٤٨٣- اَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَعْتَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْعِشَاءِ حَتّٰى نَادَاهُ عُمَرُ نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّهُ لَيْسَ اَحَدٌ يُّصَلِّيْ هٰذِهِ الصَّلٰوةَ غَيْرُكُمْ وَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ اَحَدٌ يُّصَلِّيْ غَيْرَ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ .

৪৮৩। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এশার নামাযে বিলম্ব করলেন। শেষে উমার (রা) তাঁকে ডেকে বলেন, মহিলা ও শিশুরা ঘুমিয়ে পড়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হয়ে এসে বলেন ঃ তোমাদের ছাড়া আর কেউ এই নামায পড়ে না। সেদিন মদীনাবাসী ছাড়া আর কেউ এই নামায এতো বিলম্বে পড়েনি।

بَابُ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ فِى السَّفَرِ

২০-অনুচ্ছেদ ঃ সফরে এশার নামায।

٤٨٤- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ اَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِى الْحَكَمُ قَالَ صَلّٰى بِنَا سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ بِجَمْعٍ الْمَغْرِبَ ثَلٰثًا بِاِقَامَةٍ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ ذَكَرَ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ ابْنَ عُمَرَ فَعَلَ ذٰلِكَ وَذَكَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَعَلَ ذٰلِكَ .

৪৮৪। আল-হাকাম (র) বলেন, সাঈদ ইবনে জুবাইর (র) আমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে মুযদালিফায় এক ইকামতে মাগরিবের তিন রাক্‌আত এবং এশার দুই রাক্‌আত নামায পড়েন। অতঃপর তিনি উল্লেখ করেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) এরূপ করেছেন এবং তিনিও উল্লেখ করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও অনুরূপ আমল করেছেন।

٤٨٥- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ اَسَدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ ابْنُ كُهَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ رَاَيْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ صَلّٰى بِجَمْعٍ فَاَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلٰثًا ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَصْنَعُ فِىْ هٰذَا الْمَكَانِ .

৪৮৫। সাঈদ ইবনে জুবাইর (র) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-কে মুযদালিফায় মাগরিবের তিন রাক্‌আত এবং এশার দুই রাক্‌আত নামায পড়তে দেখেছি এবং তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এখানে অনুরূপ করতে দেখেছি।

بَابُ فَضْلِ صَلٰوةِ الْجَمَاعَةِ

২১-অনুচ্ছেদ ঃ জামাআতে নামায পড়ার ফযীলাত।

٤٨٦-اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَتَعَاقَبُوْنَ فِيكُمْ مَلاَئِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُوْنَ فِىْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَصَلٰوةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِيْنَ بَاتُوْا فِيكُمْ وَيَسْاَلُهُمْ وَهُوَ اَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِىْ فَيَقُوْلُوْنَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ وَاَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ .

৪৮৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ রাতের ফেরেশতাগণ ও দিনের ফেরেশতাগণ পালাক্রমে তোমাদের নিকট আসেন এবং ফজর ও আসরের নামাযে তারা একত্র হন। যে সকল ফেরেশতা তোমাদের মধ্যে রাত কাটান। তারা ঊর্দ্ধজগতে উঠে গেলে আল্লাহ তাদের জিজ্ঞেস করেন, অথচ তিনি সর্বজ্ঞ, তোমরা আমার বান্দাদের কোন অবস্থায় ছেড়ে এসেছো? তারা বলেন, আমরা তাদেরকে নামাযরত অবস্থায় ছেড়ে এসেছি এবং যখন তাদের নিকট গিয়েছিলাম তখনও তারা নামাযরত ছিলো।

٤٨٧-اَخْبَرَنَا كَثِيْرُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِىِّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ تَفْضُلُ صَلٰوةُ الْجَمْعِ عَلٰى صَلٰوةِ اَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِخَمْسَةٍ وَّعِشْرِيْنَ جُزْءًا وَّيَجْتَمِعُ مَلاَئِكَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ فِىْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَاقْرَءُوْا اِنْ شِئْتُمْ "وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا" .

৪৮৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ জামাআতের নামাযের ফযীলাত একাকী পড়া নামাযের চেয়ে পঁচিশ গুণ বেশী। রাত ও দিনের ফেরেশতাগণ ফজরের নামাযের সময় একত্র হন। সুতরাং তোমরা চাইলে তিলাওয়াত করতে পারো, "এবং ফজরের নামায কায়েম করো। নিশ্চয় ফজরের নামায উপস্থিতির সময়" (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৭৮)।

٤٨٨- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَيَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ يَلِجُ النَّارَ اَحَدٌ صَلّٰى قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ اَنْ تَغْرُبَ.

৪৮৮। 'উমারা ইবনে রুওয়াইবা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি সূর্য উদয়ের পূর্বেই (ফজরের) নামায পড়লো এবং সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বেই (আসরের) নামায পড়লো সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না।

بَابُ فَرْضِ الْقِبْلَةِ

২২-অনুচ্ছেদ ঃ কিবলামুখী হওয়া ফরয।

٤٨٩- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا اَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا شَكٌّ سُفْيَانُ وَصُرِفَ اِلَى الْقِبْلَةِ .

৪৮৯। আল-বারাআ (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ষোল মাস বা সতের মাস বাইতুল মাকদিসের দিকে ফিরে নামায পড়লাম, অতঃপর কিবলা পরিবর্তিত হলো।

٤٩٠- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ يُوْسُفَ الْاَزْرَقُ عَنْ زَكَرِيَّا ابْنِ اَبِىْ زَائِدَةَ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ فَصَلّٰى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا ثُمَّ اِنَّهُ وُجِّهَ اِلَى الْكَعْبَةِ فَمَرَّ رَجُلٌ قَدْ كَانَ صَلّٰى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَلٰى قَوْمٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ اَشْهَدُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ وُجِّهَ اِلَى الْكَعْبَةِ فَانْحَرَفُوْا اِلَى الْكَعْبَةِ .

৪৯০। আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় আসার পর ষোল মাস পর্যন্ত বাইতুল মাকদিসের দিকে ফিরে নামায পড়েন। তারপর তাঁকে কাবার দিকে ফিরিয়ে দেয়া হলো। (এ সময়) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়েছেন এমন এক ব্যক্তি আনসারদের এক জামাআতের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাবার দিকে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। অতএব তারাও কাবার দিকে ঘুরে গেলেন।

بَابُ الْحَالِ الَّتِيْ يَجُوْزُ فِيْهَا اسْتِقْبَالُ غَيْرِ الْقِبْلَةِ

২৩-অনুচ্ছেদ ঃ যে অবস্থায় কিবলার বিপরীত দিকে ফিরে নামায পড়া জায়েয।

٤٩١- اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ زُغْبَةُ وَاَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ اَىِّ وَجْهٍ تَتَوَجَّهُ وَيُوْتِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ اَنَّهُ لاَ يُصَلِّيْ عَلَيْهَا الْمَكْتُوْبَةَ .

৪৯১। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্তুযানে আরোহিত অবস্থায় তা যেদিকে যেতো সেদিকে মুখ করেই (নফল) নামায পড়তেন এবং বেতের নামাযও জন্তুযানের উপরই পড়তেন। কিন্তু তিনি ফরয নামায এভাবে পড়তেন না।

٤٩٢- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى عَنْ يَحْيٰى عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ عَلٰى دَابَّتِهِ وَهُوَ مُقْبِلٌ مِنْ مَكَّةَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ وَفِيْهِ اُنْزِلَتْ "فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ" .

৪৯২। ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা থেকে মদীনায় যাওয়ার পথে তাঁর জন্তুযানের উপর (নফল) নামায পড়তেন (কিবলার ভিন্ন দিকে ফিরে)। এ সম্পর্কে নাযিল করা হয় ঃ "তোমরা যেদিকেই মুখ ফিরাও, সেদিকই আল্লাহ্‌র দিক" (সূরা বাকারা ঃ ১১৫)।

٤٩٣- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ عَلٰى رَاحِلَتِهِ فِى السَّفَرِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ. قَالَ مَالِكٌ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ .

৪৯৩। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে তাঁর বাহনের উপর নামায পড়তেন, বাহন যেদিকে যেতো সেদিকে ফিরে। ইমাম মালেক (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে দীনার (র) বলেছেন, ইবনে উমার (রা)-ও তাই করতেন।

بَابُ اسْتِبَانَةِ الْخَطَا بَعْدَ الْاِجْتِهَادِ

২৪-অনুচ্ছেদঃ চিন্তা-ভাবনা করে কিবলা নির্দ্ধারণের ক্ষেত্রে ভুল প্রতিভাত হলে।

٤٩٤- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَمَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِيْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ جَاءَهُمْ اٰتٍ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ وَقَدْ اُمِرَ اَنْ يَّسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبَلُوْهَا وكَانَتْ وُجُوْهُهُمْ اِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوْا اِلَى الْكَعْبَةِ .

৪৯৪। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, একদা কুবার মসজিদে লোকেরা ফজরের নামাযে রত ছিলো। তখন তাদের নিকট এক আগন্তুক এসে বলেন, আজ রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নির্দেশ নাযিল হয়েছে এবং তাঁকে কাবামুখী হয়ে নামায পড়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাই তারাও কাবার দিকে ফিরে যায়। তখন তারা সিরিয়ার দিকে মুখ করে নামায পড়ছিলো। অতএব তারা (নামাযরত অবস্থায়) কাবার দিকে ঘুরে যায়।

অধ্যায় ঃ ৬

كتَابُ الْمَوَاقِيْت

(নামাযের ওয়াক্তসমূহ)

امَامَةُ جبْرِيْلَ وَتَحْدِيْدُ اَوْقَات الصَّلَوَات الْخَمْس

১-অনুচ্ছেদ ঃ জিবরীল (আ)-এর ইমামতি এবং পাঁচ নামাযের ওয়াক্ত নির্দ্ধারণ।

٤٩٥- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ اَخَّرَ الْعَصْرَ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ اَمَا اِنَّ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَدْ نَزَلَ فَصَلّٰى اَمَامَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ عُمَرُ اعْلَمْ مَا تَقُوْلُ يَا عُرْوَةُ فَقَالَ سَمِعْتُ بَشِيْرَ بْنَ اَبَا مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ نَزَلَ جِبْرِيْلُ فَاَمَّنِىْ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ يَحْسُبُ بِاَصَابِعِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ .

৪৯৫। ইবনে শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। উমার ইবনে আবদুল আযীয (র) কিছুটা বিলম্বে আস্‌রের নামায পড়লেন। উরওয়া (র) তাকে বলেন, জিবরীল (আ) নাযিল হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে নামায পড়েন। উমার (র) বলেন, হে উরওয়া! তুমি কি বলছো তা উপলব্ধি করো। উরওয়া (র) বলেন, আমি বাশীর ইবনে আবু মাসউদ (র)-কে বলতে শুনেছি, আমি আবু মাসউদ (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ জিবরীল (আ) নাযিল হয়ে আমার নামাযের ইমামতি করেন। আমি তাঁর সঙ্গে নামায পড়লাম, পুনরায় তার সঙ্গে নামায পড়লাম, পুনরায় তার সঙ্গে নামায পড়লাম, পুনরায় তার সঙ্গে নামায পড়লাম, পুনরায় তার সঙ্গে নামায পড়লাম। তিনি তার হাতের আঙ্গুলে পাঁচ ওয়াক্ত নামায গণনা করেন।

اَوَّلُ وَقْتِ الظُّهْرِ

২-অনুচ্ছেদ ঃ যুহরের প্রথম ওয়াক্ত।

٤٩٦- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سَيَّارُ بْنُ سَلاَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ يَسْاَلُ اَبَا بَرْزَةَ عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قُلْتُ

اَنْتَ سَمِعْتَهُ قَالَ كَمَا اَسْمَعُكَ السَّاعَةَ فَقَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ يَسْاَلُ عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كَانَ لاَ يُبَالِىْ بَعْضَ تَاخِيْرِهَا يَعْنِى الْعِشَاءَ اِلٰى نِصْفِ اللَّيْلِ وَلاَ يُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَلاَ الْحَدِيْثَ بَعْدَهَا قَالَ شُعْبَةُ ثُمَّ لَقِيْتُهُ بَعْدُ فَسَاَلْتُهُ قَالَ كَانَ يُصَلِّى الظُّهْرَ حِيْنَ تَزُوْلُ الشَّمْسُ وَالْعَصْرَ يَذْهَبُ الرَّجُلُ اِلٰى اَقْصَى الْمَدِيْنَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَالْمَغْرِبَ لاَ اَدْرِىْ اَىَّ حِيْنٍ ذَكَرَ ثُمَّ لَقِيْتُهُ بَعْدَ ذٰلِكَ فَسَاَلْتُهُ قَالَ وَكَانَ يُصَلِّى الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ فَيَنْظُرُ اِلٰى وَجْهِ جَلِيْسِهِ الَّذِىْ يَعْرِفُهُ فَيَعْرِفُهُ قَالَ وَكَانَ يَقْرَاُ فِيْهَا بِالسِّتِّيْنَ اِلَى الْمِائَةِ .

৪৯৬। সাইয়ার ইবনে সালামা (র) বলেন, আমি আমার পিতাকে আবু বারযা (রা)-এর নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে শুনেছি। শোবা (র) সাইয়ার ইবনে সালামাকে বলেন, আপনি নিজে তা শুনেছেন কি? সাইয়ার বলেন, হাঁ, যেমন এখন আপনাকে শুনাচ্ছি। সাইয়ার বলেন, আমার পিতাকে আমি আবু বারযা (রা)-র নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে শুনেছি। আবু বারযা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এশার নামায কখনো অর্ধ রাতে পড়তেন এবং নামাযের পূর্বে ঘুমানো ও নামাযের পর কথা বলা পছন্দ করতেন না। শোবা (র) বলেন, আমি আবার সাইয়ার ইবনে সালামার সঙ্গে সাক্ষাত করে তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য ঢলে পড়লে যুহরের নামায পড়তেন, আসরের নামায এমন সময় পড়তেন যে, কোন ব্যক্তি মদীনার শেষ প্রান্তে যেতে পারতো এবং তখনও সূর্যের আলো উজ্জ্বল থাকতো। তিনি মাগরিবের নামায কখন পড়তেন বলে তিনি উল্লেখ করেছেন তা আমার মনে নেই। আমি পুনরায় তার সাথে সাক্ষাত করে তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফজরের নামায এমন সময় শেষ করতেন যে, লোকজন ফিরে যেতো। তার পাশের পরিচিত লোকের দিকে তাকালে সে তাকে চিনতে পারতো। রাবী বলেন, তিনি ঐ নামাযে ষাট থেকে এক শত আয়াত পড়তেন।

٤٩٧-اَخْبَرَنَا كَثِيْرُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِىِّ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَنَسٌ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ حِيْنَ زَاغَتِ الشَّمْسُ فَصَلّٰى بِهِمْ صَلٰوةَ الظُّهْرِ .

৪৯৭। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। সূর্য ঢলে পড়লে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হয়ে আসেন এবং তাদেরকে নিয়ে যুহরের নামায পড়েন।

٤٩٨- اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ شَكَوْنَا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَرَّ الرَّمْضَاءِ فَلَمْ يُشْكِنَا. قِيْلَ لِاَبِىْ اِسْحَاقَ فِىْ تَعْجِيْلِهَا قَالَ نَعَمْ .

৪৯৮। খাব্বাব (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বালুর উত্তাপ সম্পর্কে অভিযোগ করলাম। তিনি আমাদের অভিযোগ বিবেচনা করেননি। আবু ইসহাক (র)-কে বলা হলো, নামায কি ত্বরায় (প্রথম ওয়াক্তে) পড়ার ব্যাপারে (অভিযোগ)? তিনি বলেন, হাঁ।

بَابُ تَعْجِيْلِ الظُّهْرِ فِى السَّفَرِ

৩-অনুচ্ছেদ ঃ সফরে যুহরের নামায ত্বরায় (প্রথম ওয়াক্তে) পড়া।

٤٩٩- اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ حَمْزَةُ الْعَائِذِىُّ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا نَزَلَ مَنْزِلاً لَمْ يَرْتَحِلْ مِنْهُ حَتّٰى يُصَلِّىَ الظُّهْرَ فَقَالَ رَجُلٌ وَاِنْ كَانَتْ بِنِصْفِ النَّهَارِ قَالَ وَاِنْ كَانَتْ بِنِصْفِ النَّهَارِ .

৪৯৯। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন মনযিলে যাত্রাবিরতি করলে যুহরের নামায না পড়া পর্যন্ত সেখান থেকে রওয়ানা হতেন না। এক ব্যক্তি বললো, তা যদি ঠিক দুপুর বেলা হতো? তিনি বলেন, ঠিক দুপুর বেলা হলেও।

تَعْجِيْلُ الظُّهْرِ فِى الْبَرْدِ

৪-অনুচ্ছেদ ঃ শীতের মৌসুমে যুহরের নামায ত্বরায় (প্রথম ওয়াক্তে) পড়া।

٥٠٠- اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدٍ مَوْلٰى بَنِىْ هَاشِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ ابْنُ دِيْنَارٍ اَبُوْ خَلْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَانَ الْحَرُّ اَبْرَدَ بِالصَّلٰوةِ وَاِذَا كَانَ الْبَرْدُ عَجَّلَ .

৫০০। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গরমের সময় (যুহরের নামায) বিলম্ব করে এবং ঠাণ্ডার সময় ত্বরায় (প্রথম ওয়াক্তে) পড়তেন।

اَلْاِبْرَادُ بِالظُّهْرِ اِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ

৫-অনুচ্ছেদ ঃ প্রচণ্ড গরম পড়লে যুহরের নামায ঠাণ্ডায় (বিলম্বে) পড়া।

٥٠١- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَاَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَاَبْرِدُوْا عَنِ الصَّلٰوةِ فَاِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ .

৫০১। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রচণ্ড গরম পড়লে তোমরা ঠাণ্ডায় (বিলম্বে) নামায পড়বে। কারণ গরমের প্রচণ্ডতা হলো জাহান্নামের নিঃশ্বাস।

٥٠٢-اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ ح وَاَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ مَعِيْنٍ حَدَّثَنَا حَفْصٌ وَاَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَوْسٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى يَرْفَعُهُ قَالَ اَبْرِدُوْا بِالظُّهْرِ فَاِنَّ الَّذِىْ تَجِدُوْنَ مِنَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ .

৫০২। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা (গরমকালে) যুহরের নামায বিলম্বে পড়বে। কারণ তোমরা যে গরম অনুভব করো তা হলো জাহান্নামের নিঃশ্বাস।

اٰخِرُ وَقْتِ الظُّهْرِ

৬-অনুচ্ছেদ ঃ যুহরের নামাযের শেষ ওয়াক্ত।

٥٠٣- اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ اَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰذَا جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ جَاءَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِيْنَكُمْ فَصَلَّى الصُّبْحَ حِيْنَ طَلَعَ الْفَجْرُ وَصَلَّى الظُّهْرَ حِيْنَ زَاغَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِيْنَ رَاَى الظِّلَّ مِثْلَهُ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ حِيْنَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَحَلَّ فِطْرُ الصَّائِمِ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ حِيْنَ ذَهَبَ شَفَقُ اللَّيْلِ

ثُمَّ جَاءَهُ الْغَدَ فَصَلَّى بِهِ الصُّبْحَ حِيْنَ اَسْفَرَ قَلِيْلاً ثُمَّ صَلَّى بِهِ الظُّهْرَ حِيْنَ كَانَ الظِّلُّ مِثْلَهُ ثُمَّ صَلَّى بِهِ الْعَصْرَ حِيْنَ كَانَ الظِّلُّ مِثْلَيْهِ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ بِوَقْتٍ وَّاحِدٍ حِيْنَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَحَلَّ فِطْرُ الصَّائِمِ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ حِيْنَ ذَهَبَ سَاعَةٌ مِّنَ اللَّيْلِ ثُمَّ قَالَ اَلصَّلٰوةُ مَا بَيْنَ صَلٰوتِكَ اَمْسِ وَصَلٰوتِكَ الْيَوْمَ .

৫০৩। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইনি জিবরীল (আ) তোমাদেরকে দীন শিখানোর জন্য তোমাদের নিকট এসেছেন। ফজর উদিত হলে তিনি ফজরের নামায পড়েন, সূর্য ঢলে পড়লে যুহরের নামায পড়েন, তারপর (কোন কিছুর) ছায়া তার সম-পরিমাণ হতে দেখে তিনি আসরের নামায পড়েন। সূর্য ঢলে গেলে এবং রোযাদারের জন্য ইফতার করা হালাল হলে তিনি মাগরিবের নামায পড়েন। অতঃপর সন্ধ্যা রাতের শাফাক[১] অন্তর্হিত হলে তিনি এশার নামায পড়েন। পরদিন পুনরায় জিবরীল (আ) তাঁর নিকট আসেন এবং সামান্য ফর্সা হলে তাঁকে নিয়ে ফজরের নামায পড়েন, অতঃপর ছায়া সম-পরিমাণ হলে তাঁকে নিয়ে যুহরের নামায পড়েন, তারপর ছায়া দ্বিগুণ হলে তাঁকে নিয়ে আসরের নামায পড়েন। অতঃপর মাগরিবের নামায পূর্ব দিনের ন্যায় একই সময়ে পড়েন, সূর্য অস্ত গেলে এবং রোযাদারের জন্য ইফতার হালাল হলে। অতঃপর রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হলে তিনি এশার নামায পড়েন। তারপর বলেন, আপনার আজকের নামায এবং গতকালের নামাযের মধ্যবর্তী সময়ই হলো নামাযের ওয়াক্ত।

٥٠٤-اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْاَذْرَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ اَبِيْ مَالِكٍ الْاَشْجَعِيِّ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ مُدْرِكٍ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كَانَ قَدْرُ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الظُّهْرَ فِى الصَّيْفِ ثَلٰثَةَ اَقْدَامٍ اِلٰى خَمْسَةِ اَقْدَامٍ وَفِى الشِّتَاءِ خَمْسَةَ اَقْدَامٍ اِلٰى سَبْعَةِ اَقْدَامٍ.

৫০৪। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, গ্রীষ্মকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (কোন মানুষের ছায়া) তিন থেকে পাঁচ কদম পরিমাণ হলে যুহরের নামায পড়তেন এবং শীতকালে পাঁচ থেকে সাত কদমের মধ্যে থাকতেই।

---

১. ইমাম মালেক, শাফিঈ, আহ্‌মাদ, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে সূর্যাস্তের সময় পশ্চিম আকাশে যে লালিমা দৃষ্ট হয় তাকে 'শাফাক' বলে। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে লালিমা অন্তর্হিত হওয়ার পর যে সাদা বর্ণ দেখা যায় তাকে 'শাফাক' বলে। এটা অদৃশ্য হলে এশার নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয় (অনুবাদক)।

أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ

৭-অনুচ্ছেদ ঃ আসর নামাযের প্রথম ওয়াক্ত।

٥٠٥- أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا ثَوْرٌ حَدَّثَنِيْ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِيْ رَبَاحٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَالَ رَجُلٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ مَّوَاقِيْتِ الصَّلٰوةِ فَقَالَ صَلِّ مَعِيْ فَصَلَّى الظُّهْرَ حِيْنَ زَاغَتِ الشَّمْسُ وَالْعَصْرَ حِيْنَ كَانَ فَيْءُ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ وَالْمَغْرِبَ حِيْنَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَالْعِشَاءَ حِيْنَ غَابَ الشَّفَقُ قَالَ ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ حِيْنَ كَانَ فَيْءُ الْاِنْسَانِ مِثْلَهُ وَالْعَصْرَ حِيْنَ كَانَ فَيْءُ الْاِنْسَانِ مِثْلَيْهِ وَالْمَغْرِبَ حِيْنَ كَانَ قُبَيْلَ غَيْبُوْبَةِ الشَّفَقِ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْحَارِثِ ثُمَّ قَالَ فِي الْعِشَاءِ أُرٰى اِلٰى ثُلُثِ اللَّيْلِ .

৫০৫। জাবের (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। তিনি বলেন ঃ তুমি আমার সাথে নামায পড়ো। অতএব সূর্য ঢলে পড়লে তিনি যুহরের নামায পড়েন, কোন বস্তুর ছায়া তার সম-পরিমাণ হলে আসরের নামায পড়েন, সূর্য ডুবলে মাগরিবের নামায পড়েন এবং শাফাক অন্তর্হিত হলে এশার নামায পড়েন। রাবী বলেন, (পরদিন) মানুষের ছায়া তার সমান হলে তিনি যুহরের নামায পড়েন, মানুষের ছায়া তার দ্বিগুণ হলে আসরের নামায পড়েন এবং শাফাক অদৃশ্য হওয়ার কাছাকাছি সময়ে মাগরিবের নামায পড়েন। আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস (র) বলেন, বর্ণনাকারী এশার নামাযের কথা উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন, মনে হয় তা রাতের এক-তৃতীয়াংশের দিকে আদায় করেছেন।

بَابُ تَعْجِيْلِ الْعَصْرِ

৮-অনুচ্ছেদ ঃ ত্বরায় (ওয়াক্তের প্রারম্ভে) আসরের নামায পড়া।

٥٠٦- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى صَلٰوةَ الْعَصْرِ وَالشَّمْسُ فِيْ حُجْرَتِهَا لَمْ يَظْهَرِ الْفَيْءُ مِنْ حُجْرَتِهَا .

৫০৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। সূর্যালোক তার ঘরের মধ্যে থাকতেই এবং তার ঘর থেকে বাইরে ছায়া প্রকাশ না পেতেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের নামায পড়েন।

٥٠٧- اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنِى الزُّهْرِىُّ وَاِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّى الْعَصْرَ ثُمَّ يَذْهَبُ الذَّاهِبُ اِلٰى قُبَاءٍ فَقَالَ اَحَدُهُمَا فَيَاْتِيْهِمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ وَقَالَ الْاٰخَرُ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ .

৫০৭। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন সময় আসরের নামায পড়তেন যে, কেউ (মদীনা থেকে তিন মাইল দূরে) 'কুবা' পল্লী পর্যন্ত যেতেন এবং একজন রাবী বলেন, তিনি তাদের নিকট পৌঁছে তাদেরকে নামাযরত দেখতেন। অন্যজন বলেন, সূর্য তখনও উপরে (উজ্জ্বল) থাকতো।

٥٠٨- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ وَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ اِلَى الْعَوَالِىْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ .

৫০৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। সূর্য বেশ উপরে থাকতেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের নামায পড়তেন। অতঃপর কেউ আওয়ালীতে (মদীনার উপকণ্ঠে) পৌঁছে যেতো এবং সূর্য তখনও উপরে থাকতো।

٥٠٩- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ رِبْعِىِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ اَبِى الْاَبْيَضِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ بِنَا الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ مُحَلِّقَةٌ .

৫০৯। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, সূর্য ঊর্দ্ধাকাশে আলোকোজ্জ্বল থাকতেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নিয়ে আসরের নামায পড়তেন।

٥١٠- اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا اُمَامَةَ بْنَ سَهْلٍ يَقُوْلُ صَلَّيْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ الظُّهْرَ ثُمَّ خَرَجْنَا حَتّٰى دَخَلْنَا عَلٰى اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّى الْعَصْرَ قُلْتُ يَا عَمِّ مَا هٰذِهِ الصَّلٰوةُ الَّتِىْ صَلَّيْتَ قَالَ الْعَصْرَ وَهٰذِهِ صَلٰوةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الَّتِىْ كُنَّا نُصَلِّىْ .

৫১০। আবু উমামা ইবনে সাহ্‌ল (রা) বলেন, আমরা উমার ইবনে আবদুল আযীয (র)-এর সঙ্গে যুহরের নামায পড়লাম, অতঃপর রওয়ানা হয়ে আনাস (রা)-এর নিকট গেলাম এবং তাকে আসরের নামাযরত অবস্থায় পেলাম। আমি বললাম, চাচাজান! আপনি এ কোন নামায পড়লেন? তিনি বলেন, আসরের নামায এবং এটাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায যা আমরা (তাঁর সাথে) পড়তাম।

٥١١- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَلْقَمَةَ الْمَدَنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ قَالَ صَلَّيْنَا فِيْ زَمَانِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ ثُمَّ انْصَرَفْنَا اِلٰى اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّيْ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَنَا اَصَلَّيْتُمْ قُلْنَا صَلَّيْنَا الظُّهْرَ قَالَ اِنِّيْ صَلَّيْتُ الْعَصْرَ فَقَالُوْا لَهُ عَجَّلْتَ فَقَالَ اِنَّمَا اُصَلِّيْ كَمَا رَاَيْتُ اَصْحَابِيْ يُصَلُّوْنَ .

৫১১। আবু সালামা (র) বলেন, আমরা উমার ইবনে আবদুল আযীয (র)-এর যমানায় (যুহরের) নামায পড়লাম, অতঃপর আনাস (রা)-এর নিকট গেলাম এবং তাকে নামাযরত অবস্থায় পেলাম। নামাযশেষে তিনি আমাদের বলেন, তোমরা কি নামায পড়েছো? আমরা বললাম, যুহরের নামায পড়েছি। তিনি বলেন, আমি তো আসরের নামায পড়লাম। লোকজন তাকে বললো, আপনি তাড়াহুড়া করে ফেলেছেন। তিনি বলেন, আমি ঐভাবেই (এ সময়ে) নামায পড়ি, যেভাবে আমার সাথীদের তা পড়তে দেখেছি।

بَابُ التَّشْدِيْدِ فِيْ تَاخِيْرِ الْعَصْرِ

৯-অনুচ্ছেদ ঃ আসর নামাযে বিলম্ব করার ব্যাপারে সতর্কবাণী।

٥١٢- اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ بْنِ اِيَّاسِ بْنِ مُقَاتِلِ بْنِ مُشَمْرَجِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ اَنَّهُ دَخَلَ عَلٰى اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِيْ دَارِهِ بِالْبَصْرَةِ حِيْنَ انْصَرَفَ مِنَ الظُّهْرِ وَدَارُهُ بِجَنْبِ الْمَسْجِدِ فَلَمَّا دَخَلْنَا عَلَيْهِ قَالَ اَصَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ قُلْنَا لاَ اِنَّمَا انْصَرَفْنَا السَّاعَةَ مِنَ الظُّهْرِ قَالَ فَصَلُّوا الْعَصْرَ قَالَ فَقُمْنَا فَصَلَّيْنَا فَلَمَّا انْصَرَفْنَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ تِلْكَ صَلٰوةُ الْمُنَافِقِ جَلَسَ يَرْقُبُ صَلٰوةَ الْعَصْرِ حَتّٰى اِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَ اَرْبَعًا لاَ يَذْكُرُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيْهَا اِلاَّ قَلِيْلاً .

৫১২। আল-আলা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি যুহরের নামায পড়ার পর বসরায় অবস্থিত আনাস ইবনে মালেক (রা)-এর বাড়ীতে গেলেন। মসজিদের পাশেই ছিল তার বাড়ী। আমরা তার নিকট প্রবেশ করতেই তিনি জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি আসরের নামায পড়েছো? আমরা বললাম, না। আমরা তো এইমাত্র যুহরের নামায পড়েছি। তিনি বলেন, তোমরা আসরের নামায পড়ে নাও। আল-আলা (র) বলেন, অতএব আমরা উঠে দাঁড়িয়ে নামায পড়লাম। আমরা নামায শেষ করলে তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ এটা মুনাফিকের নামায, সে বসে নামাযের অপেক্ষারত থাকে। শেষে সূর্য যখন শয়তানের দুই শিং-এর মাঝ বরাবর হয় তখন উঠে গিয়ে চারটি ঠোকর মারে এবং তাতে মহামহিম আল্লাহ্‌র যিকির খুব সামান্যই করে।

٥١٣- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلَّذِىْ تَفُوْتُهُ صَلٰوةُ الْعَصْرِ فَكَاَنَّمَا وُتِرَ اَهْلُهُ وَمَالُهُ.

৫১৩। সালেম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যার আসরের নামায ছুটে গেলো তার পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ যেন লুটপাট হয়ে গেলো।

اٰخِرُ وَقْتِ الْعَصْرِ

১০-অনুচ্ছেদ ঃ আসর নামাযের শেষ ওয়াক্ত।

٥١٤- اَخْبَرَنَا يُوْسُفُ بْنُ وَاضِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا قُدَامَةُ يَعْنِى ابْنَ شِهَابٍ عَنْ بُرْدٍ هُوَ ابْنُ سِنَانٍ عَنْ عَطَاءِ ابْنِ اَبِىْ رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ جِبْرِيْلَ اَتَى النَّبِىَّ ﷺ يُعَلِّمُهُ مَوَاقِيْتَ الصَّلٰوةِ فَتَقَدَّمَ جِبْرِيْلُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَلْفَهُ وَالنَّاسُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَصَلَّى الظُّهْرَ حِيْنَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَاَتَاهُ حِيْنَ كَانَ الظِّلُّ مِثْلَ شَخْصِهِ فَصَنَعَ كَمَا صَنَعَ فَتَقَدَّمَ جِبْرِيْلُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَلْفَهُ وَالنَّاسُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ اَتَاهُ جِبْرِيْلُ حِيْنَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ فَتَقَدَّمَ جِبْرِيْلُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَلْفَهُ وَالنَّاسُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ اَتَاهُ حِيْنَ غَابَ الشَّفَقُ فَتَقَدَّمَ جِبْرِيْلُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَلْفَهُ وَالنَّاسُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَصَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ اَتَاهُ حِيْنَ انْشَقَّ الْفَجْرُ فَتَقَدَّمَ جِبْرِيْلُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَلْفَهُ وَالنَّاسُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَصَلَّى الْغَدَاةَ ثُمَّ اَتَاهُ الْيَوْمَ الثَّانِىْ

حِيْنَ كَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ مِثْلَ شَخْصِهِ فَصَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعَ بِالْأَمْسِ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَتَاهُ حِيْنَ كَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ مِثْلَ شَخْصَيْهِ فَصَنَعَ كَمَا صَنَعَ بِالْأَمْسِ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ أَتَاهُ حِيْنَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ فَصَنَعَ كَمَا صَنَعَ بِالْأَمْسِ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ فَنِمْنَا ثُمَّ قُمْنَا ثُمَّ نِمْنَا ثُمَّ قُمْنَا فَأَتَاهُ فَصَنَعَ كَمَا صَنَعَ بِالْأَمْسِ فَصَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ أَتَاهُ حِيْنَ امْتَدَّ الْفَجْرُ وَأَصْبَحَ وَالنُّجُوْمُ بَادِيَةٌ مُشْتَبِكَةٌ فَصَنَعَ كَمَا صَنَعَ بِالْأَمْسِ فَصَلَّى الْغَدَاةَ ثُمَّ قَالَ مَا بَيْنَ هَاتَيْنِ الصَّلٰوتَيْنِ وَقْتٌ .

৫১৪। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। জিবরীল (আ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামাযের ওয়াক্তসমূহ শিক্ষা দেয়ার জন্য তাঁর নিকট এলেন। জিবরীল (আ) সামনে দাঁড়ালেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পিছনে এবং লোকজন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে দাঁড়ালো। সূর্য ঢলে পড়লে তিনি যুহরের নামায পড়লেন। আবার লোকের ছায়া তার বরাবর হলে তখন জিবরীল (আ) এলেন এবং আগের মতো তিনি আগে দাঁড়ালেন, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পিছনে এবং লোকজন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে দাঁড়ালো, অতঃপর আসরের নামায পড়লেন। আবার সূর্য ডুবে গেলে জিবরীল (আ) এসে সামনে দাঁড়ালেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পিছনে এবং লোকজন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে দাঁড়িয়ে মাগরিবের নামায পড়লেন। আবার সূর্যাস্তের পর শাফাক অদৃশ্য হয়ে গেলে জিবরীল (আ) এসে সামনে দাঁড়ালেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পিছনে এবং লোকজন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে দাঁড়িয়ে গেলেন, অতঃপর এশার নামায পড়লেন। পুনরায় প্রভাত ফুটে উঠার সাথে সাথে জিবরীল (আ) এসে সামনে দাঁড়ালেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পিছনে এবং লোকজন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে দাঁড়িয়ে ফজরের নামায পড়লেন।

তিনি দ্বিতীয় দিন তাঁর নিকট এলেন এবং লোকের ছায়া তার সমান হলে আগের দিন যেরূপ করেছিলেন সেরূপ করলেন এবং যুহরের নামায পড়লেন। আবার তিনি তাঁর নিকট এলেন। লোকের ছায়া তার দ্বিগুণ হলে তিনি গত দিনের ন্যায় আসরের নামায পড়লেন। সূর্য ডুবে গেলে তিনি তাঁর নিকট এলেন, তিনি গত দিনের অনুরূপ করলেন এবং মাগরিবের নামায পড়লেন। পরে আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম, ঘুম থেকে জাগলাম, পুনরায় ঘুমিয়ে পড়লাম এবং ঘুম থেকে জাগলাম। তিনি তাঁর নিকট এসে পূর্বের অনুরূপ করলেন এবং এশার নামায পড়লেন। ফজর সুপ্রসারিত হয়ে ভোর হলে এবং তারকারাজি দৃশ্যমান থাকতেই তিনি পুনরায় তাঁর নিকট এলেন এবং পূর্বের ন্যায় ফজরের নামায পড়লেন, তারপর বললেন, এই দুই দিনের নামাযের মধ্যবর্তী সময় নামাযের ওয়াক্ত।

مَنْ اَدْرَكَ رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ

১১-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি আসরের নামাযের দুই রাক্‌আত পেলো।

٥١٥- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ مَعْمَرًا عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ اَدْرَكَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلٰوةِ الْعَصْرِ قَبْلَ اَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ اَوْ رَكْعَةً مِنْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ قَبْلَ اَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ اَدْرَكَ .

৫১৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি সূর্য ডোবার পূর্বে আসরের নামাযের দুই রাক্‌আত পড়তে পারলো অথবা সূর্য উঠার পূর্বে ফজরের নামাযের এক রাক্‌আত পড়তে পারলো, সে নামায পেয়ে গেলো।

٥١٦- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ مَعْمَرًا عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ اَدْرَكَ رَكْعَةً مِّنْ صَلٰوةِ الْعَصْرِ قَبْلَ اَنْ تَغِيْبَ الشَّمْسُ اَوْ اَدْرَكَ رَكْعَةً مِّنَ الْفَجْرِ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ فَقَدْ اَدْرَكَ .

৫১৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের নামায এক রাক্‌আত অথবা সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের নামাযের এক রাক্‌আত পেলো সে সেই (নামায) পেয়ে গেলো।

٥١٧- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْىٰ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا اَدْرَكَ اَحَدُكُمْ اَوَّلَ سَجْدَةٍ مِّنْ صَلٰوةِ الْعَصْرِ قَبْلَ اَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلٰوتَهُ وَاِذَا اَدْرَكَ اَوَّلَ سَجْدَةٍ مِّنْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ قَبْلَ اَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلٰوتَهُ .

৫১৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের নামাযের প্রথম সিজদা পেয়ে গেলে সে যেন তার নামায পূর্ণ করে। সে সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের নামাযের প্রথম সিজদা পেয়ে গেলে সে যেন তার নামায পূর্ণ করে।

٥١٨- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ وَعَنِ الْاَعْرَجِ يُحَدِّثُوْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ اَدْرَكَ رَكْعَةً مِّنْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ قَبْلَ اَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ اَدْرَكَ الصُّبْحَ وَمَنْ اَدْرَكَ رَكْعَةً مِّنَ الْعَصْرِ قَبْلَ اَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ اَدْرَكَ الْعَصْرَ .

৫১৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের নামাযের এক রাক্আত পেলো সে ফজরের নামায পেলো এবং যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের নামাযের এক রাক্আত পেলো সে আসরের নামায পেলো।

٥١٩- اَخْبَرَنَا اَبُوْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ جَدِّهِ مُعَاذٍ اَنَّهُ طَافَ مَعَ مُعَاذِ بْنِ عَفْرَاءَ فَلَمْ يُصَلِّ فَقُلْتُ اَلاَ تُصَلِّىْ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ صَلٰوةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغِيْبَ الشَّمْسُ وَلاَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ .

৫১৯। মুআয (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মুআয ইবনে আফরা (রা)-এর সঙ্গে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করলেন (এবং তাওয়াফের পর) নামায পড়েননি। আমি বললাম, আপনি যে নামায পড়লেন না? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আসরের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত কোন নামায নেই এবং ফজরের নামাযের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত কোন নামায নেই।

اَوَّلُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ

১২-অনুচ্ছেদ ঃ মাগরিবের নামাযের প্রথম ওয়াক্ত।

٥٢٠- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ عَنْ عَلْقَمَةَ ابْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَاَلَهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلٰوةِ فَقَالَ اَقِمْ مَعَنَا هٰذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ فَاَمَرَ بِلاَلاً فَاَقَامَ عِنْدَ الْفَجْرِ فَصَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ اَمَرَهُ حِيْنَ زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ اَمَرَهُ حِيْنَ رَاَى الشَّمْسَ بَيْضَاءَ فَاَقَامَ الْعَصْرَ ثُمَّ اَمَرَهُ حِيْنَ وَقَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ

فَاَقَامَ الْمَغْرِبَ ثُمَّ اَمَرَهُ حِيْنَ غَابَ الشَّفَقُ فَاَقَامَ الْعِشَاءَ ثُمَّ اَمَرَهُ مِنَ الْغَدِ فَنَوَّرَ بِالْفَجْرِ ثُمَّ اَبْرَدَ بِالظُّهْرِ وَاَنْعَمَ اَنْ يُّبْرِدَ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ وَاَخَّرَ عَنْ ذٰلِكَ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ اَنْ يَّغِيْبَ الشَّفَقُ ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ الْعِشَاءَ حِيْنَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ فَصَلاَّهَا ثُمَّ قَالَ اَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلٰوةِ وَقْتُ صَلٰوتِكُمْ مَا بَيْنَ مَا رَاَيْتُمْ .

৫২০। সুলায়মান ইবনে বুরায়দা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। তিনি বলেন ঃ তুমি এই দুই দিন আমাদের সাথে অবস্থান করো। তিনি বিলাল (রা)-কে আদেশ দিলে তিনি ফজরের সময় ইকামত দিলেন। তিনি ফজরের নামায পড়লেন। অতঃপর সূর্য ঢলে পড়লে তিনি তাকে (ইকামতের) আদেশ দিলেন এবং যুহরের নামায পড়লেন। তারপর সূর্যালো উজ্জ্বল থাকতে তিনি তাকে (ইকামতের) আদেশ দিলেন এবং আসরের নামায পড়লেন। এরপর সূর্যগোলক ডুবে গেলে তিনি তাকে (ইকামতের) আদেশ দিলেন এবং মাগরিবের নামায পড়লেন। অতঃপর শাফাক অদৃশ্য হয়ে গেলে তিনি তাকে (ইকামতের) আদেশ দিলেন এবং এশার নামায পড়লেন। পরদিন তিনি বিলাল (রা)-কে আদেশ দিলেন এবং বেশ ফর্সা হলে ফজরের নামায পড়লেন। অতঃপর রোদের তাপ ঠাণ্ডা হলে বেশ বিলম্বে যুহরের নামায পড়লেন। অতঃপর সূর্যালো উজ্জ্বল থাকতেই বিলম্ব করে আসরের নামায পড়লেন। অতঃপর শাফাক অদৃশ্য হওয়ার পূর্বে মাগরিবের নামায পড়লেন। অতঃপর এক-তৃতীয়াংশ রাত অতিক্রান্ত হলে তিনি তাকে এশার ইকামত দেয়ার আদেশ দিলেন এবং এশার নামায পড়লেন। অতঃপর তিনি বলেন ঃ নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাকারী কোথায়? তোমরা যা দেখলে তার মধ্যখানেই তোমাদের নামাযের ওয়াক্ত বিদ্যমান।

تَعْجِيْلُ الْمَغْرِبِ

১৩-অনুচ্ছেদ ঃ মাগরিবের নামায ত্বরায় (প্রথম ওয়াক্তে) পড়া।

٥٢١ - اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ قَالَ سَمِعْتُ حَسَّانَ بْنَ بِلاَلٍ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ اَسْلَمَ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُمْ كَانُوْا يُصَلُّوْنَ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ الْمَغْرِبَ ثُمَّ يَرْجِعُوْنَ اِلٰى اَهَالِيْهِمْ اِلٰى اَقْصَى الْمَدِيْنَةِ يَرْمُوْنَ وَيُبْصِرُوْنَ مَوَاقِعَ سِهَامِهِمْ .

৫২১। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আসলাম গোত্রীয় এক সাহাবী থেকে বর্ণিত। সাহাবীগণ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মাগরিবের নামায পড়ার পর মদীনার উপকণ্ঠে নিজেদের পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে যেতেন। এ অবস্থায় তারা তাদের তীর নিক্ষেপ করতেন এবং তার পতনের স্থান স্পষ্ট দেখতে পেতেন।

تَأْخِيرُ الْمَغْرِبِ

১৪-অনুচ্ছেদ ঃ মাগরিবের নামাযে বিলম্ব করা।

٥٢٢- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ خَيْرِ بْنِ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنِ ابْنِ جُبَيْرَةَ عَنْ اَبِيْ تَمِيْمٍ الْجَيْشَانِيِّ عَنْ اَبِيْ بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْعَصْرَ بِالْمُخَمَّصِ قَالَ اِنَّ هٰذِهِ الصَّلٰوةَ عُرِضَتْ عَلٰى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَّعُوْهَا وَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ اَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَهَا حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّاهِدُ وَالشَّاهِدُ النَّجْمُ .

৫২২। আবু বাসরা আল-গিফারী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'আল-মুখাম্মাস' নামক প্রান্তরে আমাদের নিয়ে আসরের নামায পড়লেন। তিনি বলেনঃ এই নামায তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণের নিকট পেশ করা হয়েছিল, কিন্তু তারা তাকে বরবাদ করে দেয়। যে ব্যক্তি এই নামাযের হেফাজত করবে, সে এজন্য দ্বিগুণ সওয়াব পাবে। এই নামাযের পর শাহিদ উদয় হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কোন নামায নেই। শাহিদ হলো তারকারাজি।

اٰخِرُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ

১৫-অনুচ্ছেদ ঃ মাগরিবের নামাযের শেষ ওয়াক্ত।

٥٢٣- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا اَيُّوْبَ الْاَزْدِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ شُعْبَةُ كَانَ قَتَادَةُ يَرْفَعُهُ اَحْيَانًا وَاَحْيَانًا لاَ يَرْفَعُهُ قَالَ وَقْتُ صَلٰوةِ الظُّهْرِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ وَوَقْتُ صَلٰوةِ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ ثَوْرُ الشَّفَقِ وَوَقْتُ الْعِشَاءِ مَا لَمْ يَنْتَصِفِ اللَّيْلُ وَوَقْتُ الصُّبْحِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ .

৫২৩। শোবা (র) বলেন, কাতাদা (র) এই হাদীস কখনও মারফূরূপে বর্ণনা করেন এবং কখনও মারফূরূপে নয়। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, যুহরের ওয়াক্ত আসরের

ওয়াক্ত উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত। আসরের ওয়াক্ত সূর্য হলুদ বর্ণ ধারণ না করা পর্যন্ত। মাগরিবের ওয়াক্ত শাফাক অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত। এশার ওয়াক্ত অর্ধ-রাতের পূর্ব পর্যন্ত এবং ফজরের ওয়াক্ত সূর্য উদিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত।

٥٢٤- اَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَاَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ عَنْ بَدْرِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ اَمْلٰى عَلَىَّ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ مُوْسٰى عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَتَى النَّبِىَّ ﷺ سَائِلٌ يَسْاَلُهُ عَنْ مُوَاقِيْتِ الصَّلٰوةِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا فَاَمَرَ بِلاَلاً فَاَقَامَ بِالْفَجْرِ حِيْنَ انْشَقَّ ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ بِالظُّهْرِ حِيْنَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَالْقَائِلُ يَقُوْلُ انْتَصَفَ النَّهَارُ وَهُوَ اَعْلَمُ ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ بِالْعَصْرِ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ الْمَغْرِبَ حِيْنَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ بِالْعِشَاءِ حِيْنَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ اَمَرَهُ بِالْفَجْرِ مِنَ الْغَدِ حِيْنَ انْصَرَفَ وَالْقَائِلُ يَقُوْلُ طَلَعَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ اَخَّرَ الظُّهْرَ اِلٰى قَرِيْبٍ مِّنْ وَقْتِ الْعَصْرِ بِالْاَمْسِ ثُمَّ اَخَّرَ الْعَصْرَ حِيْنَ انْصَرَفَ وَالْقَائِلُ يَقُوْلُ احْمَرَّتِ الشَّمْسُ ثُمَّ اَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتّٰى كَانَ عِنْدَ سُقُوْطِ الشَّفَقِ ثُمَّ اَخَّرَ الْعِشَاءَ اِلٰى ثُلُثِ اللَّيْلِ ثُمَّ قَالَ اَلْوَقْتُ فِيْمَا بَيْنَ هٰذَيْنِ .

৫২৪। আবু বাক্‌র ইবনে আবু মূসা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। তিনি তার প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে বিলাল (রা)-কে নির্দেশ দিলে ভোরের উদয়ের প্রাক্কালে বিলাল (রা) ফজরের ইকামত দিলেন। সূর্য ঢলে পড়লে তিনি বিলালকে নির্দেশ দিলেন এবং তিনি যুহরের ইকামত দিলেন। কেউ বলতো, দুপুড় হয়েছে মাত্র। অথচ তিনি অধিক অবগত ছিলেন। পুনরায় তিনি তাকে আদেশ করলে সূর্য ঊর্ধাকাশে থাকতেই তিনি আসরের ইকামত দিলেন। পুনরায় তিনি তাকে আদেশ করলে এবং সূর্য ডুবে যাওয়ার পর মাগরিবের ইকামত দিলেন। পুনরায় তিনি তাকে আদেশ দিলে শাফাক অদৃশ্য হওয়ার পর তিনি এশার নামাযের ইকামত দিলেন। তিনি পরদিন ফজরের নামায এতো বিলম্বে পড়েন যে, নামাযশেষে প্রত্যাবর্তনের সময় কেউ বললো, হয়তো সূর্য উদিত হয়েছে। তিনি পূর্ব দিনের আসরের নিকটবর্তী সময় যুহরের নামায পড়েন। তিনি আসরের নামায এতো বিলম্বে পড়েন যে, প্রত্যাবর্তনকারী বললো, সূর্য রক্তিম বর্ণ ধারণ করেছে। শাফাক প্রায় অন্তর্হিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বিলম্ব করে তিনি মাগরিবের নামায

পড়েন। তিনি রাতের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিলম্ব করে এশার নামায পড়েন। অতঃপর তিনি বলেন ঃ এই দুই সময়ের মধ্যখানেই নামাযের ওয়াক্ত বিদ্যমান।

٥٢٥- اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا خَارِجَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ حَدَّثَنِى الْحُسَيْنُ بْنُ بَشِيْرِ بْنِ سَلاَّمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ دَخَلْتُ اَنَا وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَلٰى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِيِّ فَقُلْنَا لَهُ اَخْبِرْنَا عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَذَاكَ زَمَنُ الْحَجَّاجِ بْنِ يُوْسُفَ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصَلَّى الظُّهْرَ حِيْنَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ الْفَيْءُ قَدْرَ الشِّرَاكِ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِيْنَ كَانَ الْفَيْءُ قَدْرَ الشِّرَاكِ وَظِلِّ الرَّجُلِ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ حِيْنَ غَابَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ حِيْنَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ حِيْنَ طَلَعَ الْفَجْرُ ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْغَدِ الظُّهْرَ حِيْنَ كَانَ الظِّلُّ طُوْلَ الرَّجُلِ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِيْنَ كَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ مِثْلَيْهِ قَدْرَ مَا يَسِيْرُ الرَّاكِبُ سَيْرَ الْعَنَقِ اِلٰى ذِى الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ حِيْنَ غَابَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ اِلٰى ثُلُثِ اللَّيْلِ اَوْ نِصْفِ اللَّيْلِ شَكَّ زَيْدٌ ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ فَاَسْفَرَ .

৫২৫। বশীর ইবনে সাল্লাম (র) বলেন, হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের শাসনামলে আমি ও মুহাম্মাদ ইবনে আলী (র) জাবের ইবনে আবদুল্লাহ আল-আনসারী (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে বললাম, আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি বলেন, সূর্য ঢলে পড়লে এবং ছায়া চপ্পলের ফিতার সমান হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হয়ে এসে যুহরের নামায পড়েন। অতঃপর ছায়া চপ্পলের ফিতার সমান ও মানুষের ছায়ার সমপরিমাণ হলে তিনি আসরের নামায পড়েন। সূর্য অস্ত গেলে তিনি মাগরিবের নামায পড়েন। শাফাক অদৃশ্য হলে তিনি এশার নামায পড়েন। ফজর উদিত হলে তিনি ফজরের নামায পড়েন। পরদিন লোকের ছায়া তার সমান হলে তিনি যুহরের নামায পড়েন। মানুষের ছায়া তার দ্বিগুণ হলে এবং (সূর্যাস্তের পূর্বে) একজন দ্রুতগামী আরোহী যুল-হুলাইফা পর্যন্ত পৌছতে পারে এরূপ সময় অবশিষ্ট থাকতে তিনি আসরের নামায পড়েন। সূর্যাস্তের পর তিনি মাগরিবের নামায পড়েন। রাতের এক-তৃতীয়াংশ বা অর্ধাংশ শেষ হওয়ার পূর্বে তিনি এশার নামায পড়েন। অন্ধকার দূরীভূত হয়ে পরিষ্কার হলে তিনি ফজরের নামায পড়েন।

كَرَاهِيَةُ النَّوْمِ بَعْدَ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ

১৬-অনুচ্ছেদ ঃ মাগরিবের নামাযের পর ঘুমানো মাকরূহ।

٥٢٦ - اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْىٰ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ قَالَ حَدَّثَنِىْ سَيَّارُ بْنُ سَلاَمَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى اَبِىْ بَرْزَةَ فَسَاَلَهُ اَبِىْ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى الْمَكْتُوْبَةَ قَالَ كَانَ يُصَلِّى الْهَجِيْرَ الَّتِىْ تَدْعُوْنَهَا الْاُوْلٰى حِيْنَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ وَكَانَ يُصَلِّى الْعَصْرَ حِيْنَ يَرْجِعُ اَحَدُنَا اِلٰى رَحْلِه فِىْ اَقْصَى الْمَدِيْنَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَنَسِيْتُ مَا قَالَ فِى الْمَغْرِبِ وَكَانَ يَسْتَحِبُّ اَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ الَّتِىْ تَدْعُوْنَهَا الْعَتَمَةَ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيْثَ بَعْدَهَا وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلٰوةِ الْغَدَاةِ حِيْنَ يَعرِفُ الرَّجُلُ جَلِيْسَهُ وَكَانَ يَقْرَأُ بِالسِّتِّيْنَ اِلَى الْمِائَةِ .

৫২৬। সাইয়ার ইবনে সালামা (র) বলেন, আমি আমার পিতার সঙ্গে আবু বারযা (রা)-র নিকট প্রবেশ করলাম। আমার পিতা তাকে জিজ্ঞেস করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে ফরয নামায পড়তেন? তিনি বলেন, সূর্য ঢলে পড়লে তিনি যুহরের নামায পড়তেন, যাকে তোমরা প্রথম নামায বলো।[২] তিনি এমন সময় আসরের নামায পড়তেন যে, নামাযশেষে আমাদের কেউ মদীনার শেষ প্রান্তে নিজ আবাসে পৌছতে পারতো এবং তখনও সূর্য উজ্জ্বল থাকতো। সাইয়ার (র) বলেন, মাগরিবের নামায সম্বন্ধে তিনি কি বলেছিলেন, তা আমি ভুলে গিয়েছি। এশার নামায যাকে তোমরা 'আতামা' বলো, তা বিলম্বে পড়াকে তিনি পছন্দ করতেন। এশার পূর্বে ঘুমানো এবং এশার পর কথা-বার্তায় লিপ্ত হওয়া তিনি অপছন্দ করতেন। তিনি ফজরের নামায এমন সময় শেষ করতেন যে, কেউ তার পার্শ্ববর্তী লোককে চিনতে পারতো। এই নামাযে তিনি ষাট থেকে এক শত আয়াত পর্যন্ত তিলাওয়াত করতেন।

بَابُ اَوَّلِ وَقْتِ الْعِشَاءِ

১৭-অনুচ্ছেদ ঃ এশার নামাযের প্রথম ওয়াক্ত।

٥٢٧ - اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِىِّ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ جَاءَ

---

২. জিবরাঈল (আ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে সর্বপ্রথম যুহরের নামায পড়েছিলেন। তাই সাহাবীগণ এই নামাযকে প্রথম নামায বলতেন (অনুবাদক)।

جِبْرِيْلُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ حِيْنَ زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ قُمْ يَا مُحَمَّدُ فَصَلِّ الظُّهْرَ حِيْنَ مَالَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ مَكَثَ حَتّٰى اِذَا كَانَ فَيْءُ الرَّجُلِ مِثْلَهُ جَاءَهُ لِلْعَصْرِ فَقَالَ قُمْ يَا مُحَمَّدُ فَصَلِّ الْعَصْرَ ثُمَّ مَكَثَ حَتّٰى اِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ جَاءَهُ فَقَالَ قُمْ يَا مُحَمَّدُ فَصَلِّ الْمَغْرِبَ فَقَامَ فَصَلاَّهَا حِيْنَ غَابَتِ الشَّمْسُ سَوَاءً ثُمَّ مَكَثَ حَتّٰى اِذَا ذَهَبَ الشَّفَقُ جَاءَهُ فَقَالَ قُمْ يَا مُحَمَّدُ فَصَلِّ الْعِشَاءَ فَقَامَ فَصَلاَّهَا ثُمَّ جَاءَهُ حِيْنَ سَطَعَ الْفَجْرُ فِي الصُّبْحِ فَقَالَ قُمْ يَا مُحَمَّدُ فَصَلِّ فَقَامَ فَصَلَّى الصُّبْحَ ثُمَّ جَاءَهُ مِنَ الْغَدِ حِيْنَ كَانَ فَيْءُ الرَّجُلِ مِثْلَهُ فَقَالَ قُمْ يَا مُحَمَّدُ فَصَلِّ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ جَاءَهُ جِبْرِيْلُ حِيْنَ كَانَ فَيْءُ الرَّجُلِ مِثْلَيْهِ فَقَالَ قُمْ يَا مُحَمَّدُ فَصَلِّ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ جَاءَهُ لِلْمَغْرِبِ حِيْنَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَقْتًا وَاحِدًا لَمْ يَزَلْ عَنْهُ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ جَاءَهُ لِلْعِشَاءِ حِيْنَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْاَوَّلُ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّ فَصَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ جَاءَهُ لِلصُّبْحِ حِيْنَ اَسْفَرَ جِدًّا فَقَالَ قُمْ فَصَلِّ فَصَلَّى الصُّبْحَ فَقَالَ مَا بَيْنَ هٰذَيْنِ وَقْتٌ كُلُّهُ .

৫২৭। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, সূর্য ঢলে পড়লে জিবরীল (আ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলেন, হে মুহাম্মাদ! দাঁড়ান এবং সূর্য ঢলে পড়লে যুহরের নামায পড়ুন। তারপর তিনি অপেক্ষা করলেন। শেষে মানুষের ছায়া তার সমান হলে তিনি আসরের নামাযের জন্য তাঁর নিকট এসে বলেন, হে মুহাম্মাদ! উঠুন, আসরের নামায পড়ুন। তিনি আবার অপেক্ষা করলেন, শেষে সূর্য ডুবে গেলে তাঁর নিকট এসে বলেন, হে মুহাম্মাদ! উঠুন এবং মাগরিবের নামায পড়ুন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়ালেন এবং সূর্য সম্পূর্ণ ডোবার সাথে সাথে মাগরিবের নামায পড়েন। তিনি পুনরায় অপেক্ষা করলেন এবং শাফাক অদৃশ্য হয়ে গেলে তিনি তাঁর নিকট এসে বলেন, হে মুহাম্মাদ! উঠুন, এশার নামায পড়ুন। অতএব তিনি উঠে এশার নামায পড়লেন। ভোরবেলা ফজর স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হলে তিনি পুনরায় তাঁর নিকট এসে বলেন, হে মুহাম্মাদ! উঠুন, ফজরের নামায পড়ুন। অতএব তিনি উঠে ফজরের নামায পড়লেন।

পরদিন মানুষের ছায়া বরাবর হলে তিনি তাঁর নিকট এসে বলেন, হে মুহাম্মাদ! উঠুন এবং নামায পড়ুন। অতএব তিনি উঠে যুহরের নামায পড়লেন। মানুষের ছায়া তার দ্বিগুণ হলে জিবরীল (আ) তাঁর নিকট এসে বলেন, হে মুহাম্মাদ! উঠুন এবং নামায পড়ুন। অতএব তিনি আসরের নামায পড়লেন। সূর্য ডোবার পর তিনি পূর্ব দিনের ন্যায় একই সময়

মাগরিবের নামাযের জন্য তাঁর নিকট এসে বলেন, উঠে নামায পড়ুন। অতএব তিনি মাগরিবের নামায পড়লেন। রাতের এক-তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হলে তিনি এশার জন্য এসে বলেন, উঠুন এবং নামায পড়ুন। অতএব তিনি এশার নামায পড়লেন। প্রখরভাবে ভোর স্পষ্ট হলে তিনি ফজরের নামাযের জন্য তাঁর নিকট এসে বলেন, উঠুন এবং নামায পড়ুন। অতএব তিনি ফজরের নামায পড়লেন। অতঃপর জিবরীল (আ) বলেন, এই দুই সময়ের মাঝখানে নামাযের ওয়াক্তসমূহ বিদ্যমান।

تَعْجِيْلُ الْعِشَاءِ

১৮-অনুচ্ছেদ ঃ এশার নামায জলদি (প্রথম ওয়াক্তে) পড়া।

٥٢٨- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَسَنٍ قَالَ قَدِمَ الْحَجَّاجُ فَسَاَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ وَالْمَغْرِبَ اِذَا وَجَبَتِ الشَّمْسُ وَالْعِشَاءَ اَحْيَانًا كَانَ اِذَا رَاٰهُمْ قَدْ اجْتَمَعُوْا عَجَّلَ وَاِذَا رَاٰهُمْ قَدْ اَبْطَؤُوْا اَخَّرَ .

৫২৮। মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে হাসান (র) বলেন, হাজ্জাজ আগমন করলো এবং আমরা জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম ওয়াক্তে যুহরের নামায পড়তেন, আসরের নামায সূর্য উজ্জ্বল ও নির্মল থাকতেই পড়তেন, সূর্য ডুবলেই মাগরিবের নামায পড়তেন এবং এশার নামায কখনও লোক সমাগম হয়ে গেলে তাড়াতাড়ি (প্রথম ওয়াক্তে) পড়তেন, আবার লোক সমাগমে বিলম্ব হলে বিলম্বে পড়তেন।

بَابُ الشَّفَقِ

১৯-অনুচ্ছেদ ঃ শাফাক (সান্ধ্যলালিমা বা সান্ধ্য শুভ্রতা)।

٥٢٩- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ رَقَبَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ اِيَاسٍ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ اَنَا اَعْلَمُ النَّاسِ بِمِيْقَاتِ هٰذِهِ الصَّلٰوةِ عِشَاءِ الْاٰخِرَةِ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْهَا لِسُقُوْطِ الْقَمَرِ لِثَالِثَةٍ .

৫২৯। নোমান ইবনে বশীর (রা) বলেন, আমি এশার এই শেষ নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে অন্য লোকের চেয়ে অধিক অবগত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৃতীয়ার চাঁদ অস্ত যেতেই এশার নামায পড়তেন।

৫৩০- اَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاَعْلَمُ النَّاسِ بِوَقْتِ هٰذِهِ الصَّلٰوةِ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ الْاٰخِرَةِ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْهَا بِسُقُوْطِ الْقَمَرِ لِثَالِثَةٍ .

৫৩০। নোমান ইবনে বশীর (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি লোকদের মধ্যে এই শেষ নামাযেব অর্থাৎ এশার নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে অধিক অবগত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৃতীয়ার চাঁদ অস্ত যেতেই এই নামায পড়তেন।

مَا يَسْتَحِبُّ مِنْ تَاْخِيْرِ الْعِشَاءِ

২০-অনুচ্ছেদ ঃ এশার নামায বিলম্বে পড়া মুস্তাহাব।

৫৩১- اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ عَوْفٍ عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلاَمَةَ قَالَ دَخَلْتُ اَنَا وَاَبِىْ عَلٰى اَبِىْ بَرْزَةَ الْاَسْلَمِىُّ فَقَالَ لَهُ اَبِىْ اَخْبِرْنَا كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى الْمَكْتُوْبَةَ قَالَ كَانَ يُصَلِّى الْهَجِيْرَ الَّتِىْ تَدْعُوْنَهَا الْاُوْلٰى حِيْنَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ وَكَانَ يُصَلِّى الْعَصْرَ ثُمَّ يَرْجِعُ اَحَدُنَا اِلٰى رَحْلِهِ فِىْ اَقْصَى الْمَدِيْنَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ قَالَ وَنَسِيْتُ مَا قَالَ فِى الْمَغْرِبِ قَالَ وَكَانَ يَسْتَحِبُّ اَنْ تُؤَخِّرَ صَلٰوةُ الْعِشَاءِ الَّتِىْ تَدْعُوْنَهَا الْعَتَمَةَ قَالَ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيْثَ بَعْدَهَا وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلٰوةِ الْغَدَاةِ حِيْنَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيْسَهُ وَكَانَ يَقْرَاُ بِالسِّتِّيْنَ اِلَى الْمِائَةِ .

৫৩১। সাইয়ার ইবনে সালামা (র) বলেন, আমি ও আমার পিতা আবু বারযা আল-আসলামী (রা)-এর নিকট উপস্থিত হলাম। আমার পিতা তাকে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরয নামায কিভাবে পড়তেন? তিনি বলেন, সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়লে তিনি যুহরের নামায পড়তেন, যাকে তোমরা প্রথম নামায বলো এবং এমন সময় আসরের নামায পড়তেন যে, অতঃপর আমাদের কেউ মদীনার প্রান্তসীমায় নিজ অবস্থানে চলে যেতো এবং সূর্য তখনও দীপ্তিমান থাকতো। রাবী বলেন, মাগরিবের ওয়াক্ত সম্পর্কে তিনি কি বলেছিলেন তা আমি ভুলে গেছি। এশার নামায যাকে তোমরা 'আতামা' বলো তিনি তা বিলম্বে পড়তে পছন্দ করতেন। এশার নামায পড়ার পূর্বে ঘুমানো ও তারপর আলাপ-আলোচনায় লিপ্ত হওয়া তিনি অপছন্দ করতেন। তিনি এমন

সময় ফজরের নামায শেষ করতেন যখন কোন ব্যক্তি তার পার্শ্ববর্তী... পারতো। তিনি (এই নামাযে) ষাট থেকে এক শত আয়াত পড়তেন।

৫৩২- اَخْبَرَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ وَيُوْسُفُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالاَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ اَيُّ حِيْنٍ اَحَبُّ اِلَيْكَ اَنْ اُصَلِّىَ الْعَتَمَةَ اِمَامًا اَوْ خِلْوًا قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ اَعْتَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ بِالْعَتَمَةِ حَتّٰى رَقَدَ النَّاسُ وَاسْتَيْقَظُوْا وَرَقَدُوْا وَاسْتَيْقَظُوْا فَقَامَ عُمَرُ فَقَالَ الصَّلٰوةَ الصَّلٰوةَ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلَيْهِ الْاٰنَ يَقْطُرُ رَاْسُهُ مَاءً وَاَضِعًا يَدَهُ عَلٰى شِقِّ رَاْسِهِ قَالَ وَاَشَارَ فَاسْتَثْبَتُّ عَطَاءً كَيْفَ وَضَعَ النَّبِىُّ ﷺ يَدَهُ عَلٰى رَاْسِهِ فَاَوْمَاَ اِلَىَّ كَمَا اَشَارَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَبَدَّدَ لِىْ عَطَاءٌ بَيْنَ اَصَابِعِهِ بِشَىْءٍ مِّنْ تَبْدِيْدٍ ثُمَّ وَضَعَهَا فَانْتَهٰى اَطْرَافَ اَصَابِعِهِ اِلٰى مُقَدَّمِ الرَّاْسِ ثُمَّ ضَمَّهَا يَمُرُّ بِهَا كَذٰلِكَ عَلَى الرَّاْسِ حَتّٰى مَسَّتْ اِبْهَامَاهُ طَرَفَ الْاُذُنِ مِمَّا يَلِى الْوَجْهَ ثُمَّ عَلَى الصُّدْغِ وَنَاحِيَةِ الْجَبِيْنِ لاَ يَقْصُرُ وَلاَ يَبْطُشُ شَيْئًا اِلاَّ كَذٰلِكَ ثُمَّ قَالَ لَوْ لاَ اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِىْ لَاَمَرْتُهُمْ اَنْ لاَّ يُصَلُّوْهَا اِلاَّ هٰكَذَا .

৫৩২। ইবনে জুরাইজ (র) বলেন, আমি আতা (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আমি ইমাম হয়ে বা একাকী এশার নামায পড়লে আমার জন্য কোন্ সময়টুকু আপনার পছন্দনীয়? তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছি, এক রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এশার নামাযে এতো বিলম্ব করেন যে, লোকজন ঘুমিয়ে পড়লো, আবার জাগ্রত হলো, আবার ঘুমিয়ে পড়লো, আবার জাগ্রত হলো। এমতাবস্থায় উমার (রা) দাঁড়িয়ে বলেন, নামায নামায। আতা (র) বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হলেন, আমি যেন এখনো দেখতে পাচ্ছি তাঁর মাথা থেকে পানির ফোঁটা পড়ছে এবং তাঁর মাথার একপাশে তাঁর হাত রাখা ছিলো। আতা (র) বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) ইংগিত করলেন। আমি আতা (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে তাঁর মাথায় হাত রেখেছিলেন? তিনি আমার দিকে ইংগিত করলেন যেভাবে ইবনে আব্বাস (রা) ইংগিত করেছিলেন। আতা (র) তার হাতের আঙ্গুলগুলো কিছুটা ফাঁক করে মাথার উপর এমনভাবে রাখলেন যে, আঙ্গুলগুলোর পার্শ্বদেশ মাথার অগ্রভাগে পৌঁছলো, তারপর আঙ্গুলগুলো একত্র করে মাথার উপর এমনভাবে ঘষলেন যে, তার উভয় বৃদ্ধাঙ্গুল মুখমণ্ডল সংলগ্ন কানের অংশ স্পর্শ করলো। তারপর কানের পার্শ্ব ও কপাল এমনভাবে (মাসেহ) করলেন যেন কোন

...রং তা স্বাভাবিকভাবে করেছেন। তারপর বলেন ঃ
...র না হতো, তবে আমি তাদের এভাবে এশার নামায

٥٣٣- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ الْمَكِّىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ... ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَخَّرَ النَّبِى ... ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتّٰى ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ فَقَامَ عُمَرُ فَنَادَى الصَّلٰوةَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ...د النِّسَاءُ وَالْوِلْدَانُ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالْمَاءُ يَقْطُرُ مِنْ رَاْسِهِ وَيَقُوْلُ اِنَّهُ الْوَقْتُ لَوْ لاَ اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِىْ .

৫৩৩। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এক রাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এশার নামাযে বিলম্বে করলেন। রাতের উল্লেখযোগ্য অংশ অতিবাহিত হলে উমার (রা) দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে বলেন, নামায, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মহিলা ও শিশুরা ঘুমিয়ে পড়েছে। তিনি বের হয়ে এলেন এবং তাঁর মাথা থেকে পানির ফোঁটা পড়ছিল, আর তিনি বলছিলেন ঃ যদি আমি আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর মনে না করতাম তবে এটাই এশার নামাযের ওয়াক্ত।

٥٣٤- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُؤَخِّرُ الْعِشَاءَ الْاٰخِرَةَ .

৫৩৪। জাবের ইবনে সামুরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এশার শেষ নামায বিলম্বে পড়তেন।

٥٣٥- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَوْ لاَ اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِىْ لاَمَرْتُهُمْ بِتَاْخِيْرِ الْعِشَاءِ وَالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ .

৫৩৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আমি আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর মনে না করলে এশার নামায বিলম্বে পড়ার এবং প্রত্যেক নামাযের (উযুর) সময় মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।

اٰخِرُ وَقْتِ الْعِشَاءِ

২১-অনুচ্ছেদ ঃ এশার নামাযের শেষ ওয়াক্ত।

٥٣٦- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ حِمْيَرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَبْلَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ ح وَاَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ

عُـرْوَةَ عَنْ عَـائِشَـةَ قَـالَتْ اَعْـتَمَ رَسُـوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةً بِالْعَـتَـمَـةِ فَنَادَاهُ عُـمَـرُ نَامَ النِّسَـاءُ وَالصِّبْيَانُ فَخَرَجَ رَسُـوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَـالَ مَـا يَنْتَظِرُهَا غَـيْـرُكُمْ وَلَمْ يَكُنْ يُصَلّٰى يَوْمَئِذٍ الاَّ بِالْمَدِيْنَةِ ثُمَّ قَالَ صَلُّوْهَا فِيْمَا بَيْنَ اَنْ يَّغِيْبَ الشَّفَقُ اِلٰى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ حِمْيَرٍ .

৫৩৬। আয়েশা (রা) বলেন, এক রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এশার নামাযে বেশ বিলম্ব করলেন। উমার (রা) তাঁকে ডেকে বলেন, নারী ও শিশুরা ঘুমিয়ে পড়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হয়ে এসে বলেন ঃ তোমাদের ব্যতীত আর কেউ এই নামাযের জন্য অপেক্ষা করে না। তখনকার দিনে মদীনা ব্যতীত কোথাও এভাবে (বিলম্বে) নামায পড়া হতো না। তারপর তিনি বলেন ঃ তোমরা এশার নামায পড়বে শাফাক অদৃশ্য হওয়ার পর থেকে রাতের এক-তৃতীয়াংশ সময়ের মধ্যে।

٥٣٧- اَخْبَـرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ قَـالَ حَدَّثَنَا حَـجَّـاجٌ قَـالَ قَـالَ ابْنُ جُـرَيْجٍ ح وَاَخْبَرَنِىْ يُوْسُفُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِى الْمُغِيْرَةُ بْنُ حَكِيْمٍ عَنْ اُمِّ كُلْثُوْمٍ اِبْنَةِ اَبِىْ بَكْرٍ اَنَّهَا اَخْبَرَتْهُ عَنْ عَائِشَـةَ اُمِّ الْمُـؤْمِنِيْنَ قَـالَتْ اَعْـتَمَ النَّبِىُّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتّٰى ذَهَبَ عَامَّةُ اللَّيْلِ وَحَتّٰى نَامَ اَهْلُ الْمَسْجِدِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلّٰى وَقَالَ اِنَّهُ لَوَقْتُهَا لَوْ لاَ اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِىْ .

৫৩৭। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক রাতে এশার নামাযে এতো বিলম্ব করেন যে, রাতের বেশির ভাগ চলে গেলো এবং মসজিদের মুসল্লীগণ ঘুমিয়ে পড়েছিল। এরপর তিনি বের হয়ে এসে নামায পড়েন এবং বলেনঃ আমি যদি আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর মনে না করতাম তবে এটাই এশার নামাযের ওয়াক্ত।

٥٣٨- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُـمَرَ قَـالَ مَـكَثْنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ نَنْتَـظِرُ رَسُـوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِعِشَـاءِ الْاٰخِرَةِ فَخَـرَجَ عَلَيْنَا حِـيْنَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْـلِ اَوْ بَعْـدَهُ فَـقَـالَ حِيْـنَ خَرَجَ اِنَّكُمْ تَنْتَظِرُوْنَ صَلٰوةً مَّا يَنْتَظِرُهَا اَهْلُ دِيْنٍ غَيْرُكُمْ وَلَوْ لاَ اَنْ يَّثْقُلَ عَلٰى اُمَّتِىْ لَصَلَّيْتُ بِهِمْ هٰذِهِ السَّاعَـةَ ثُمَّ اَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَاَقَامَ ثُمَّ صَلّٰى .

। ইবনে উমার (রা) বলেন, এক রাতে আমরা এশার শেষ নামাযের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অপেক্ষা করছিলাম। রাতের এক-তৃতীয়াংশ বা তার পরে তিনি আমাদের নিকট বের হয়ে আসেন। তিনি বের হয়ে এসে বলেন ঃ তোমরা এমন এক নামাযের জন্য অপেক্ষা করছো যে, তোমাদের ব্যতীত অন্য কোন ধর্মের অনুসারীরা তার জন্য অপেক্ষা করে না। আমার উম্মতের জন্য কঠিন না হলে আমি তাদের নিয়ে এই সময়ই নামায পড়তাম। অতঃপর তিনি মুআযযিনকে আদেশ দিলে তিনি ইকামত দিলেন, অতঃপর তিনি নামায পড়লেন।

٥٣٩- اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةَ الْمَغْرِبِ ثُمَّ لَمْ يَخْرُجْ اِلَيْنَا حَتّٰى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ فَخَرَجَ فَصَلّٰى بِهِمْ ثُمَّ قَالَ اِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلُّوْا وَنَامُوْا وَاَنْتُمْ لَمْ تَزَالُوْا فِىْ صَلٰوةٍ مَّا انْتَظَرْتُمُ الصَّلٰوةَ وَلَوْ لاَ ضَعْفُ الضَّعِيْفِ وَسُقْمُ السَّقِيْمِ لَاَمَرْتُ بِهٰذِهِ الصَّلٰوةِ اَنْ تُؤَخَّرَ اِلٰى شَطْرِ اللَّيْلِ .

৫৩৯। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিয়ে মাগরিবের নামায পড়লেন। তারপর অর্ধেক রাত অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি আমাদের নিকট বের হয়ে আসেননি। অতঃপর তিনি বের হয়ে এসে এশার নামায পড়লেন, অতঃপর বললেন ঃ লোকজন নামায পড়ে ঘুমিয়ে গেছে। আর তোমরা যখন থেকে নামাযের জন্য অপেক্ষা করছো তখন থেকে নামাযের মধ্যেই আছো। যদি দুর্বলের দুর্বলতা এবং রুগ্নের রোগ না থাকতো, তবে আমি এই নামায অর্ধ রাত পর্যন্ত বিলম্ব করে পড়ার নির্দেশ দিতাম।

٥٤٠- اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ ح وَاَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالاَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ سُئِلَ اَنَسٌ هَلْ اتَّخَذَ النَّبِىُّ ﷺ خَاتَمًا قَالَ نَعَمْ اَخَّرَ لَيْلَةً صَلٰوةَ الْعِشَاءِ الْاٰخِرَةِ اِلٰى قَرِيْبٍ مِّنْ شَطْرِ اللَّيْلِ فَلَمَّا اَنْ صَلّٰى اَقْبَلَ النَّبِىُّ ﷺ عَلَيْنَا بِوَجْهِهٖ ثُمَّ قَالَ اِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوْا فِىْ صَلٰوةٍ مَّا انْتَظَرْتُمُوْهَا قَالَ اَنَسٌ كَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلٰى وَبِيْصِ خَاتَمِهٖ. فِىْ حَدِيْثِ عَلِىٍّ وَهُوَ ابْنُ حُجْرٍ اِلٰى شَطْرِ اللَّيْلِ .

৫৪০। হুমাইদ (র) বলেন, আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি আংটি ব্যবহার করতেন? তিনি বলেন, হাঁ। এক রাতে

তিনি এশার নামায প্রায় অর্ধরাত পর্যন্ত বিলম্ব করে পড়েন। নামাযের পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের দিকে মুখ করে বলেন ঃ তোমরা যতক্ষণ নামাযের জন্য অপেক্ষা করেছো ততক্ষণ নামাযের মধ্যেই ছিলে। আনাস (রা) বলেন, আমি যেন তাঁর আংটির উজ্জ্বলতা লক্ষ্য করছি। আলী ইবনে হুজর-এর বর্ণনায় "অর্ধ রাত পর্যন্ত" উল্লেখ আছে।

اَلرُّخْصَةُ فِىْ اَنْ يُّقَالَ لِلْعِشَاءِ الْعَتَمَةُ

২২-অনুচ্ছেদ ঃ এশাকে আতামা বলার অনুমতি।

٥٤١- اَخْبَرَنَا عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَرَاْتُ عَلٰى مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ ح وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ سُمَىٍّ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِى النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْاَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوْا اِلاَّ اَنْ يَّسْتَهِمُوْا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوْا وَلَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِى التَّهْجِيْرِ لاَسْتَبَقُوْا اِلَيْهِ وَلَوْ عَلِمُوْا مَا فِى الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لاَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا .

৪৫১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ লোকেরা যদি আযান দেয়া এবং প্রথম কাতারে দাঁড়াবার ফযীলাত সম্পর্কে অবগত থাকতো তবে লটারী করে হলেও (ফযীলাত লাভের জন্য) অবশ্যই লটারীর আশ্রয় নিতো। আর যদি তারা জানতো যে, প্রথম ওয়াক্তে নামায পড়ার মধ্যে কতো বেশী ফযীলাত রয়েছে তাহলে তারা (নামাযে আগে আসার ব্যাপারে) পরস্পর প্রতিযোগিতা করতো। আর তারা যদি জানতো যে, এশা ও ফজরের নামাযের কি ফযীলাত রয়েছে, তাহলে তারা হামাগুড়ি দিয়ে হলেও নামাযে উপস্থিত হতো।

اَلْكَرَاهِيَةُ فِىْ ذٰلِكَ

২৩-অনুচ্ছেদ ঃ এশাকে আতামা বলা বাঞ্ছনীয় নয়।

٥٤٢- اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ هُوَ الْحُفَرِىُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ لَبِيْدٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَغْلِبَنَّكُمُ الْاَعْرَابُ عَلٰى اِسْمِ صَلٰوتِكُمْ هٰذِهِ فَاِنَّهُمْ يُعْتِمُوْنَ عَلَى الْاِبِلِ وَاِنَّهَا الْعِشَاءُ .

৫৪২। ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বেদুঈনরা যেন তোমাদের এই নামাযের নামকরণে তোমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে না পারে। কারণ তারা উট দোহনের কারণে এটাকে আতামা বলে। প্রকৃতপক্ষে তা হচ্ছে এশার নামায।

٥٤٣- اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ لَبِيْدٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ عَلَى الْمِنْبَرِ لاَ تَغْلِبَنَّكُمُ الْاَعْرَابُ عَلٰى اِسْمِ صَلٰوتِكُمْ اَلاَ اِنَّهَا الْعِشَاءُ .

৫৪৩। ইবনে উমার (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিম্বরের উপর বলতে শুনেছি ঃ বেদুঈনরা যেন তোমাদের নামাযের নামকরণে তোমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে না পারে। সাবধান! এটা হলো এশার নামায।

اَوَّلُ وَقْتِ الصُّبْحِ

২৪-অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের নামাযের প্রথম ওয়াক্ত।

٥٤٤- اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ هَارُوْنَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الصُّبْحَ حِيْنَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ .

৫৪৪। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, ভোর স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায পড়েন।

٥٤٥-اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَسَاَلَهُ عَنْ وَقْتِ صَلٰوةِ الْغَدَاةِ فَلَمَّا اَصْبَحْنَا مِنَ الْغَدِ اَمَرَ حِيْنَ انْشَقَّ الْفَجْرُ اَنْ تُقَامَ الصَّلٰوةُ فَصَلّٰى بِنَا فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ اَسْفَرَ ثُمَّ اَمَرَ فَاُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَصَلّٰى بِنَا ثُمَّ قَالَ اَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلٰوةِ مَا بَيْنَ هٰذَيْنِ وَقْتٌ .

৫৪৫। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে তাকে ফজরের নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। পরদিন ভোর হতেই তিনি ফজরের প্রথম ওয়াক্তে ইকামত দেয়ার নির্দেশ দিলেন এবং আমাদের নিয়ে নামায পড়লেন। পরের দিন বেশ ফর্সা হওয়ার পর তিনি নির্দেশ দিলে ইকামত দেয়া হলো এবং

তিনি আমাদের নিয়ে নামায পড়লেন, তারপর বললেন ঃ নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাকারী কোথায়? এই দুই সময়ের মধ্যখানেই নামাযের ওয়াক্ত বিদ্যমান।

اَلتَّغْلِيْسُ فِى الْحَضَرِ

২৫-অনুচ্ছেদ ঃ আবাসে অন্ধকারে ফজরের নামায পড়া।

٥٤٦- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْىَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيُصَلِّى الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوْطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ .

৫৪৬। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন সময় ফজরের নামায পড়তেন যে, (নামাযশেষে) মহিলাগণ তাদের চাদর আবৃত অবস্থায় বাড়ি ফিরে যেতেন এবং অন্ধকার থাকায় তাদের চেনা যেতো না।

٥٤٧- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنَّ النِّسَاءُ يُصَلِّيْنَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الصُّبْحَ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوْطِهِنَّ فَيَرْجِعْنَ فَمَا يَعْرِفُهُنَّ اَحَدٌ مِّنَ الْغَلَسِ .

৫৪৭। আয়েশা (রা) বলেন, মহিলাগণ তাদের চাদর জড়ানো অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ফজরের নামায পড়তেন। বাড়ি ফেরার পথে অন্ধকারের কারণে কেউ তাদের চিনতে পারতো না।

اَلتَّغْلِيْسُ فِى السَّفَرِ

২৬-অনুচ্ছেদ ঃ সফরে অন্ধকারে ফজরের নামায পড়া।

٥٤٨- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ صَلٰوةَ الصُّبْحِ بِغَلَسٍ وَّهُوَ قَرِيْبٌ مِّنْهُمْ فَاَغَارَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ مَرَّتَيْنِ اِنَّا اِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ .

৫৪৮। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বারের দিন অন্ধকারে ফজরের নামায পড়লেন। তখন তিনি খায়বারবাসীদের নিকটবর্তী ছিলেন। (ফজরের পর) তিনি তাদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করেন এবং দুইবার বলেনঃ আল্লাহু আকবার, খায়বার বিধ্বস্ত হোক। "আমরা যখন কোন সম্প্রদায়ের আঙ্গিনায় অবতরণ করি তখন সতর্কীকৃতদের প্রভাত হয় কতো মন্দ" (৩৭ ঃ ১৭৭ আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত)।

بَابُ الْاِسْفَارِ

২৭-অনুচ্ছেদ ঃ উজ্জ্বল প্রভাত।

٥٤٩- اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَحْىٰ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَسْفِرُوْا بِالْفَجْرِ .

৫৪৯। রাফে ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তোমরা উজ্জ্বল প্রভাতে ফজরের নামায পড়ো।

٥٥٠- اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ زَيْدُ بْنُ اَسْلَمَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ مَّحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدٍ عَنْ رِجَالٍ مِّنْ قَوْمِهِ مِنَ الْاَنْصَارِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا اَسْفَرْتُمْ بِالصُّبْحِ فَاِنَّهُ اَعْظَمُ بِالْاَجْرِ .

৫৫০। মাহমূদ ইবনে লবীদ (র) থেকে তার আনসার সম্প্রদায়ের কতিপয় ব্যক্তির সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ভোর যতোই ফর্সা হওয়ার পর তোমরা ফজরের নামায পড়বে, তাতে ততোই তোমাদের অধিক সওয়াব হবে।[৩]

بَابُ مَنْ اَدْرَكَ رَكْعَةً مِّنْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ

২৮-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি ফজরের নামাযের এক রাক্‌আত পেলো।

٥٥١- اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْىٰ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ اَدْرَكَ سَجْدَةً مِّنَ الصُّبْحِ قَبْلَ اَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ اَدْرَكَهَا وَمَنْ اَدْرَكَ سَجْدَةً مِّنَ الْعَصْرِ قَبْلَ اَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ اَدْرَكَهَا .

৫৫১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের নামাযের এক রাক্‌আত পেলো সে ফজরের নামায পেয়ে

---

৩. ইমাম তহাবী (র) বলেন, অন্ধকার থাকতে ফজরের নামায শুরু করবে এবং ফর্সা হলে নামায শেষ করবে। তাহলে এ সম্পর্কিত সমস্ত হাদীসের উপর আমল করা সম্ভব হবে (অনু.)।

গেলো। আর যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের নামাযের এক রাক্‌আত পেলো সে আসরের নামায পেয়ে গেলো।

٥٥٢- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا ابْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ اَدْرَكَ رَكْعَةً مِّنَ الْفَجْرِ قَبْلَ اَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ اَدْرَكَهَا وَمَنْ اَدْرَكَ رَكْعَةً مِّنَ الْعَصْرِ قَبْلَ اَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ اَدْرَكَهَا .

৫৫২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের এক রাক্‌আত পেলো সে ফজরের নামায পেয়ে গেলো। আর যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের এক রাক্‌আত পেলো সে আসরের নামায পেয়ে গেলো।

اٰخِرُ وَقْتِ الصُّبْحِ

২৯-অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের নামাযের শেষ ওয়াক্ত।

٥٥٣- اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالاَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِيْ صَدَقَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى الظُّهْرَ اِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَيُصَلِّى الْعَصْرَ بَيْنَ صَلٰوتَيْكُمْ هَاتَيْنِ وَيُصَلِّى الْمَغْرِبَ اِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَيُصَلِّى الْعِشَاءَ اِذَا غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ قَالَ عَلٰى اِثْرِهِ وَيُصَلِّى الصُّبْحَ اِلٰى اَنْ يَّنْفَسِحَ الْبَصَرُ .

৫৫৩। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য ঢলে পড়লে যুহরের নামায পড়তেন এবং আসরের নামায পড়তেন তোমাদের যুহর ও আসরের নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে (অর্থাৎ আসরের নামায প্রথম ওয়াক্তে পড়তেন), সূর্যাস্তের পর মাগরিবের নামায পড়তেন এবং শাফাক অদৃশ্য হলে এশার নামায পড়তেন। অতঃপর তিনি বলেন, চোখের জ্যোতি বিস্তৃত হওয়া পর্যন্ত (খুব ফর্সা হলে) তিনি ফজরের নামায পড়তেন।

مَنْ اَدْرَكَ رَكْعَةً مِّنَ الصَّلٰوةِ

৩০-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি নামাযের এক রাক্‌আত পেলো।

٥٥٤- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ اَدْرَكَ مِنَ الصَّلٰوةِ رَكْعَةً فَقَدْ اَدْرَكَ الصَّلٰوةَ .

৫৫৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি নামাযের এক রাক্‌আত পেলো সে (জামাআতের) নামায পেলো।

٥٥٥- اَخْبَرَنَا اسْحَاقُ بْنُ ابْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ ادْرِيْسَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ اَدْرَكَ مِنَ الصَّلٰوةِ رَكْعَةً فَقَدْ اَدْرَكَهَا .

৫৫৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি নামাযের এক রাক্‌আত পেলো সে নামায পেলো।

٥٥٦- اَخْبَرَنِىْ يَزِيْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هِشَامُ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا اسْمَاعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ سَمَاعَةَ عَنْ مُوْسَى بْنِ اَعْيَنَ عَنْ اَبِىْ عَمْرٍو الْاَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ اَدْرَكَ مِنَ الصَّلٰوةِ رَكْعَةً فَقَدْ اَدْرَكَ الصَّلٰوةَ .

৫৫৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন নামাযের এক রাক্‌আত পেলো সে ঐ নামায পেলো।

٥٥٧- اَخْبَرَنِىْ شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اسْحَاقَ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُو الْمُغِيْرَةِ حَدَّثَنِى الْاَوْزَاعِىُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَدْرَكَ مِنَ الصَّلٰوةِ رَكْعَةً فَقَدْ اَدْرَكَهَا .

৫৫৭। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন নামাযের এক রাক্‌আত পেলো সে ঐ নামায পেয়ে গেলো।

٥٥٨- اَخْبَرَنِىْ مُوْسَى بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ اسْمَاعِيْلَ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنِى الزُّهْرِىُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ اَدْرَكَ رَكْعَةً مِّنَ الْجُمُعَةِ اَوْ غَيْرِهَا فَقَدْ تَمَّتْ صَلٰوتُهُ .

৫৫৮। সালেম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি জুমুআ বা অন্য কোন নামাযের এক রাক্‌আত পেলো তার নামায পূর্ণ হলো।

٥٥٩- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ التِّرْمِذِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ بَكْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ اَدْرَكَ رَكْعَةً مِّنْ صَلٰوةٍ مِّنَ الصَّلَوَاتِ فَقَدْ اَدْرَكَهَا اِلاَّ اَنَّهُ يَقْضِىْ مَا فَاتَهُ .

৫৫৯। সালেম (র) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি নামাযসমূহের মধ্যকার কোন নামাযের এক রাক্‌আত (জামাআতে) পেলো সে ঐ নামায পেয়ে গেলো। তবে (উক্ত নামাযের) যতো রাক্‌আত ছুটে গেছে তা তাকে পূর্ণ করতে হবে।

اَلسَّاعَاتُ الَّتِىْ نُهِىَ عَنِ الصَّلٰوةِ فِيْهَا

৩১-অনুচ্ছেদ ঃ যেসব ওয়াক্তে নামায পড়তে নিষেধ করা হয়েছে।

٥٦٠-اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ الصُّنَابِحِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلشَّمْسُ تَطْلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ فَاِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا فَاِذَا اسْتَوَتْ قَارَنَهَا فَاِذَا زَالَتْ فَارَقَهَا فَاِذَا دَنَتْ لِلْغُرُوْبِ قَارَنَهَا فَاِذَا غَرَبَتْ فَارَقَهَا وَنَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الصَّلٰوةِ فِىْ تِلْكَ السَّاعَاتِ.

৫৬০। আবদুল্লাহ আস-সুনাবিহী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সূর্য শয়তানের শিংসহ উদিত হয়। যখন সূর্য উপরে উঠে তখন শয়তান তা থেকে দূরে সরে যায়। আবার সূর্য (মধ্যাকাশে) স্থির হলে শয়তান এসে তার সাথে মিলিত হয়। আবার তা ঢলে পড়লে সে তা থেকে পৃথক হয়ে যায়। আবার সূর্য ডোবার নিকটবর্তী হলে শয়তান তার সাথে মিলিত হয় এবং তা ডুবে গেলে শয়তান তা থেকে সরে যায়। এসব ওয়াক্তে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়তে নিষেধ করেছেন।

٥٦١- اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ مُوْسَى بْنِ عَلِىِّ بْنِ رَبَاحٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِىَّ يَقُوْلُ ثَلٰثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَنْهَانَا اَنْ نُّصَلِّىَ فِيْهِنَّ اَوْ نَقْبُرَ فِيْهِنَّ مَوْتَانَا حِيْنَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتّٰى تَرْتَفِعَ وَحِيْنَ يَقُوْمُ قَائِمُ الظَّهِيْرَةِ حَتّٰى تَمِيْلَ وَحِيْنَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوْبِ حَتّٰى تَغْرُبَ .

৫৬১। উকবা ইবনে আমের আল-জুহানী (রা) বলেন, তিন সময়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়তে ও আমাদের মৃতদের কবরস্থ করতে নিষেধ করতেন ঃ (১) যখন সূর্য আলোকিত হয়ে উদিত হয়, তা উর্ধ্বে না উঠা পর্যন্ত, (২) যখন ঠিক দুপুর হয়, তা ঢলে না পড়া পর্যন্ত এবং (৩) যখন সূর্য অস্ত যেতে থাকে, তা সম্পূর্ণ অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত।

اَلنَّهْىُ عَنِ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الصُّبْحِ

৩২-অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের নামাযের পর অন্য নামায পড়া নিষিদ্ধ।

٥٦٢ - اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْىَ بْنِ حَبَّانَ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى عَنِ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَعَنِ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ .

৫৬২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের পর সূর্য অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত এবং ফজরের পর সূর্য উদিত না হওয়া পর্যন্ত নামায পড়তে নিষেধ করেছেন।

٥٦٣ - اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا مَنْصُوْرٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ مِنْهُمْ عُمَرُ وَكَانَ مِنْ اَحَبِّهِمْ اِلَىَّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَعَنِ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغْرُبَ الشَّمْسُ .

৫৬৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একাধিক সাহাবীর নিকট শুনেছি, উমার (রা) তাদের অন্যতম এবং তিনি আমার অধিক প্রিয় ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের পর সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত এবং আসরের পর সূর্যাস্ত না হওয়া পর্যন্ত নামায পড়তে নিষেধ করেছেন।

بَابُ النَّهْىِ عَنِ الصَّلٰوةِ عِنْدَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ

৩৩-অনুচ্ছেদ ঃ সূর্য উদিত হওয়ার সময় নামায পড়া নিষেধ।

٥٦٤ - اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَتَحَرّٰى اَحَدُكُمْ فَيُصَلِّىْ عِنْدَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوْبِهَا .

৫৬৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তোমাদের কেউ যেন সূর্য উঠার সময় এবং তা ডোবার সময় নামায পড়ার সংকল্প না করে।

٥٦٥- اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ ابْنُ مَسْعُوْدٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى اَنْ يُّصَلِّىَ مَعَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ اَوْ غُرُوْبِهَا .

৫৬৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য উঠার ও ডোবার সময় নামায পড়তে নিষেধ করেছেন।

اَلنَّهْىُ عَنِ الصَّلٰوةِ نِصْفَ النَّهَارِ

৩৪-অনুচ্ছেদ ঃ ঠিক দুপুরে নামায পড়া নিষেধ।

٥٦٦- اَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَهُوَ ابْنُ حَبِيْبٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ عَلِىٍّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُوْلُ ثَلٰثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَنْهَانَا اَنْ نُّصَلِّىَ اَوْ نَقْبُرَ فِيْهِنَّ مَوْتَانَا حِيْنَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتّٰى تَرْتَفِعَ وَحِيْنَ يَقُوْمُ قَائِمُ الظَّهِيْرَةِ حَتّٰى تَمِيْلَ وَحِيْنَ تَضَيَّفُ لِلْغُرُوْبِ حَتّٰى تَغْرُبَ .

৫৬৬। উকবা ইবনে আমের (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন সময়ে আমাদেরকে নামায পড়তে এবং আমাদের মৃত ব্যক্তিদের দাফন করতে নিষেধ করতেন। (১) যখন সূর্য উদয় আরম্ভ হয় তখন থেকে সূর্য উপরে উঠা পর্যন্ত, (২) যখন ঠিক দুপুর হয় তখন থেকে পশ্চিম আকাশে সূর্য ঢলে না পড়া পর্যন্ত এবং (৩) যখন সূর্য অস্ত যেতে থাকে তখন থেকে তা সম্পূর্ণ অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত।

اَلنَّهْىُ عَنِ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الْعَصْرِ

৩৫-অনুচ্ছেদ ঃ আসরের নামাযের পর অন্য কোন নামায পড়া নিষেধ।

٥٦٧- اَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيْدٍ سَمِعَ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِىَّ يَقُوْلُ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتّٰى الطُّلُوْعِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتّٰى الْغُرُوْبِ .

৫৬৭। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের পর সূর্য না উঠা পর্যন্ত এবং আসরের পর সূর্য না ডোবা পর্যন্ত নামায পড়তে নিষেধ করেছেন।

٥٦٨- اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ صَلٰوةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتّٰى تَبْزُغَ الشَّمْسُ وَلاَ صَلٰوةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغْرُبَ الشَّمْسُ .

৫৬৮। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ ফজরের পর সূর্য না উঠা পর্যন্ত এবং আসরের পর সূর্য না ডোবা পর্যন্ত কোন নামায নাই।

٥٦٩- اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ نَمِرٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِنَحْوِهِ .

৫৬৯। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে এই সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٥٧٠- اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنِ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الْعَصْرِ .

৫৭০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের (নামাযের) পর নামায পড়তে নিষেধ করেছেন।

٥٧١- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمَخْزُوْمِيُّ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ عَنْبَسَةَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ اَوْهَمَ عُمَرُ اِنَّمَا نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تَتَحَرَّوْا بِصَلٰوتِكُمْ طُلُوْعَ الشَّمْسِ وَلاَ غُرُوْبَهَا فَاِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَىْ شَيْطَانٍ .

৫৭১। আয়েশা (রা) বলেন, উমার (রা) ধারণা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করে বলেছেন ঃ তোমরা সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের সময় নামায পড়ার সংকল্প করবে না। কেননা তখন সূর্য শয়তানের দুই শিংয়ের মাঝখান দিয়ে উদিত হয়।

٥٧٢- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ قَالَ اَخْبَرَنِى ابْنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا طَلَعَ

حَاجِبُ الشَّمْسِ فَاَخِّرُوا الصَّلٰوةَ حَتّٰى تُشْرِقَ فَاِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَاَخِّرُوا الصَّلٰوةَ حَتّٰى تَغْرُبَ .

৫৭২। ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন সূর্যগোলক উদিত হয় তখন তা পূর্ণ আলোকিত না হওয়া পর্যন্ত তোমরা নামাযকে বিলম্বিত করবে। আবার যখন সূর্যগোলক ডুবতে থাকে তখন তা পূর্ণরূপে ডুবে না যাওয়া পর্যন্ত তোমরা নামায পড়া বিলম্বিত করবে।

٥٧٣- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ اَخْبَرَنَا اٰدَمُ ابْنُ اَبِىْ اِيَاسٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ يَحْيٰى سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ وَضَمْرَةُ بْنُ حَبِيْبٍ وَاَبُوْ طَلْحَةَ نُعَيْمُ بْنُ زِيَادٍ قَالُوْا سَمِعْنَا اَبَا اُمَامَةَ الْبَاهِلِىَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عَبَسَةَ يَقُوْلُ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ مِنْ سَاعَةٍ اَقْرَبُ مِنَ الْاُخْرٰى اَوْ هَلْ مِنْ سَاعَةٍ يُبْتَغٰى ذِكْرُهَا قَالَ نَعَمْ اِنَّ اَقْرَبَ مَا يَكُوْنُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْعَبْدِ جَوْفُ اللَّيْلِ الْاٰخِرِ فَاِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تَكُوْنَ مِمَّنْ يَّذْكُرُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ فِىْ تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ فَاِنَّ الصَّلٰوةَ مَحْضُوْرَةٌ مَّشْهُوْدَةٌ اِلٰى طُلُوْعِ الشَّمْسِ فَاِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَىِ الشَّيْطَانِ وَهِىَ سَاعَةُ صَلٰوةِ الْكُفَّارِ فَدَعِ الصَّلٰوةَ حَتّٰى تَرْتَفِعَ قِيْدَ رُمْحٍ وَّيَذْهَبَ شُعَاعُهَا ثُمَّ الصَّلٰوةُ مَحْضُوْرَةٌ مَّشْهُوْدَةٌ حَتّٰى تَعْتَدِلَ الشَّمْسُ اِعْتِدَالَ الرُّمْحِ بِنِصْفِ النَّهَارِ فَاِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيْهَا اَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَتُسْجَرُ فَدَعِ الصَّلٰوةَ حَتّٰى يَفِىْءَ الْفَىْءُ ثُمَّ الصَّلٰوةُ مَحْضُوْرَةٌ مَّشْهُوْدَةٌ حَتّٰى تَغِيْبَ الشَّمْسُ فَاِنَّهَا تَغِيْبُ بَيْنَ قَرْنَىْ شَيْطَانٍ وَهِىَ صَلٰوةُ الْكُفَّارِ .

৫৭৩। আমর ইবনে আবাসা (রা) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এমন কোন সময় আছে কি যা অন্য সময়ের তুলনায় অধিক অগ্রগণ্য হতে পারে অথবা এমন কোন মুহূর্ত আছে কি যা আল্লাহ্‌র যিকিরের জন্য অন্য মুহূর্তের তুলনায় অধিক কাম্য হতে পারে? তিনি বলেন ঃ হাঁ। রাতের শেষার্ধে মহামহিম আল্লাহ বান্দার অতি নিকটবর্তী হন। সক্ষম হলে তুমিও সেই মুহূর্তে মহামহিম আল্লাহ্‌র যিকিরকারীদের অন্তর্ভুক্ত হও। কেননা ঐ সময়ের নামাযে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত ফেরেশতাগণ উপস্থিত থাকেন এবং প্রত্যক্ষ করেন। সূর্য শয়তানের দুই শিংয়ের মাঝখান দিয়ে উদিত হয়, আর এটা কাফেরদের ইবাদতের সময়। অতএব তুমি ঐ সময় নামায পড়া থেকে বিরত থাকবে, যতক্ষণ এক

বল্লম বরাবর সূর্য উপরে না উঠে এবং তার উদয়কালীন রশ্মি দূরীভূত না হয়। আবার যুহরের নামাযে ফেরেশতাগণ উপস্থিত হন এবং প্রত্যক্ষ করেন দুপুরের সূর্য বর্শার মতো সোজা না হওয়া পর্যন্ত। কেননা তা এমন সময় যখন জাহান্নামের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয় এবং তাকে আরো প্রজ্জ্বলিত করা হয়। তখন ছায়া ঝুঁকে না পড়া পর্যন্ত তুমি নামায পড়বে না। আবার আসরের নামাযে ফেরেশতাগণ উপস্থিত হন এবং প্রত্যক্ষ করেন সূর্যাস্ত না হওয়া পর্যন্ত। তখন সূর্য শয়তানের দুই শিংয়ের মাঝখান দিয়ে অস্ত যায় এবং তা কাফেরদের ইবাদতের সময়।

اَلرُّخْصَةُ فِى الصَّلٰوةِ بَعْدَ الْعَصْرِ

৩৬-অনুচ্ছেদ ঃ আসরের নামাযের পর অন্য নামায পড়ার অনুমতি প্রসঙ্গে।

٥٧٤- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ وَهْبِ ابْنِ الاَجْدَعِ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ صَلٰوةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ الشَّمْسُ بَيْضَاءَ نَقِيَّةً مُرْتَفِعَةً .

৫৭৪। আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের নামাযের পর অন্য নামায পড়তে নিষেধ করেছেন, তবে যতক্ষণ সূর্য শুভ্র ও উজ্জ্বল থাকে (ততক্ষণ নামায পড়া যায়)।

٥٧٥- اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ هِشَامٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ مَا تَرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ السَّجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ عِنْدِىْ قَطُّ .

৫৭৫। আয়েশা (রা) বলেন, আমার নিকট অবস্থানকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের পর দুই রাকআত নামায পড়া কখনও ত্যাগ করেননি।[৪]

٥٧٦- اَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الاَسْوَدِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ مَا دَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَعْدَ الْعَصْرِ اِلاَّ صَلاَّهُمَا .

৫৭৬। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের নামাযের পর যখনই আমার কাছে আসতেন, দুই রাক্আত নামায পড়তেন।

---

৪. এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার কোন কারণবশত যুহরের পর দুই রাক্আত নামায পড়তে পারেননি। তিনি আসরের পর তা পড়েন। পরে অভ্যাস অনুযায়ী তিনি তা নিয়মিত পড়তে থাকেন। এটা তার জন্য খাস ছিল (৫৭৯-৮০ নং হাদীসও দ্র.)। আবু দাউদে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত এক হাদীস থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের ফরয নামাযের পর নামায পড়তেন, কিন্তু অন্যদের এ সময় নামায পড়তে নিষেধ করতেন।

٥٧٧- اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ عَنْ خَالِد بْنِ الْحَارِثِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ مَسْرُوْقًا وَالْاَسْوَدَ قَالاَ نَشْهَدُ عَلٰى عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَانَ عِنْدِىْ بَعْدَ الْعَصْرِ صَلاَّهُمَا .

৫৭৭। মাসরূক ও আল-আসওয়াদ (র) বলেন, আমরা আয়েশা (রা) সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের নামাযের পর আমার নিকট অবস্থান করলে দুই রাক্‌আত নামায পড়তেন।

٥٧٨- اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ صَلاَتَانِ مَا تَرَكَهُمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ بَيْتِىْ سِرًّا وَّعَلاَنِيَةً رَكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ .

৫৭৮। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ঘরে প্রকাশ্যে বা গোপনে কখনও দুই রাক্‌আত নামায ত্যাগ করেননি ঃ ফজরের পূর্বে দুই রাক্‌আত (সুন্নাত) এবং আসরের পরে দুই রাক্‌আত (নফল)।

٥٧٩- اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ حَرْمَلَةَ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ اَنَّهُ سَاَلَ عَائِشَةَ عَنِ السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْهِمَا بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَتْ اِنَّهُ كَانَ يُصَلِّيْهِمَا قَبْلَ الْعَصْرِ ثُمَّ اِنَّهُ شُغِلَ عَنْهُمَا اَوْ نَسِيَهُمَا فَصَلاَّهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ وَكَانَ اِذَا صَلّٰى صَلٰوةً اَثْبَتَهَا .

৫৭৯। আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের পর যে দুই রাক্‌আত নামায পড়তেন সে বিষয়ে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন, তিনি এই দুই রাক্‌আত আসরের পূর্বে পড়তেন। একদা তিনি ব্যস্ততার কারণে বা ভুলে গিয়ে তা পড়েননি। তাই তিনি আসরের নামাযের পর তা পড়েন। তিনি কখনো কোন নামায পড়লে তা নিয়মিত পড়ে যেতেন।

٥٨٠- اَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ مَعْمَرًا عَنْ يَحْىَ بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلّٰى فِىْ بَيْتِهَا بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ مَرَّةً وَّاحِدَةً وَاَنَّهَا ذَكَرَتْ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ هُمَا رَكْعَتَانِ كُنْتُ اُصَلِّيْهِمَا بَعْدَ الظُّهْرِ فَشُغِلْتُ عَنْهُمَا حَتّٰى صَلَّيْتُ الْعَصْرَ .

৫৮০। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ঘরে আসরের নামাযের পর একবার দুই রাক্‌আত নামায পড়েন। তিনি এই সম্পর্কে তাঁর নিকট উল্লেখ করলে তিনি বলেন ঃ আমি এই দুই রাক্‌আত নামায যুহরের (ফরয) নামাযের পর পড়তাম। ব্যস্ততার কারণে তা না পড়তে পারায় শেষে আসরের নামাযের পর তা পড়ি।

٥٨١- أَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْىٰ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ شُغِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ فَصَلاَّهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ .

৫৮১। উম্মু সালামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যস্ততার কারণে আসরের পূর্বে দুই রাক্‌আত নামায পড়তে পারেননি। তাই তিনি আসরের নামাযের পর ঐ দুই রাক্‌আত পড়েন।

اَلرُّخْصَةُ فِى الصَّلٰوةِ قَبْلَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ

৩৭-অনুচ্ছেদ ঃ সূর্যাস্তের পূর্বে নামায পড়ার অনুমতি।

٥٨٢- أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ قَالَ سَاَلْتُ لاَحِقًا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ فَقَالَ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الزُّبَيْرِ يُصَلِّيْهِمَا فَاَرْسَلَ اِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ مَا هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ عِنْدَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ فَاضْطَرَّ الْحَدِيْثَ اِلٰى اُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ اُمُّ سَلَمَةَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ فَشُغِلَ عَنْهُمَا فَرَكَعَهُمَا حِيْنَ غَابَتِ الشَّمْسُ فَلَمْ اَرَهُ يُصَلِّيْهِمَا قَبْلُ وَلاَ بَعْدُ .

৫৮২। ইমরান ইবনে হুদাইর (র) বলেন, আমি লাহেক (র)-কে সূর্যাস্তের পূর্বে দুই রাক্‌আত নামায পড়ার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা) তা পড়তেন। তখন মুয়াবিয়া (রা) আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা)-এর নিকট লোক পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করেন, সূর্যাস্তের পূর্বে এই দুই রাক্‌আত কিসের নামায? এতে ইবনুয যুবাইর (রা) উম্মু সালামা (রা)-এর শরণাপন্ন হন। উম্মু সালামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের পূর্বে এই দুই রাক্‌আত পড়তেন। একদা তিনি ব্যস্ততার কারণে (সময়মত) তা পড়তে পারেননি। তাই সূর্যাস্তের সময় তা পড়েছেন। আমি পূর্বে বা পরে তাঁকে কখনও তা পড়তে দেখিনি।

اَلرُّخْصَةُ فِى الصَّلٰوةِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ

৩৮-অনুচ্ছেদ ঃ মাগরিবের পূর্বে নামায পড়ার অনুমতি।

٥٨٣- اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُفَيْلٍ قَالَ اَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ عِيْسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ اَنَّ اَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ اَنَّ اَبَا تَمِيْمٍ الْجَيْشَانِىَّ قَامَ لِيَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ فَقُلْتُ لِعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ اُنْظُرْ اِلٰى هٰذَا اَىُّ صَلٰوةٍ تُصَلِّىْ فَالْتَفَتَ اِلَيْهِ فَرَاٰهُ فَقَالَ هٰذِهِ صَلٰوةٌ كُنَّا نُصَلِّيْهَا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

৫৮৩। ইয়াযীদ ইবনে আবু হাবীব (র) থেকে বর্ণিত। আবুল খায়ের (র) তার নিকট বর্ণনা করেন যে, আবু তামীম জায়শানী মাগরিবের পূর্বে দুই রাক্‌আত (নফল) নামায পড়তে দাঁড়ালেন। তখন আমি উকবা ইবনে আমের (রা)-কে বললাম, তার প্রতি লক্ষ্য করুন, ইনি কোন্ নামায পড়ছেন? উকবা (রা) তার দিকে ফিরে তাকে দেখলেন, অতঃপর বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এই নামায পড়তাম।

اَلصَّلٰوةُ بَعْدَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ

৩৯-অনুচ্ছেদ ঃ ফজর (সুবহে সাদেক) উদ্ভাসিত হওয়ার পর নামায পড়া।

٥٨٤- اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَكَمِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ اَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لاَ يُصَلِّىْ اِلاَّ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ .

৫৮৪। হাফসা (রা) বলেন, ফজর (সুবহে সাদেক) উদ্ভাসিত হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংক্ষেপে দুই রাক্‌আত (সুন্নাত) নামায পড়তেন।

بَابُ اِبَاحَةِ الصَّلٰوةِ اِلٰى اَنْ يُّصَلِّى الصُّبْحَ

৪০-অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত (নফল) নামায পড়া বৈধ।

٥٨٥- اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ سُلَيْمَانَ وَاَيُّوْبُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ اَيُّوْبُ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْحَسَنُ اَخْبَرَنِىْ شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى بْنِ

عَطَاءٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ طَلْقٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ قَالَ أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ اَسْلَمَ مَعَكَ قَالَ حُرٌّ وَّعَبْدٌ قُلْتُ هَلْ مِنْ سَاعَةٍ اَقْرَبُ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ اُخْرٰى قَالَ نَعَمْ جَوْفُ اللَّيْلِ الْاٰخِرِ فَصَلِّ مَا بَدَا لَكَ حَتّٰى تُصَلِّيَ الصُّبْحَ ثُمَّ انْتَهِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَمَا دَامَتْ وَقَالَ أَيُّوْبُ فَمَا دَامَتْ كَأَنَّهَا حَجَفَةٌ حَتّٰى تَنْتَشِرَ ثُمَّ صَلِّ مَا بَدَا لَكَ حَتّٰى يَقُوْمَ الْعَمُوْدُ عَلٰى ظِلِّهِ ثُمَّ انْتَهِ حَتّٰى تَزُوْلَ الشَّمْسُ فَاِنَّ جَهَنَّمَ تُسْجَرُ نِصْفَ النَّهَارِ ثُمَّ صَلِّ مَا بَدَا لَكَ حَتّٰى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ ثُمَّ انْتَهِ حَتّٰى تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَاِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَتَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ .

৫৮৫। আমর ইবনে আবাসা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার সাথে কে ইসলাম গ্রহণ করেছে? তিনি বলেন ঃ একজন স্বাধীন পুরুষ আর একজন ক্রীতদাস। আমি বললাম, এমন কোন সময় আছে কি যা অন্য সময়ের তুলনায় মহামহিম আল্লাহ্‌র নিকট অধিক অগ্রগণ্য? তিনি বলেন ঃ হাঁ, রাতের শেষার্ধ। তোমার ফজর পড়ার পূর্ব পর্যন্ত তুমি যতোটা নামায পড়তে পারো পড়ো। তারপর সূর্যোদয় হওয়া এবং লালিমা কেটে যাওয়া পর্যন্ত বিরত থাকো। আইউব (র)-এর বর্ণনায় আছে, যতক্ষণ সূর্যকে ঢালের মতো মনে হয় এবং সূর্যের কিরণ ছড়িয়ে না পড়ে ততক্ষণ পর্যন্ত বিরত থাকো। তারপর খুঁটি তার মূল ছায়ার উপর অবস্থান না করা পর্যন্ত তুমি যতোটা পারো নামায পড়ো। তারপর সূর্য ঢলে না পড়া পর্যন্ত বিরত থাকো। কেননা দুপুরে জাহান্নামের আগুনকে উত্তপ্ত করা হয়। তারপর আসরের নামায না পড়া পর্যন্ত তুমি চাইলে নামায পড়তে পারো। আবার সূর্যাস্ত পর্যন্ত তুমি বিরত থাকো। কেননা তা অস্ত যায় শয়তানের দুই শিং-এর মাঝখান দিয়ে, উদয়ও হয় শয়তানের দুই শিংয়ের মাঝখান দিয়ে।

اِبَاحَةُ الصَّلٰوةِ فِي السَّاعَاتِ كُلِّهَا بِمَكَّةَ

৪১-অনুচ্ছেদ ঃ মক্কা নগরীতে যে কোন সময় নামায পড়া বৈধ।

٥٨٦- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ مِنْ اَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ بَابَاهُ يُحَدِّثُ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَا بَنِيْ عَبْدِ مَنَافٍ لَا تَمْنَعُوْا اَحَدًا طَافَ بِهٰذَا الْبَيْتِ وَصَلّٰى اَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ اَوْ نَهَارٍ .

৫৮৬। জুবাইর ইবনে মুতইম (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হে আবদে মানাফের বংশধর! দিন বা রাতের যে কোন সময় কেউ এ (কাবা) ঘরের তাওয়াফ এবং এখানে নামায পড়তে চাইলে তাকে তোমরা বাধা দিও না।

اَلْوَقْتُ الَّذِىْ يَجْمَعُ فِيْهِ الْمُسَافِرُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

৪২-অনুচ্ছেদ ঃ যে সময় মুসাফির ব্যক্তি যুহর ও আসরের নামায একত্রে পড়তে পারে।

٥٨٧- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ اَنْ تَزِيْغَ الشَّمْسُ اَخَّرَ الظُّهْرَ اِلٰى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا فَاِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ اَنْ يَّرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ .

৫৮৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুপুরের পূর্বে সফরে রওয়ানা হলে আসর পর্যন্ত যুহরের নামায বিলম্বিত করতেন, তারপর অবতরণ করে উভয় নামায একত্রে পড়তেন। কিন্তু তিনি দুপুরের পর সফরে রওয়ানা হলে যুহরের নামায পড়ার পর জন্তুযানে আরোহণ করতেন।

٥٨٨- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ عَنْ اَبِى الطُّفَيْلِ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ اَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُمْ خَرَجُوْا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَامَ تَبُوْكَ فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فَاَخَّرَ الصَّلٰوةَ يَوْمًا ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيْعًا ثُمَّ دَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ .

৫৮৮। মুআয ইবনে জাবাল (রা) বলেন যে, তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাবূকের যুদ্ধে রওয়ানা হলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (এই সফরে) যুহর ও আসরের নামায একত্রে এবং মাগরিব ও এশার নামায একত্রে পড়তেন। একদিন তিনি যুহরের নামাযকে বিলম্বিত করেন, অতঃপর (তাঁবু থেকে) বের হয়ে এসে যুহর ও আসর একত্রে পড়েন, তারপর (তাঁবুতে) প্রবেশ করেন, অতঃপর বের হয়ে এসে মাগরিব ও এশার নামায একত্রে পড়েন।

بَيَانُ ذٰلِكَ

৪৩-অনুচ্ছেদ ঃ একই বিষয়।

৫৮৯- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا كَثِيْرُ بْنُ قَارَوَنْدَا قَالَ سَاَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ صَلٰوةِ اَبِيْهِ فِي السَّفَرِ وَسَاَلْنَاهُ هَلْ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ شَيْءٍ مِّنْ صَلٰوتِهِ فِيْ سَفَرِهِ فَذَكَرَ اَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ اَبِيْ عُبَيْدٍ كَانَتْ تَحْتَهُ فَكَتَبَتْ اِلَيْهِ وَهُوَ فِيْ ذَرَّاعَةٍ لَّهُ اَنِّيْ فِيْ اٰخِرِ يَوْمٍ مِّنْ اَيَّامِ الدُّنْيَا وَاَوَّلِ يَوْمٍ مِّنَ الْاٰخِرَةِ فَرَكِبَ فَاَسْرَعَ السَّيْرَ حَتّٰى اِذَا حَانَتْ صَلٰوةُ الظُّهْرِ قَالَ لَهُ الْمُؤَذِّنُ الصَّلٰوةَ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فَلَمْ يَلْتَفِتْ حَتّٰى اِذَا كَانَ بَيْنَ الصَّلٰوتَيْنِ نَزَلَ فَقَالَ اَقِمْ فَاِذَا سَلَّمْتُ فَاَقِمْ فَصَلّٰى ثُمَّ رَكِبَ حَتّٰى اِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ قَالَ لَهُ الْمُؤَذِّنُ الصَّلٰوةَ فَقَالَ كَفِعْلِكَ فِيْ صَلٰوةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ثُمَّ سَارَ حَتّٰى اِذَا اشْتَبَكَتِ النُّجُوْمُ نَزَلَ ثُمَّ قَالَ لِلْمُؤَذِّنِ اَقِمْ فَاِذَا سَلَّمْتُ فَاَقِمْ فَصَلّٰى ثُمَّ انْصَرَفَ فَالْتَفَتَ اِلَيْنَا فَقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْاَمْرُ الَّذِيْ يَخَافُ فَوْتَهُ فَلْيُصَلِّ هٰذِهِ الصَّلٰوةَ .

৫৮৯। কাছীর ইবনে কারাওয়ান্দা (র) বলেন, আমি সালেম ইবনে আবদুল্লাহ (র)-কে তার পিতার সফরের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম এবং তাকে আরো জিজ্ঞেস করলাম, তিনি সফরে দুই ওয়াক্তের নামায একত্রে পড়তেন কি? সালেম (র) উল্লেখ করেন যে, সফিয়্যা বিনেত আবু উবাইদ (রা) তার স্ত্রী ছিলেন। সফিয়্যা অসুস্থ হয়ে তার নিকট পত্র লিখেন। তখন আবদুল্লাহ (রা) দূরবর্তী এলাকায় তার কৃষি খামারে ছিলেন। তিনি পত্রে লিখেন, আমি মনে করি আমি আমার পার্থিব জীবনের শেষ দিনে এবং আখেরাতের প্রথম দিনে উপনীত হয়েছি। সংবাদ পাওয়া মাত্র তিনি জন্তুযানে চড়ে দ্রুত প্রত্যাবর্তনে তৎপর হন। পথে যুহরের নামাযের ওয়াক্ত হলে মুআযযিন তাকে বললো, হে আবু আবদুর রহমান! নামায। তিনি ভ্রুক্ষেপ না করে অগ্রসর হতে থাকেন। যখন দুই নামাযের মধ্যবর্তী সময় উপনীত হলো তখন তিনি অবতরণ করে বলেন, ইকামত দাও এবং আমি সালাম ফিরানোর পর আবার ইকামত দিবে। অতঃপর তিনি নামায পড়ে আবার আরোহণ করে চলতে থাকেন। শেষে সূর্য ডুবে গেলে মুআযযিন তাকে বলেন, নামায। তিনি বলেন, তোমার যুহর ও আসরের নামাযের অনুরূপ। তিনি পথ চলতে থাকেন। শেষে যখন সমুজ্জ্বল তারকা উদ্ভাসিত হলো তখন তিনি অবতরণ করে মুআযযিনকে বলেন, ইকামত দাও এবং আমি সালাম ফিরানোর পর আবার ইকামত দিবে। তিনি নামায পড়ে তাদের দিকে ফিরে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বলেছেনঃ তোমাদের কারো সামনে কোন বিষয় উপস্থিত হলে এবং তা হারানোর আশংকা থাকলে এভাবে নামায পড়বে।

اَلْوَقْتُ الَّذِىْ يَجْمَعُ فِيْهِ الْمُقِيْمُ

৪৪-অনুচ্ছেদ ঃ যে ওয়াক্তে মুকীম দুই নামায একত্র করতে পারে।

٥٩٠- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ ثَمَانِيًا جَمِيْعًا وَسَبْعًا جَمِيْعًا اَخَّرَ الظُّهْرَ وَعَجَّلَ الْعَصْرَ وَاَخَّرَ الْمَغْرِبَ وَعَجَّلَ الْعِشَاءَ .

৫৯০। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমি মদীনায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আট রাক্‌আত একত্রে এবং সাত রাক্‌আত একত্রে পড়েছি। তিনি যুহরকে বিলম্বে (শেষ ওয়াক্তে) এবং আসরকে ত্বরায় (প্রথম ওয়াক্তে), আবার মাগরিবকে বিলম্বে এবং এশাকে ত্বরায় পড়েছেন।[৫]

٥٩١- اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ خُشَيْشُ بْنُ اَصْرَمَ اَخْبَرَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ حَدَّثَنَا حَبِيْبٌ وَهُوَ ابْنُ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ صَلَّى بِالْبَصْرَةِ الْاُوْلٰى وَالْعَصْرَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا شَىْءٌ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا شَىْءٌ فَعَلَ ذٰلِكَ مِنْ شُغْلٍ وَزَعَمَ ابْنُ عَبَّاسٍ اَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ الْاُوْلٰى وَالْعَصْرَ ثَمَانَ سَجَدَاتٍ لَيْسَ بَيْنَهُمَا شَىْءٌ .

৫৯১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বসরায় যুহর ও আসরের নামায একত্রে পড়েন এবং দুই নামাযের মধ্যে সময়ের কোন ব্যবধান ছিলো না। তিনি মাগরিব ও এশার নামাযও একত্রে পড়েন এবং দুই নামাযের মধ্যে সময়ের কোন ব্যবধান ছিলো না। ব্যস্ততার কারণেই তিনি এরূপ করেছিলেন। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন যে, তিনি মদীনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এভাবে যুহর ও আসরের নামায একত্রে আট রাক্‌আত পড়েছেন এবং দুই নামাযের মধ্যে সময়ের কোন ব্যবধান ছিলো না।

---

৫. হজ্জের সময় আরাফাত ও মুযদালিফায় এবং সফর ব্যতীত দুই নামায একত্রে পড়ার বিধান কোন মাযহাবেই স্বীকৃত নয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হয়তো কোন বিশেষ কারণে আবাসে দুই নামায একত্রে পড়েছেন, যার রহস্য উদঘাটন করা সম্ভব হয়নি। হয়তো দাজ্জাল ও ইয়াজূজ-মাজূজের প্রলয়ংকারী অত্যাচারের সময় মুসলমানরা আবাসেও দুই নামায একত্রে পড়তে বাধ্য হবে। তার বৈধতার জন্য হয়তো মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরহীন অবস্থায় দুই ওয়াক্তের নামায একত্র করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহরের নামায শেষ সময়ে এবং আসরের নামায তার প্রথম সময়ে আদায় করেছিলেন। এমনিভাবে তিনি মাগরিবের শেষ সময়ে ও এশার প্রথম ওয়াক্তে উক্ত দুই নামায পড়েছিলেন। যাতে সফরের সময়, ব্যাধিগ্রস্থ অবস্থায় এবং অতি ব্যস্ততার সময় তাঁর উম্মতগণ এভাবে নামায পড়তে পারে। এটা দৃশ্যত দুই নামাযকে একত্রে পড়া বুঝালেও মূলত পৃথক দুই ওয়াক্তেই দুই নামায পড়া হয়েছিল (অনুবাদক)।

اَلْوَقْتُ الَّذِىْ يَجْمَعُ فِيْهِ الْمُسَافِرُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

৪৫-অনুচ্ছেদঃ যে ওয়াক্তে মুসাফির মাগরিব ও এশার নামায একত্রে পড়তে পারে।

٥٩٢- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ اَبِىْ نَجِيْحٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ شَيْخٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ اِلَى الْحِمٰى فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ هِبْتُ اَنْ اَقُوْلَ لَهُ الصَّلٰوةَ فَسَارَ حَتّٰى ذَهَبَ بَيَاضُ الْاُفُقِ وَفَحْمَةُ الْعِشَاءِ ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلٰثَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ عَلٰى اِثْرِهَا ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَفْعَلُ .

৫৯২। কুরাইশ বংশের এক প্রবীণ ব্যক্তি ইসমাঈল ইবনে আবদুর রহমান (র) বলেন, আমি সরকারী চারণভূমি পর্যন্ত ইবনে উমার (রা)-এর সাথে ছিলাম। সূর্য ডুবে গেলে আমি তাকে নামাযের কথা বলতে সংকোচ বোধ করলাম। তিনি পথ চলতে থাকলেন, শেষে দিগন্তের শুভ্রতা ও শাফাক অদৃশ্য হওয়ার উপক্রম হলে তিনি অবতরণ করে মাগরিবের তিন রাক্‌আত এবং তার সাথে আরও দুই রাক্‌আত পড়েন। অতঃপর তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরূপ করতে দেখেছি।

٥٩٣- اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنِ ابْنِ اَبِىْ حَمْزَةَ ح وَاَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ ابْنِ الْمُغِيْرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سَالِمٌ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَعْجَلَهُ السَّيْرُ فِى السَّفَرِ يُؤَخِّرُ صَلٰوةَ الْمَغْرِبِ حَتّٰى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ .

৫৯৩। সালেম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি যে, সফরে তাঁর তাড়াহুড়া থাকলে তিনি মাগরিবের নামাযে বিলম্ব করে শেষে মাগরিব ও এশা একত্রে পড়তেন।

٥٩٤- اَخْبَرَنَا الْمُؤَمَّلُ بْنُ اِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَحْىَ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَارِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمَكَّةَ فَجَمَعَ بَيْنَ الصَّلٰوتَيْنِ بِسَرِفَ .

৫৯৪। জাবের (রা) বলেন, সূর্য ডুবে গেলো এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন মক্কাতেই ছিলেন। তিনি 'সারিফ' নামক স্থানে দুই নামায (মাগরিব ও এশা) একত্রে পড়েন।

٥٩٥- اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ بْنِ الْاَسْوَدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنَا جَابِرُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَنَسٍ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ كَانَ اِذَا عَجِلَ بِهِ السَّيْرُ يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ اِلٰى وَقْتِ الْعَصْرِ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا وَيُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتّٰى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ حَتّٰى يَغِيْبَ الشَّفَقُ .

৫৯৫। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাড়াহুড়া থাকলে তিনি যুহরের নামায আসর পর্যন্ত বিলম্ব করতেন, তারপর উভয় নামায একত্রে পড়তেন। তিনি মাগরিবের নামাযে বিলম্ব করে মাগরিব ও এশা একত্রে পড়তেন।

٥٩٦- اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ نَافِعٌ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ فِىْ سَفَرٍ يُرِيْدُ اَرْضًا لَهُ فَاَتَاهُ اٰتٍ فَقَالَ اِنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ اَبِىْ عُبَيْدٍ لِمَا بِهَا فَانْظُرْ اَنْ تُدْرِكَهَا فَخَرَجَ مُسْرِعًا وَّمَعَهُ رَجُلٌ مِّنْ قُرَيْشٍ يُسَايِرُهُ وَغَابَتِ الشَّمْسُ فَلَمْ يُصَلِّ الصَّلٰوةَ وَكَانَ عَهْدِىْ بِهِ وَهُوَ يُحَافِظُ عَلَى الصَّلٰوةِ فَلَمَّا اَبْطَاءَ قُلْتُ الصَّلٰوةَ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ فَالْتَفَتَ اِلَىَّ وَمَضٰى حَتّٰى اِذَا كَانَ فِىْ اٰخِرِ الشَّفَقِ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ اَقَامَ الْعِشَاءَ وَقَدْ تَوَارَى الشَّفَقُ فَصَلّٰى بِنَا ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا عَجِلَ بِهِ السَّيْرُ صَنَعَ هٰكَذَا .

৫৯৬। নাফে (র) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-র সাথে তার কৃষি খামারের উদ্দেশে সফরে বের হলাম। এক আগন্তুক তার নিকট এসে বললো, সফিয়্যা বিনতে আবু উবাইদ (রা) মুমূর্ষু অবস্থায়, দেখতে চাইলে এখনই চলুন। তিনি দ্রুত রওয়ানা হলেন। এক কুরায়শী ব্যক্তি তার সফরসংগী ছিলেন। সূর্য ডুবে গেলেও তিনি মাগরিবের নামায পড়লেন না। আমি লক্ষ্য করেছি যে, তিনি সর্বদা নামাযের হেফাজত করতেন, এরপরও যখন বিলম্ব করছেন তখন আমি বললাম, আল্লাহ পাক আপনাকে দয়া করুন, নামায। তিনি আমার দিকে তাকালেন এবং চলতে থাকলেন। এ অবস্থায় যখন শাফাক প্রায় অদৃশ্য হতে যাচ্ছে তখন তিনি নেমে মাগরিবের নামায পড়লেন, অতঃপর এশার ইকামত বলে আমাদেরসহ এশার নামাযও পড়েন, তারপর আমাদের লক্ষ্য করে বলেন, সফরে কোনরূপ তাড়াহুড়া থাকলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ করতেন।

٥٩٧- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا الْعَطَّافُ عَنْ نَّافِعٍ قَالَ اَقْبَلْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ مِنْ مَّكَّةَ فَلَمَّا كَانَ تِلْكَ اللَّيْلَةُ سَارَ بِنَا حَتّٰى اَمْسَيْنَا فَظَنَنَّا اَنَّهُ نَسِيَ الصَّلٰوةَ فَقُلْنَا لَهُ الصَّلٰوةَ فَسَكَتَ وَسَارَ حَتّٰى كَادَ الشَّفَقُ اَنْ يَّغِيْبَ ثُمَّ نَزَلَ فَصَلّٰى وَغَابَ الشَّفَقُ فَصَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ هٰكَذَا كُنَّا نَصْنَعُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ .

৫৯৭। নাফে (র) বলেন, আমরা ইবনে উমার (রা)-র সাথে মক্কা থেকে আসছিলাম। (স্ত্রীর অসুস্থতার) ঐ রাতে তিনি আমাদের নিয়ে দ্রুত চললেন। সন্ধ্যা হলে আমরা ধারণা করলাম যে, তিনি নামাযের কথা ভুলে গেছেন। তাই আমরা তাকে বললাম, নামায। তিনি নীরব রইলেন এবং অগ্রসর হতে থাকলেন, এমনকি শাফাক অদৃশ্য হওয়ার উপক্রম হলো। অতঃপর তিনি অবতরণ করে মাগরিবের নামায পড়েন এবং শাফাক অদৃশ্য হয়ে গেলে তিনি এশার নামায পড়েন। অতঃপর তিনি আমাদের লক্ষ্য করে বলেন, সফরে তাড়াহুড়া থাকলে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এরূপ করতাম।

٥٩٨- اَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ حَدَّثَنَا ابْنُ شُمَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا كَثِيْرُ بْنُ قَارَوَنْدَا قَالَ سَاَلْنَا سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ الصَّلٰوةِ فِي السَّفَرِ فَقُلْنَا اَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يَجْمَعُ بَيْنَ شَيْءٍ مِّنَ الصَّلَوَاتِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ لاَ اِلاَّ بِجَمْعٍ ثُمَّ اِنْتَبَهَ فَقَالَ كَانَتْ عِنْدَهُ صَفِيَّةُ فَاَرْسَلَتْ اِلَيْهِ اِنِّيْ فِيْ اٰخِرِ يَوْمٍ مِّنَ الدُّنْيَا وَاَوَّلِ يَوْمٍ مِّنَ الْاٰخِرَةِ فَرَكِبَ وَاَنَا مَعَهُ فَاَسْرَعَ السَّيْرَ حَتّٰى حَانَتِ الصَّلٰوةُ فَقَالَ لَهُ الْمُؤَذِّنُ الصَّلٰوةَ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فَسَارَ حَتّٰى اِذَا كَانَتْ بَيْنَ الصَّلٰوتَيْنِ نَزَلَ فَقَالَ لِلْمُؤَذِّنِ اَقِمْ فَاِذَا سَلَّمْتُ مِنَ الظُّهْرِ فَاَقِمْ مَّكَانَكَ فَاَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ اَقَامَ مَكَانَهُ فَصَلَّى الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكِبَ فَاَسْرَعَ السَّيْرَ حَتّٰى غَابَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ لَهُ الْمُؤَذِّنُ الصَّلٰوةَ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فَقَالَ كَفِعْلِكَ الْاَوَّلِ فَسَارَ حَتّٰى اِذَا اشْتَبَكَتِ النُّجُوْمُ نَزَلَ فَقَالَ اَقِمْ فَاِذَا سَلَّمْتُ فَاَقِمْ فَاَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلاَثًا ثُمَّ اَقَامَ مَكَانَهُ فَصَلَّى الْعِشَاءَ الْاٰخِرَةَ ثُمَّ سَلَّمَ وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمْ اَمْرٌ يَّخْشٰى فَوْتَهُ فَلْيُصَلِّ هٰذِهِ الصَّلٰوةَ .

৫৯৮। কাছীর ইবনে কারাওয়ান্দা (র) বলেন, আমরা সফরের নামায সম্পর্কে সালেম ইবনে আবদুল্লাহ (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম যে, আবদুল্লাহ (রা) কি সফরে একাধিক নামায একত্রে পড়তেন? তিনি বলেন, না, তবে মুযদালিফা ব্যতীত। পরক্ষণেই তিনি খেয়াল করে বলেন, সফিয়্যা (রা) আবদুল্লাহ (রা)-এর স্ত্রী ছিলেন। তিনি তার নিকট খবর পাঠান, আমি পার্থিব জীবনের শেষ দিনে এবং আখেরাতের প্রথম দিনে উপনীত হয়েছি। অতএব তিনি বাহনে আরোহণ করলেন, আমিও তার সঙ্গে ছিলাম এবং অত্যন্ত দ্রুত চললেন। শেষে নামাযের ওয়াক্ত হলো। মুআযযিন বললো, হে আবু আবদুর রহমান! নামায। তিনি চলতে থাকলেন, এমনকি দুই নামাযের মাঝামাঝি সময়ে অবতরণ করে মুআযযিনকে বলেন, ইকামত দাও এবং আমি যুহরের নামাযের সালাম ফিরালে তুমি আবার স্বস্থানে ইকামত দিবে। অতএব সে ইকামত দিলে তিনি যুহরের দুই রাক্‌আত নামায পড়েন, আবার ইকামত দিলে আসরের দুই রাক্‌আত নামায পড়েন। অতঃপর বাহনে আরোহণ করে চলতে থাকলেন। সূর্য ডোবার পর মুআযযিন বললো, হে আবু আবদুর রহমান! নামায। তিনি বলেন, তোমার পূর্বের কাজের অনুরূপ, এই বলে তিনি চলতে থাকলেন। শেষে তারকারাজি দৃশ্যমান হলে তিনি অবতরণ করে বলেন, ইকামত দাও এবং আমি সালাম ফিরালে আবার ইকামত দিবে। অতএব সে ইকামত দিলে তিনি মাগরিবের তিন রাক্‌আত নামায পড়েন। সে আবার ইকামত দিলে তিনি এশার নামায পড়েন। তারপর নিজের সামনের দিকে একবার সালাম ফিরিয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কারো সামনে কোন বিষয় উপস্থিত হলে এবং তা বিলুপ্ত হওয়ার আশংকা করলে এভাবেই নামায পড়বে।

اَلْحَالُ الَّتِىْ يُجْمَعُ فِيْهَا بَيْنَ الصَّلٰوتَيْنِ

৪৬-অনুচ্ছেদ ঃ যে অবস্থায় দুই ওয়াক্তের নামায একত্র করা যায়।

٥٩٩- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ .

৫৯৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাড়াহুড়া থাকলে তিনি মাগরিব ও এশার নামায একত্রে পড়তেন।

٦٠٠- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ اَوْ حَزَبَهُ اَمْرٌ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ .

৬০০। ইবনে উমার (রা) বলেন, সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাড়াহুড়া থাকলে অথবা তাঁর সামনে কোন জটিল কাজ উপস্থিত হলে তিনি মাগরিব ও এশার নামায একত্রে পড়তেন।

٦٠١- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ سَالِمٌ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ اِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ .

৬০১। সালেম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি যে, সফরে তাঁর তাড়াহুড়া থাকলে তিনি মাগরিব ও এশার নামায একত্রে পড়তেন।

اَلْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلٰوتَيْنِ فِى الْحَضَرِ

৪৭-অনুচ্ছেদ ঃ আবাসে দুই নামায একত্র করা।

٦٠٢- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيْعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيْعًا مِّنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَّلاَ سَفَرٍ .

৬০২। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, শত্রুর শংকামুক্ত ও সফরহীন অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহর ও আসর একত্রে এবং মাগরিব ও এশা একত্রে পড়ছেন।[৬]

٦٠٣- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ اَبِىْ رِزْمَةَ وَاسْمُهُ غَزْوَانُ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ

---

৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহরের নামায শেষ সময়ে এবং আসরের নামায তার প্রথম সময়ে আদায় করেছিলেন। এমনিভাবে তিনি মাগরিবের শেষ সময়ে ও এশার প্রথম ওয়াক্তে উক্ত দুই নামায পড়েছিলেন। যাতে সফরের সময়, ব্যাধিগ্রস্থ অবস্থায় এবং অতি ব্যস্ততার সময় তাঁর উম্মতগণ এভাবে নামায পড়তে পারে। এটা দৃশ্যত দুই নামাযকে একত্রে পড়া বুঝালেও মূলত পৃথক দুই ওয়াক্তেই দুই নামায পড়া হয়েছিল। হজ্জের সময় আরাফাত ও মুযদালিফায় এবং সফর ব্যতীত দুই নামায একত্রে পড়ার বিধান কোন মাযহাবেই স্বীকৃত নয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হয়তো কোন বিশেষ কারণে আবাসে দুই নামায একত্রে পড়েছেন, যার রহস্য উদঘাটন করা সম্ভব হয়নি। হয়তো দাজ্জাল ও ইয়াজূজ-মাজূজের প্রলয়ংকারী অত্যাচারের সময় মুসলমানরা আবাসেও দুই নামায একত্রে পড়তে বাধ্য হবে। তার বৈধতার জন্য হয়তো মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরহীন অবস্থায় দুই ওয়াক্তের নামায একত্র করেছেন (অনুবাদক)।

عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّىْ بِالْمَدِيْنَةِ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلٰوتَيْنِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَّلاَ مَطَرٍ قِيْلَ لَهُ لِمَ قَالَ لِئَلاَّ يَكُوْنَ عَلٰى اُمَّتِهِ حَرَجٌ .

৬০৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শত্রুর শংকামুক্ত ও বৃষ্টিমুক্ত অবস্থায় মদীনাতে যুহর ও আসরের নামায একত্রে এবং মাগরিব ও এশার নামায একত্রে পড়েছিলেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, তিনি কেন এরূপ করেছিলেন? ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, যাতে তাঁর উম্মতের অসুবিধা না হয়।

٦٠٤- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اَبِى الشَّعْثَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّيْتُ وَرَاءَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثَمَانِيًا جَمِيْعًا وَّسَبْعًا جَمِيْعًا .

৬০৪। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে একত্রে আট রাক্আত (যুহর ও আসর) এবং সাত রাক্আত (মাগরিব ও এশা) নামায পড়েছি।

اَلْجَمْعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَةَ

৪৮-অনুচ্ছেদ ঃ আরাফাতের ময়দানে যুহর ও আসরের নামায একত্রে পড়া।

٦٠٥- اَخْبَرَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ هَارُوْنَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَارَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اَتٰى عَرَفَةَ فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ فَنَزَلَ بِهَا حَتّٰى اِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ اَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ حَتّٰى اِذَا انْتَهٰى اِلٰى بَطْنِ الْوَادِىْ خَطَبَ النَّاسَ ثُمَّ اَذَّنَ بِلاَلٌ ثُمَّ اَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ اَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا .

৬০৫। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফর করে আরাফাতে পৌঁছে দেখতে পান যে, "নামিরা" নামক স্থানে তাঁর জন্য একটি তাঁবু খাটানো হয়েছে। তিনি সেখানে অবতরণ করেন। শেষে যখন সূর্য ঢলে পড়লো তখন তাঁর নির্দেশে "কাসওয়া" নামক উষ্ট্রীর পিঠে তাঁর জন্য হাওদা বাঁধা হলো এবং তিনি "বাতনুল ওয়াদী" (উপত্যকার মধ্যখানে) পৌঁছে সমবেত জনতার উদ্দেশে ভাষণ দেন। তারপর বিলাল (রা) আযান ও ইকামত দিলেন এবং তিনি যুহরের নামায পড়লেন।

বিলাল (রা) পুনরায় ইকামত বলার পর তিনি আসরের নামায পড়লেন। তিনি এই দুই নামাযের মধ্যখানে আর কোন নামায পড়েননি।[৭]

اَلْجَمْعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمُزْدَلِفَةِ

৪৯-অনুচ্ছেদ ঃ মুযদালিফায় মাগরিব ও এশার নামায একত্রে পড়া।

٦٠٦- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ اَنَّ اَبَا اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيَّ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ صَلّٰى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيْعًا .

৬০৬। আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত। আবু আইউব আল-আনসারী (রা) তাকে অবহিত করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে 'বিদায় হজ্জে' মুযদালিফায় মাগরিব ও এশার নামায একত্রে পড়েছেন।

٦٠٧- اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اَبِيْ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ حَيْثُ اَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ فَلَمَّا اَتٰى جَمْعًا جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ فَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ هٰذَا الْمَكَانِ مِثْلَ هٰذَا .

৬০৭। সাঈদ ইবনে জুবাইর (র) বলেন, আরাফাত থেকে মুযদালিফায় আসার পথে আমি ইবনে উমার (রা)-র সাথে ছিলাম। মুযদালিফায় পৌছে তিনি মাগরিব ও এশার নামায একত্রে পড়েন। নামাযশেষে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই স্থানে এরূপ আমল করেছেন।

٦٠٨- اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ .

৬০৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাগরিব ও এশার নামায মুযদালিফায় পড়েছেন।

---

৭. আরাফাতের ময়দানে ৯ যিলহজ্জ যুহর ও আসরের নামায দুই রাক্‌আত করে একই সময়ে পড়া সুন্নাত। আর মুযদালিফায় মাগরিবের নামায তিন রাক্‌আত এবং এশার নামায দুই রাক্‌আত একই সময়ে পড়া ওয়াজিব, বাধ্যতামূলক (অনুবাদক)।

٦٠٩- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ مَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلٰوتَيْنِ اِلاَّ بِجَمْعٍ وَصَلَّى الصُّبْحَ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ وَقْتِهَا .

৬০৯। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুযদালিফা ব্যতীত আর কোথাও দুই নামায একত্রে পড়তে দেখিনি এবং তিনি ঐ দিন ফজরের নামায তার স্বাভাবিক ওয়াক্তের পূর্বে পড়েছেন।

كَيْفَ الْجَمْعُ

৫০-অনুচ্ছেদ ঃ কিভাবে (দুই ওয়াক্তের নামায) একত্রে পড়া হবে?

٦١٠- اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عُقْبَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ اَبِيْ حَرْمَلَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ اَرْدَفَهُ مِنْ عَرَفَةَ فَلَمَّا اَتَى الشِّعْبَ نَزَلَ فَبَالَ وَلَمْ يَقُلْ اَهْرَاقَ الْمَاءَ قَالَ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ مِنْ اِدَاوَةٍ فَتَوَضَّاَ وُضُوْءً خَفِيْفًا فَقُلْتُ لَهُ الصَّلٰوةَ فَقَالَ الصَّلٰوةُ اَمَامَكَ فَلَمَّا اَتَى الْمُزْدَلِفَةَ صَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ نَزَعُوْا رِحَالَهُمْ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ .

৬১০। উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আরাফাত থেকে তাঁর বাহনের পিছনে বসিয়েছিলেন। তিনি উপত্যকায় পৌছে বাহন থেকে অবতরণ করে পেশাব করেন। আমি পাত্র থেকে তাঁর উযুর পানি ঢাললাম। তিনি হালকাভাবে উযু করলেন। আমি তাঁকে বললাম, নামাযের সময় হয়েছে। তিনি বলেন ঃ নামায তোমার সম্মুখে। মুযদালিফায় পৌছার পর তিনি মাগরিবের নামায পড়েন। তারপর উষ্ট্রীর পিঠের হাওদা নামানো হলো। তারপর তিনি এশার নামায পড়েন।

فَضْلُ الصَّلٰوةِ لِمَوَاقِيْتِهَا

৫১-অনুচ্ছেদ ঃ ওয়াক্তমত নামায পড়ার ফযীলাত।

٦١١- اَخْبَرَنَا عَمْرُوْ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيٰ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ الْعَيْزَارِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ يَقُوْلُ حَدَّثَنَا صَاحِبُ هٰذِهِ الدَّارِ وَاَشَارَ

اِلٰى دَارِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَىُّ الْعَمَلِ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى قَالَ الصَّلٰوةُ عَلٰى وَقْتِهَا وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ وَالْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ .

৬১১। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, কোন্ আমল মহান আল্লাহ্‌র নিকট অধিক প্রিয়? তিনি বলেন ঃ ওয়াক্তমত নামায পড়া, মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করা এবং মহামহিমান্বিত আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা।

٦١٢- اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ النَّخَعِىُّ سَمِعَهُ مِنْ اَبِىْ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَىُّ الْعَمَلِ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ قَالَ اِقَامُ الصَّلٰوةِ لِوَقْتِهَا وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ وَالْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ .

৬১২। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, কোন্ আমলটি আল্লাহ তাআলার নিকট অধিক প্রিয়? তিনি বলেন ঃ ওয়াক্তমত নামায পড়া, মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করা এবং মহামহিম আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা।

٦١٣- اَخْبَرَنَا يَحْىَ بْنُ حَكِيْمٍ وَعَمْرُو بْنُ يَزِيْدَ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ كَانَ فِىْ مَسْجِدِ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيْلَ فَاُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَجَعَلُوْا يَنْتَظِرُوْنَهُ فَقَالَ اِنِّىْ كُنْتُ اُوْتِرُ قَالَ وَسُئِلَ عَبْدُ اللّٰهِ هَلْ بَعْدَ الْاَذَانِ وِتْرٌ قَالَ نَعَمْ وَبَعْدَ الْاِقَامَةِ وَحَدَّثَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ نَامَ عَنِ الصَّلٰوةِ حَتّٰى طَلَعَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلّٰى وَاللَّفْظُ لِيَحْىٰ .

৬১৩। ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনুল মুনতাশির (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি আমর ইবনে শুরাহবীল (রা)-এর মসজিদে উপস্থিত থাকা অবস্থায় ইকামত দেয়া হলো। মুসল্লীগণ তার অপেক্ষা করছিলেন। তিনি বলেন, আমি বেতের (মাগরিবের ফরযের কাযা) নামায পড়ছিলাম, তাই বিলম্ব হয়েছে।। রাবী বলেন, আবদুল্লাহ (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, আযানের পর কি বেতের (কাযা) পড়া যায়? তিনি বলেন, হাঁ এবং ইকামতের পরও। এ ব্যাপারে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীসও বর্ণনা করেন যে, (খায়বার যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাযের সময় ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলেন, এমনকি সূর্য উঠে গেলো। তিনি ঘুম থেকে উঠে ফজর নামায পড়েন।

فِيْمَنْ نَسِىَ صَلٰوةً

৫২-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি নামায পড়তে ভুলে যায়।

٦١٤- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ نَسِىَ صَلٰوةً فَلْيُصَلِّهَا اِذَا ذَكَرَهَا .

৬১৬। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি নামায পড়ার কথা ভুলে গেলে স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে সে যেন তা পড়ে নেয়।

فِيْمَنْ نَامَ عَنْ صَلٰوةٍ

৫৩-অনুচ্ছেদ ঃ ঘুমন্ত অবস্থায় কারো নামায ছুটে গেলে।

٦١٥- اَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ الْاَحْوَلُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يَرْقُدُ عَنِ الصَّلٰوةِ اَوْ يَغْفُلُ عَنْهَا قَالَ كَفَّارَتُهَا اَنْ يُصَلِّيَهَا اِذَا ذَكَرَهَا .

৬১৫। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নামায না পড়ে ঘুমিয়ে পড়া বা নামাযের কথা ভুলে যাওয়া ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বলেন ঃ এর ক্ষতিপূরণ হলো যখনই স্মরণ হবে তখনই সে তা পড়ে নিবে।

٦١٦- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ ذَكَرُوْا لِلنَّبِىِّ ﷺ نَوْمَهُمْ عَنِ الصَّلٰوةِ فَقَالَ اِنَّهُ لَيْسَ فِى النَّوْمِ تَفْرِيْطٌ اِنَّمَا التَّفْرِيْطُ فِى الْيَقْظَةِ فَاِذَا نَسِىَ اَحَدُكُمْ صَلٰوةً اَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا اِذَا ذَكَرَهَا .

৬১৬। আবু কাতাদা (রা) বলেন, সাহাবায়ে কিরাম (রা) নামাযের সময় তাদের ঘুম থেকে জাগতে না পারার বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উত্থাপন করেন। তিনি বলেন ঃ ঘুমন্ত অবস্থায় নামাযের ওয়াক্ত চলে গেলে ত্রুটি নয়, ত্রুটি হচ্ছে জাগ্রত অবস্থায় (যথাসময়ে নামায না পড়া)। সুতরাং তোমাদের কেউ নামাযের কথা ভুলে গেলে বা ঘুমিয়ে থাকলে, যখনই স্মরণ হয় তখনই যেন তা পড়ে নেয়।[৮]

---

৮. এ হাদীসের অর্থ এই নয় যে, নামায না পড়ে ঘুমিয়ে থাকলে কোন অপরাধ হবে না। বরং এর অর্থ এই যে, ঘটনাক্রমে ঘুমন্ত অবস্থায় নামাযের ওয়াক্ত চলে গেলে তাতে অপরাধ হবে না। কিন্তু কেউ যদি নামায না পড়ে ঘুমিয়ে থাকাকে অভ্যাসে পরিণত করে নেয়, তবে এটা অবশ্যই শাস্তিযোগ্য অপরাধ হবে (অনুবাদক)।

٦١٧- اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ وَهُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ فِى النَّوْمِ تَفْرِيْطٌ اِنَّمَا التَّفْرِيْطُ فِيْمَنْ لَمْ يُصَلِّ حَتّٰى يَجِيْءَ وَقْتُ الصَّلٰوةِ الْاُخْرٰى حَتّٰى يَنْتَبِهَ لَهَا .

৬১৭। আবু কাতাদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ঘুমের মধ্যে ত্রুটি নেই। নিশ্চয় ত্রুটি হলো সেই ব্যক্তির বেলায় যে নামায পড়েনি এবং এমতাবস্থায় পরবর্তী নামাযের ওয়াক্ত উপস্থিত হয়, তখন সে নামাযের জন্য সতর্ক হয়।

اِعَادَةُ مَا نَامَ عَنْهُ مِنَ الصَّلٰوةِ لِوَقْتِهَا مِنَ الْغَدِ

৫৪-অনুচ্ছেদ ঃ কেউ নামায না পড়ে ঘুমিয়ে পড়লে পরদিন ঠিক একই সময়ে তা কাযা করা।

٦١٨- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا نَامُوْا عَنِ الصَّلٰوةِ حَتّٰى طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلْيُصَلِّهَا اَحَدُكُمْ مِّنَ الْغَدِ لِوَقْتِهَا .

৬১৮। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। ঘুমন্ত অবস্থায় (ক্লান্তিজনিত কারণে) সাহাবীদের নামায ছুটে গেলো এবং এমতাবস্থায় সূর্য উদিত হলো। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের প্রত্যেকে আগামী কাল এই নামায ঠিক একই সময়ে পড়ে নিবে।

٦١٩- اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى ابْنُ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ الْاَعْلٰى حَدَّثَنَا يَعْلٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا نَسِيْتَ الصَّلٰوةَ فَصَلِّ اِذَا ذَكَرْتَ فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ . قَالَ عَبْدُ الْاَعْلٰى حَدَّثَنَا بِهِ يَعْلٰى مُخْتَصَرًا .

৬১৯। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তুমি নামায পড়ার কথা ভুলে গেলে স্মরণ হওয়া মাত্র তা পড়ে নিবে। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ “আমার স্মরণার্থে নামায কায়েম করো” (২০ ঃ ১৪)। আবদুল আলা (র) বলেন, ইয়ালা (র) এ হাদীস আমাদের নিকট সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা করেছেন।

٦٢٠- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ بْنِ الْاَسْوَدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ نَسِىَ صَلٰوةً فَلْيُصَلِّهَا اِذَا ذَكَرَهَا فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَالَ "اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ" .

৬২০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ কোন ব্যক্তি কোন নামাযের কথা ভুলে গেলে স্মরণ হওয়া মাত্র যেন তা পড়ে নেয়। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেছেন ঃ "আমার স্মরণার্থে নামায কায়েম করো" (২০ ঃ ১৪)।

٦٢١- اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ نَسِىَ صَلٰوةً فَلْيُصَلِّهَا اِذَا ذَكَرَهَا فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ "اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ" قُلْتُ لِلزُّهْرِىِّ هٰكَذَا قَرَاَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ .

৬২১। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি নামাযের কথা ভুলে গেলে সে যেন স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে তা পড়ে নেয়। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ "আমার স্মরণার্থে নামায কায়েম করো।" মামার (র) বলেন, আমি যুহরী (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি এভাবেই পড়েছিলেন? তিনি বলেন, হাঁ।

بَابُ كَيْفَ يَقْضِى الْفَائِتَ مِنَ الصَّلٰوةِ

৫৫-অনুচ্ছেদ ঃ কাযা নামায কিভাবে পড়বে?

٦٢٢- اَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ اَبِىْ مَرْيَمَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ سَفَرٍ فَاَسْرَيْنَا لَيْلَةً فَلَمَّا كَانَ فِىْ وَجْهِ الصُّبْحِ نَزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَنَامَ وَنَامَ النَّاسُ فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ اِلاَّ بِالشَّمْسِ قَدْ طَلَعَتْ عَلَيْنَا فَاَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمُؤَذِّنَ فَاَذَّنَ ثُمَّ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ ثُمَّ حَدَّثَنَا بِمَا هُوَ كَائِنٌ حَتّٰى تَقُوْمَ السَّاعَةُ .

৬২২। বুরায়দ ইবনে আবু মরিয়ম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা (এক সফরে) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সারা রাত পথ চললাম। রাতের শেষাংশে ফজরের নিকটবর্তী সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক স্থানে অবতরণ করে ঘুমিয়ে পড়েন এবং তাঁর সঙ্গীগণও ঘুমিয়ে পড়েন। সূর্যের আলোকরশ্মি আমাদের স্পর্শ না করা পর্যন্ত আমরা জাগতে পারলাম না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুআযযিনকে আযান দিতে আদেশ করলে তিনি আযান দিলেন। তিনি দুই রাক্‌আত ফজরের সুন্নাত পড়লেন। তিনি আবার তাকে ইকামত দেয়ার নির্দেশ দিলেন এবং সাহাবীদের নিয়ে ফরয নামায পড়লেন। তারপর আমাদের নিকট কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত সংঘটিতব্য ভয়ংকর ঘটনাবলীর বর্ণনা দিলেন।

٦٢٣- اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ نَّافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ اَبِىْ عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَحُبِسْنَا عَنْ صَلٰوةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فَاشْتَدَّ ذٰلِكَ عَلَىَّ فَقُلْتُ فِىْ نَفْسِىْ نَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِلاَلاً فَاَقَامَ فَصَلّٰى بِنَا الظُّهْرَ ثُمَّ اَقَامَ فَصَلّٰى بِنَا الْعَصْرَ ثُمَّ اَقَامَ فَصَلّٰى بِنَا الْمَغْرِبَ ثُمَّ اَقَامَ فَصَلّٰى بِنَا الْعِشَاءَ ثُمَّ طَافَ عَلَيْنَا فَقَالَ مَا عَلَى الْاَرْضِ عِصَابَةٌ يَّذْكُرُوْنَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ غَيْرُكُمْ .

৬২৩। আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। আমরা (খন্দক যুদ্ধ চলাকালে) যুহর, আসর, মাগরিব ও এশার নামায আদায়ে বাধাপ্রাপ্ত হলাম। এটা ছিল আমার নিকট কষ্টদায়ক। আমি মনে মনে ভাবলাম, আমরা তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদরত আছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিলাল (রা)-কে ইকামত দিতে নির্দেশ দিলেন এবং তিনি আমাদের নিয়ে যুহরের নামায পড়লেন। তিনি আবার ইকামত দিলে তিনি আমাদের নিয়ে আসরের নামায পড়লেন। তিনি আবার ইকামত দিলে তিনি আমাদের নিয়ে মাগরিবের নামায পড়লেন। তিনি পুনরায় ইকামত দিলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিয়ে এশার নামায পড়লেন। অতঃপর তিনি আমাদের মধ্যে পায়চারি করে বলেন ঃ ভূ-পৃষ্ঠে তোমাদের ছাড়া এমন কোন দল নেই, যারা মহামহিম আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে।

٦٢٤- اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىٰ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُوْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ عَرَّسْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ حَتّٰى طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِيَاْخُذْ كُلُّ رَجُلٍ بِرَاْسِ رَاحِلَتِهِ فَاِنَّ هٰذَا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ فَفَعَلْنَا فَدَعَا بِالْمَاءِ فَتَوَضَّاَ ثُمَّ صَلّٰى سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَصَلَّى الْغَدَاةَ .

৬২৪। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে রাতভর সফর করলাম এবং শেষ রাতে অবতরণ করে ঘুমিয়ে পড়লাম। সূর্য উদয় না হওয়া পর্যন্ত আমরা জাগতে পারিনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ প্রত্যেক ব্যক্তি যেন নিজ নিজ বাহনের লাগাম ধরে এ স্থান ত্যাগ করে। কেননা এ স্থানে শয়তান আমাদের কাছে হাযির হয়েছে। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমরা তাই করলাম। (কিছু দূর গিয়ে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানি আনিয়ে উযু করলেন, অতঃপর দুই রাক্‌আত (ফজরের সুন্নাত) নামায পড়েন, তারপর ইকামত হলে ফজরের (ফরয) নামায পড়েন।

٦٢٥- اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ خُشَيْشُ بْنُ اَصْرَمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ حَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ نَّافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فِىْ سَفَرٍ لَّهُ مَنْ يَّكْلَؤُنَا اللَّيْلَةَ لاَ نَرْقُدُ عَنِ الصَّلٰوةِ عَنْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ قَالَ بِلاَلٌ اَنَا فَاسْتَقْبَلَ مَطْلَعَ الشَّمْسِ فَضُرِبَ عَلٰى اٰذَانِهِمْ حَتّٰى اَيْقَظَهُمْ حَرُّ الشَّمْسِ فَقَامُوْا فَقَالَ تَوَضَّؤُا ثُمَّ اَذَّنَ بِلاَلٌ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ وَصَلُّوْا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ثُمَّ صَلُّوا الْفَجْرَ .

৬২৫। নাফে ইবনে জুবাইর (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কোন এক সফরে বলেন ঃ আজ রাতে কে আমাদের প্রহরীর দায়িত্ব পালন করবে, যাতে ঘুমন্ত অবস্থায় আমাদের ফজরের নামাযের ওয়াক্ত চলে না যায়। বিলাল (রা) বলেন, আমি। তিনি সূর্যের উদয়ের দিকে মুখ করে বসে গেলেন। তাঁরা এমন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন যে, রোদের তাপ তাদের জাগ্রত করলো। তারা সকলে উঠে গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা উযু করো। অতঃপর বিলাল (রা) আযান দিলেন। তিনি দুই রাক্‌আত সুন্নাত পড়েন এবং অন্যরাও দুই রাক্‌আত সুন্নাত পড়লেন। এরপর তারা ফজরের নামায পড়েন।

٦٢٦- اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ ابْنُ هِلاَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَبِيْبُ عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَدْلَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ عَرَّسَ فَلَمْ يَسْتَيْقِظُوْا حَتّٰى طَلَعَتِ الشَّمْسُ اَوْ بَعْضُهَا فَلَمْ يُصَلِّ حَتّٰى ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ فَصَلّٰى وَهِيَ صَلٰوةُ الْوُسْطٰى .

৬২৬। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে সফর করলেন এবং শেষ রাতে এক স্থানে অবতরণ করে ঘুমিয়ে পড়লেন। শেষে সূর্য উদিত হলো অথবা সূর্যের কিয়দংশ উদিত হলো। সূর্য আলোকোজ্জ্বল না হওয়া পর্যন্ত তিনি নামায পড়েননি। তারপর তিনি নামায পড়েন। এটা ছিল সালাতুল উসতা (মধ্যবর্তী নামায)।

অধ্যায় ঃ ৭

كِتَابُ الأَذَانِ

(আযান)

بَدْءُ الأَذَانِ

১-অনুচ্ছেদ ঃ আযানের সূচনা।

٦٢٧- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ وَاِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالاَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ نَافِعُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ كَانَ الْمُسْلِمُوْنَ حِيْنَ قَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ يَجْتَمِعُوْنَ فَيَتَحَيَّنُوْنَ الصَّلٰوةَ وَلَيْسَ يُنَادِىْ بِهَا اَحَدُ فَتَكَلَّمُوْا يَوْمًا فِىْ ذٰلِكَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ اتَّخِذُوْا نَاقُوْسًا مِثْلَ نَاقُوْسِ النَّصَارٰى وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ قَرْنًا مِّثْلَ قَرْنِ الْيَهُوْدِ وَقَالَ عُمَرُ اَوَلاَ تَبْعَثُوْنَ رَجُلاً يُنَادِىْ بِالصَّلٰوةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا بِلاَلُ قُمْ فَنَادِ بِالصَّلٰوةِ .

৬২৭। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলতেন, মুসলমানগণ মদীনায় আসার পর একত্র হয়ে নামাযের সময় নির্ধারণ করে নিতেন। কেউ নামাযের জন্য ডাকতো না। একদিন তারা বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন। তাদের কেউ বলেন, খৃস্টানদের ঘণ্টার ন্যায় তোমরাও একটি ঘণ্টার ব্যবস্থা করো। আবার তাদের কেউ বলেন, বরং ইহূদীদের শিঙ্গার ন্যায় একটি সিঙ্গার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। আর উমার (রা) বলেন, আপনারা কি নামায পড়তে ডাকার জন্য এক ব্যক্তিকে পাঠাতে পারেন না? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হে বিলাল! ওঠো এবং নামাযের জন্য ডাকো।

تَثْنِيَةُ الأَذَانِ

২-অনুচ্ছেদ ঃ আযানের বাক্যগুলো দুইবার করে বলা।

٦٢٨- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ بِلاَلاً اَنْ يَّشْفَعَ الْاَذَانَ وَيُوْتِرَ الْاِقَامَةَ .

৬২৮। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিলাল (রা)-কে নির্দেশ দিলেন তিনি যেন আযানের বাক্যগুলো জোড় সংখ্যায় এবং ইকামতের বাক্যগুলো বেজোড় সংখ্যায় বলেন।

٦٢٩- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ جَعْفَرٍ عَنْ اَبِى الْمُثَنّٰى عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ الْاَذَانُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَثْنٰى مَثْنٰى وَالْاِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً اِلاَّ اَنَّكَ تَقُوْلُ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ ٠

৬২৯। ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে আযানের বাক্যগুলো দুইবার এবং ইকামতের বাক্যগুলো একবার করে বলা হতো। তবে তুমি "কাদ কামাতিস সালাহ" দুইবার বলবে।

خَفْضُ الصَّوْتِ فِى التَّرْجِيْعِ فِى الْاَذَانِ

৩-অনুচ্ছেদ ঃ আযানের তারজীতে আওয়াজ নীচু করা।

٦٣٠- اَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِىْ مَحْذُوْرَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَبْدُ الْعَزِيْزِ وَجَدِّىْ عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ اَبِىْ مَحْذُوْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَقْعَدَهُ وَاَلْقٰى عَلَيْهِ الْاَذَانَ حَرْفًا حَرْفًا قَالَ اِبْرَاهِيْمُ هُوَ مِثْلُ اَذَانِنَا هٰذَا قُلْتُ لَهُ اَعِدْ عَلَىَّ قَالَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مَرَّتَيْنِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ قَالَ بِصَوْتٍ دُوْنَ ذٰلِكَ الصَّوْتِ يُسْمِعُ مَنْ حَوْلَهُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مَرَّتَيْنِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ مَرَّتَيْنِ حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ مَرَّتَيْنِ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ مَرَّتَيْنِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ .

৬৩০। আবু মাহযূরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বসিয়ে এক একটি শব্দ করে আযান শিখিয়ে দেন। ইবরাহীম (র) বলেন, তা আমাদের এই আযানের ন্যায়। আমি তাকে বললাম, (আযানের শব্দগুলো) আমার নিকট পুনরাবৃত্তি করুন। তিনি বলেন ঃ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ দুইবার, اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ দুইবার, اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ দুইবার, পুনরায় তিনি তার নিকটস্থ লোকদের শুনিয়ে নিচু স্বরে আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ দুইবার এবং আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ

দুইবার বলেন। اَللّٰهُ اَكْبَرُ দুইবার, حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ দুইবার, حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ দুইবার, اَللّٰهُ اَكْبَرُ দুইবার এবং لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ একবার।

كَمِ الْاَذَانُ مِنْ كَلِمَةٍ

৪-অনুচ্ছেদ ঃ আযানের বাক্যগুলোর সংখ্যা কতো?

٦٣١- اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ اَنْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ هَمَّامِ بْنِ يَحْيٰ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَكْحُوْلٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَيْرِيْزٍ عَنْ اَبِىْ مَحْذُوْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَّمَهُ الْاَذَانَ تِسْعَ عَشَرَةَ كَلِمَةً وَالْاِقَامَةَ سَبْعَ عَشَرَةَ كَلِمَةً ثُمَّ عَدَّهَا اَبُوْ مَحْذُوْرَةَ تِسْعَ عَشَرَةَ كَلِمَةً وَّسَبْعَ عَشْرَةَ .

৬৩১। আবু মাহযূরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আযানের ঊনিশটি এবং ইকামতের সতেরটি বাক্য শিখিয়েছেন। অতঃপর আবু মাহযূরা (রা) ঊনিশটি ও সতেরটি বাক্য গণনা করেন।

كَيْفَ الْاَذَانُ

৫-অনুচ্ছেদ ঃ আযান দেয়ার নিয়ম।

٦٣٢- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ عَامِرٍ الْاَحْوَلِ عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَحَيْرِيْزٍ عَنْ اَبِىْ مَحْذُوْرَةَ قَالَ عَلَّمَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْاَذَانَ فَقَالَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ ثُمَّ يَعُوْدُ يَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ.

৬৩২। আবু মাহযূরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে আযান শিক্ষা দিয়ে বলেন ঃ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ .

তারপর তিনি আবার বলেন ঃ

اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ .

٦٣٣- اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ وَيُوْسُفُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالاَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِىْ مَحْذُوْرَةَ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مُحَيْرِيْزٍ اَخْبَرَهُ وَكَانَ يَتِيْمًا فِىْ حِجْرِ اَبِىْ مَحْذُوْرَةَ حَتّٰى جَهَّزَهُ اِلَى الشَّامِ قَالَ قُلْتُ لِاَبِىْ مَحْذُوْرَةَ اِنِّىْ خَارِجٌ اِلَى الشَّامِ وَاَخْشٰى اَنْ اُسْاَلَ عَنْ تَاْذِيْنِكَ فَاَخْبَرَنِىْ اَنَّ اَبَا مَحْذُوْرَةَ قَالَ لَهُ خَرَجْتُ فِىْ نَفَرٍ فَكُنَّا بِبَعْضِ طَرِيْقِ حُنَيْنٍ مَقْفَلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ حُنَيْنٍ فَلَقِيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِىْ بَعْضِ الطَّرِيْقِ فَاَذَّنَ مُؤَذِّنُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِالصَّلٰوةِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَمِعْنَا صَوْتَ الْمُؤَذِّنِ وَنَحْنُ عَنْهُ مُتَنَكِّبُوْنَ فَظَلِلْنَا نَحْكِيْهِ وَنَهْزَاُ بِهِ فَسَمِعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الصَّوْتَ فَاَرْسَلَ اِلَيْنَا حَتّٰى وَقَفْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّكُمُ الَّذِىْ سَمِعْتُ صَوْتَهُ قَدِ ارْتَفَعَ فَاَشَارَ الْقَوْمُ اِلَىَّ وَصَدَّقُوْا فَاَرْسَلَهُمْ كُلَّهُمْ وَحَبَسَنِىْ قَالَ قُمْ فَاَذِّنْ بِالصَّلٰوةِ فَقُمْتُ فَاَلْقٰى عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ التَّاْذِيْنَ هُوَ بِنَفْسِهِ قَالَ قُلْ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ ثُمَّ قَالَ ارْجِعْ فَامْدُدْ مِنْ صَوْتِكَ ثُمَّ قَالَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ثُمَّ دَعَانِىْ حِيْنَ قَضَيْتُ التَّاْذِيْنَ فَاَعْطَانِىْ صُرَّةً فِيْهَا شَىْءٌ مِّنْ فِضَّةٍ فَقُلْتُ يَا

رَسُوْلَ اللّٰهِ مُرْنِيْ بِالتَّاْذِيْنِ بِمَكَّةَ فَقَالَ قَدْ اَمَرْتُكَ بِهِ فَقَدِمْتُ عَلٰى عَتَّابِ بْنِ اَسِيْدٍ عَامِلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِمَكَّةَ فَاَذَّنْتُ مَعَهُ بِالصَّلٰوةِ عَنْ اَمْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ۔

৬৩৩। আবদুল আযীয ইবনে আবদুল মালেক ইবনে আবু মাহযূরা (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাইরিয (র) তার নিকট বর্ণনা করেন যে, তিনি ইয়াতীম ছিলেন এবং আবু মাহযূরার তত্ত্বাবধানে লালিত হন এবং তিনি তাকে সিরিয়ায় পাঠিয়েছিলেন। তিনি বলেন, আমি আবু মাহযূরা (রা)-কে বললাম, আমি সিরিয়া অভিমুখে রওয়ানা হচ্ছি। আমি আশংকা করছি যে, আপনার আযান সম্পর্কে আমি জিজ্ঞাসিত হবো। আবদুল আযীয (র) বলেন, ইবনে মুহাইরিয আমাকে বলেন যে, আবু মাহযূরা (রা) তাকে বলেছেন, হুনাইন থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রত্যাবর্তনকালে হুনাইনের এক পথ ধরে আমি একটি দলভুক্ত হয়ে যাত্রা করলাম। পথিমধ্যে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে মিলিত হলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুআযযিন তার কাছেই নামাযের আযান দিলেন। আমরা তাঁর থেকে দূরে থাকতেই আযানের ধ্বনি শুনলাম। তাই আমরা পরস্পর তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করলাম এবং আযানের প্রতিধ্বনি করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ আওয়াজ শুনলেন এবং আমাদের ডেকে পাঠালেন। আমরা তাঁর সামনে দাঁড়ালাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করেন ঃ আমি তোমাদের মধ্যে কার উচ্চ কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছি? লোকেরা আমার দিকে ইশারা করলো এবং সত্যায়ন করলো। তিনি সকলকে ছেড়ে ছিলেন এবং আমাকে আটকিয়ে রাখলেন। তিনি আমাকে নির্দেশ দিলেন ঃ দাঁড়াও, নামাযের আযান দাও। আমি দাঁড়ালে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে আযান শিক্ষা দিলেন। তিনি বলেন ঃ তুমি বলো ঃ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ ۔

তারপর বলেন ঃ পুনরায় দীর্ঘস্বরে বলো। তারপর তিনি বলেন ঃ

اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ۔

আমি আযান শেষ করলে তিনি আমাকে ডেকে একটি থলে দান করেন। তাতে ছিল কিছু রৌপ্য মুদ্রা। আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে মক্কায় আযান দেয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত করুন। তিনি বলেন ঃ হাঁ, তোমাকে মক্কায় আযান দেয়ার দায়িত্বে

নিযুক্ত করলাম। তারপর আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক নিযুক্ত মক্কার শাসক আত্তাব ইবনে উসাইদ (রা)-র সাথে সাক্ষাত করি এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ অনুযায়ী তার সঙ্গে আযান দিতে থাকি।

اَلْاَذَانُ فِى السَّفَرِ

৬-অনুচ্ছেদ ঃ সফরকালে আযান দেয়া।

٦٣٤- اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ السَّائِبِ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ وَاُمُّ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِىْ مَحْذُوْرَةَ عَنْ اَبِىْ مَحْذُوْرَةَ قَالَ لَمَّا خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ حُنَيْنٍ خَرَجْتُ عَاشِرَ عَشْرَةٍ مِّنْ اَهْلِ مَكَّةَ نَطْلُبُهُمْ فَسَمِعْنَاهُمْ يُؤَذِّنُوْنَ بِالصَّلٰوةِ فَقُمْنَا نُؤَذِّنُ نَسْتَهْزِئُ بِهِمْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ سَمِعْتُ فِىْ هٰؤُلاَءِ تَاذِيْنَ اِنْسَانٍ حَسَنِ الصَّوْتِ فَاَرْسَلَ اِلَيْنَا فَاَذَّنَّا رَجُلٌ رَجُلٌ وَكُنْتُ اٰخِرَهُمْ فَقَالَ حِيْنَ اَذَّنْتُ تَعَالَ فَاَجْلَسَنِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ فَمَسَحَ عَلٰى نَاصِيَتِىْ وَبَرَّكَ عَلَىَّ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ اذْهَبْ فَاَذِّنْ عِنْدَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ فَقُلْتُ كَيْفَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَعَلَّمَنِىْ كَمَا تُؤَذِّنُوْنَ الْاٰنَ بِهَا اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ فِى الْاَوَّلِ مِنَ الصُّبْحِ قَالَ وَعَلَّمَنِى الْاِقَامَةَ مَرَّتَيْنِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ عُثْمَانُ هٰذَا الْخَبَرَ كُلَّهُ عَنْ اَبِيْهِ وَعَنْ اُمِّ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِىْ مَحْذُوْرَةَ اَنَّهُمَا سَمِعَا ذٰلِكَ مِنْ اَبِىْ مَحْذُوْرَةَ.

৬৩৪। আবু মাহযূরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হুনাইন থেকে প্রস্থান করলেন তখন আমি মক্কাবাসী দশ ব্যক্তির একটি দলের সদস্য হিসাবে তাঁদের সাথে মিলিত হতে রওয়ানা হলাম। আমরা তাদেরকে নামাযের আযান দিতে শুনলাম। আমরা তাদের আযানের অনুকরণে সশব্দে প্রতিধ্বনি করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি তাদের মধ্যে একজনের সুন্দর কণ্ঠের আযান শুনতে পেয়েছি। তিনি আমাদের ডেকে পাঠান। তারপর আমরা সকলেই এক একজন করে আযান দিলাম, সবশেষে আমি দিলাম। আমি আযান দেয়ার পর তিনি বলেন ঃ আসো। তিনি আমাকে তার সামনে বসান এবং আমার কপালে হাত বুলিয়ে তিনবার বরকতের দোয়া করেন, তারপর বলেন ঃ যাও, মসজিদুল হারামে আযান দাও। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিভাবে? তিনি আমকে আযান শিক্ষা দিলেন যেরূপ তোমরা এখন আযান দিচ্ছো ঃ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ .

তিনি ফজরের আযানে “আস-সালাতু খাইরুম মিনান নাওম” দুইবার বলা শিক্ষা দেন। তিনি আমাকে ইকামত শিক্ষা দেন দুইবার করে ঃ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ .

بَابُ اَذَانِ الْمُنْفَرِدِيْنَ فِى السَّفَرِ

৭-অনুচ্ছেদ ঃ সফর অবস্থায় একাকী নামায আদায়কারীদের আযান।

٦٣٥- اَخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ وَكِيْعٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ اَنَا وَابْنُ عَمٍّ لِّىْ وَقَالَ مَرَّةً اُخْرٰى اَنَا وَصَاحِبٌ لِّىْ فَقَالَ اِذَا سَافَرْتُمَا فَاَذِّنَا وَاَقِيْمَا وَلْيَؤُمَّكُمَا اَكْبَرُكُمَا .

৬৩৫। মালেক ইবনুল হুওয়াইরিছ (রা) বলেন, আমি এবং আমার চাচাত ভাই বা আমার এক সহকর্মী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলাম। তিনি বলেন ঃ তোমরা দু'জন সফরে গেলে আযান দিবে, ইকামত দিবে এবং তোমাদের মধ্যকার জ্যেষ্ঠজন তোমাদের ইমামতি করবে।

اجْتِزَاءُ الْمَرْءِ بِاَذَانِ غَيْرِهِ فِى الْحَضَرِ

৮-অনুচ্ছেদ ঃ আবাসে কোন ব্যক্তির জন্য অপরের আযানই যথেষ্ট।

٦٣٦- اَخْبَرَنِىْ زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ اَتَيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُوْنَ فَاَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِيْنَ لَيْلَةً وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَحِيْمًا رَفِيْقًا فَظَنَّ اَنَّا قَدِ اشْتَقْنَا اِلٰى اَهْلِنَا فَسَاَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا مِنْ اَهْلِنَا فَاَخْبَرْنَاهُ فَقَالَ ارْجِعُوْا اِلٰى اَهْلِيْكُمْ فَاَقِيْمُوْا عِنْدَهُمْ وَعَلِّمُوْهُمْ وَمُرُوْهُمْ اِذَا حَضَرَتِ الصَّلٰوةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ اَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ اَكْبَرُكُمْ .

৬৩৬। মালেক ইবনুল হুওয়াইরিছ (রা) বলেন, আমরা কয়েকজন সমবয়সী যুবক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলাম এবং তাঁর সাথে বিশ দিন অবস্থান করলাম। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দয়াশীল ও বিনম্র চিত্তের। তিনি ধারণা করেন যে, আমরা বাড়ী ফিরে যেতে আগ্রহী। তিনি আমাদের জিজ্ঞেস করেন যে, আমরা বাড়ীতে কাদের রেখে এসেছি? আমরা তাঁকে তা অবহিত করলাম। তিনি বলেন ঃ তোমরা তোমাদের পরিবারে ফিরে যাও এবং তাদের সাথে অবস্থান করো, তাদের জ্ঞান দান করো এবং তাদের সৎকাজের আদেশ দাও। নামাযের ওয়াক্ত হলে তোমাদের জন্য যেন তোমাদের মধ্যকার একজন আযান দেয় এবং তোমাদের মধ্যকার জ্যেষ্ঠজন তোমাদের ইমামতি করে।

٦٣٧- اَخْبَرَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ فَقَالَ لِىْ اَبُوْ قِلاَبَةَ هُوَ حَىٌّ اَفَلاَ تَلْقَاهُ قَالَ اَيُّوْبُ فَلَقِيْتُهُ فَسَاَلْتُهُ فَقَالَ لَمَّا كَانَ وَقْعَةُ الْفَتْحِ بَادَرَ كُلُّ قَوْمٍ بِاِسْلاَمِهِمْ فَذَهَبَ اَبِىْ بِاِسْلاَمِ اَهْلِ حِوَائِنَا فَلَمَّا قَدِمَ اِسْتَقْبَلْنَاهُ فَقَالَ

جِئْتُكُمْ وَاللّٰهِ مِنْ عِنْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَقًّا فَقَالَ صَلُّوْا صَلٰوةَ كَذَا فِىْ حِيْنِ كَذَا وَصَلٰوةَ كَذَا فِىْ حِيْنِ كَذَا فَاِذَا حَضَرَتِ الصَّلٰوةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ اَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ اَكْثَرُكُمْ قُرْاٰنًا .

৬৩৭। আইউব (র) থেকে আবু কিলাবা (র)-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি আমর ইবনে সালামা (র) থেকে বর্ণনা করেন। আইউব (র) বলেন, আবু কিলাবা (র) আমাকে বলেছেন যে, আমর ইবনে সালামা (র) এখনও জীবিত আছেন, আপনি এখনো তার সঙ্গে সাক্ষাত করেন না কেন? আইউব (র) বলেন, আমি তার সাথে সাক্ষাত করে তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের পর প্রত্যেক গোত্রই অগ্রগামী হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে। আমাদের গোত্রের সকলের পক্ষ থেকে আমার পিতা ইসলাম কবুল করার জন্য যান। তিনি ফিরে এলে আমরা তাকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করি। তিনি বলেন, আল্লাহ্র শপথ! নিশ্চয় আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে তোমাদের কাছে এসেছি। তিনি বলেন ঃ অমুক নামায অমুক সময় পড়বে, অমুক নামায অমুক সময়ে। নামাযের ওয়াক্ত হলে তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্যকার একজন আযান দিবে এবং তোমাদের মধ্যকার কুরআনের অধিক জ্ঞানী ব্যক্তি তোমাদের ইতামতি করবে।

اَلْمُؤَذِّنَانِ لِلْمَسْجِدِ الْوَاحِدِ

৯-অনুচ্ছেদ ঃ এক মসজিদে দুইজন মুআযযিন নিযুক্ত করা।

٦٣٨- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يُنَادِىَ ابْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ .

৬৪০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ বিলাল রাত থাকতে আযান দেয়। অতএব ইবনে উম্মে মাকতূম আযান না দেয়া পর্যন্ত তোমরা পানাহার করো।

٦٣٩- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى تَسْمَعُوْا تَاْذِيْنَ ابْنِ اُمِّ مَكْتُوْمٍ.

৬৪০। সালেম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ বিলাল রাত থাকতে আযান দেয়। অতএব তোমরা পানাহার করো, যাবত না ইবনে উম্মে মাকতূমের আযান শুনতে পাও।

هَلْ يُؤَذِّنَانِ جَمِيْعًا اَوْ فُرَادٰى

১০-অনুচ্ছেদ ঃ দুই মুআযযিন একত্রে অথবা স্বতন্ত্রভাবে আযান দিবে?

٦٤٠- اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنِىْ حَفْصٌ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَذَّنَ بِلاَلٌ فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يُؤَذِّنَ ابْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ قَالَتْ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا اِلاَّ اَنْ يَّنْزِلَ هٰذَا وَيَصْعَدَ هٰذَا .

৬৪০। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন বিলাল আযান দেয়, তখন তোমরা পানাহার করো যাবত না ইবনে উম্মে মাকতূম আযান দেয়। আয়েশা (রা) বলেন, দুই আযানের মধ্যে খুব বেশী সময়ের ব্যবধান ছিলো না। তাদের একজন আযান দিয়ে (মিনার থেকে) নেমে আসতো এবং অন্যজন আযান দিতে উঠতো।

٦٤١- اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ هُشَيْمٍ قَالَ اَخْبَرَنَا مَنْصُوْرٌ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَمَّتِهِ اُنَيْسَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَذَّنَ ابْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَاِذَا اَذَّنَ بِلاَلٌ فَلاَ تَاْكُلُوْا وَلاَ تَشْرَبُوْا .

৬৪১। উনায়সা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন ইবনে উম্মে মাকতূম আযান দেয় তখন তোমরা পানাহার করো এবং যখন বিলাল আযান দেয় তখন আর পানাহার করো না।

اَلْاَذَانُ فِىْ غَيْرِ وَقْتِ الصَّلٰوةِ

১১-অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বে আযান দেয়া।

٦٤٢- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ لِيُوْقِظَ نَائِمَكُمْ وَلِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَلَيْسَ اَنْ يَّقُوْلَ هٰكَذَا يَعْنِىْ فِى الصُّبْحِ .

৬৪২। ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ বিলাল রাতে তোমাদের ঘুমন্ত লোকদের জাগানোর জন্য এবং নামাযরত লোকদের বিরত করার জন্য আযান দেয়। সুবুহে কাযিবের প্রকাশে ফজরের ওয়াক্ত হয় না।

وَقْتُ اَذَانِ الصُّبْحِ

১২-অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের আযান দেয়ার সময়।

٦٤٣- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ سَائِلاً سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ وَقْتِ الصُّبْحِ فَاَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِلاَلاً فَاَذَّنَ حِيْنَ طَلَعَ الْفَجْرُ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ اَخَّرَ الْفَجْرَ حَتّٰى اَسْفَرَ ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ فَصَلّٰى ثُمَّ قَالَ هٰذَا وَقْتُ الصَّلٰوةِ .

৬৪৩। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ফজরের ওয়াক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বিলাল (রা)-কে আযান দেয়ার নির্দেশ দেন। বিলাল (রা) ভোর হতেই (সুবহে সাদিকের প্রারম্ভে) আযান দিলেন। পরবর্তী দিন যথেষ্ট ফর্সা হওয়া পর্যন্ত তিনি ফজরের নামাযে বিলম্ব করেন, অতঃপর বিলাল (রা)-কে নির্দেশ দিলে তিনি ইকামত দেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়েন। তারপর বলেন ঃ এটাই ফজরের নামাযের ওয়াক্ত।

كَيْفَ يَصْنَعُ الْمُؤَذِّنُ فِىْ اَذَانِهِ

১৩-অনুচ্ছেদ ঃ মুআযযিন তার আযানে কিরূপ করবে?

٦٤٤- اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَوْنِ بْنِ اَبِىْ جُحَيْفَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَخَرَجَ بِلاَلٌ فَاَذَّنَ فَجَعَلَ يَقُوْلُ فِىْ اَذَانِهِ هٰكَذَا يَنْحَرِفُ يَمِيْنًا وَّشِمَالاً .

৬৪৪। আওন ইবনে আবু জুহাইফা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলাম। বিলাল (রা) বের হয়ে এসে আযান দিলেন। তিনি আযান দেয়ার সময় ডান দিকে এবং বাম দিকে এভাবে মুখ ঘুরান।

رَفْعُ الصَّوْتِ بِالْاَذَانِ

১৪-অনুচ্ছেদ ঃ উচ্চস্বরে আযান দেয়া।

٦٤٥- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ صَعْصَعَةَ الْاَنْصَارِىُّ الْمَازِنِىُّ عَنْ

أَبِيْهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ لَهُ إِنِّيْ أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ فَإِذَا كُنْتَ فِيْ غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ فَأَذَّنْتَ بِالصَّلٰوةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ فَإِنَّهُ لاَ يَسْمَعُ مَدٰى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَّلاَ إِنْسٌ وَلاَ شَيْءٌ إِلاَّ شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . قَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

৬৪৫। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) আবদুর রহমান (র)-কে বলেন, আমি লক্ষ্য করছি যে, তুমি মেষপাল ও বন-জঙ্গল পছন্দ করো। তুমি তোমার মেষপালে বা জঙ্গলে থাকলেও নামাযের জন্য উচ্চস্বরে আযান দিবে। কেননা মুআযযিনের আযানের শব্দ জিন, মানুষ ও অন্য যত কিছু শোনবে তারা কিয়ামতের দিন তার জন্য সাক্ষ্য দিবে। আবু সাঈদ (রা) বলেন, আমি একথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনেছি।

٦٤٦- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلٰى قَالاَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ يَعْنِيْ ابْنَ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُوْسَى بْنِ أَبِيْ عُثْمَانَ عَنْ أَبِيْ يَحْيٰ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ سَمِعَهُ مِنْ فَمِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ بِمَدٰى صَوْتِهِ وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَّيَابِسٍ .

৬৪৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখে বলতে শুনেছেন ঃ মুআযযিনের আওয়াজের দূরত্ব পরিমাণ তাকে ক্ষমা করা হবে এবং প্রত্যেক শুষ্ক ও আর্দ্র (জীবন্ত ও জড়ো) জিনিস তার অনুকূলে সাক্ষ্য দিবে।

٦٤٧- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ الْكُوْفِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ وَالْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ بِمَدِّ صَوْتِهِ وَيُصَدِّقُهُ مَنْ سَمِعَهُ مِنْ رَطْبٍ وَّيَابِسٍ وَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلّٰى مَعَهُ .

৬৪৭। আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ প্রথম কাতারে নামায আদায়কারীদের প্রতি অনুগ্রহ করেন। মুআযযিনকে তার আওয়াজের দূরত্ব পরিমাণ ক্ষমা করা হয় এবং যেসব শুষ্ক ও আর্দ্র জিনিস তার শব্দ শোনে তারা তাকে সত্যবাদী বলে সাক্ষ্য দেয় এবং যারা তার সাথে নামায পড়ে তাদের সম-পরিমাণ প্রতিদান তাকে দেয়া হয়।

اَلتَّثْوِيْبُ فِىْ اَذَانِ الْفَجْرِ

১৫-অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের আযানে তাছবীব (আস-সালাতু খাইরুম মিনান-নাওম বলা)।

٦٤٨- اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِىْ جَعْفَرٍ عَنْ اَبِىْ سَلْمَانَ عَنْ اَبِىْ مَحْذُوْرَةَ قَالَ كُنْتُ أُؤَذِّنُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَكُنْتُ اَقُوْلُ فِىْ اَذَانِ الْفَجْرِ الْاَوَّلِ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ .

৬৪৮। আবু মাহযূরা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুআযযিন ছিলাম। আমি ফজরের প্রথম আযানে হায়্যা আলাল ফালাহ-এর পরে দুইবার বলতাম ঃ "আস-সালাতু খাইরুম মিনান-নাওম" (ঘুম থেকে নামায অধিক কল্যাণকর)। তারপর বলতাম, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

٦٤٩- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ . قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَلَيْسَ بِاَبِىْ جَعْفَرٍ الْفَرَّاءِ .

৬৪৯। সুফিয়ান (র) এই সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবু আবদুর রহমান (র) বলেন, এই সনদে উল্লেখিত আবু জাফর (র) আবু জাফর আল-ফাররা (র) নন।

اٰخِرُ الْاَذَانِ

১৬-অনুচ্ছেদ ঃ আযানের শেষ বাক্য।

٦٥٠- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ اَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ بِلاَلٍ قَالَ اٰخِرُ الْاَذَانِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ .

৬৫০। বিলাল (রা) বলেন, আযানের শেষ বাক্য হলো ঃ "আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"।

٦٥١- اَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ قَالَ كَانَ اٰخِرُ اَذَانِ بِلاَلٍ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ .

৬৫১। আল-আসওয়াদ (র) বলেন, বিলাল (রা)-এর আযানের শেষ বাক্য ছিল ঃ "আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"।

٦٥٢- اَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ مِثْلَ ذٰلِكَ .

৬৫২। সুওয়াইদ (র)...আল-আসওয়াদ (র) সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٦٥٣- اَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ قَالَ حَدَّثَنِى الْاَسْوَدُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ اَبِىْ مَحْذُوْرَةَ اَنَّ اٰخِرَ الْاَذَانِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ .

৬৫৩। আবু মাহযূরা (রা) থেকে বর্ণিত। আযানের শেষ বাক্য হলো, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"।

اَلْاَذَانُ فِى التَّخَلُّفِ عَنْ شُهُوْدِ الْجَمَاعَةِ فِى اللَّيْلَةِ الْمَطِيْرَةِ

১৭-অনুচ্ছেদ ঃ বৃষ্টির রাতে জামাআতে উপস্থিত না হলে আযান দেয়া প্রসঙ্গ।

٦٥٤- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَوْسٍ يَقُوْلُ اَخْبَرَنَا رَجُلٌ مِّنْ ثَقِيْفٍ اَنَّهُ سَمِعَ مُنَادِىَ النَّبِىِّ ﷺ يَعْنِىْ فِىْ لَيْلَةٍ مَّطِيْرَةٍ فِى السَّفَرِ يَقُوْلُ حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ صَلُّوْا فِىْ رِحَالِكُمْ .

৬৫৪। আমর ইবনে আওস (র) বলেন, আমার নিকট ছাকীফ গোত্রের এক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন যে, সফর অবস্থায় বর্ষার এক রাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোষককে তিনি বলতে শুনেছেন, হাইয়্যা আলাস সালাহ, হাইয়্যা আলাল ফালাহ। আপনারা নিজ নিজ বাহনে নামায পড়ুন।

٦٥٥- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَّافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ اَذَّنَ بِالصَّلٰوةِ فِىْ لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَّرِيْحٍ فَقَالَ اَلاَ صَلُّوْا فِى الرِّحَالِ فَاِنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَاْمُرُ الْمُؤَذِّنَ اِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ ذَاتُ مَطَرٍ يَقُوْلُ اَلاَ صَلُّوْا فِى الرِّحَالِ .

৬৫৫। নাফে (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) এক প্রবল ব্যাতা বিক্ষুব্ধ ঠাণ্ডা রাতে নামাযের জন্য আযান দেন। তিনি বলেন, "সকলে নিজ নিজ স্থানে নামায পড়ুন"। কেননা বৃষ্টিমুখর ঠাণ্ডা রাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুআযযিনকে একথা বলার নির্দেশ দিতেন ঃ তোমরা নিজ নিজ স্থানে নামায পড়ো।

اَلْاَذَانُ لِمَنْ يَّجْمَعُ بَيْنَ الصَّلٰوتَيْنِ فِىْ وَقْتِ الْاُوْلٰى مِنْهُمَا

১৮-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি কোন এক ওয়াক্তের প্রারম্ভে দুই নামায একত্রে পড়ে তার আযান প্রসঙ্গে।

٦٥٦- اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَارَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اَتٰى عَرَفَةَ فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةٍ فَنَزَلَ بِهَا حَتّٰى اِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ اَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ حَتّٰى اِذَا انْتَهٰى اِلٰى بَطْنِ الْوَادِىْ خَطَبَ النَّاسَ ثُمَّ اَذَّنَ بِلَالٌ ثُمَّ اَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ اَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا .

৬৫৬। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফর করে আরাফাতে পৌছলেন। তিনি দেখেন যে, নামিরা নামক স্থানে তাঁর জন্য একটি তাঁবু খাটানো হয়েছে। তিনি তথায় অবতরণ করেন। শেষে সূর্য ঢলে পড়লে তিনি কাসওয়া নামক উষ্ট্রীর পিঠে হাওদা স্থাপন করার নির্দেশ দেন। বাহন প্রস্তুত করা হলে তিনি মাঠের কেন্দ্রস্থলে পৌছে লোকদের উদ্দেশে ভাষণ দেন। তারপর বিলাল (রা) আযান ও ইকামত দিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহরের নামায পড়েন। বিলাল (রা) পুনরায় ইকামত দিলে তিনি আসরের নামায পড়েন। তিনি এই দুই নামাযের মাঝখানে অন্য কোন নামায পড়েননি।

اَلْاَذَانُ لِمَنْ يَّجْمَعُ بَيْنَ الصَّلٰوتَيْنِ بَعْدَ ذِهَابِ وَقْتِ الْاُوْلٰى مِنْهُمَا

১৯-অনুচ্ছেদ ঃ কোন এক নামাযের প্রথম ওয়াক্ত চলে যাবার পর কোন ব্যক্তি দুই ওয়াক্তের নামায একত্র করলে তার আযান প্রসঙ্গে।

٦٥٧- اَخْبَرَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ دَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى انْتَهٰى اِلَى الْمُزْدَلِفَةِ فَصَلّٰى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِاَذَانٍ وَّاِقَامَتَيْنِ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا .

৬৫৭। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আরাফাত থেকে) প্রস্থান করে মুযদালিফায় পৌছলেন। তিনি সেখানে এক আযান ও দুই ইকামতে মাগরিব ও এশার নামায পড়েন। তিনি এই দুই নামাযের মাঝখানে অন্য কোন নামায পড়েননি।

٦٥٨- اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا مَعَهُ بِجَمْعٍ فَاَذَّنَ ثُمَّ اَقَامَ فَصَلّٰى بِنَا الْمَغْرِبَ ثُمَّ قَالَ الصَّلٰوةَ فَصَلّٰى بِنَا الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ فَقُلْتُ مَا هٰذِهِ الصَّلٰوةُ قَالَ هٰكَذَا صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ هٰذَا الْمَكَانِ .

৬৫৮। সাঈদ ইবনে জুবাইর (র) থেকে ইবনে উমার (রা)-র সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা উমার (রা)-এর সাথে মুযদালিফায় ছিলাম। আযান ও ইকামত দেয়া হলে তিনি আমাদের নিয়ে মাগরিবের নামায পড়েন। তারপর তিনি বলেন, আবার নামায। তিনি আমাদের নিয়ে এশার দুই রাক্‌আত নামায পড়েন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ কোন্ নামায? তিনি বলেন, আমি এই জায়গায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে অনুরূপভাবে নামায পড়েছি।

اَلْاِقَامَةُ لِمَنْ يَّجْمَعُ بَيْنَ الصَّلٰوتَيْنِ

২০-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি দুই ওয়াক্তের নামায একত্রে পড়বে তার ইকামত।

٦٥٩- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ اَنَّهُ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِجَمْعٍ بِاِقَامَةٍ وَّاحِدَةٍ ثُمَّ حَدَّثَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ صَنَعَ مِثْلَ ذٰلِكَ وَحَدَّثَ ابْنُ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَنَعَ مِثْلَ ذٰلِكَ .

৬৫৯। সাঈদ ইবনে জুবাইর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি মুযদালিফায় এক ইকামতে মাগরিব ও এশার নামায পড়েন, অতঃপর ইবনে উমার (রা)-র উল্লেখ করে বলেন যে, তিনিও অনুরূপ করেছেন এবং ইবনে উমার (রা) বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও অনুরূপ করেছেন।

٦٦٠- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ اَبِىْ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ اِسْحَاقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ صَلّٰى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِجَمْعٍ بِاِقَامَةٍ وَّاحِدَةٍ .

৬৬০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মুযদালিফায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এক ইকামতে দুই ওয়াক্তের নামায পড়েছেন।

٦٦١- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ وَكِيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ جَمَعَ بَيْنَهُمَا بِالْمُزْدَلِفَةِ صَلَّى كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بِاِقَامَةٍ وَلَمْ يَتَطَوَّعْ قَبْلَ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا وَلاَ بَعْدَ .

৬৬১। সালেম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুযদালিফায় দুই নামায একত্রে পড়েছেন এবং তা এক ইকামতে পড়েছেন। এই দুই নামাযের কোনোটির আগে বা পরে তিনি কোন নফল নামায পড়েননি।

اَلْاَذَانُ لِلْفَائِتِ مِنَ الصَّلَوَاتِ

২১-অনুচ্ছেদ ঃ কাযা নামাযসমূহের জন্য আযান দেয়া।

٦٦٢- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىٰ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ شَغَلَنَا الْمُشْرِكُوْنَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنْ صَلٰوةِ الظُّهْرِ حَتّٰى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَذٰلِكَ قَبْلَ اَنْ يَّنْزِلَ فِى الْقِتَالِ مَا نَزَلَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ "وَكَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ" فَاَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِلاَلاً فَاَقَامَ لِصَلٰوةِ الظُّهْرِ فَصَلاَّهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيْهَا لِوَقْتِهَا ثُمَّ اَقَامَ لِلْعَصْرِ فَصَلاَّهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيْهَا لِوَقْتِهَا ثُمَّ اَذَّنَ لِلْمَغْرِبِ فَصَلاَّهَا فِىْ وَقْتِهَا .

৬৬২। আবু সাঈদ (রা) বলেন, খন্দকের যুদ্ধের দিন মুশরিকরা আমাদেরকে যুহরের নামায থেকে (যুদ্ধে) ব্যতিব্যস্ত রেখেছিল। এমতাবস্থায় সূর্য ডুবে গেলো। এটা যুদ্ধ চলাকালে সালাতুল খাওফ সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বের ঘটনা। তারপর আল্লাহ তাআলা এই আয়াত নাযিল করেন ঃ "যুদ্ধে মুমিনদের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট" (৩৩ ঃ ২৫)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিলাল (রা)-কে নির্দেশ দিলে তিনি ইকামত দেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের ওয়াক্তের মধ্যে পড়া নামাযের ন্যায় নামায পড়েন। অতঃপর তিনি আসরের নামাযের ইকামত দিলেন এবং তিনি মূল ওয়াক্তের মধ্যে পড়া নামাযের অনুরূপ নামায পড়েন। অতঃপর তিনি মাগরিবের আযান দিলে তিনি তা নির্ধারিত সময়ে পড়েন।

اَلْاِجْتِزَاءُ لِذٰلِكَ كُلِّهِ بِاَذَانٍ وَّاحِدٍ وَالْاِقَامَةِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا

২২-অনুচ্ছেদ ঃ কাযা নামাযসমূহের জন্য এক আযানই যথেষ্ট এবং প্রত্যেক কাযা নামাযের জন্য স্বতন্ত্রভাবে ইকামত বলা।

٦٦٣- اَخْبَرَنَا هَنَّادٌ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ نَّافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ اَبِى عُبَيْدَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ اِنَّ الْمُشْرِكِيْنَ شَغَلُوا النَّبِىَّ ﷺ عَنْ اَرْبَعِ صَلَوَاتٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَاَمَرَ بِلاَلاً فَاَذَّنَ ثُمَّ اَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ اَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ اَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ اَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ .

৬৬৩। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, খন্দকের যুদ্ধের দিন মুশরিকরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চার ওয়াক্ত নামায পড়া থেকে (যুদ্ধে) ব্যতিব্যস্ত রেখেছিল। তিনি বিলাল (রা)-কে নির্দেশ দিলে তিনি আযান দেন, অতঃপর ইকামত দেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহরের নামায পড়েন। পুনরায় তিনি ইকামত দেন এবং তিনি আসরের নামায পড়েন। পুনরায় তিনি ইকামত দেন এবং তিনি মাগরিবের নামায পড়েন। পুনরায় তিনি ইকামত দেন এবং তিনি এশার নামায পড়েন।

بَابُ الْاِكْتِفَاءِ بِالْاِقَامَةِ لِكُلِّ صَلٰوةٍ

২৩-অনুচ্ছেদ ঃ প্রত্যেক কাযা নামাযের জন্য ইকামত দেয়া।

٦٦٤- اَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِى عَرُوْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ اَنَّ اَبَا الزُّبَيْرِ الْمَكِّىَّ حَدَّثَهُمْ عَنْ نَّافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ اَنَّ اَبَا عُبَيْدَةَ ابْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ حَدَّثَهُمْ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ قَالَ كُنَّا فِىْ غَزْوَةٍ حَبَسَنَا الْمُشْرِكُوْنَ عَنْ صَلٰوةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فَلَمَّا انْصَرَفَ الْمُشْرِكُوْنَ اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُنَادِيًا فَاَقَامَ بِصَلٰوةِ الظُّهْرِ فَصَلَّيْنَا وَاَقَامَ لِصَلٰوةِ الْعَصْرِ فَصَلَّيْنَا وَاَقَامَ لِصَلٰوةِ الْمَغْرِبِ فَصَلَّيْنَا وَاَقَامَ لِصَلٰوةِ الْعِشَاءِ فَصَلَّيْنَا ثُمَّ طَافَ عَلَيْنَا فَقَالَ مَا عَلَى الْاَرْضِ عِصَابَةٌ يَّذْكُرُوْنَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ غَيْرُكُمْ .

৬৬৪। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আমরা এক যুদ্ধক্ষেত্রে ছিলাম। মুশরিকরা আমাদেরকে যুহর, আসর, মাগরিব ও এশার নামায পড়া থেকে (যুদ্ধে) ব্যতিব্যস্ত রাখে।

মুশরিকরা চলে গেলে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুআযযিনকে আযান দেয়ার নির্দেশ দেন। যুহরের নামাযের ইকামত দেয়া হলে আমরা নামায পড়লাম। আবার আসরের নামাযের ইকামত দিলে আমরা নামায পড়লাম। মাগরিবের নামাযের ইকামত দেয়া হলে আমরা নামায পড়লাম। পুনরায় এশার নামাযের ইকামত দেয়া হলে আমরা নামায পড়লাম। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মধ্যে পায়চারি করে বলেন ঃ এখন জমিনের বুকে তোমরা ব্যতীত মহামহিম আল্লাহ্‌র যিকিরকারী আর কোন দল নেই।

اَلْاِقَامَةُ لِمَنْ نَسِىَ رَكْعَةً مِّنَ الصَّلٰوةِ

২৪-অনুচ্ছেদঃ কোন ব্যক্তি নামাযের কোন রাক্‌আত ভুলে গেলে ইকামত বলা।

٦٦٥- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ اَنَّ سُوَيْدَ بْنَ قَيْسٍ حَدَّثَهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى يَوْمًا فَسَلَّمَ وَقَدْ بَقِيَتْ مِنَ الصَّلٰوةِ رَكْعَةٌ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَاَمَرَ بِلاَلاً فَاَقَامَ الصَّلٰوةَ فَصَلّٰى لِلنَّاسِ رَكْعَةً فَاَخْبَرْتُ بِذٰلِكَ النَّاسَ فَقَالُوْا لِىْ اَتَعْرِفُ الرَّجُلَ قُلْتُ لاَ اِلاَّ اَنْ اَرَاهُ فَمَرَّ بِىْ فَقُلْتُ هٰذَا هُوَ قَالُوْا هٰذَا طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ .

৬৬৫। মুআবিয়া ইবনে হুদাইজ (রা) থেকে বর্ণিত। একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়ে এক রাক্‌আত বাকী থাকতেই (ভুলে) সালাম ফিরান। এক ব্যক্তি তাঁর সাথে সাক্ষাত করে বলেন, আপনি এক রাক্‌আত নামায পড়তে ভুলে গিয়েছেন। তিনি মসজিদে প্রবেশ করে বিলাল (রা)-কে ইকামত দিতে বলেন। বিলাল (রা) ইকামত দিলে তিনি লোকদের নিয়ে এক রাক্‌আত নামায পড়েন। আমি এ ঘটনা লোকদের নিকট বর্ণনা করলে তারা আমাকে বলেন, আপনি কি সেই লোকটিকে চিনেন? আমি বললাম, না, তবে তাকে দেখলে চিনতে পারবো। তিনি আমার সামনে দিয়ে যেতে আমি বললাম, ইনিই সেই লোক। লোকেরা বললো, ইনি হলেন তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রা)।

اَذَانُ الرَّاعِىْ

২৫-অনুচ্ছেদ ঃ রাখালের আযান।

٦٦٦-اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَبِيْعَةَ اَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ سَفَرٍ

فَسَمِعَ صَوْتَ رَجُلٍ يُؤَذِّنُ فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ حَتّٰى اِذَا بَلَغَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ الْحَكَمُ لَمْ اَسْمَعْ هٰذَا مِنْ اِبْنِ اَبِيْ لَيْلٰى قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ هٰذَا لَرَاعِيْ غَنَمٍ اَوْ رَجُلٌ عَازِبٌ عَنْ اَهْلِهِ فَهَبَطَ الْوَادِيَ فَاِذَا هُوَ بِرَاعِيْ غَنَمٍ وَاِذَا هُوَ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ قَالَ اَتَرَوْنَ هٰذِهِ هَيِّنَةٌ عَلٰى اَهْلِهَا قَالُوْا نَعَمْ قَالَ الدُّنْيَا اَهْوَنُ عَلَى اللّٰهِ مِنْ هٰذِهِ عَلٰى اَهْلِهَا .

৬৬৬। আবদুল্লাহ ইবনে রবীআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এক সফরে ছিলেন। তিনি এক ব্যক্তির আযানের শব্দ শুনতে পেলে উত্তরে অনুরূপ বাক্য বলেন। শেষে সে “আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ” বাক্য উচ্চারণ করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ নিশ্চয় সে মেষপালের রাখাল বা নিজ পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি। অতএব তিনি উপত্যকায় অবতরণ করেন এবং দেখা গেলো, সে মেষপালের এক রাখাল। সেখানে ছাগলের একটি মৃতদেহ ছিল। তিনি বলেন ঃ তোমরা কি মনে করো, এই মৃতদেহ তার মালিক পরিবারের নিকট নিতান্তই মূল্যহীন? তারা বলেন, হাঁ। তিনি বলেন ঃ এই মরা ছাগলটি তার মালিক পরিবারের নিকট যেরূপ তুচ্ছ ও মূল্যহীন, আল্লাহ্‌র নিকট এই দুনিয়াটা তার চেয়েও অধিক তুচ্ছ ও মূল্যহীন।

بَابُ الْاَذَانِ لِمَنْ يُصَلِّيْ وَحْدَهُ

২৬-অনুচ্ছেদ ঃ একাকী নামায আদায়কারীর আযান।

٦٦٧- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ اَنَّ اَبَا عُشَّانَةَ الْمُعَافِرِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَاعِيْ غَنَمٍ فِيْ رَاْسِ شَظِيَّةِ الْجَبَلِ يُؤَذِّنُ بِالصَّلٰوةِ وَيُصَلِّيْ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اُنْظُرُوْا اِلٰى عَبْدِيْ هٰذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيْمُ الصَّلٰوةَ يَخَافُ مِنِّيْ قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِيْ وَاَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ .

৬৬৭। উকবা ইবনে আমের (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমার প্রতিপালক পাহাড়ের সুউচ্চ চূড়ায় মেষপাল চরানো রাখালের প্রতি খুশী হন, যে নামাযের জন্য আযান দেয় এবং নামায পড়ে। মহান আল্লাহ বলেন, তোমরা আমার এই বান্দাকে দেখো, সে আযান দিচ্ছে, নামায কায়েম করছে এবং আমাকে ভয় করছে। আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করে দিলাম এবং আমি তাকে জান্নাতে দাখিল করবো।

اَلْاِقَامَةُ لِمَنْ يُّصَلِّىْ وَحْدَهُ

২৭-অনুচ্ছেদ ঃ একাকী নামায আদায়কারীর ইকামত।

٦٦٨- اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ عَلِىِّ بْنِ يَحْىَ بْنِ خَلاَّدِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِىُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ فِىْ صَفِّ الصَّلٰوةِ الْحَدِيْثَ .

৬৬৮। রিফাআ ইবনে রাফে (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের কাতারে বসা ছিলেন..................আল-হাদীস।

كَيْفَ الْاِقَامَةُ

২৮-অনুচ্ছেদ ঃ ইকামত কিভাবে দিবে?

٦٦٩- اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا جَعْفَرٍ مُؤَذِّنَ مَسْجِدِ الْعُرْيَانِ عَنْ اَبِى الْمُثَنّٰى مُؤَذِّنِ مَسْجِدِ الْجَامِعِ قَالَ سَاَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْاَذَانِ فَقَالَ كَانَ الْاَذَانُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَثْنٰى مَثْنٰى وَالْاِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً اِلاَّ اَنَّكَ اِذَا قُلْتَ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ قُلْهَا مَرَّتَيْنِ فَاِذَا سَمِعْنَا قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ تَوَضَّاْنَا ثُمَّ خَرَجْنَا اِلَى الصَّلٰوةِ .

৬৬৯। জামে মসজিদের মুআযযিন আবুল মুছান্না (র) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-কে আযান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে আযানের শব্দগুলো দুইবার করে এবং ইকামতের শব্দগুলো একবার করে বলা হতো। কিন্তু যখন তুমি "কাদ কামাতিস সালাত" বলবে, তা দুইবার বলবে। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুআযযিন তা দুইবার বলতেন। আমরা "কাদ কামাতিস সালাত" শোনার পর উযূ করতাম এবং নামাযের জন্য বের হতাম।

اِقَامَةُ وَاحِدٍ لِنَفْسِهِ

২৯-অনুচ্ছেদ ঃ প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের জন্য ইকামত দেয়া।

٦٧٠- اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلِصَاحِبٍ لِىْ اِذَا حَضَرَتِ الصَّلٰوةُ فَاَذِّنَا ثُمَّ اَقِيْمَا ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا اَكْبَرُكُمَا .

৬৭০। মালেক ইবনুল হুয়াইরিস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এবং আমার এক সাথীকে বললেন ঃ নামাযের ওয়াক্ত হলে তোমরা আযান দিবে, অতঃপর ইকামত দিবে এবং তোমাদের মধ্যকার বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি তোমাদের ইমামতি করবে।

فَضْلُ التَّأْذِيْنِ

৩০-অনুচ্ছেদ ঃ আযান দেয়ার ফযীলাত।

٦٧١- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ اَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتّٰى لاَ يَسْمَعَ التَّاذِيْنَ فَاذَا قُضِىَ النِّدَاءُ اَقْبَلَ حَتّٰى اِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلٰوةِ اَدْبَرَ حَتّٰى اِذَا قُضِىَ التَّثْوِيْبُ اَقْبَلَ حَتّٰى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُوْلُ اُذْكُرْ كَذَا اُذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتّٰى يَظَلَّ الْمَرْءُ اَنْ يَدْرِىَ كَمْ صَلّٰى .

৬৭১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যখন নামাযের জন্য আযান দেয়া হয়, তখন শয়তান সশব্দে বায়ু ছাড়তে ছাড়তে পলায়ন করে, যাতে সে আযানের শব্দ না শোনে। আযান শেষ হলে সে আবার ফিরে আসে। তারপর নামাযের জন্য ইকামত হলে সে আবার পলায়ন করে। ইকামত শেষ হলে সে পুনরায় উপস্থিত হয় এবং মুসল্লীদের মনে খটকা সৃষ্টি করে এবং যে সকল বিষয় তার স্মরণ ছিলো না সেগুলো সে বলতে থাকে, অমুক বিষয় স্মরণ করো, অমুক বিষয় স্মরণ করো। শেষে অবস্থা এমন হয় যে, সে বলতে পারে না কত রাক্‌আত নামায পড়ছে।

اَلْاِسْتِهَامُ عَلَى التَّاذِيْنِ

৩১-অনুচ্ছেদ ঃ আযান দেয়ার জন্য লটারী করা।

٦٧٢- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَىٍّ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِى النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْاَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوْا اِلاَّ اَنْ يَّسْتَهِمُوْا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوْا عَلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِى التَّهْجِيْرِ لاَ اسْتَبَقُوْا اِلَيْهِ وَلَوْ عَلِمُوْا مَا فِى الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَاَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا .

৬৭২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ মানুষ যদি জানতো যে, আযান দেয়া এবং নামাযের প্রথম কাতারে দাঁড়ানোর মধ্যে কি ফযীলাত রয়েছে, তবে তা অর্জনের জন্য লটারী ছাড়া উপায় না থাকলে তারা তার জন্য

লটারীই করতো। আর তারা যদি জানতো যে, দুপুরের (যুহর ও জুমুআ) নামাযের জন্য প্রথম সময়ে গমনে কি রয়েছে তবে তারা তার দিকে দ্রুত ধাবিত হতো। আর তারা যদি জানতো, এশা ও ফজরের নামাযে কি রয়েছে তবে তারা উভয় নামাযের জন্য হামাগুড়ি দিয়ে হলেও অবশ্যই উপস্থিত হতো।

اتِّخَاذُ الْمُؤَذِّنِ الَّذِىْ لاَ يَاْخُذُ عَلٰى اَذَانِه اَجْرًا

৩২-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি আযানের পারিশ্রমিক গ্রহণ করে না তাকে মুআযযিন নিযুক্ত করা।

٦٧٣- اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ الْجُرَيْرِىُّ عَنْ اَبِى الْعَلاَءِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ اَبِى الْعَاصِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اجْعَلْنِىْ اِمَامَ قَوْمِىْ فَقَالَ اَنْتَ اِمَامُهُمْ وَاقْتَدِ بِاَضْعَفِهِمْ وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لاَّ يَاْخُذُ عَلٰى اَذَانِه اَجْرًا .

৬৭৩। উছমান ইবনে আবুল আস (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাকে আমার সম্প্রদায়ের ইমাম নিয়োগ করুন। তিনি বলেন ঃ তুমি তাদের ইমাম। তবে তাদের দুর্বল লোকদের প্রতি লক্ষ্য রেখো এবং যে ব্যক্তি আযানের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করে না তাকে মুআযযিন নিযুক্ত করো।

اَلْقَوْلُ مِثْلَ مَا يَقُوْلُ الْمُؤَذِّنُ

৩৩-অনুচ্ছেদ ঃ মুআযযিন যা বলে, শ্রোতারাও তাই বলবে।

٦٧٤- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ الْمُؤَذِّنُ .

৬৭৪। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা আযানের শব্দ শুনতে পেলে মুআযযিন যা বলে তার অনুরূপ বলবে।

ثَوَابُ ذٰلِكَ

৩৪-অনুচ্ছেদ ঃ আযানের উত্তর দেয়ার সওয়াব।

٦٧٥- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ اَنَّ بُكَيْرَ بْنَ الْاَشَجِّ حَدَّثَهُ اَنَّ عَلِىَّ بْنَ خَالِدٍ الزُّرَقِىَّ حَدَّثَهُ اَنَّ النَّضْرَ بْنَ سُفْيَانَ حَدَّثَهُ

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَقَامَ بِلاَلٌ يُنَادِي فَلَمَّا سَكَتَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَالَ مِثْلَ هٰذَا يَقِينًا دَخَلَ الْجَنَّةَ .

৬৭৫। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। বিলাল (রা) আযান দিতে দাঁড়ালেন। তিনি আযান শেষ করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে তার অনুরূপ বলেছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

اَلْقَوْلُ مِثْلَ مَا يَشْتَهِدُ الْمُؤَذِّنُ

৩৫-অনুচ্ছেদ ঃ মুআযযিনের অনুরূপ শাহাদাতের বাক্য বলা।

٦٧٦- أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُجَمِّعِ بْنِ يَحْيَى الْأَنْصَارِيِّ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ فَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَقَالَ اللّٰهُ أَكْبَرُ اللّٰهُ أَكْبَرُ فَكَبَّرَ اثْنَتَيْنِ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ فَتَشَهَّدَ اثْنَتَيْنِ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللّٰهِ فَتَشَهَّدَ اثْنَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ حَدَّثَنِي هٰكَذَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ .

৬৭৬। মুজাম্মে ইবনে ইয়াহ্ইয়া আল-আনসারী (র) বলেন, আমি আবু উমামা ইবনে সাহ্ল ইবনে হুনাইফ (রা)-এর নিকট বসা ছিলাম। মুআযযিন আযান দিলেন। তিনি দুইবার আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার বললেন। তিনিও দুইবার তাকবীর বললেন। মুআযযিন আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বললেন। তিনিও দুইবার তাশাহ্হুদ বললেন। মুআযযিন আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ বললে তিনিও দুইবার তাশাহহুদ বলেন। তারপর তিনি বলেন, মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা) আমার নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা এরূপ বর্ণনা করেছেন।

٦٧٧- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ مُجَمِّعٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وَسَمِعَ الْمُؤَذِّنَ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ .

৬৭৭। আবু উমামা ইবনে সাহল (রা) বলেন, আমি মুআবিয়া (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুআযযিনের আযান শুনে সে যা বলেছে তার অনুরূপ বলতে শুনেছি।

اَلْقَوْلُ الَّذِىْ يُقَالُ اِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ

৩৬-অনুচ্ছেদ ঃ মুআযযিন হাইয়্যা আলাস-সালাহ ও হাইয়্যা আলাল-ফালাহ বললে যা বলতে হবে।

٦٧٨- اَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوْسٰى وَاِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِقْسَمِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ يَحْىٰ اَنَّ عِيْسَى بْنَ عُمَرَ اَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ قَالَ اِنِّىْ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ اِذْ اَذَّنَ مُؤَذِّنُهُ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ كَمَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ حَتّٰى اِذَا قَالَ حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ قَالَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ فَلَمَّا قَالَ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ قَالَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ وَقَالَ بَعْدَ ذٰلِكَ مَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مِثْلَ ذٰلِكَ .

৬৭৮। আলকামা ইবনে ওয়াক্কাস (র) বলেন, আমি মুআবিয়া (রা)-এর নিকট ছিলাম। তার মুআযযিন আযান দিলো। মুআযযিন যা বলছিল মুআবিয়া সে বাক্যগুলো বললেন। মুআযযিন হাইয়্যা আলাস সালাহ বললে তিনি বলেন, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। মুআযযিন হাইয়্যা আলাল ফালাহ বললে তিনি বলেন, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। তারপর মুআযযিন যে বাক্য বললো, তিনিও সেই বাক্য বললেন। তারপর তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরূপ বলতে শুনেছি।

بَابُ الصَّلٰوةِ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ بَعْدَ الاَذَانِ

৩৭-অনুচ্ছেদ ঃ আযানের পর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দুরূদ পাঠ করা।

٦٧٩- اَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ اَنَّ كَعْبَ بْنَ عَلْقَمَةَ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ ابْنَ جُبَيْرٍ مَوْلٰى نَافِعِ بْنِ عَمْرٍو الْقُرَشِىِّ يُحَدِّثُ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ وَصَلُّوْا عَلَىَّ فَاِنَّهُ مَنْ صَلّٰى عَلَىَّ صَلٰوةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللّٰهَ لِىَ الْوَسِيْلَةَ فَاِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِى الْجَنَّةِ لاَ تَنْبَغِىْ اِلاَّ لِعَبْدٍ مِّنْ عِبَادِ اللّٰهِ اَرْجُوْ اَنْ اَكُوْنَ اَنَا هُوَ فَمَنْ سَاَلَ لِىَ الْوَسِيْلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ .

৬৭৯। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা মুআযযিনকে আযান দিতে শোনলে সে যা বলে তোমরাও তাই বলো এবং আমার উপর দুরূদ পাঠ করো। কেননা যে ব্যক্তির আমার উপর একবার দুরূদ পাঠ করে আল্লাহ তার উপর দশবার রহমাত নাযিল করেন। তারপর তোমরা আল্লাহ্র কাছে আমার জন্য ওসীলা প্রার্থনা করো। কেননা ওসীলা জান্নাতের একটি মঞ্জিল। আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে একজন ব্যতীত আর কেউ তার যোগ্য হবে না। আশা করি আমিই হবো সেই ব্যক্তি। অতএব যে ব্যক্তি আমার জন্য ওসীলা প্রার্থনা করবে, তার জন্য শাফাআত অবধারিত হবে।

اَلدُّعَاءُ عِنْدَ الْاَذَانِ

৩৮-অনুচ্ছেদ ঃ আযানের দোয়া।

٦٨٠- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنِ اللَّيْثِ عَنِ الْحَكِيْمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَاَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلاَمِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ رَّسُوْلاً غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ .

৬৮০। সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি মুআযযিনকে (শাহাদাত বাক্যদ্বয়) বলতে শুনে বলে, "ওয়া আনা আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু ওয়াআন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু, রাদীতু বিল্লাহি রব্বান ওয়াবিল ইসলামে দীনান ওয়াবি মুহাম্মাদিন রাসূলান" (আমিও সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল, আমি আল্লাহ্কে রব, ইসলামকে দীন ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাসূলরূপে সন্তুষ্টমনে মেনে নিয়েছি), তার সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।

٦٨١- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّداً الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْداً الَّذِيْ وَعَدْتَّهُ اِلاَّ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

৬৮১। জাবের (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আযান শোনার সময় (আযানশেষে) বলবে, "আল্লাহুম্মা রব্বা হাযিহিদ-দাওয়াতিত-তাম্মাহ, ওয়াস-সালাতিল কাইমাহ! আতে মুহাম্মাদানিল ওয়াসীলাতা ওয়াল-ফাদীলতা ওয়াব্আছহু মাকামাম মাহ্মূদানিল্লাযী ওয়াদতাহ"[১] (হে আল্লাহ! এই পূর্ণাঙ্গ আহবান ও স্থায়ী নামাযের প্রভু! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওসীলা (জান্নাতের সর্বোত্তম মর্যাদা) ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করুন, তাঁকে আপনার প্রতিশ্রুত প্রশংসিত স্থানে পৌছান"), কিয়ামতের দিন তার জন্য আমার শাফাআত অবধারিত হবে।

اَلصَّلٰوةُ بَيْنَ الْاَذَانِ وَالْاِقَامَةِ

৩৯-অনুচ্ছেদ ঃ আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে নামায পড়া।

٦٨٢- اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ يَحْيٰ عَنْ كَهْمَسٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ كُلِّ اَذَانَيْنِ صَلٰوةٌ بَيْنَ كُلِّ اَذَانَيْنِ صَلٰوةٌ بَيْنَ كُلِّ اَذَانَيْنِ صَلٰوةٌ لِمَنْ شَاءَ .

৬৮২। আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রতি দুই আযানের মাঝখানে নামায আছে, প্রতি দুই আযানের মাঝখানে নামায আছে, প্রতি দুই আযানের মাঝখানে নামায আছে, যে চায় তার জন্য।

٦٨٣- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ الْاَنْصَارِيِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ الْمُؤَذِّنُ اِذَا اَذَّنَ قَامَ نَاسٌ مِّنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَيَبْتَدِرُوْنَ السَّوَارِيَ يُصَلُّوْنَ حَتّٰى يَخْرُجَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُمْ كَذٰلِكَ وَيُصَلُّوْنَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْاَذَانِ وَالْاِقَامَةِ شَيْءٌ .

৬৮৩। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, মুআযযিন আযান শেষ করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কতক সাহাবী মাগরিবের পূর্বে মসজিদের খুঁটির নিকট গিয়ে নামায পড়তেন, এমনকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হয়ে আসা পর্যন্ত তারা নামাযরত থাকতেন। তবে মাগরিবের আযান ও ইকামতের মাঝখানে বেশী বিলম্ব করা হতো না।

---

১. বায়হাকীর বর্ণনায় শেষে "ইন্নাকা লা তুখলিফুল মীআদ" (নিশ্চয় তুমি ভঙ্গ করো না অঙ্গীকার") কথাটুকুও উল্লেখিত আছে (অনু.)।

اَلتَّشْدِيْدُ فِى الْخُرُوْجِ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الْاَذَانِ

৪০-অনুচ্ছেদ ঃ আযানের পর মসজিদ থেকে চলে যাওয়া কঠোরভাবে নিষেধ।

٦٨٤- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَشْعَثَ بْنِ اَبِى الشَّعْثَاءِ قَالَ رَاَيْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ وَمَرَّ رَجُلٌ فِى الْمَسْجِدِ بَعْدَ النِّدَاءِ حَتّٰى قَطَعَهُ فَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اَمَّا هٰذَا فَقَدْ عَصٰى اَبَا الْقَاسِمِ ﷺ .

৬৮৪। আবুশ শাছা (র) বলেন, এক ব্যক্তি আযানের পর মসজিদ থেকে বের হয়ে চলে গেলো। আমি দেখলাম যে, আবু হুরায়রা (রা) বলছেন ঃ এই ব্যক্তি আবুল কাসেম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধাচরণ করেছে।

٦٨٥- اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ اَبِى عُمَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ صَخْرَةَ عَنْ اَبِى الشَّعْثَاءِ قَالَ خَرَجَ رَجُلٌ مِّنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ مَا نُوْدِىَ بِالصَّلٰوةِ فَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اَمَّا هٰذَا فَقَدْ عَصٰى اَبَا الْقَاسِمِ ﷺ .

৬৮৫। আবুশ শাছা (র) বলেন, নামাযের আযান হওয়ার পর এক ব্যক্তি মসজিদ থেকে বের হয়ে চলে গেলো। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, এই ব্যক্তি আবুল কাসেম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধাচরণ করেছে।

اِيْذَانُ الْمُؤَذِّنِيْنَ الْاَئِمَّةَ بِالصَّلٰوةِ

৪১-অনুচ্ছেদ ঃ মুআযযিনগণ ইমামগণকে নামায সম্পর্কে অবহিত করবে।

٦٨٦- اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى ابْنُ اَبِى ذِئْبٍ وَيُوْنُسُ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ اَنَّ ابْنَ شِهَابٍ اَخْبَرَهُمْ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّىْ فِيْمَا بَيْنَ اَنْ يَّفْرُغَ مِنْ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ اِلَى الْفَجْرِ اِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَيُوْتِرُ بِوَاحِدَةٍ وَيَسْجُدُ سَجْدَةً قَدْرَ مَا يَقْرَاُ اَحَدُكُمْ خَمْسِيْنَ اٰيَةً ثُمَّ يَرْفَعُ رَاْسَهُ فَاِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَتَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلٰى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ حَتّٰى يَاْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ بِالْاِقَامَةِ فَيَخْرُجُ مَعَهُ. وَبَعْضُهُمْ يَزِيْدُ عَلٰى بَعْضٍ فِى الْحَدِيْثِ.

৬৮৬। আয়েশা (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এশার নামাযের পর থেকে ফজরের নামাযের পূর্ব পর্যন্ত সময়ে এগার রাক্আত নামায পড়তেন এবং প্রতি দুই রাক্আত অন্তর সালাম ফিরাতেন। তিনি বেতের এক রাক্আত পড়তেন এবং তাতে

এতো দীর্ঘ সিজদা করতেন যে, ততোক্ষণে তোমাদের কেউ কুরআনের পঞ্চাশটি আয়াত পড়তে পারে, তারপর মাথা উঠাতেন। মুআযযিন ফজরের আযান দেয়া শেষ করলে এবং তার নিকট ফজরের ওয়াক্ত প্রতিভাত হলে তিনি সংক্ষেপে দুই রাক্‌আত নামায পড়তেন, অতঃপর ডান কাতে শুয়ে থাকতেন। শেষে মুআযযিন ইকামত দেয়ার অনুমতি চাইতে তাঁর নিকট এলে তিনি তার সাথে বের হয়ে যেতেন।

٦٨٧- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنِ ابْنِ اَبِىْ هِلاَلٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ اَنَّ كُرَيْبًا مَّوْلٰى ابْنِ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ قَالَ سَاَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قُلْتُ كَيْفَ كَانَتْ صَلٰوةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِاللَّيْلِ فَوَصَفَ اَنَّهُ صَلّٰى اِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً بِالْوِتْرِ ثُمَّ نَامَ حَتّٰى اسْتَثْقَلَ فَرَاَيْتُهُ يَنْفُخُ وَاَتَاهُ بِلاَلٌ فَقَالَ الصَّلٰوةُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَامَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ وَصَلّٰى بِالنَّاسِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

৬৮৭। ইবনে আব্বাস (রা)-এর মুক্তদাস কুরাইব (র) বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করে বললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাতের নামায কিরূপ ছিল? তার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে বেতেরসহ এগারো রাক্‌আত নামায পড়েন, তারপর ঘুমান, এমনকি তাঁর গভীর ঘুমে আমরা তাঁর নাক ডাকার শব্দ শুনতে পাই। ইত্যবসরে বিলাল (রা) তাঁর নিকট এসে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নামাযের সময় হয়েছে। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে দুই রাক্‌আত নামায পড়েন, তারপর লোকদের নিয়ে (ফরয) নামায পড়েন, (তবে) তিনি পুনরায় উযু করেননি।

اَقَامَةُ الْمُؤَذِّنِ عِنْدَ خُرُوْجِ الْاِمَامِ

৪২-অনুচ্ছেদ ঃ ইমাম বের হওয়ার সময় মুআযযিনের ইকামত দেয়া।

٦٨٨- اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْىَ بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَلاَ تَقُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوْنِىْ خَرَجْتُ .

৬৮৮। আবদুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন নামাযের ইকামত দেয়া হয় তখন তোমরা আমাকে বের হয়ে আসতে না দেখা পর্যন্ত দাঁড়াবে না।

অধ্যায় ঃ ৮

كِتَابُ الْمَسَاجِدِ

(মসজিদসমূহ)

اَلْفَضْلُ فِىْ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ

১-অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদসমূহ নির্মাণের ফযীলাত।

٦٨٩- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ بَحِيْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَنْبَسَةَ (عَبَسَةَ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ بَنٰى مَسْجِدًا يُذْكَرُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيْهِ بَنَى اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ .

৬৮৯। আমর ইবনে আনবাসা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি মহামহিম আল্লাহ্‌র যিকির করার উদ্দেশে একটি মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একখানা ঘর নির্মাণ করবেন।

اَلْمُبَاهَاتُ فِى الْمَسَاجِدِ

২-অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদসমূহ নিয়ে অহংকারে লিপ্ত হওয়া।

٦٩٠- اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ اَنْ يَّتَبَاهَى النَّاسُ فِى الْمَسَاجِدِ .

৬৯০। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ লোকের মসজিদসমূহ নিয়ে অহংকারে লিপ্ত হওয়া কিয়ামতের আলামতসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

ذِكْرُ اَىُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ اَوَّلاً

৩-অনুচ্ছেদ ঃ কোন মসজিদ সর্বপ্রথম নির্মিত হয় তার বিবরণ।

٦٩١- اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ كُنْتُ اَقْرَاُ عَلٰى اَبِى الْقُرْاٰنَ فِى السِّكَّةِ فَاذَا قَرَاْتُ السَّجْدَةَ سَجَدَ

فَقُلْتُ يَا اَبَتِ اَتَسْجُدُ فِى الطَّرِيْقِ فَقَالَ اِنِّىْ سَمِعْتُ اَبَا ذَرٍّ يَقُوْلُ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَىُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ اَوَّلاً قَالَ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ قُلْتُ ثُمَّ اَىٌّ قَالَ الْمَسْجِدُ الْاَقْصٰى قُلْتُ وَكَمْ بَيْنَهُمَا قَالَ اَرْبَعُوْنَ عَامًا وَالْاَرْضُ لَكَ مَسْجِدٌ فَحَيْثُمَا اَدْرَكْتَ الصَّلٰوةَ فَصَلِّ .

৬৯১। ইবরাহীম (র) বলেন, আমি রাস্তায় বসে আমার পিতার নিকট কুরআন পাঠ করছিলাম। আমি সিজদার আয়াত পাঠ করলে তিনি সিজদা করেন। আমি বললাম, আব্বাজান! আপনি রাস্তার উপর সিজদা করছেন! তিনি বলেন, আমি আবু যার (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, কোন্ মসজিদটি সর্বপ্রথম নির্মিত হয়? তিনি বলেন ঃ মসজিদুল হারাম। আমি বললাম, তারপর কোন্‌টি? তিনি বলেন ঃ মসজিদুল আকসা। আমি বললাম, এতদুভয়ের মধ্যে কালের ব্যবধান কতো? তিনি বলেন ঃ চল্লিশ বছর। আর সমগ্র জমিন তোমার জন্য মসজিদ। অতএব যেখানেই তোমার নামাযের ওয়াক্ত হবে সেখানে নামায পড়বে।[১]

فَضْلُ الصَّلٰوةِ فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

৪-অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদুল হারামে নামায পড়ার ফযীলাত।

٦٩٢- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَّافِعٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ مَيْمُوْنَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ ﷺ قَالَتْ مَنْ صَلّٰى فِىْ

---

১. হাদীসখানি সহীহ বুখারী (কিতাবুল আম্বিয়া, নং ৩৩৬৬ ও ৩৪২৫); সহীহ মুসলিম (মাসাজিদ, নং ৫২০/১) ও সুনান ইবনে মাজায় (মাসাজিদ, নং ৭৫৩) উক্ত হয়েছে। উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনুল জাওযী (র) বলেন, কাবা ঘরের নির্মাতা হযরত ইবরাহীম (আ) এবং বাইতুল মাকদিসের নির্মাতা হযরত সুলায়মান (আ)-এর যুগের মধ্যে হাজার বছরাধিক কালের ব্যবধান। উক্ত হাদীসের তাৎপর্য এই যে, এখানে দুই মসজিদের ভিত্তি স্থাপনের দিকে ইংগিত করা হয়েছে। অর্থাৎ সর্বপ্রথম হযরত আদম (আ) কাবা ঘরের ভিত্তি স্থাপন করেন। অতঃপর তাঁহার বংশধরের জনসংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলে তারা দুনিয়ার বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে এবং তাদের কোন ব্যক্তি হয়ত কাবা ঘর নির্মাণের চল্লিশ বছর পর বাইতুল মাকদিসের ভিত্তি স্থাপন করে থাকবেন। পরে হযরত ইবরাহীম (আ) কাবা ঘর এবং হযরত সুলায়মান (আ) বাইতুল মাকদিস পুনর্নির্মাণ করেন। খাত্তাবী (র) বলেন, আল্লাহ্‌র কোন সৎকর্মপরায়ণ বান্দা হযরত দাউদ (আ) ও হযরত সুলায়মান (আ)-এর পূর্বে হয়ত বাইতুল মাকদিস নির্মাণ করেছিলেন। অতঃপর হযরত ইবরাহীম (আ) কাবা ঘর এবং হযরত সুলায়মান (আ) বাইতুল মাকদিস পুনর্নির্মাণ করেন। পুনর্নির্মাতা হিসাবে তাদের দু'জনকে দুই মসজিদের নির্মাতারূপে অভিহিত করা হয়েছে (সহীহ বুখারী, কিতাবুল আম্বিয়া, ১খ, পৃ. ১৩৮)। কারণ পূর্ব-নির্মাণের কোন চিহ্নই বাকি ছিলো না। তাঁরা সম্পূর্ণ নতুনভাবে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন (অনুবাদক)।

مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الصَّلٰوةُ فِيْهِ اَفْضَلُ مِنْ اَلْفِ صَلٰوةٍ فِيْمَا سِوَاهُ اِلاَّ الْمَسْجِدَ الْكَعْبَةَ .

৬৯২। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী মায়মূনা (রা) বলেন, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদে নামায পড়বে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তাতে এক ওয়াক্ত নামায পড়া মসজিদুল হারাম ব্যতীত অন্য কোন মসজিদে এক হাজার নামায পড়ার চেয়েও উত্তম।

اَلصَّلٰوةُ فِى الْكَعْبَةِ

৫-অনুচ্ছেদ ঃ কাবা ঘরের অভ্যন্তরে নামায পড়া।

٦٩٣- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْبَيْتَ هُوَ وَاُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَّبِلاَلٌ وَّعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ فَاَغْلَقُوْا عَلَيْهِمْ فَلَمَّا فَتَحَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُنْتُ اَوَّلَ مَنْ وَّلَجَ فَلَقِيْتُ بِلاَلاً فَسَاَلْتُهُ هَلْ صَلّٰى فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ صَلّٰى بَيْنَ الْعَمُوْدَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ.

৬৯৩। সালেম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসামা ইবনে যায়েদ (রা), বিলাল (রা) ও উছমান ইবনে তালহা (রা) কাবা ঘরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তার দরজা বন্ধ করে দিলেন। পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা খুললে প্রথমে আমিই প্রবেশ করলাম। আমি বিলাল (রা)-এর সাক্ষাত পেয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি কাবার অভ্যন্তরে নামায পড়েছেন? তিনি বলেন, হাঁ। তিনি ইয়ামানী স্তম্ভদ্বয়ের মধ্যস্থলে নামায পড়েছেন।

فَضْلُ الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى وَالصَّلٰوةِ فِيْهِ

৬-অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদুল আকসা এবং তাতে নামায পড়ার ফযীলাত।

٦٩٤- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُسْهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِىْ اِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِىِّ عَنِ ابْنِ الدَّيْلَمِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ ﷺ لَمَّا بَنٰى بَيْتَ الْمَقْدِسِ سَاَلَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ خِلاَلاً ثَلٰثَةً سَاَلَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ حُكْمًا يُصَادِفُ حُكْمَهُ فَاُوْتِيَهُ وَسَاَلَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ مُلْكًا لاَّ يَنْبَغِىْ لِاَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ فَاُوْتِيَهُ وَسَاَلَ اللّٰهَ عَزَّ

وَجَلَّ حِيْنَ فَرَغَ مِنْ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ اَنْ لاَّ يَاْتِيَهُ اَحَدٌ لاَ يَنْهَزُهُ اِلاَّ الصَّلٰوةُ فِيْهِ اَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ خَطِيْئَتِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ اُمُّهُ .

৬৯৪। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সুলায়মান ইবনে দাউদ (আ) বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মাণ করার পর মহামহিম আল্লাহ্‌র নিকট তিনটি বিষয়ে দোয়া করেন। তিনি মহামহিমান্বিত আল্লাহ্‌র নিকট এমন নির্ভুল বিচারশক্তি প্রার্থনা করেন যা তাঁর সিদ্ধান্তের অনুরূপ হবে। তাঁকে তা দান করা হয়। তিনি মহামহিমান্বিত আল্লাহ্‌র নিকট এমন রাজ্য প্রার্থনা করেন যার অধিকারী তাঁর পরে আর কেউ যেন না হতে পারে। তাও তাঁকে দেয়া হলো। তিনি মসজিদ নির্মাণের কাজ সমাপ্ত করে মহামহিম আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করলেন, যে ব্যক্তি তাতে নামাযের জন্য আসবে তিনি তাকে যেন তার জন্মদিনের মতো পাপ থেকে মুক্ত করে দেন।

فَضْلُ مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ وَالصَّلٰوةِ فِيْهِ

৭-অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদে নববী এবং তাতে নামায পড়ার ফযীলাত।

٦٩٥- اَخْبَرَنَا كَثِيْرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَاَبِيْ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَغَرِّ مَوْلَى الْجُهَنِيِّيْنَ وَكَانَا مِنْ اَصْحَابِ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُمَا سَمِعَا اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ صَلٰوةٌ فِيْ مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَفْضَلُ مِنْ اَلْفِ صَلٰوةٍ فِيْمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ اِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اٰخِرُ الْاَنْبِيَاءِ وَمَسْجِدُهُ اٰخِرُ الْمَسَاجِدِ . قَالَ اَبُوْ سَلَمَةَ وَاَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ لَمْ نَشُكَّ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُوْلُ عَنْ حَدِيْثِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَمُنِعْنَا اَنْ نَسْتَثْبِتَ اَبَا هُرَيْرَةَ فِيْ ذٰلِكَ الْحَدِيْثِ حَتّٰى اِذَا تُوُفِّيَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ ذَكَرْنَا ذٰلِكَ وَتَلاَوَمْنَا اَنْ لاَّ نَكُوْنَ كَلَّمْنَا اَبَا هُرَيْرَةَ فِيْ ذٰلِكَ حَتّٰى يُسْنِدَهُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِنْ كَانَ سَمِعَهُ مِنْهُ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ جَالَسْنَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ قَارِظٍ فَذَكَرْنَا ذٰلِكَ الْحَدِيْثَ وَالَّذِيْ فَرَّطْنَا فِيْهِ مِنْ نَصِّ اَبِيْ هُرَيْرَةَ فَقَالَ لَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَشْهَدُ اَنِّيْ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاِنِّيْ اٰخِرُ الْاَنْبِيَاءِ وَاِنَّهُ اٰخِرُ الْمَسَاجِدِ .

৬৯৫। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, মসজিদে নববীর এক নামায মসজিদুল হারাম ব্যতীত অন্যান্য মসজিদের এক হাজার নামায অপেক্ষা উত্তম। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ নবী এবং তাঁর মসজিদ সর্বশেষ মসজিদ। আবু সালামা ও আবু আবদুল্লাহ (র) বলেন, আমাদের সন্দেহ ছিলো না যে, আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস থেকে তা বর্ণনা করতেন। আবু হুরায়রা (রা) এই হাদীস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন কিনা সে ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞাসা করতে আমরা বিরত রইলাম। আবু হুরায়রা (রা) ইন্তিকাল করলে পর আমরা তা আলোচনা করলাম এবং এ ব্যাপারে আবু হুরায়রা (রা)-এর কাছে জিজ্ঞাসা না করার জন্য একে অপরকে তিরস্কার করতে লাগলাম যে, তিনি তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনে থাকলে তা আমাদের নিকট বর্ণনা করতেন। এই অবস্থায় আমরা আবদুল্লাহ ইবনে ইবরাহীম ইবনে কারেজ (র)-এর নিকট এসে বসলাম। আমরা এই হাদীসের ব্যাপারে আলোচনা করলাম এবং আমরা যে আবু হুরায়রা (রা)-এর হাদীসের ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞাসা করিনি তাও বললাম। আবদুল্লাহ ইবনে ইবরাহীম (র) বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি আবু হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি সর্বশেষ নবী এবং এই মসজিদ সর্বশেষ মসজিদ।[২]

---

২. হাদীসখানা সহীহ মুসলিমে (হজ্জ, নং ৩৩৭৬/৫০৭) এবং কানযুল উম্মালে (১২ খ, পৃ. ২৩৫, নং ৩৪৮২০)-ও উক্ত হয়েছে। "সর্বশেষ মসজিদ" কথার তাৎপর্য এই যে, মসজিদে নববী দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ তিন মসজিদের মধ্যে সর্বশেষ মসজিদ কিংবা এটি সরাসরি নবীগণ কর্তৃক নির্মিত মসজিদসমূহের মধ্যে সর্বশেষ মসজিদ। কাদিয়ানীরা উপরোক্ত হাদীসের নিজেদের মতলব মত অপব্যাখ্যা প্রদানের চেষ্টা করেছে। তাদের বক্তব্য হলো ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমন তাঁর মসজিদকে সর্বশেষ মসজিদ বলে ঘোষণা করেছেন, অথচ এটাই সর্বশেষ মসজিদ নয়, এরপরও অসংখ্য মসজিদ পৃথিবীর বুকে নির্মিত হয়েছে, অনুরূপভাবে তিনি নিজেকে সর্বশেষ নবী বলে অভিহিত করেছেন। কাজেই তার অর্থও অনিবার্যরূপে এই হবে যে, তাঁর পরেও নবী আসতে পারে। যদিও ফযীলাত ও মর্যাদার দিক দিয়ে তিনিই সর্বশেষ নবী এবং তাঁর মসজিদই সর্বশেষ মসজিদ।

বস্তুত এ ধরনের অপব্যাখ্যা থেকে স্বতই প্রমাণিত হয় যে, কাদিয়ানী সম্প্রদায় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বক্তব্য বুঝবার যোগ্যতা থেকেও বঞ্চিত। মুসলিম, নাসাঈ ও কানযুল উম্মাল গ্রন্থত্রয়ের যে অধ্যায়ে ও অনুচ্ছেদে এ হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে তথাকার সবগুলো হাদীস একবার পড়লেই জানতে পারা যায় যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মসজিদকে কোন্ অর্থে সর্বশেষ মসজিদ বলে অভিহিত করেছেন। এখানে উদ্ধৃত হাদীসসমূহের বক্তব্য এই যে, দুনিয়ার তিনটি মসজিদই অন্যান্য সমস্ত মসজিদ অপেক্ষা অধিক ফযীলাত ও মর্যাদার অধিকারী। তাতে নামায পড়লে অন্যান্য মসজিদের তুলনায় বহু গুণ বেশী সওয়াব পাওয়া যায়। এই কারণে কেবলমাত্র এই তিনটি মসজিদের দিকে সওয়াব লাভের নিয়াতে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে সফর করা জায়েয। আর যতো মসজিদ আছে তাতে নামায পড়ে অধিক সওয়াব লাভের নিয়াতে সফর করায় কোন লাভ নেই। কারণ উক্ত তিনটি মসজিদ ব্যতীত আর সব মসজিদে নামায পড়ার সওয়াব এক সমান। প্রথম মসজিদটি হলো মসজিদুল হারাম যা মক্কা মুয়াজ্জমায় অবস্থিত এবং যা হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ) নির্মাণ করেন। দ্বিতীয় মসজিদ হলো বাইতুল মুকাদ্দাস (মাকদিস) যা জেরুসালেমে অবস্থিত এবং হযরত সুলায়মান (আ) যা নির্মাণ করেন। তৃতীয়টি হলো মদীনা শরীফে অবস্থিত মসজিদুন্ নববী যা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্মাণ করেন।

٦٩٦- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا بَيْنَ بَيْتِىْ وَمِنْبَرِىْ رَوْضَةٌ مِّنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ .

সুনান নাসাঈর ভাষ্যকার আল্লামা আবুল হাসান সিন্দী (র) উপরোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, "আখিরুল মাসাজিদ" (সর্বশেষ মসজিদ) অর্থাৎ সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ তিনটি মসজিদের মধ্যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদই সর্বশেষ মসজিদ অথবা নবীগণ কর্তৃক নির্মিত মসজিদসমূহের মধ্যে সর্বশেষ মসজিদ অথবা সমস্ত মসজিদ (কিয়ামতের সময়) ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর সবশেষে মসজিদে নববী ধ্বংস হবে। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা মহানবী (স)-কে সর্বশেষ নবী বানিয়ে যেরূপ সম্মানিত করেছেন অনুরূপ তাঁর মসজিদকে (নবী কর্তৃক নির্মিত) সর্বশেষ মসজিদ হিসেবে সম্মানিত করেছেন। কারণ এই মসজিদে এক রাক্আত নামায অন্যান্য মসজিদের এক হাজার রাক্আত নামাযের সমান মর্যাদাপূর্ণ (সুনান নাসাঈর পার্শ্বটীকা, ভারতীয় মুদ্রণ, ১খ, পৃ. ১১৩)।

উপরোক্ত হাদীসের সমর্থনে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-র সূত্রে একটি হাদীস বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "আনা খাতামুল আম্বিয়া ওয়া মাসজিদী খাতামুল মাসাজিদিল আম্বিয়া" অর্থাৎ "আমি নবীগণের মধ্যে সর্বশেষ এবং আমার মসজিদ নবীগণের মসজিদের মধ্যে সর্বশেষ মসজিদ" (কানযুল উম্মালে দায়লামী ও ইবনুন নাজ্জারের বরাতে, ভারতীয় সং, ৬খ, পৃ. ২৫৬, নং ৪৬২৪; আলেপ্পো সং, ১২খ, পৃ. ২৭০, নং ৩৪৯৯৯, অনুচ্ছেদ ঃ উপরোক্ত তিনটি মসজিদের ফযীলাত)।

এই শেষোক্ত হাদীসে আরও স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই সর্বশেষ নবী এবং তাঁর মসজিদই কোন নবী কর্তৃক নির্মিত সর্বশেষ মসজিদ।

কাদিয়ানীদের বক্তব্য যদি তর্কের খাতিরে সঠিক মনে করা হয় তবে আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায়ই মসজিদে নববী ছাড়াও যেমন অসংখ্য মসজিদ নির্মিত হয়েছে তেমনি তাঁর জীবদ্দশায়ই অসংখ্য না হোক অন্তত কয়েকজন নবীর আবির্ভাব হওয়া তো উচিত ছিলো, না কি? কাদিয়ানীরা আমাদের জিজ্ঞাসার জওয়াবে উল্টা প্রশ্ন করে বলবে, আপনারা কি জানেন না, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায়ই অন্তত চারজন নবীর (অর্থাৎ গোলাম আহমদ সাহেবের পূর্বসূরী মুসাইলামা কাযযাব, আসওয়াদ আনিসী, তুলায়হা ও শাজাআহ) আবির্ভাব হয়েছে এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বিরুদ্ধে কোন অস্ত্র ধারণ করেননি! অতএব আপনারা আমাদের প্রতি কেন এতো খড়গহস্ত? তবে কাদিয়ানীদের অবশ্যই জানা থাকার কথা যে, এই চার মহারথীর কি শোচনীয় পরিণতি হয়েছে এবং কিভাবে তাদের নবুওয়াতের সাধ চিরতরে মিটে গেছে।

কাদিয়ানীরা হয়ত বলবে যে, হাদীস থেকে একথা বুঝা যায়, মসজিদে নববীর পর যতো মসজিদই নির্মিত হবে তা মসজিদে নববীর সমান মর্যাদার অধিকারী হবে না। তদ্রূপ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর যতো নবী আসবে তাদের মর্যাদাও তাঁর সমান হবে না। কিন্তু হাদীসের উক্তরূপ ব্যাখ্যা করার কোন অবকাশ নেই। কারণ হাদীসে পরিষ্কার একথা বুঝানো হয়েছে যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই নবুওয়াতের পদে অভিষিক্ত সর্বশেষ নবী এবং তাঁর নির্মিত মসজিদ কোন নবী কর্তৃক নির্মিত সর্বশেষ মসজিদ। অতএব উক্ত হাদীসও নবুওয়াতের সমাপ্তি ঘোষণা করে (অনুবাদক)।

৬৯৬। আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার ঘর ও আমার মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থান বেহেশতের বাগানসমূহের একটি বাগান।[৩]

٦٩٧- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اِنَّ قَوَائِمَ مِنْبَرِىْ هٰذَا رَوَاتِبُ فِى الْجَنَّةِ .

৬৯৭। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ নিশ্চয় আমার এই মিম্বরের খুঁটিসমূহ জান্নাতের উপর স্থাপিত।

ذِكْرُ الْمَسْجِدِ الَّذِىْ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى

৮-অনুচ্ছেদ ঃ তাকওয়ার উপর স্থাপিত মসজিদের বর্ণনা।

٦٩٨- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ اَبِىْ اَنَسٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ تَمَارٰى رَجُلاَنِ فِى الْمَسْجِدِ الَّذِىْ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ فَقَالَ رَجُلٌ هُوَ مَسْجِدُ قُبَاءٍ وَقَالَ الْاٰخَرُ هُوَ مَسْجِدُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هُوَ مَسْجِدِىْ هٰذَا .

৬৯৮। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, দুই ব্যক্তি "প্রথম দিন থেকে তাকওয়ার উপর স্থাপিত মসজিদ" (সূরা তওবা ঃ ১০৮) সম্পর্কে বিতর্ক করছিল। এক ব্যক্তি বললো, তা হলো কুবা মসজিদ। অন্যজন বললো, তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সেটি আমার এই মসজিদ।

فَضْلُ مَسْجِدِ قُبَاءٍ وَالصَّلٰوةِ فِيْهِ

৯-অনুচ্ছেদ ঃ কুবা মসজিদ এবং তাতে নামায পড়ার ফযীলাত।

٦٩٩- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاْتِىْ قُبَاءَ رَاكِبًا وَّمَاشِيًا .

৬৯৯। ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্তুযানে আরোহণ করে অথবা পদব্রজে কুবা-তে আসতেন।

٧٠٠-اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُجَمِّعُ بْنُ يَعْقُوْبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْكِرْمَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا اُمَامَةَ بْنَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ قَالَ اَبِىْ قَالَ

---

৩. বুখারী, মক্কা-মদীনার মসজিদে নামায পড়ার ফযীলাত, নং ১১৯৫-৬; মদীনার ফযীলাত, নং ১৮৮৮; রিকাক, নং ৬৫৮৮; ইতিসাম (বাব ১৬), নং ৭৩৩৫; তিরমিযী, মানাকিব, মদীনার ফযীলাত (৬৭), নং ৩৯১৫; মুওয়াত্তা ইমাম মালেক, মসজিদে নববী, ২য় ও ৩য় হাদীস; মুসনাদে আহমাদ, নং ৭২২২, ৮৮৭২, ৯১৪২, ৯২০৩, ৯৬৩৯, ১০০০৯, ১০৮৪৯, ১০৯১২, ১১০১৬ (অনুবাদক)।

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ خَرَجَ حَتّٰى يَاْتِىَ هٰذَا الْمَسْجِدَ مَسْجِدَ قُبَاءٍ فَصَلّٰى فِيْهِ كَانَ لَهُ عِدْلَ عُمْرَةٍ .

৭০০। সাহল ইবনে হুনাইফ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি রওয়ানা হয়ে এই মসজিদে অর্থাৎ কুবা মসজিদে এসে তাতে নামায পড়লে তা তার জন্য এক উমরার সমতুল্য হবে।

مَا تُشَدُّ الرِّحَالُ اِلَيْهِ مِنَ الْمَسَاجِدِ

১০-অনুচ্ছেদ ঃ যেসব মসজিদের উদ্দেশে সফর করা যায়।

٧٠١- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ اِلاَّ اِلٰى ثَلٰثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِىْ هٰذَا وَمَسْجِدِ الْاَقْصٰى .

৭০১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তিন মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদের উদ্দেশে সফর করা যাবে না ঃ মসজিদুল হারাম, আমার এই মসজিদ এবং মসজিদুল আকসা।[৪]

اِتِّخَاذُ الْبِيَعِ مَسَاجِدَ

১১-অনুচ্ছেদ ঃ গির্জাকে মসজিদ বানানো।

٧٠٢- اَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ عَنْ مُلاَزِمٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَدْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ اَبِيْهِ طَلْقِ بْنِ عَلِىٍّ قَالَ خَرَجْنَا وَفْدًا اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَبَايَعْنَاهُ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ وَاَخْبَرْنَاهُ اَنَّ بِاَرْضِنَا بِيْعَةً لَّنَا فَاسْتَوْهَبْنَاهُ مِنْ فَضْلِ طُهُوْرِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّاَ وَتَمَضْمَضَ ثُمَّ صَبَّهُ فِىْ اِدَاوَةٍ وَّاَمَرَنَا فَقَالَ اخْرُجُوْا فَاِذَا اَتَيْتُمْ اَرْضَكُمْ فَاكْسِرُوْا بِيْعَتَكُمْ وَانْضَحُوْا مَكَانَهَا بِهٰذَا الْمَاءِ وَاتَّخِذُوْهَا مَسْجِدًا قُلْنَا اِنَّ الْبَلَدَ بَعِيْدٌ وَالْحَرَّ شَدِيْدٌ وَالْمَاءَ يَنْشُفُ فَقَالَ مُدُّوْهُ مِنَ الْمَاءِ فَاِنَّهُ لاَ يَزِيْدُهُ اِلاَّ

৪. বুখারী, হাদীস নং ১১৮৯, ১১৯৭, ১৮৬৪ ও ১৯৯৫; মুসলিম,নং ৩২৬১/৪১৫ ও ৩৩৮৪/৫১১; আবু দাউদ, নং ২০৩৩; তিরমিযী, নং ৩২৬; দারিমী, নং ১৪২১; মুসনাদে আহ্মাদ, ২খ, নং ৭১৯১, ৭২৪৮, ৭৭২২, ১০৫১৪, ১১০৫৫, আরো বহু স্থানে। এই তিন মসজিদের মর্যাদা বুঝানোর উদ্দেশেই হাদীসে এরূপ বলা হয়েছে, অপর কোন স্থানে যাতায়াত থেকে নিষেধ করার জন্য নয়। তবে এ হাদীসের উপর ভিত্তি করে কেউ কেউ বলেছেন যে, সওয়াব লাভের উদ্দেশে কোন ওলী-দরবেশের মাযার বা অপর কোন বিশেষ স্থান যিয়ারত করতে যাওয়া এই নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত (অনুবাদক)।

طِيْبًا فَخَرَجْنَا حَتّٰى قَدِمْنَا بَلَدَنَا فَكَسَرْنَا بِيْعَتَنَا ثُمَّ نَضَحْنَا مَكَانَهَا وَاتَّخَذْنَاهَا مَسْجِدًا فَنَادَيْنَا فِيْهِ بِالْاَذَانِ قَالَ وَالرَّاهِبُ رَجُلٌ مِّنْ طَيٍّ فَلَمَّا سَمِعَ الْاَذَانَ قَالَ دَعْوَةُ حَقٍّ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ تَلْعَةً مِّنْ تِلَاعِنَا فَلَمْ نَرَهُ بَعْدُ .

৭০২। তলক ইবনে আলী (রা) বলেন, আমরা প্রতিনিধিরূপে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট রওয়ানা হলাম। আমরা তাঁর নিকট বায়আত গ্রহণ করলাম, তাঁর সাথে নামায পড়লাম এবং তাঁকে অবহিত করলাম যে, আমাদের এলাকায় আমাদের একটি গির্জা আছে। আমরা তাঁর নিকট তাঁর উযুর উদ্বৃত্ত পানি চাইলাম। তিনি পানি আনিয়ে উযু এবং কুল্লি করলেন, তারপর একটি পাত্রে তা ঢেলে দিয়ে আমাদের নির্দেশ দিয়ে বলেন ঃ তোমরা যাও। তোমরা তোমাদের এলাকায় পৌছে তোমাদের ঐ গির্জাটি ভেঙ্গে ফেলে সেখানে এই পানি ঢেলে দিবে, এরপর সেটিকে মসজিদরূপে ব্যবহার করবে। আমরা বললাম, আমাদের দেশ অনেক দূরে, গরমও অত্যধিক এবং পানি তো শুকিয়ে যাবে। তিনি বলেন ঃ এর সাথে আরও পানি মিশিয়ে নিবে, তা ঐ পানির পবিত্রতা আরও বাড়াবে। আমরা সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে দেশে পৌছে আমাদের গির্জাটি ভেঙ্গে ফেললাম, তারপর সেখানে ঐ পানি ঢেলে দিলাম এবং সেটাকে মসজিদে রূপান্তরিত করলাম। আমরা তাতে আযান দিলাম। রাবী বলেন, পাদ্রী ছিল তাই সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি। সে আযান ধ্বনি শুনে বললো, এ তো মহাসত্যের দিকে আহবান। তারপর সে নিম্ন এলাকার দিকে চলে গেলো। এরপর তাকে আমরা আর দেখিনি।

نَبْشُ الْقُبُوْرِ وَاتِّخَاذُ اَرْضِهَا مَسْجِدًا

১২-অনুচ্ছেদ ঃ কবরস্থান সমান করে তা মসজিদরূপে ব্যবহার করা।

٧٠٣- اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ اَبِى التَّيَّاحِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَزَلَ فِىْ عُرْضِ الْمَدِيْنَةِ فِىْ حَيٍّ يُقَالُ لَهُمْ بَنُوْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَاَقَامَ فِيْهِمْ اَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً ثُمَّ اَرْسَلَ اِلٰى مَلَاٍ مِّنْ بَنِى النَّجَّارِ فَجَاءُوْا مُتَقَلِّدِىْ سُيُوْفِهِمْ كَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى رَاحِلَتِهِ وَاَبُوْ بَكْرٍ رَدِيْفُهُ وَمَلَاٌ مِّنْ بَنِى النَّجَّارِ حَوْلَهُ حَتّٰى اَلْقٰى بِفِنَاءِ اَبِىْ اَيُّوْبَ وَكَانَ يُصَلِّىْ حَيْثُ اَدْرَكَتْهُ الصَّلٰوةُ فَيُصَلِّىْ فِىْ مَرَابِضِ الْغَنَمِ ثُمَّ اُمِرَ بِالْمَسْجِدِ فَاَرْسَلَ اِلٰى مَلَاٍ مِّنْ بَنِى النَّجَّارِ فَجَاءُوْا فَقَالَ يَا بَنِى النَّجَّارِ ثَامِنُوْنِىْ بِحَائِطِكُمْ هٰذَا قَالُوْا وَاللّٰهِ مَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ اِلاَّ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ اَنَسٌ وَكَانَتْ فِيْهِ قُبُوْرُ الْمُشْرِكِيْنَ وَكَانَتْ فِيْهِ خَرِبٌ وَكَانَ فِيْهِ نَخْلٌ فَاَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِقُبُوْرِ

الْمُشْرِكِيْنَ فَنُبِشَتْ وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَتْ وَبِالْخَرِبِ فَسُوِّيَتْ فَصَفُّوا النَّخْلَ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ وَجَعَلُوْا عِضَادَتَيْهِ الْحِجَارَةَ وَجَعَلُوْا يَنْقُلُوْنَ الصَّخْرَ وَهُمْ يَرْتَجِزُوْنَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَعَهُمْ وَهُمْ يَقُوْلُوْنَ :

اَللّٰهُمَّ لاَ خَيْرَ اِلاَّ خَيْرُ الْاٰخِرَةِ .

فَانْصُرِ الْاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ .

৭০৩। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, (হিজরত করে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় পৌঁছে মদীনার এক প্রান্তে আমর ইবনে আওফ গোত্রের এলাকায় অবতরণ করেন। তিনি তাদের মধ্যে চৌদ্দ দিন অবস্থান করেন। তারপর বনূ নাজ্জারের নেতৃস্থানীয় লোকদের কাছে খবর পাঠান। তারা তাদের তরবারি সজ্জিত হয়ে আসেন। আমি যেন এখনও দেখছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সওয়ারীর উপর, আবু বাক্‌র (রা) তাঁর পিছনে উপবিষ্ট এবং বনূ নাজ্জারের নেতৃস্থানীয় লোকেরা তাঁর চতুর্দিক বেষ্টন করে আছে। তিনি আবু আইউব (রা)-এর ঘরের সামনে অবতরণ করলেন। যেখানেই নামাযের ওয়াক্ত হতো সেখানেই তিনি নামায পড়তেন। তিনি বকরীর খোঁয়াড়েও নামায পড়তেন। তারপর তাঁকে মসজিদ তৈরীর নির্দেশ দেয়া হলে তিনি নাজ্জার গোত্রের নেতৃস্থানীয় লোকদের কাছে খবর পাঠান। তারা আগমন করলে তিনি বলেন ঃ হে বনূ নাজ্জার! তোমরা তোমাদের এ স্থানটি আমার নিকট বিক্রয় করো। তারা বললো, আল্লাহ্‌র শপথ! আমরা এর মূল্য গ্রহণ করবো না। এর মূল্য আমরা মহামহিম আল্লাহ্‌র নিকট চাইবো। আনাস (রা) বলেন, জায়গাটিতে মুশরিকদের কবর, বিরান ঘর এবং খেজুর গাছ ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ করলে এ সকল কবর সমতল করা হলো, খেজুর গাছ কেটে ফেলা হলো এবং বিরান ঘরগুলো ভেঙ্গে সমতল করা হলো। সাহাবীগণ খেজুর গাছগুলো কিবলার দিকে সারিবদ্ধ করে রাখলেন, দরজার চৌকাঠ সরিয়ে সেখানে পাথর স্থাপন করলেন এবং শিলা খণ্ডগুলোকে সরাতে লাগলেন। তারা উদ্দীপনা বৃদ্ধির জন্য রাজযিয়া আবৃত্তি করছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সঙ্গে ছিলেন। তারা বলছিলেন ঃ "হে আল্লাহ! আখেরাতের কল্যাণই প্রকৃত কল্যাণ। আপনি আনসার ও মুহাজিরদের সাহায্য করুন।"

اَلنَّهْيُ عَنْ اتِّخَاذِ الْقُبُوْرِ مَسَاجِدَ

১৩-অনুচ্ছেদ ঃ কবরকে মসজিদরূপে ব্যবহার করা নিষেধ।

٧٠٤-اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ وَيُوْنُسَ قَالاَ قَالَ الزُّهْرِيُّ اَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عَائِشَةَ وَابْنَ عَبَّاسٍ قَالاَ لَمَّا نُزِلَ

بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَطَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيْصَةً لَّهُ عَلٰى وَجْهِهٖ فَاِذَا اغْتَمَّ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهٖ قَالَ وَهُوَ كَذٰلِكَ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ ٠

৭০৪। আয়েশা (রা) ও ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতিকালের সময় নিকটবর্তী হলে তিনি তাঁর মুখমণ্ডলে চাদর রাখতেন এবং গরমে শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় মুখমণ্ডল থেকে তা সরিয়ে ফেলতেন। ঐ অবস্থায় তিনি বলতেন ঃ ইহূদী ও খৃস্টানদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত। তারা তাদের নবীগণের কবরসমূহকে মসজিদে পরিণত করেছে।

٧٠٥- اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ اُمَّ حَبِيْبَةَ وَاُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتَا كَنِيْسَةً رَاَتَاهَا بِالْحَبَشَةِ فِيْهَا تَصَاوِيْرُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اُولٰئِكَ اِذَا كَانَ فِيْهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوْا عَلٰى قَبْرِهٖ مَسْجِدًا وَّصَوَّرُوْا تِيْكَ الصُّوَرَ اُولٰئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

৭০৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। উম্মু হাবীবা ও উম্মু সালামা (রা) হাবশায় তাদের দেখা একটি গির্জার কথা উল্লেখ করেন, যাতে অনেক ছবি ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তাদের মধ্যে কোন নেক্‌কার লোক মৃত্যুবরণ করলে তারা তার কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করতো এবং ঐ সকল লোকের এসব ছবি তৈরি করতো। কিয়ামতের দিন তারা আল্লাহ্‌র নিকট নিকৃষ্টতম সৃষ্টিরূপে গণ্য হবে।

اَلْفَضْلُ فِيْ اِيْتَانِ الْمَسَاجِدِ

১৪-অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদসমূহে আসার ফযীলাত।

٧٠٦- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ ذِئْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَسْوَدُ بْنُ الْعَلَاءِ ابْنِ جَارِيَةَ الثَّقَفِيُّ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ حِيْنَ يَخْرُجُ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهٖ اِلٰى مَسْجِدِهٖ فَرِجْلٌ تُكْتَبُ حَسَنَةً وَرِجْلٌ تَمْحُوْ سَيِّئَةً .

৭০৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যখন কোন ব্যক্তি তার ঘর থেকে তার মসজিদের দিকে রওয়ানা হয় তখন তার এক পদক্ষেপে একটি পুণ্য লেখা হয় এবং অপর পদক্ষেপে একটি পাপ মুছে যায়।

اَلنَّهْىُ عَنْ مَنْعِ النِّسَاءِ مِنْ اِتْيَانِهِنَّ الْمَسَاجِدَ

১৫-অনুচ্ছেদ ঃ মহিলাদের মসজিদসমূহে আসতে বাধা দেয়া নিষেধ।

٧٠٧- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اسْتَاْذَنَتِ امْرَاَةُ اَحَدِكُمْ اِلَى الْمَسْجِدِ فَلاَ يَمْنَعْهَا .

৭০৭। সালেম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কারো স্ত্রী মসজিদে যাওয়ার অনুমতি চাইলে সে যেন তাকে বাধা না দেয়।

مَنْ يُّمْنَعُ مِنَ الْمَسْجِدِ

১৬-অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদে যেতে যাকে নিষেধ করা হবে।

٧٠٨- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَكَلَ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ قَالَ اَوَّلَ يَوْمٍ الثُّوْمِ ثُمَّ قَالَ الثُّوْمِ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ فَلاَ يَقْرَبْنَا فِيْ مَسَاجِدِنَا فَاِنَّ الْمَلٰئِكَةَ تَتَاَذّٰى مِمَّا يَتَاَذّٰى مِنْهُ الْاِنْسُ .

৭০৮। জাবের (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এ গাছ থেকে খায়, প্রথম দিন তিনি বলেছেন, রসুন, তারপর তিনি বলেছেন, রসুন, পিঁয়াজ ও কুররাছ, সে যেন আমাদের মসজিদসমূহের নিকটেও না আসে। কেননা ফেরেশতাগণ কষ্ট পান যার দ্বারা মানুষ কষ্ট পায়।

مَنْ يُّخْرَجُ مِنَ الْمَسْجِدِ

১৭-অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদ থেকে যাকে বহিষ্কার করা হবে।

٧٠٩- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ اِنَّكُمْ اَيُّهَا النَّاسُ تَاْكُلُوْنَ مِنْ شَجَرَتَيْنِ مَا اُرَاهُمَا اِلاَّ خَبِيْثَتَيْنِ هٰذَا

الْبَصَلُ وَالثُّوْمُ وَلَقَدْ رَاَيْتُ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ اِذَا وَجَدَ رِيْحَهُمَا مِنَ الرَّجُلِ اَمَرَ بِهِ فَاُخْرِجَ اِلَى الْبَقِيْعِ فَمَنْ اَكَلَهُمَا فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا .

৭০৯। মাদান ইবনে আবু তালহা (র) থেকে বর্ণিত। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, হে লোকসকল! তোমরা দুই প্রকার সব্জি খেয়ে থাকো। আমি এই দুইটিকে নিকৃষ্ট মনে করি। তা হলো পিঁয়াজ ও রসুন। আমি আল্লাহ্‌র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি যে, তিনি কারও মুখ থেকে এর গন্ধ পেলে তাকে বের করে দেয়ার নির্দেশ দিতেন। এরপর তাকে বাকী নামক কবরস্তানের দিকে বের করে দেয়া হতো। অতএব যে ব্যক্তি তা খেতে চায়, সে যেন তা রান্না করে গন্ধমুক্ত করে নেয়।

ضَرْبُ الْخِبَاءِ فِي الْمَسَاجِدِ

১৮-অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদে তাঁবু খাটানো।

٧١٠- اَخْبَرَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّعْتَكِفَ صَلَّى الصُّبْحَ ثُمَّ دَخَلَ فِي الْمَكَانِ الَّذِيْ يُرِيْدُ اَنْ يَّعْتَكِفَ فِيْهِ فَاَرَادَ اَنْ يَّعْتَكِفَ الْعَشْرَ الْاَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ فَاَمَرَ فَضُرِبَ لَهُ خِبَاءٌ وَاَمَرَتْ حَفْصَةُ فَضُرِبَ لَهَا خِبَاءٌ فَلَمَّا رَاَتْ زَيْنَبُ خِبَاءَهَا اَمَرَتْ فَضُرِبَ لَهَا خِبَاءٌ فَلَمَّا رَاٰى ذٰلِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اٰلْبِرَّ يُرِدْنَ فَلَمْ يَعْتَكِفْ فِيْ رَمَضَانَ وَاعْتَكَفَ عَشْرًا مِّنْ شَوَّالٍ .

৭১০। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইতিকাফ করার ইচ্ছা করলে ফজরের নামায পড়তেন, অতঃপর যে স্থানে ইতিকাফের ইচ্ছা করতেন সেখানে প্রবেশ করতেন। তিনি রমযান মাসের শেষ দশদিন ইতিকাফের ইচ্ছা করলেন এবং তিনি আদেশ দিলে তাঁর জন্য একটি তাঁবু খাটানো হলো। আর হাফসা (রা) আদেশ দিলে তার জন্যও একটি তাঁবু খাটানো হলো। যয়নব (রা) তার তাঁবু দেখে আদেশ করলে তার জন্যও পৃথক একটি তাঁবু খাটানো হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা দেখতে পেয়ে বলেন ঃ তারা কি সওয়াবের আশা করছে? অতএব তিনি ঐ রমযান মাসে ইতিকাফ করেননি এবং পরে শাওয়াল মাসের দশদিন ইতিকাফ করেন।

٧١١- اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اُصِيْبَ سَعْدٌ يَوْمَ الْخَنْدَقِ رَمَاهُ

رَجُلٌ مِّنْ قُرَيْشٍ رَمَاهُ فِى الْاَكْحَلِ فَضَرَبَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْمَةً فِى الْمَسْجِدِ لِيَعُوْدَهُ مِنْ قَرِيْبٍ .

৭১১। আয়েশা (রা) বলেন, সাদ (রা) খন্দকের যুদ্ধে আহত হন। এক কুরায়শ ব্যক্তি তার বাহুতে তীর নিক্ষেপ করেছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে তার জন্য একটি তাঁবু খাটান যাতে তিনি নিকট থেকে তার দেখাশুনা করতে পারেন।

اِدْخَالُ الصِّبْيَانِ الْمَسَاجِدَ

১৯-অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদসমূহে শিশুদের প্রবেশ।

٧١٢- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِىِّ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا قَتَادَةَ يَقُوْلُ بَيْنَا نَحْنُ جُلُوْسٌ فِى الْمَسْجِدِ اِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَحْمِلُ اُمَامَةَ بِنْتَ اَبِى الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيْعِ وَاُمُّهَا زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهِىَ صَبِيَّةٌ يَحْمِلُهَا فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهِىَ عَلٰى عَاتِقِهِ يَضَعُهَا اِذَا رَكَعَ وَيُعِيْدُهَا اِذَا قَامَ حَتّٰى قَضٰى صَلٰوتَهُ يَفْعَلُ ذٰلِكَ بِهَا .

৭১২। আমর ইবনে সুলায়ম আয-যুরাকী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবু কাতাদা (রা)-কে বলতে শুনেছেন, আমরা মসজিদে বসা ছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবুল আস ইবনুর রবীর কন্যা উমামাকে কোলে নিয়ে বের হয়ে আমাদের নিকট এলেন। শিশুর মা ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা যয়নব (রা)। সে ছিল ছোট বালিকা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিজ কাঁধে করে নামায পড়লেন। তিনি রুকূ করার সময় তাকে নামিয়ে রেখে দিতেন এবং দাঁড়ালে আবার কাঁধে তুলে নিতেন। এভাবে তিনি তাঁর নামায শেষ করেন।

رَبْطُ الْاَسِيْرِ بِسَارِيَةِ الْمَسْجِدِ

২০-অনুচ্ছেদ ঃ বন্দীকে মসজিদের খুঁটির সাথে বেঁধে রাখা।

٧١٣- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْلاً قِبَلَ نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِّنْ بَنِىْ حَنِيْفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ اُثَالٍ سَيِّدُ اَهْلِ الْيَمَامَةِ فَرُبِطَ بِسَارِيَةٍ مِّنْ سَوَارِى الْمَسْجِدِ مُخْتَصَرٌ .

৭১৩। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদল সৈন্য নাজদের দিকে পাঠান। তারা ইয়ামামাবাসীদের সর্দার ছুমামা ইবনে উছালকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে এলো। তাকে মসজিদের একটি খুঁটির সাথে বাঁধা হলো (সংক্ষিপ্ত)।

اِدْخَالُ الْبَعِيْرِ الْمَسْجِدَ

২১-অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদে উট প্রবেশ করানো।

٧١٤- اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ طَافَ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلٰى بَعِيْرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ .

৭১৪। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জে উটে সওয়ার হয়ে (কাবা ঘর) তাওয়াফ করেন এবং একটি লাঠি দ্বারা হাজরে আসওয়াদকে স্পর্শ করে চুমা দেন।

اَلنَّهْىُ عَنِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِى الْمَسْجِدِ وَعَنِ التَّحَلُّقِ قَبْلَ صَلٰوةِ الْجُمُعَةِ

২২-অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় করা এবং জুমুআর নামাযের পূর্বে বৃত্তাকারে বসা নিষেধ।

٧١٥- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى عَنِ التَّحَلُّقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلٰوةِ وَعَنِ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِى الْمَسْجِدِ .

৭১৫। আমর ইবনে শোআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমুআর দিন মসজিদে (জুমুআর) নামাযের পূর্বে বৃত্তাকারে বসতে এবং মসজিদের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

اَلنَّهْىُ عَنْ تَنَاشُدِ الْاَشْعَارِ فِى الْمَسْجِدِ

২১-অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদে কবিতা পাঠের আসর বসানো নিষেধ।

٧١٦- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى عَنْ تَنَاشُدِ الْاَشْعَارِ فِى الْمَسْجِدِ .

৭১৬। আমর ইবনে শোআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে কবিতা পাঠের আসর বসাতে নিষেধ করেছেন।

اَلرُّخْصَةُ فِى اِنْشَادِ الشِّعْرِ الْحَسَنِ فِى الْمَسْجِدِ

২৪-অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদে উত্তম কবিতা পাঠের আসর বসানোর অনুমতি আছে।

٧١٧- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ مَرَّ عُمَرُ بِحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ وَهُوَ يُنْشِدُ فِى الْمَسْجِدِ فَلَحَظَ اِلَيْهِ فَقَالَ قَدْ اَنْشَدْتُ وَفِيْهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنْكَ ثُمَّ الْتَفَتَ اِلَى اَبِىْ هُرَيْرَةَ فَقَالَ اَسَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَجِبْ عَنِّىْ اَللّٰهُمَّ اَيِّدْهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ قَالَ اَللّٰهُمَّ نَعَمْ .

৭১৭। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) বলেন, উমার (রা) হাসসান ইবনে সাবেত (রা)-এর নিকট দিয়ে অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি মসজিদে কবিতা পাঠ করছিলেন। উমার (রা) তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে তিনি বলেন, তোমার চেয়ে উত্তম ব্যক্তির উপস্থিতিতে আমি মসজিদে কবিতা পাঠ করেছি। অতঃপর তিনি আবু হুরায়রা (রা)-কে লক্ষ্য করে বলেন, আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেননিঃ আমার পক্ষ থেকে জবাব দাও। হে আল্লাহ! তুমি তাকে রূহুল কুদুস (জিবরাঈল) দ্বারা সাহায্য করো। তিনি বলেন, হে আল্লাহ! হাঁ।

اَلنَّهْىُ عَنْ اِنْشَادِ الضَّالَّةِ فِى الْمَسْجِدِ

২৫-অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদে হারানো বস্তুর ঘোষণা দেয়া নিষেধ।

٧١٨- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحِيْمِ قَالَ حَدَّثَنِىْ زَيْدُ بْنُ اَبِىْ اُنَيْسَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ يَنْشُدُ ضَالَّةً فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ وَجَدْتَّ .

৭১৮। জাবের (রা) বলেন, এক ব্যক্তি এসে মসজিদে একটি হারানো বস্তুর ঘোষণা দিতে লাগলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন ঃ তুমি যেন না পাও।

اِظْهَارُ السِّلاَحِ فِى الْمَسْجِدِ

২৬-অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদে অস্ত্র প্রদর্শনী।

٧١٩- اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْمِسْوَرِ الزُّهْرِىُّ بَصْرِىٌّ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قُلْتُ لِعَمْرٍو اَسَمِعْتَ جَابِرًا يَّقُوْلُ مَرَّ رَجُلٌ بِسِهَامٍ فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خُذْ بِنِصَالِهَا قَالَ نَعَمْ .

৭১৯। সুফিয়ান (র) বলেন, আমি আমর (র)-কে বললাম, আপনি কি জাবের (রা)-কে বলতে শুনেছেন, এক ব্যক্তি কতকগুলো তীর নিয়ে মসজিদের ভিতর দিয়ে যেতে থাকলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন ঃ "এর ফলাগুলো (মুঠের মধ্যে) ধরে রাখো"। লোকটি বললো, হাঁ।

تَشْبِيْكُ الْاَصَابِعِ فِى الْمَسْجِدِ

২৭-অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদে দুই হাতের আঙ্গুলসমূহ একত্র করা।

٧٢٠- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ قَالَ دَخَلْتُ اَنَا وَعَلْقَمَةُ عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ فَقَالَ لَنَا اَصَلّٰى هٰؤُلاَءِ قُلْنَا لاَ قَالَ قُوْمُوْا فَصَلُّوْا فَذَهَبْنَا لِنَقُوْمَ خَلْفَهُ فَجَعَلَ اَحَدَنَا عَنْ يَّمِيْنِهِ وَالْاٰخَرَ عَنْ شِمَالِهِ فَصَلّٰى بِغَيْرِ اَذَانٍ وَلاَ اِقَامَةٍ فَجَعَلَ اِذَا رَكَعَ شَبَّكَ بَيْنَ اَصَابِعِهِ وَجَعَلَهَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ وَقَالَ هٰكَذَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَعَلَ .

৭২০। আসওয়াদ (র) বলেন, আমি ও আলকামা (র) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর নিকট প্রবেশ করলে তিনি আমাদের বলেন, এরা কি নামায পড়েছে? আমরা বললাম, না। তিনি বলেন, উঠে নামায পড়ো। আমরা তার পিছনে দাঁড়াতে গেলে তিনি আমাদের একজনকে তার ডানদিকে এবং অন্যজনকে তার বামদিকে দাঁড় করান। তিনি আযান ও ইকামত ব্যতিরেকে নামায পড়লেন। তিনি রুকূতে গিয়ে তার দুই হাতের আঙ্গুলগুলো একত্র করে তা তার দুই হাঁটুর মাঝখানে রাখেন এবং বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরূপ করতে দেখেছি।[৫]

٧٢١- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا النَّضْرُ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْاَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

---

৫. দুই হাতের তালু একত্র করে রুকূ অবস্থায় তা দুই হাঁটুর মাঝখানে রাখাকে 'তাশবীক' বলে। এই নিয়ম রহিত হয়েছে। মোক্তাদী দুইজন হলে তাদের ইমামের পিছনে কাতারবন্দী হওয়াই উত্তম, যদিও উপরোক্তভাবেও দাঁড়ানো যায় (অনুবাদক)।

৭২১। সুলায়মান (র) বলেন, আমি ইবরাহীম (র)-কে আলকামা (র) এবং আসওয়াদ (র) সূত্রে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বলতে শুনেছি.....তিনি পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেন।

اَلاسْتِلْقَاءُ فِي الْمَسْجِدِ

২৮-অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদে শয়ন করা।

٧٢٢- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ اَنَّهُ رَاٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ وَاضِعًا اِحْدٰى رِجْلَيْهِ عَلَى الْاُخْرٰى .

৭২২। আব্বাদ ইবনে তামীম (র) থেকে তার চাচার সূত্রে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মসজিদে চিত হয়ে শুয়ে তাঁর এক পা অপর পায়ের উপর রাখা দেখেছেন।

اَلنَّوْمُ فِي الْمَسْجِدِ

২৯-অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদে ঘুমানো।

٧٢٣- اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنِيْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ يَنَامُ وَهُوَ شَابٌّ عَزَبٌ لاَ اَهْلَ لَهُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ .

৭২৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় মসজিদে নববীতে ঘুমাতেন। তখন তিনি ছিলেন অবিবাহিত যুবক এবং তার পরিবার ছিলো না।

اَلْبُصَاقُ فِي الْمَسْجِدِ

৩০-অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদে থুথু ফেলা।

٧٢٤- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْبُصَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيْئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا .

৭২৪। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মসজিদে থুথু ফেলা অন্যায় এবং তার কাফ্ফারা হলো তা পুতে ফেলা।

اَلنَّهْيُ عَنْ اَنْ يَّتَنَخَّمَ الرَّجُلُ فِىْ قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ

৩১-অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদের কিবলার দিকে নাক ঝেড়ে ফেলা নিষেধ।

٧٢٥- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَاٰى بُصَاقًا فِىْ جِدَارِ الْقِبْلَةِ فَحَكَّهُ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ اِذَا كَانَ اَحَدُكُمْ يُصَلِّىْ فَلاَ يَبْصُقَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ قِبَلَ وَجْهِهِ اِذَا صَلّٰى .

৭২৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের কিবলার দেয়ালে থুথু দেখে তা ঘষে তুলে ফেলেন, অতঃপর লোকদের দিকে মুখ করে বলেন ঃ তোমাদের কেউ নামাযরত অবস্থায় যেন তার সম্মুখ দিকে থুথু না ফেলে। কারণ সে নামাযে রত থাকাকালে মহামহিম আল্লাহ তার সামনে থাকেন।

ذِكْرُ نَهْيِ النَّبِيِّ ﷺ اَنْ يَّبْصُقَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ اَوْ عَنْ يَّمِيْنِهِ وَهُوَ فِىْ صَلاَتِهِ

৩২-অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তিকে নামাযরত অবস্থায় তার সামনে অথবা ডানদিকে থুথু ফেলতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন।

٧٢٦- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَاٰى نُخَامَةً فِىْ قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا بِحَصَاةٍ وَنَهٰى اَنْ يَّبْصُقَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ اَوْ عَنْ يَّمِيْنِهِ وَقَالَ يَبْصُقُ عَنْ يَّسَارِهِ اَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرٰى .

৭২৬। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের কিবলার দিকে থুথু দেখতে পেয়ে তা কংকর দিয়ে ঘষে তুলে ফেলেন এবং তিনি নিষেধ করেন যে, কোন ব্যক্তি যেন তার সামনে অথবা ডানদিকে থুথু না ফেলে। তিনি আরো বলেন ঃ সে তার বাম দিকে অথবা তার বাম পায়ের নিচে থুথু ফেলবে।

اَلرُّخْصَةُ لِلْمُصَلِّىْ اَنْ يَّبْصُقَ خَلْفَهُ اَوْ تِلْقَاءَ شِمَالِهِ

৩৩-অনুচ্ছেদ ঃ নামাযরত ব্যক্তির জন্য তার পেছনে অথবা তার বামদিকে থুথু ফেলার অনুমতি।

٧٢٧- اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىٰ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَنْصُوْرٌ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

اذَا كُنْتَ تُصَلِّيْ فَلاَ تَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْكَ وَلاَ عَنْ يَمِيْنِكَ وَابْصُقْ خَلْفَكَ اَوْ تِلْقَاءَ شِمَالِكَ اِنْ كَانَ فَارِغًا وَالاَّ فَهٰكَذَا وَبَزَقَ تَحْتَ رِجْلِه وَدَلَكَهُ .

৭২৭। তারিক ইবনে আবদুল্লাহ আল-মুহারিবী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তুমি নামাযরত থাকাকালে তোমার সামনে অথবা তোমার ডানদিকে থুথু ফেলবে না। তুমি নামাযরত না থাকলে তোমার পেছনে অথবা বামদিকে থুথু ফেলতে পারো, অন্যথায় এরূপ। এই বলে তিনি তাঁর পায়ের নিচে থুথু ফেলে তা ঘষে ফেলেন।

بِاَىِّ الرِّجْلَيْنِ يَدْلُكُ بُصَاقَهُ

৩৪-অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তি দুই পায়ের কোনটি দিয়ে থুথু ঘষে ফেলবে?

٧٢٨- اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ سَعِيْدٍ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ اَبِى الْعَلاَءِ بْنِ الشِّخِّيْرِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَنَخَّعَ فَدَلَكَ بِرِجْلِهِ الْيُسْرٰى .

৭২৮। আবুল আলা ইবনুশ শিখখীর (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখলাম যে, তিনি নাক ঝেড়ে তাঁর বাম পা দিয়ে ময়লা ঘষে ফেলেন।

تَخْلِيْقُ الْمَسَاجِدِ

৩৫-অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদকে সুগন্ধিময় করা।

٧٢٩- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيْلُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَاٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نُخَامَةً فِىْ قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَغَضِبَ حَتّٰى احْمَرَّ وَجْهُهُ فَقَامَتِ امْرَاَةٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ فَحَكَّتْهَا وَجَعَلَتْ مَكَانَهَا خَلُوْقًا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اَحْسَنَ هٰذَا .

৭২৯। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের কিবলার দিকে নাকের ময়লা দেখে এতো অসন্তুষ্ট হন যে, তাঁর মুখমণ্ডল রক্তিম বর্ণ ধারণ করে। এক আনসারী মহিলা দাঁড়িয়ে তা মুছে ফেলে তদস্থলে খালূক নামক সুগন্ধি লাগিয়ে দেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এটা খুবই উত্তম কাজ।

اَلْقَوْلُ عِنْدَ دُخُوْلِ الْمَسْجِدِ وَعِنْدَ الْخُرُوْجِ مِنْهُ

৩৬-অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদে প্রবেশকালে ও বের হওয়ার সময় যা বলতে হয়।

٧٣٠- اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ الْغَيْلاَنِىُّ بَصْرِىٌّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ رَبِيْعَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا حُمَيْدٍ وَاَبَا اُسَيْدٍ يَقُوْلاَنِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَاِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ .

৭৩০। আবদুল মালেক ইবনে সাঈদ (র) বলেন, আমি আবু হুমাইদ এবং আবু উসাইদ (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে যেন বলে, "আল্লাহুম্মাফ্তাহ্ লী আবওয়াবা রহমাতিক" (হে আল্লাহ! আমার জন্য আপনার রহমতের দরজাগুলো খুলে দিন)। আর সে বের হওয়ার সময় যেন বলে, "আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা মিন ফাদলিকা" (হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আপনার অনুগ্রহ কামনা করি)।

اَلْاَمْرُ بِالصَّلٰوةِ قَبْلَ الْجُلُوْسِ فِيْهِ

৩৭-অনুচ্ছেদ ঃ বসার পূর্বে নামায পড়ার নির্দেশ।

٧٣١- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يَّجْلِسَ .

৭৩১। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে বসার পূর্বে যেন দুই রাক্আত নামায পড়ে।

اَلرُّخْصَةُ فِى الْجُلُوْسِ فِيْهِ وَالْخُرُوْجِ مِنْهُ بِغَيْرِ صَلٰوةٍ

৩৮-অনুচ্ছেদ ঃ (প্রয়োজনে) মসজিদে ঢুকে নামায না পড়ে বসা ও বের হওয়ার অনুমতি আছে।

٧٣٢- اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَاَخْبَرَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ كَعْبٍ قَالَ

سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حَدِيْثَهُ حِيْنَ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ قَالَ وَصَبَّحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَادِمًا وَكَانَ اِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَرَكَعَ فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ فَلَمَّا فَعَلَ ذٰلِكَ جَاءَهُ الْمُخَلَّفُوْنَ فَطَفِقُوْا يَعْتَذِرُوْنَ اِلَيْهِ وَيَحْلِفُوْنَ لَهُ وَكَانُوْا بِضْعًا وَثَمَانِيْنَ رَجُلاً فَقَبِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلاَنِيَتَهُمْ وَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ وَوَكَّلَ سَرَائِرَهُمْ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ حَتّٰى جِئْتُ فَلَمَّا سَلَّمْتُ تَبَسَّمَ تَبَسُّمَ الْمُغْضَبِ ثُمَّ قَالَ تَعَالَ فَجِئْتُ حَتّٰى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ لِيْ مَا خَلَّفَكَ اَلَمْ تَكُنِ ابْتَعْتَ ظَهْرَكَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ وَاللّٰهِ لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ اَهْلِ الدُّنْيَا لَرَاَيْتُ اَنِّيْ سَاَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ وَلَقَدْ اُعْطِيْتُ جَدَلاً وَلٰكِنْ وَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَئِنْ حَدَّثْتُكَ الْيَوْمَ حَدِيْثَ كَذِبٍ لِتَرْضٰى بِهِ عَنِّيْ لَيُوْشِكُ اَنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يُسْخِطُكَ عَلَيَّ وَلَئِنْ حَدَّثْتُكَ حَدِيْثَ صِدْقٍ تَجِدُ عَلَيَّ فِيْهِ اِنِّيْ لَاَرْجُوْ فِيْهِ عَفْوَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ مَا كُنْتُ قَطُّ اَقْوٰى وَلاَ اَيْسَرَ مِنِّيْ حِيْنَ تَخَلَّفْتُ عَنْكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَّا هٰذَا فَقَدْ صَدَقَ فَقُمْ حَتّٰى يَقْضِيَ اللّٰهُ فِيْكَ فَقُمْتُ فَمَضَيْتُ مُخْتَصَرٌ .

৭৩২। আবদুল্লাহ্ ইবনে কাব (র) বলেন, আমি কাব ইবনে মালেক (রা)-কে তার ঘটনা বর্ণনা করতে শুনেছি, যখন তিনি তাবূক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যোগদান থেকে বিরত থাকেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভোরে তাবূক থেকে আগমন করলেন। তিনি কোন সফর থেকে ফিরে এসে প্রথমে মসজিদে প্রবেশ করে দুই রাক্আত নামায পড়তেন, অতঃপর লোকদের সাথে বসতেন। এই আনুষ্ঠানিকতার পর যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকা লোকজন তাঁর নিকট যুদ্ধে যোগদান না করার ওজর পেশ করতে লাগলো এবং তার নিকট শপথ করতে লাগলো। তারা সংখ্যায় ছিল আশিজনের অধিক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বাহ্যিক ওজর কবুল করেন, তাদের বায়আত গ্রহণ করে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং তাদের গোপন অবস্থা মহামহিম আল্লাহ্র উপর সোপর্দ করেন। শেষে আমি আসলাম। আমি তাঁকে সালাম করলে তিনি অসন্তোষের হাসি হাসেন, তারপর বলেন ঃ আসো। আমি এসে তাঁর সামনে বসলাম। তিনি বলেন ঃ তোমাকে কিসে ফিরিয়ে রাখলো, তুমি কি সওয়ারী কিনতে পারোনি? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ্র

শপথ! আমি যদি আপনি ছাড়া অন্য কোন দুনিয়াদার লোকের সামনে বসতাম তাহলে আমার মনে হয় আমি তার ক্রোধ থেকে পরিত্রাণ পেতে পারতাম, আমার এ শক্তি আছে। কিন্তু আল্লাহ্‌র শপথ! আমি জানি, আজ যদি আমি আপনার নিকট মিথ্যা বলি তাহলে তাতে হয়তো আপনি সন্তুষ্ট হবেন, কিন্তু অচিরেই মহামহিম আল্লাহ আপনাকে আমার উপর অসন্তুষ্ট করে দিবেন। আর আমি যদি আপনার নিকট সত্য কথা বলি, তাহলে আপনি হয়তো আমার উপর অসন্তুষ্ট হবেন। তবে আমি আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। আল্লাহ্‌র শপথ! আমি যখন আপনার সাথে যুদ্ধে যোগদান থেকে বিরত ছিলাম তখনকার চাইতে কোন সময় অধিক বলবান অথবা অধিক সম্পদশালী ছিলাম না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এ ব্যক্তি সত্য কথা বলেছে। অতএব উঠে যাও এবং অপেক্ষা করো যে পর্যন্ত না আল্লাহ তোমার ব্যাপারে কোন ফয়লাসা করেন। তখন আমি উঠে চলে গেলাম (সংক্ষিপ্ত)।

صَلاَةُ الَّذِىْ يَمُرُّ عَلَى الْمَسْجِدِ

৩৯-অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদের নিকট দিয়ে গমনকারীর নামায।

٧٣٣- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ بْنِ اَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنِ ابْنِ اَبِىْ هِلاَلٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مَرْوَانُ ابْنُ عُثْمَانَ اَنَّ عُبَيْدَ بْنَ حُنَيْنٍ اَخْبَرَهُ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُعَلّٰى قَالَ كُنَّا نَغْدُوْ اِلَى السُّوْقِ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَنَمُرُّ عَلَى الْمَسْجِدِ فَنُصَلِّىْ فِيْهِ .

৭৩৩। আবু সাঈদ ইবনুল মুআল্লা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে আমরা ভোরে বাজারে যেতাম। তখন আমরা মসজিদের নিকট দিয়ে যেতে নামায পড়তাম।

اَلتَّرْغِيْبُ فِى الْمَسْجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلٰوةِ

৪০-অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদে অবস্থান ও নামাযের অপেক্ষায় থাকার ব্যাপারে উৎসাহবাণী।

٧٣٤- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تُصَلِّىْ عَلٰى اَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِىْ مُصَلاَّهُ الَّذِىْ صَلّٰى فِيْهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ .

৭৩৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বলেন ঃ তোমাদের কেউ নামায পড়ার পর যতক্ষণ তার জায়নামাযে বসে থাকে এবং তার উযু ভঙ্গ না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত ফেরেশতারা তার জন্য দোয়া করতে থাকেন ঃ "আল্লাহুম্মাগফির লাহু আল্লাহুম্মারহামহু" (হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা করে দিন। হে আল্লাহ! তার প্রতি দয়া করুন)।

٧٣٥- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عُقْبَةَ الْحَضْرَمِيِّ اَنَّ يَحْيَ بْنَ مَيْمُوْنٍ حَدَّثَهُ قَالَ سَمِعْتُ سَهْلاً السَّاعِدِيَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ كَانَ فِى الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلٰوةَ فَهُوَ فِى الصَّلٰوةِ .

৭৩৫। সাহল আস-সাইদী (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি মসজিদে নামাযের অপেক্ষায় থাকে, সে যেন নামাযের মধ্যেই থাকে।

ذِكْرُ نَهْيِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ الصَّلٰوةِ فِىْ اَعْطَانِ الْاِبِلِ

৪১-অনুচ্ছেদ ঃ মহানবী (স) উটের বাথানে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন।

٧٣٦- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىٰ عَنْ اَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الصَّلٰوةِ فِىْ اَعْطَانِ الْاِبِلِ .

৭৩৬। আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্‌ফাল (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটের বাথানে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন।

اَلرُّخْصَةُ فِىْ ذٰلِكَ

৪২-অনুচ্ছেদ ঃ এ ব্যাপারে অনুমতি প্রসঙ্গে।

٧٣٧- اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ عَنْ يَزِيْدَ الْفَقِيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جُعِلَتْ لِىَ الْاَرْضُ مَسْجِداً وَّطَهُوْراً اَيْنَمَا اَدْرَكَ رَجُلٌ مِّنْ اُمَّتِى الصَّلٰوةَ صَلّٰى .

৭৩৭। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার জন্য সমগ্র জমিনকে মসজিদ ও পবিত্রতা অর্জনের উপায় বানানো হয়েছে। আমার উম্মতের কোন ব্যক্তির যেখানেই নামাযের ওয়াক্ত হবে সে সেখানে নামায পড়তে পারবে।

اَلصَّلٰوةُ عَلَى الْحَصِيْرِ

৪৩-অনুচ্ছেদ ঃ চাটাইয়ের উপর নামায পড়া।

٧٣٨- اَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَحْىَ بْنِ سَعِيْدٍ الْأُمَوِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ اُمَّ سُلَيْمٍ سَالَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَّاْتِيَهَا فَيُصَلِّىْ فِىْ بَيْتِهَا فَتَتَّخِذُهُ مُصَلًّى فَاَتَاهَا فَعَمِدَتْ اِلٰى حَصِيْرٍ فَنَضَحَتْهُ بِمَاءٍ فَصَلّٰى عَلَيْهِ وَصَلُّوْا مَعَهُ .

৭৩৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। উম্মু সুলাইম (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিবেদন করেন, তিনি যেন তার বাড়িতে এসে তার ঘরে নামায পড়েন, যাতে তিনি জায়গাটিকে নামাযের স্থানরূপে নির্দিষ্ট করে নিতে পারেন। অতএব তিনি তার ঘরে এলেন। তিনি একটি চাটাইয়ের ব্যবস্থা করেন এবং তাতে পানি ছিটিয়ে দেন। তিনি তার উপর নামায পড়েন এবং অন্য লোকেরাও তাঁর সাথে নামায পড়েন।

اَلصَّلٰوةُ عَلَى الْخُمْرَةِ

৪৪-অনুচ্ছেদ ঃ মাদুরের উপর নামায পড়া।

٧٣٩- اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِى الشَّيْبَانِىَّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ مَيْمُوْنَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّىْ عَلَى الْخُمْرَةِ .

৭৩৯। মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাদুরের উপর নামায পড়তেন।

اَلصَّلٰوةُ عَلَى الْمِنْبَرِ

৪৫-অনুচ্ছেদ ঃ মিম্বরের উপর নামায পড়া।

٧٤٠- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ حَازِمِ بْنُ دِيْنَارٍ اَنَّ رِجَالاً اَتَوْا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِىَّ وَقَدِ امْتَرَوْا فِى الْمِنْبَرِ مِمَّ

عُوْدُهُ فَسَأَلُوْهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاَعْرِفُ مِمَّ هُوَ وَلَقَدْ رَاَيْتُهُ اَوَّلَ يَوْمٍ وُّضِعَ وَاَوَّلَ يَوْمٍ جَلَسَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرْسَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى فُلَانَةَ امْرَاَةٍ قَدْ سَمَّاهَا سَهْلٌ اَنْ مُرِىْ غُلَامَكِ النَّجَّارَ اَنْ يَّعْمَلَ لِىْ اَعْوَادًا اَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ اِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ فَاَمَرَتْهُ فَعَمِلَهَا مِنْ طَرْفَاءِ الْغَابَةِ ثُمَّ جَاءَ بِهَا فَاَرْسَلَتْ بِهَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَمَرَ بِهَا فَوُضِعَتْ هٰهُنَا ثُمَّ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَقِىَ فَصَلّٰى عَلَيْهَا وَكَبَّرَ وَهُوَ عَلَيْهَا ثُمَّ رَكَعَ وَهُوَ عَلَيْهَا ثُمَّ نَزَلَ الْقَهْقَرٰى فَسَجَدَ فِىْ اَصْلِ الْمِنْبَرِ ثُمَّ عَادَ فَلَمَّا فَرَغَ اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا صَنَعْتُ هٰذَا لِتَاْتَمُّوْا بِىْ وَلِتَعَلَّمُوْا صَلٰوتِىْ .

৭৪০। আবু হাযেম ইবনে দীনার (র) থেকে বর্ণিত। কয়েকজন লোক সাহল ইবনে সাদ আস-সাইদী (রা)-র নিকট আসেন। তারা মিম্বরের কাঠ সম্পর্ক সন্দেহ করেন যে, তা কোথা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল। তারা তাকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি জানি তা কোথা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল। প্রথম যেদিন তা স্থাপন করা হয় এবং প্রথম যেদিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাতে বসেন, সেদিন আমি তা দেখেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মহিলার নিকট লোক পাঠিয়ে বলেন ঃ তোমার কাঠমিস্ত্রি গোলামকে আদেশ করো, সে যেন আমার জন্য একটা কাঠের মিম্বর তৈরী করে দেয়, আমি তাতে বসে লোকের সাথে কথা বলবো। সে তাকে আদেশ করলে সে গাবা বনের কাঠ দিয়ে তা তৈরি করে তার নিকট নিয়ে আসে। মহিলা তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পাঠিয়ে দেন। অতঃপর তার নির্দেশে তা এখানে রাখা হয়েছে। তারপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাতে আরোহণ করে নামায পড়তে দেখেছি। তিনি এর উপর অবস্থান করে তাকবীর বলেন ও রুকূ করেন, অতঃপর পিছনে সরে এসে মিম্বরের মূলে সিজদা করেন। তিনি পুনরায় মিম্বরে আরোহণ করেন। নামাযশেষে তিনি লোকের দিকে মুখ করে বলেন ঃ হে লোকসকল! আমি এরূপ করলাম যাতে তোমরা আমার অনুসরণ করতে পারো এবং আমার নামায পড়ার পদ্ধতি শিখে নিতে পারো।

اَلصَّلٰوةُ عَلَى الْحِمَارِ

৪৬-অনুচ্ছেদ ঃ গাধার পিঠে নামায পড়া।

٧٤١-اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْىٰ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ عَلٰى حِمَارٍ وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ اِلٰى خَيْبَرَ ․

৭৪১। ইবনে উমার (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খায়বার এলাকার দিকে মুখ করে একটি গাধার পিঠে নামায পড়তে দেখেছি।

٧٤٢- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ عَنْ يَحْىَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ رَاٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ عَلٰى حِمَارٍ وَهُوَ رَاكِبٌ يُصَلِّىْ اِلٰى خَيْبَرَ وَالْقِبْلَةُ خَلْفَهُ . قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ لاَ نَعْلَمُ اَحَدًا تَابَعَ عَمْرَو بْنَ يَحْىٰ عَلٰى قَوْلِهِ يُصَلِّىْ عَلٰى حِمَارٍ وَحَدِيْثُ يَحْىَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَنَسٍ الصَّوَابُ مَوْقُوْفٌ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ .

৭৪২। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খায়বারমুখী হয়ে একটি গাধার পিঠে আরোহিত অবস্থায় (নফল) নামায পড়তে দেখেছেন, তখন কিবলা ছিল তাঁর পিছন দিকে। আবু আবদুর রহমান (র) বলেন, আমর ইবনে ইয়াহ্ইয়া (র)-এর বর্ণনায় যে উল্লেখ আছে, "তিনি গাধার পিঠে নামায পড়েছেন" এই বিষয়ে কেউ তার অনুসরণ করেছে বলে আমাদের জানা নাই। সঠিক কথা এই যে, আনাস (রা) থেকে ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি মওকুফ। আল্লাহ অধিক জ্ঞাত।

অধ্যায় ঃ ৯

كِتَابُ الْقِبْلَةِ

(কিবলার বিবরণ)

بَابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ

১-অনুচ্ছেদ ঃ কিবলামুখী হওয়া।

٧٤٣- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ يُوْسُفَ الْاَزْرَقُ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ اَبِىْ زَائِدَةَ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ فَصَلّٰى نَحْوَ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا ثُمَّ اِنَّهُ وُجِّهَ اِلَى الْكَعْبَةِ فَمَرَّ رَجُلٌ قَدْ كَانَ صَلّٰى مَعَ النَّبِىِّ ﷺ عَلٰى قَوْمٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ اَشْهَدُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ وُجِّهَ اِلَى الْكَعْبَةِ فَانْحَرَفُوْا اِلَى الْكَعْبَةِ .

৭৪৩। আবু ইসহাক আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় পৌছার পর ষোল মাস বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায পড়েন। তারপর তাঁকে কাবার দিকে মুখ করার নির্দেশ দেয়া হলো। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়ার পর আনসার সম্প্রদায়ের একদল লোকের নিকট দিয়ে যেতে বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাবার দিকে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। ফলে তারা কাবার দিকে ঘুরে গেলেন।

بَابُ الْحَالِ الَّتِىْ يَجُوْزُ عَلَيْهَا اسْتِقْبَالُ غَيْرِ الْقِبْلَةِ

২-অনুচ্ছেদঃ যে অবস্থায় কিবলা ছাড়া অন্যদিকে মুখ করে (নামায পড়া) বৈধ।

٧٤٤- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ عَلٰى رَاحِلَتِهِ فِى السَّفَرِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ قَالَ مَالِكٌ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ .

৭৪৪। ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফর অবস্থায় তাঁর বাহন যেদিকে যেতো সেদিকেই মুখ করে (নফল) নামায পড়তেন। মালেক (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে দীনার (র) বলেছেন, ইবনে উমার (রা)-ও তাই করতেন।

٧٤٥- اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ اَىِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ بِهِ وَيُوْتِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ اَنَّهُ لاَ يُصَلِّىْ عَلَيْهَا الْمَكْتُوْبَةَ .

৭৪৫। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্তুযান তাঁকে নিয়ে যেদিকে যেতো সেদিকে ফিরেই তিনি নামায পড়তেন। তিনি বেতের নামাযও জন্তুযানের উপর পড়তেন, কিন্তু ফরয নামায তার উপর পড়তেন না।

بَابُ اسْتِبَانَةِ الْخَطَا بَعْدَ الاِجْتِهَادِ

৩-অনুচ্ছেদ ঃ চিন্তা-গবেষণার পর ভুল প্রকাশ পেলে।

٧٤٦- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَمَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِىْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ جَاءَهُمْ اٰتٍ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْاٰنٌ وَقَدْ اُمِرَ اَنْ يَّسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ فَاسْتَقْبِلُوْهَا وَكَانَتْ وُجُوْهُهُمْ اِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوْا اِلَى الْكَعْبَةِ .

৭৪৬। ইবনে উমার (রা) বলেন, একদা লোকজন কুবায় ফজরের নামাযরত ছিলেন। এক আগন্তুক এসে বললো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এই রাতে কুরআন নাযিল হয়েছে। তাতে তাঁকে কিবলার দিকে মুখ করার আদেশ দেয়া হয়েছে। অতএব আপনারা কিবলার দিকে মুখ করুন। তখন তাদের মুখমণ্ডল ছিল সিরিয়ার (বাইতুল মুকাদ্দাসের) দিকে। তাই তারা কাবার দিকে ঘুরে গেলেন।

سُتْرَةُ الْمُصَلِّىْ

৪-অনুচ্ছেদ ঃ মুসল্লীর সুতরা (অন্তরাল) ব্যবহার করা।

٧٤٧- اَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّوْرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ ابْنُ شُرَيْحٍ عَنْ اَبِى الْاَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ عَنْ سُتْرَةِ الْمُصَلِّىْ فَقَالَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ .

৭৪৭। আয়েশা (রা) বলেন, তাবূক যুদ্ধকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামাযীর সুতরা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেনঃ তা হাওদার পেছনের খুঁটির ন্যায়।

٧٤٨- اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ ابْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ كَانَ يَرْكُزُ الْحَرْبَةَ ثُمَّ يُصَلِّىْ اِلَيْهَا .

৭৪৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে, তিনি বর্শার ফলা পুঁতে তার দিকে মুখ করে নামায পড়তেন।

اَلْاَمْرُ بِالدُّنُوِّ مِنَ السُّتْرَةِ

৫-অনুচ্ছেদ ঃ সুতরার নিকটবর্তী হওয়ার আদেশ।

٧٤٩- اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ وَاِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِىْ حَثْمَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ اِلٰى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا لاَ يَقْطَعُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلٰوتَهُ .

৭৪৯। সাহল ইবনে আবু হাছমা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ নিজের সামনে সুতরা স্থাপন করে নামায পড়লে সে যেন তার নিকটবর্তী হয়ে দাঁড়ায়। তাহলে শয়তান তার নামায ভঙ্গ করতে পারবে না।

مِقْدَارُ ذٰلِكَ

৬-অনুচ্ছেদ ঃ সুতরার দূরত্বের পরিমাণ।

٧٥٠- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ الْكَعْبَةَ وَاُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلاَلٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِىُّ فَاَغْلَقَهَا عَلَيْهِ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ فَسَاَلْتُ بِلاَلاً حِيْنَ خَرَجَ مَاذَا صَنَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ جَعَلَ عَمُوْدًا عَنْ يَّسَارِهِ وَعَمُوْدَيْنِ عَنْ يَّمِيْنِهِ وَثَلاَثَةَ اَعْمِدَةٍ وَّرَاءَهُ وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلٰى سِتَّةِ اَعْمِدَةٍ ثُمَّ صَلّٰى وَجَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ نَحْوًا مِّنْ ثَلاَثَةِ اَذْرُعٍ .

৭৫০। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসামা ইবনে যায়েদ, বিলাল ও উসমান ইবনে তালহা আল-হাজাবী (রা)-সহ কাবার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তার দরজা বন্ধ করে দিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)

বলেন, বিলাল যখন বের হলো তখন আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি করেছেন? তিনি বলেন, তিনি একটি খুঁটি তাঁর বাম দিকে, দু'টি খুঁটি তাঁর ডান দিকে এবং তিনটি খুঁটি তাঁর পেছনে রেখে নামায পড়েছেন। তৎকালে বাইতুল্লাহ ছয়টি খুঁটির উপর স্থাপিত ছিল। তিনি তাঁর ও দেয়ালের মধ্যখানে প্রায় তিন হাত পরিমাণ দূরত্ব রাখলেন।

ذِكْرُ مَا يَقْطَعُ الصَّلٰوةَ وَمَا لاَ يَقْطَعُ اِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَى الْمُصَلِّىْ سُتْرَةٌ

৭-অনুচ্ছেদ ঃ নামাযীর সামনে সুতরা না থাকলে, যাতে নামায নষ্ট হয় এবং যাতে নষ্ট হয় না।

٧٥١- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ الصَّامِتِ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَانَ اَحَدُكُمْ قَائِمًا يُصَلِّىْ فَاِنَّهُ يَسْتُرُهُ اِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ اٰخِرَةِ الرَّحْلِ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ اٰخِرَةِ الرَّحْلِ فَاِنَّهُ يَقْطَعُ صَلٰوتَهُ الْمَرْاَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْاَسْوَدُ قُلْتُ مَا بَالُ الْاَسْوَدِ مِنَ الْاَصْفَرِ مِنَ الْاَحْمَرِ فَقَالَ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَمَا سَاَلْتَنِىْ فَقَالَ الْكَلْبُ الْاَسْوَدُ شَيْطَانٌ .

৭৫১। আবু যার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ নামাযে দাঁড়ালে তার সামনে হাওদার পিছনের খুঁটির মতো কিছু থাকলে সে নিজেকে আড়াল করে নিয়েছে। তার সামনে হাওদার পিছনের খুঁটির মতো কিছু না থাকলে নারী, গাধা ও কালো কুকুর তার নামায নষ্ট করবে। আমি (আবদুল্লাহ) বললাম, লাল ও হলদে কুকুরের তুলনায় কালো কুকুরের অপরাধ কি? তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, যেমন তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করলে। তিনি বলেন ঃ কালো কুকুর হলো শয়তানতুল্য।

٧٥٢- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ شُعْبَةُ وَهِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ مَّا يَقْطَعُ الصَّلٰوةَ قَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ الْمَرْاَةُ الْحَائِضُ وَالْكَلْبُ قَالَ يَحْىٰ رَفَعَهُ شُعْبَةُ .

৭৫২। কাতাদা (র) বলেন, আমি জাবের (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, কিসে নামায ছিন্ন (নষ্ট) করে? তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) বলতেন, ঋতুবতী নারী ও কুকুর। ইয়াহ্ইয়া (র) বলেন, শোবা (র) হাদীসটি মারফূরূপে বর্ণনা করেছেন।

٧٥٣- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جِئْتُ اَنَا وَالْفَضْلُ عَلٰى اَتَانٍ لَّنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ بِالنَّاسِ بِعَرَفَةَ ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا فَمَرَرْنَا عَلٰى بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْنَا وَتَرَكْنَاهَا تَرْتَعُ فَلَمْ يَقُلْ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَيْئًا .

৭৫৩। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমি ও ফাদল আমাদের এক গর্দভীর পিঠে চড়ে আগমন করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফাতের ময়দানে লোকদের নিয়ে নামায পড়ছিলেন। অতঃপর তিনি কিছু বলেন যার অর্থ হচ্ছে, আমরা একটি কাতারের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে তা থেকে নামলাম এবং পশুটিকে ঘাস খেতে ছেড়ে দিলাম। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কিছুই বলেননি।

٧٥٤- اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدُ ابْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ زَارَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَبَّاسًا فِىْ بَادِيَةٍ لَنَا وَلَنَا كُلَيْبَةٌ وَّحِمَارَةٌ تَرْعٰى فَصَلَّى النَّبِىُّ ﷺ الْعَصْرَ وَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَمْ يُزْجَرَا اَوْ لَمْ يُؤَخَّرَا .

৭৫৪। ফাদল ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের এক বনে আব্বাস (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করেন। তথায় আমাদের ছোট কুকুরটি ও গর্দভী চরে বেড়াচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে আসরের নামায পড়েন এবং পশু দু'টি তাঁর সামনে ছিল। এ দু'টিকে ধমকও দেয়া হয়নি এবং পেছনে সরানোও হয়নি।

٧٥٥- اَخْبَرَنَا اَبُو الْاَشْعَثِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ اَنَّ الْحَكَمَ اَخْبَرَهُ قَالَ سَمِعْتُ يَحْىَ بْنَ الْجَزَّارِ يُحَدِّثُ عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ اَنَّهُ مَرَّ بَيْنَ يَدَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ هُوَ وَغُلَامٌ مِّنْ بَنِىْ هَاشِمٍ عَلٰى حِمَارٍ بَيْنَ يَدَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّىْ فَنَزَلُوْا وَدَخَلُوْا مَعَهُ فَصَلُّوْا وَلَمْ يَنْصَرِفْ فَجَاءَتْ جَارِيَتَانِ تَسْعَيَانِ مِنْ بَنِىْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَاَخَذَتَا بِرُكْبَتَيْهِ فَفَرَّعَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَنْصَرِفْ .

৭৫৫। সুহায়ব (র) বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-কে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, তিনি এবং বনু হাশেমের এক যুবক গাধায় চড়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে দিয়ে অতিক্রম করেন। তখন তিনি নামাযরত ছিলেন। তারা অবতরণ করে তাঁর সাথে নামাযে প্রবেশ করেন। তাঁর নামায শেষ না হতেই বনু আবদুল মুত্তালিবের দু'টি বালিকা দৌড়ে আসলো। তারা তাঁর হাঁটুদ্বয় জড়িয়ে ধরলো। তিনি তাদের পৃথক করে দিলেন। তখনও তিনি নামায শেষ করেননি।

٧٥٦- اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّيْ فَاِذَا اَرَدْتُ اَنْ اَقُوْمَ كَرِهْتُ اَنْ اَقُوْمَ فَاَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ انْسَلَلْتُ انْسِلاَلاً .

৭৫৬। আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে (শুয়ে) থাকতাম এবং তিনি নামায পড়তেন। আমি উঠে যেতে চাইলাম, কিন্তু দাঁড়িয়ে তাঁর সামনে দিয়ে যেতে অপছন্দ করে জড়োসড়ো হয়ে সরে পড়লাম।

اَلتَّشْدِيْدُ فِى الْمُرُوْرِ بَيْنَ يَدَىِ الْمُصَلِّىْ وَبَيْنَ سُتْرَتِه

৮-অনুচ্ছেদ ঃ নামাযী ও তার সুতরার মাঝখান দিয়ে যাওয়া সম্পর্কে কঠোর হুঁশিয়ারি।

٧٥٧- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِى النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ اَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ اَرْسَلَهُ اِلٰى اَبِىْ جُهَيْمٍ يَسْاَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فِى الْمَارِّ بَيْنَ يَدَىِ الْمُصَلِّىْ فَقَالَ اَبُوْ جُهَيْمٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَىِ الْمُصَلِّىْ مَاذَا عَلَيْهِ كَانَ اَنْ يَّقِفَ اَرْبَعِيْنَ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ اَنْ يَّمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ .

৭৫৭। বুসর ইবনে সাঈদ (র) থেকে বর্ণিত। যায়েদ ইবনে খালিদ (র) তাকে আবু জুহাইম (রা)-র নিকট নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিনি কি বলতে শুনেছেন তা জিজ্ঞেস করার জন্য পাঠান। আবু জুহাইম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী যদি জানতে পারতো তার কি যে (পাপ) হয়, তাহলে সে নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করার চাইতে চল্লিশ (বছর) দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করাকে উত্তম মনে করতো।

٧٥٨- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا كَانَ اَحَدُكُمْ يُصَلِّىْ فَلاَ يَدَعْ اَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَاِنْ اَبٰى فَلْيُقَاتِلْهُ .

৭৫৮। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ নামাযরত থাকা অবস্থায় নিজের সামনে দিয়ে কাউকে যেন অতিক্রম করতে না দেয়। অতিক্রমকারী (বিরত থাকতে) অস্বীকার করলে সে যেন শক্তি প্রয়োগে তাকে বাধা দেয়।

اَلرُّخْصَةُ فِىْ ذٰلِكَ

৯-অনুচ্ছেদ ঃ এই বিষয়ে অনুমতি সম্পর্কে।

٧٥٩- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ جُرَيْجٍ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ بِحِذَائِهٖ فِىْ حَاشِيَةِ الْمَقَامِ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطُّوَّافِ اَحَدٌ .

৭৫৯। কাছীর ইবনে কাছীর (র) থেকে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখলাম যে, তিনি সাতবার কাবা ঘর তাওয়াফ করলেন, তারপর মাকামে ইবরাহীমের নিকট বাইতুল্লাহ বরাবর দুই রাক্আত নামায পড়েন এবং তাঁর ও তাওয়াফকারীদের মাঝখানে কেউ ছিলো না।

اَلرُّخْصَةُ فِى الصَّلٰوةِ خَلْفَ النَّائِمِ

১০-অনুচ্ছেদ ঃ ঘুমন্ত ব্যক্তিকে সামনে রেখে নামায পড়ার অনুমতি।

٧٦٠- اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰ عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ وَاَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلٰى فِرَاشِهٖ فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يُّوْتِرَ اَيْقَظَنِىْ فَاَوْتَرْتُ .

৭৬০। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে (তাহাজ্জুদের) নামায পড়তেন। তখন আমি তাঁর ও কিবলার মাঝখানে আড়াআড়িভাবে তাঁর বিছানায় ঘুমিয়ে থাকতাম। যখন তিনি বেতরের নামায পড়তে ইচ্ছা করতেন তখন আমাকে জাগাতেন এবং আমি বেতেরের নামায পড়তাম।

اَلنَّهْيُ عَنِ الصَّلٰوةِ اِلَى الْقَبْرِ

১১-অনুচ্ছেদ ঃ কবর সামনে রেখে নামায পড়া নিষেধ।

٧٦١- اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ عَنِ ابْنِ جَابِرٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ وَاثِلَةَ ابْنِ الْاَسْقَعِ عَنْ اَبِيْ مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تُصَلُّوْا اِلَى الْقُبُوْرِ وَلاَ تَجْلِسُوْا عَلَيْهَا .

৭৬১। আবু মারছাদ আল-গানাবী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা কবর সামনে রেখে নামায পড়ো না এবং তার উপর বসো না।

اَلصَّلٰوةُ اِلٰى ثَوْبٍ فِيْهِ تَصَاوِيْرُ

১২-অনুচ্ছেদ ঃ ছবিযুক্ত কাপড় সামনে রেখে নামায পড়া।

٧٦٢- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ فِيْ بَيْتِيْ ثَوْبٌ فِيْهِ تَصَاوِيْرُ فَجَعَلْتُهُ اِلٰى سَهْوَةٍ فِي الْبَيْتِ فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ اِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا عَائِشَةُ اَخِّرِيْهِ عَنِّيْ فَنَزَعْتُهُ فَجَعَلْتُهُ وَسَائِدَ .

৭৬২। আয়েশা (রা) বলেন, আমার ঘরে ছবিযুক্ত একটি কাপড় ছিল। আমি তা ঘরের তাকের পর্দারূপে টানিয়ে রেখেছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেদিকে ফিরে নামায পড়তেন। অতঃপর তিনি বলেন ঃ হে আয়েশা! ওটা আমার সামনে থেকে সরিয়ে ফেলো। আমি তা নামিয়ে ফেললাম এবং তা দিয়ে কয়েকটি বালিশ বানালাম।

اَلْمُصَلِّيْ يَكُوْنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْاِمَامِ سُتْرَةٌ

১৩-অনুচ্ছেদ ঃ নামাযী ও ইমামের মাঝখানে আড়াল থাকলে।

٧٦٣- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَصِيْرَةٌ يَبْسُطُهَا بِالنَّهَارِ وَيَحْتَجِرُهَا بِاللَّيْلِ فَيُصَلِّيْ فِيْهَا فَفَطِنَ لَهُ النَّاسُ فَصَلُّوْا بِصَلٰوتِهِ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ

الْحَصِيْرَةُ فَقَالَ اكْلُفُوْا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيْقُوْنَ فَانَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ لاَ يَمَلُّ حَتّٰى تَمَلُّوْا وَانَّ اَحَبَّ الْاَعْمَالِ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ اَدْوَمُهُ وَانْ قَلَّ ثُمَّ تَرَكَ مُصَلاَّهُ ذٰلِكَ فَمَا عَادَ لَهُ حَتّٰى قَبَضَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَكَانَ اِذَا عَمِلَ عَمَلاً اَثْبَتَهُ .

৭৬৩। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি মাদুর ছিল। তিনি দিনের বেলা তা বিছাতেন এবং রাতের বেলা তা দিয়ে ঘেরের মতো বানিয়ে তার ভেতর নামায পড়তেন। লোকজন তা জানতে পেরে তাঁর সাথে নামাযে শরীক হতেন এবং তাঁর ও তাদের মাঝখানে থাকতো ঐ মাদুর। তিনি বলেন ঃ তোমাদের সামর্থ্য অনুসারে আমল করতে থাকো। তোমরা ক্লান্ত না হওয়া পর্যন্ত মহামহিম আল্লাহ তোমাদের পুরস্কৃত করতে ক্ষান্ত হবেন না। যে আমল নিয়মিত করা হয় তা অল্প হলেও মহামহিম আল্লাহ্‌র নিকট অধিক প্রিয়। তারপর তিনি তাঁর নামাযের স্থান ত্যাগ করেন। আল্লাহ তাআলা তাকে তুলে নেয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি আর সেখানে ফিরে আসেননি। তিনি কোন কাজ আরম্ভ করলে তা নিয়মিত করতেন।

اَلصَّلٰوةُ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

১৪-অনুচ্ছেদ ঃ একটিমাত্র কাপড় পরে নামায পড়া।

٧٦٤- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ سَائِلاً سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الصَّلٰوةِ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ اَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ .

৭৬৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক প্রশ্নকারী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটিমাত্র কাপড় পরে নামায পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। তিনি বলেন ঃ তোমাদের প্রত্যেকের কি দুইখানা কাপড় আছে?

٧٦٥- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ اَبِىْ سَلَمَةَ اَنَّهُ رَاٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ فِىْ بَيْتِ اُمِّ سَلَمَةَ وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلٰى عَاتِقَيْهِ .

৭৬৫। উমার ইবনে আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উম্মু সালামা (রা)-র ঘরে এক বস্ত্রে তার দুই দিক তাঁর দুই কাঁধের উপর রেখে নামায পড়তে দেখেছেন।

اَلصَّلٰوةُ فِىْ قَمِيْصٍ وَّاحِدٍ

১৫-অনুচ্ছেদ ঃ কেবল একটি জামা পরে নামায পড়া।

٧٦٦- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَطَّافُ عَنْ مُوْسَى بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ لَاَكُوْنُ فِى الصَّيْدِ وَلَيْسَ عَلَىَّ اِلاَّ الْقَمِيْصُ اَفَاُصَلِّىْ فِيْهِ قَالَ وَزُرَّهُ عَلَيْكَ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ .

৭৬৬। সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি শিকার করতে যাই, আমার গায়ে জামা ছাড়া আর কিছু থাকে না। আমি কি তা পরেই নামায পড়বো? তিনি বলেন ঃ কাঁটা দ্বারা হলেও তার গলা বন্ধ করে নিবে।

اَلصَّلٰوةُ فِى الْاِزَارِ

১৬-অনুচ্ছেদ ঃ লুঙ্গি বা পাজামা পরে নামায পড়া।

٧٦٧- اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىٰ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ رِجَالٌ يُصَلُّوْنَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَاقِدِيْنَ اُزُرَهُمْ كَهَيْئَةِ الصِّبْيَانِ فَقِيْلَ لِلنِّسَاءِ لاَ تَرْفَعْنَ رُءُوْسَكُنَّ حَتّٰى يَسْتَوِىَ الرِّجَالُ جُلُوْسًا .

৭৬৭। সাহল ইবনে সাদ (রা) বলেন, কতক লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে শিশুদের মতো ইযারে গিরা দিয়ে নামায পড়তেন। মহিলাদের বলা হলো, পুরুষেরা সোজা হয়ে না বসা পর্যন্ত তোমরা সিজদা থেকে তোমাদের মাথা তুলবে না।

٧٦٨-اَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ قَالَ لَمَّا رَجَعَ قَوْمِىْ مِنْ عِنْدِ النَّبِىِّ ﷺ قَالُوْا اِنَّهُ قَالَ لِيَؤُمَّكُمْ اَكْثَرُكُمْ قِرَاءَةً لِّلْقُرْاٰنِ قَالَ فَدَعَوْنِىْ فَعَلَّمُوْنِى الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ فَكُنْتُ اُصَلِّىْ بِهِمْ وَكَانَتْ عَلَىَّ بُرْدَةٌ مُفْتُوْقَةٌ فَكَانُوْا يَقُوْلُوْنَ لِاَبِىْ اَلاَ تُغَطِّىْ عَنَّا اسْتَ ابْنِكَ .

৭৬৮। আমর ইবনে সালাম (রা) বলেন, আমার সম্প্রদায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে প্রত্যাবর্তন করার পর বললো যে, তিনি বলেন ঃ তোমাদের মধ্যকার কুরআন সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী ব্যক্তি তোমাদের ইমামতি করবে। তিনি আরো বলেন, তখন তারা আমাকে ডাকলেন এবং আমাকে রুকূ-সিজদা শিখিয়ে দিলেন। তারপর আমি তাদের নিয়ে নামায পড়তাম। আমার গায়ে থাকতো একটি কাটা

চাদর। তারা আমার পিতাকে বলতেন, আপনি কি আমাদের দৃষ্টি থেকে আপনার ছেলের নিতম্ব ঢাকবেন না?

صَلاَةُ الرَّجُلِ فِيْ ثَوْبٍ بَعْضُهُ عَلٰى امْرَاَتِه

১৭-অনুচ্ছেদ ঃ পরিধেয় বস্ত্রের অংশবিশেষ নিজ স্ত্রীর দেহে থাকা অবস্থায় কোন ব্যক্তির নামায পড়া।

٧٦٩- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيٰ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ بِاللَّيْلِ وَاَنَا اِلٰى جَنْبِهِ وَاَنَا حَائِضٌ وَعَلَيَّ مِرْطٌ بَعْضُهُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

৭৬৯। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে নামায পড়তেন। আমি হায়েযগ্রস্ত অবস্থায় তাঁর পাশে থাকতাম। আমার গায়ে থাকতো একখানা চাদর, যার অংশবিশেষ থাকতো রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গায়ে।

صَلٰوةُ الرَّجُلِ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلٰى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ

১৮-অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষের এমন বস্ত্রে নামায পড়া, যার অংশবিশেষ তার কাঁধের উপর নাই।

٧٧٠- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يُصَلِّيَنَّ اَحَدُكُمْ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلٰى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ .

৭৭০। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন এমন কাপড় পরে নামায না পড়ে যার অংশবিশেষ তার কাঁধের উপর নাই।

اَلصَّلٰوةُ فِى الْحَرِيْرِ

১৯-অনুচ্ছেদ ঃ রেশমী বস্ত্র পরিধান করে নামায পড়া

٧٧١- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ وَعِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ زُغْبَةُ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِى الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ اُهْدِىَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَرُّوْجُ حَرِيْرٍ

فَلَبِسَهُ ثُمَّ صَلّٰى فِيْهِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيْدًا كَالْكَارِهِ لَهُ ثُمَّ قَالَ لاَ يَنْبَغِىْ هٰذَا لِلْمُتَّقِيْنَ .

৭৭১। উকবা ইবনে আমের (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি রেশমী কাবা (জুব্বা জাতীয় পোশাক) উপহার দেয়া হলে তিনি তা পরিধান করে নামায পড়েন। তিনি নামাযশেষে অপছন্দকারীর ন্যায় অতি দ্রুত তা খুলে ফেলেন, তারপর বলেন ঃ এটা মুত্তাকীদের জন্য শোভনীয় নয়।

اَلرُّخْصَةُ فِى الصَّلٰوةِ فِىْ خَمِيْصَةٍ لَهَا اَعْلاَمٌ

২০-অনুচ্ছেদ ঃ কারুকার্য খচিত চাদর পরে নামায পড়া।

٧٧٢-اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى فِىْ خَمِيْصَةٍ لَهَا اَعْلاَمٌ ثُمَّ قَالَ شَغَلَتْنِىْ اَعْلاَمُ هٰذِهِ اذْهَبُوْا بِهَا اِلٰى اَبِىْ جَهْمٍ وَاْتُوْنِىْ بِاَنْبِجَانِيَّهِ.

৭৭২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারুকার্য খচিত একটি চাদর পরে নামায পড়েন। অতঃপর তিনি বলেন ঃ এটির কারুকার্য আমাকে অন্যমনস্ক করেছে। তোমরা এটা আবু জাহমের নিকট নিয়ে যাও এবং আমার জন্য তার নকশাবিহীন মোটা চাদরটি নিয়ে আসো।

اَلصَّلٰوةُ فِى الثِّيَابِ الْحُمْرِ

২১-অনুচ্ছেদ ঃ লাল রংয়ের কাপড় পরে নামায পড়া।

٧٧٣- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَوْنِ بْنِ اَبِىْ جُحَيْفَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ فِىْ حُلَّةٍ حَمْرَاءَ فَرَكَزَ عَنَزَةً فَصَلّٰى اِلَيْهَا يَمُرُّ مِنْ وَّرَائِهَا الْكَلْبُ وَالْمَرْاَةُ وَالْحِمَارُ .

৭৭৩। আবু জুহাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাল ডোরাযুক্ত একটি চাদর পরে বের হলেন। তিনি একটি বর্শা পুঁতে তা সামনে রেখে নামায পড়েন, যার অপর পাশ দিয়ে কুকুর, নারী ও গাধা অতিক্রম করেছিল।

اَلصَّلٰوةُ فِى الشِّعَارِ

২২-অনুচ্ছেদ ঃ চাদর গায় দিয়ে নামায পড়া।

٧٧٤- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ صُبَيْحٍ قَالَ سَمِعْتُ خِلاَسَ بْنَ عَمْرٍو يَّقُوْلُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُوْلُ كُنْتُ اَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبُو الْقَاسِمِ فِى الشِّعَارِ الْوَاحِدِ وَاَنَا حَائِضٌ طَامِثٌ فَاِنْ اَصَابَهُ مِنِّىْ شَىْءٌ غَسَلَ مَا اَصَابَهُ لَمْ يَعْدُهُ اِلٰى غَيْرِهِ وَصَلّٰى فِيْهِ ثُمَّ يَعُوْدُ مَعِىْ فَاِنْ اَصَابَهُ مِنِّىْ شَىْءٌ فَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ لَمْ يَعْدُهُ اِلٰى غَيْرِهِ .

৭৭৪। আয়েশা (রা) বলেন, আমি অধিক ঋতুগ্রস্ত অবস্থায় আবুল কাসেম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে একই চাদরে আবৃত থাকতাম। আমার থেকে তার গায়ে কিছু লাগলে তিনি তা ধুয়ে ফেলতেন, তার অতিরিক্ত ধুইতেন না এবং ঐ চাদরেই নামায পড়তেন, তারপর আবার আমার কাছে আসতেন। যদি আমার থেকে তাঁর শরীরে আবার কিছু লেগে যেতো তবে তিনি তা ধুইতেন, তার অতিরিক্ত কিছু ধুইতেন না।

اَلصَّلٰوةُ فِى الْخُفَّيْنِ

২৩-অনুচ্ছেদ ঃ চামড়ার মোজা পরিধান করে নামায পড়া।

٧٧٥- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ رَاَيْتُ جَرِيْرًا بَالَ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّاَ وَمَسَحَ عَلٰى خُفَّيْهِ ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى فَسُئِلَ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ صَنَعَ مِثْلَ هٰذَا .

৭৭৫। হাম্মাম (র) বলেন, আমি জারীর (রা)-কে দেখলাম যে, তিনি পেশাব করলেন, তারপর পানি নিয়ে ডাকলেন। তিনি উযু করলেন এবং মোজার উপর মাসেহ করলেন, অতঃপর উঠে গিয়ে নামায পড়েন। এ বিষয়ে তাকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুরূপ করতে দেখেছি।

اَلصَّلٰوةُ فِى النَّعْلَيْنِ

২৪-অনুচ্ছেদ ঃ জুতা পরিধান করে নামায পড়া।

٧٧٦- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ زُرَيْعٍ وَغَسَّانَ بْنِ مُضَرَ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُو مَسْلَمَةَ وَاسْمُهُ سَعِيْدُ بْنُ يَزِيْدَ بَصَرِىٌّ ثِقَةٌ قَالَ سَاَلْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ اَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ فِى النَّعْلَيْنِ قَالَ نَعَمْ . .

৭৭৬। আবু সালামা সাঈদ ইবনে ইয়াযীদ বসরী (র) বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি জুতা পরিধান করে নামায পড়তেন? তিনি বলেন, হাঁ।

اَيْنَ يَضَعُ الْاِمَامُ نَعْلَيْهِ اِذَا صَلّٰى بِالنَّاسِ

২৫-অনুচ্ছেদ ঃ লোকদের সাথে নামায পড়াকালে ইমাম তার জুতাজোড়া কোথায় রাখবেন?

٧٧٧- اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ وَشُعَيْبُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ يَحْىٰ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ السَّائِبِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى يَوْمَ الْفَتْحِ فَوَضَعَ نَعْلَيْهِ عَنْ يَّسَارِهِ .

৭৭৭। আবদুল্লাহ ইবনুস সাইব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন নামায পড়াকালে তাঁর জুতাজোড়া নিজের বাম পাশে রাখেন।

অধ্যায় ঃ ১০

كتَابُ الْاِمَامَة
(ইমামতি করা)

ذِكْرُ الْاِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ
اِمَامَةُ اَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ

১-অনুচ্ছেদ ঃ ইমামতি ও জামাআত এবং আলেম ও মর্যাদাবান লোকের ইমামতি করা।

৭৭৮- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَمَّا قُبِضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَتِ الْاَنْصَارُ مِنَّا اَمِيْرٌ وَمِنْكُمْ اَمِيْرٌ فَاَتَاهُمْ عُمَرُ فَقَالَ اَلَسْتُمْ تَعْلَمُوْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ اَمَرَ اَبَا بَكْرٍ اَنْ يُّصَلِّىَ بِالنَّاسِ فَاَيُّكُمْ تَطِيْبُ نَفْسُهُ اَنْ يَّتَقَدَّمَ اَبَا بَكْرٍ قَالُوْا نَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْ نَّتَقَدَّمَ اَبَا بَكْرٍ .

৭৭৮। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তিকাল করার পর আনসার সম্প্রদায় বলেন, আমাদের মধ্য থেকে একজন আমীর হবেন এবং তোমাদের মধ্য থেকে একজন আমীর হবেন। তাদের নিকট উমার (রা) এসে বলেন, তোমরা কি জানো না যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বাক্র (রা)-কে লোকজনের ইমামতি করার নির্দেশ দিয়েছেন? অতএব তোমাদের মধ্যে কার মন চায় আবু বাক্রের অগ্রগামী হতে? তারা বলেন, আমরা আবু বাক্রের অগ্রবর্তী হওয়া থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় চাই।

اَلصَّلٰوةُ مَعَ اَئِمَّةِ الْجَوْرِ

২-অনুচ্ছেদ ঃ স্বৈরাচারী শাসকদের সাথে নামায পড়া।

৭৭৯- اَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ اَبِى الْعَالِيَةِ الْبَرَاءِ قَالَ اَخَّرَ زِيَادُ الصَّلٰوةَ فَاَتَانِى ابْنُ صَامِتٍ فَاَلْقَيْتُ لَهُ

كُرْسِيًّا فَجَلَسَ عَلَيْهِ فَذَكَرْتُ لَهُ صُنْعَ زِيَادٍ فَعَضَّ عَلَى شَفَتَيْهِ وَضَرَبَ فَخِذِي وَقَالَ انِّيْ سَأَلْتُ اَبَا ذَرٍّ كَمَا سَأَلْتَنِيْ فَضَرَبَ فَخِذِيْ كَمَا ضَرَبْتُ فَخِذَكَ وَقَالَ انِّيْ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَمَا سَأَلْتَنِيْ فَضَرَبَ فَخِذِيْ كَمَا ضَرَبْتُ فَخِذَكَ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ صَلِّ الصَّلٰوةَ لِوَقْتِهَا فَانْ اَدْرَكْتَ مَعَهُمْ فَصَلِّ وَلاَ تَقُلْ انِّيْ صَلَّيْتُ فَلاَ اُصَلِّيْ .

৭৭৯। আবুল আলিয়া আল-বারাআ (র) বলেন, যিয়াদ নামাযে বিলম্ব করলো। ইবনুস সামেত (রা) আমার নিকট আসলে আমি তার জন্য একটি কুরসী এগিয়ে দিলাম। তিনি তার উপর বসলেন। আমি তার নিকট যিয়াদের কার্যকলাপ বর্ণনা করলাম। তিনি তার ওষ্ঠদ্বয় কামড়ে ধরলেন এবং আমার উরুদেশ চেপে ধরে বলেন, আমি আবু যার (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, যেমন তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করলে। তিনিও আমার উরুতে আঘাত করেছিলেন, যেমন আমি তোমার উরুতে আঘাত করেছি এবং বলেছিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, যেমন তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করলে। তারপর তিনি আমার উরুতে আঘাত করেন, যেমন আমি তোমার উরুতে আঘাত করেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন ঃ যথাসময়ে নামায পড়ো, যদি তাদের সাথে নামায পাও তবে পুনরায় নামায পড়ো। কিন্তু একথা বলো না, আমি নামায পড়েছি, আর পড়বো না।

٧٨٠- اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَعَلَّكُمْ سَتُدْرِكُوْنَ اَقْوَامًا يُصَلُّوْنَ الصَّلٰوةَ لِغَيْرِ وَقْتِهَا فَانْ اَدْرَكْتُمُوْهُمْ فَصَلُّوا الصَّلٰوةَ لِوَقْتِهَا وَصَلُّوْا مَعَهُمْ وَاجْعَلُوْهَا سُبْحَةً .

৭৮০। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হয়তো তোমরা এমন সব সম্প্রদায়ের সাক্ষাত পাবে যারা অসময়ে নামায পড়বে। যদি তোমরা তাদের পাও, তাহলে সময়মতো নামায পড়বে এবং তাদের সাথেও নামায পড়বে এবং তা নফল গণ্য করবে।

مَنْ اَحَقُّ بِالْاِمَامَةِ

৩-অনুচ্ছেদ ঃ কে ইমাম হওয়ার যোগ্য?

٧٨١-اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ اَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَؤُمُّ الْقَوْمَ اَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللّٰهِ فَاِنْ كَانُوْا فِى الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَاَقْدَمُهُمْ فِى الْهِجْرَةِ فَاِنْ كَانُوْا فِى الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَاَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَاِنْ كَانُوْا فِى السُّنَّةِ سَوَاءً فَاَقْدَمُهُمْ سِنًّا وَلَا تَؤُمَّ الرَّجُلَ فِىْ سُلْطَانِهِ وَلَا تَقْعُدْ عَلٰى تَكْرِمَتِهِ اِلَّا اَنْ يَّاْذَنَ لَكَ ·

৭৮১। আবু মাসউদ আল-আনসারী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দলের ইমামতি করবে তাদের মধ্যকার আল্লাহ্র কিতাব সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী ব্যক্তি। তারা যদি এই জ্ঞানে সমপর্যায়ের হয়, তবে তাদের মধ্যকার আগে হিজরতকারী। যদি তারা হিজরতেও সমপর্যায়ের হয়, তবে তাদের মধ্যে যে সুন্নাহ সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত। যদি তারা সুন্নাহতেও সমপর্যায়ের হয়, তবে তাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ। তুমি অপর ব্যক্তির প্রভাবাধীন স্থানে ইমামতি করবে না এবং তার জন্য নির্ধারিত আসনে উপবেশন করবে না, তবে সে যদি তোমাকে অনুমতি দেয়।

تَقْدِيْمُ ذَوِى السِّنِّ

৪-অনুচ্ছেদ ঃ বয়োজ্যেষ্ঠকে ইমাম বানানো।

٧٨٢- اَخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَنْبِجِىُّ عَنْ وَكِيْعٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ اَبِىْ قِلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنَا وَابْنُ عَمٍّ لِىْ وَقَالَ مَرَّةً اَنَا وَصَاحِبٌ لِىْ فَقَالَ اِذَا سَافَرْتُمَا فَاَذِّنَا وَاَقِيْمَا وَلْيَؤُمَّكُمَا اَكْبَرُكُمَا .

৭৮২। মালেক ইবনুল হুয়াইরিছ (রা) বলেন, আমি ও আমার এক চাচাত ভাই বা সংগী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলে তিনি বলেন ঃ তোমরা দু'জন সফরে গেলে তোমরা আযান দিবে ও ইকামত দিবে এবং তোমাদের বয়োজ্যেষ্ঠজন তোমাদের ইমামতি করবে।

اِجْتِمَاعُ الْقَوْمِ فِيْ مَوْضِعٍ هُمْ فِيْهِ سَوَاءٌ

৫-অনুচ্ছেদঃ একদল লোকের এমন স্থানে একত্র হওয়া যেখানে সকলেই সমান।

٧٨٣- اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ يَحْىٰ عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَبِيْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا كَانُوْا ثَلٰثَةً فَلْيَؤُمَّهُمْ اَحَدُهُمْ وَاَحَقُّهُمْ بِالْاِمَامَةِ اَقْرَؤُهُمْ .

৭৮৩। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তিন ব্যক্তি একত্র হলে তাদের একজন ইমামতি করবে এবং তাদের মধ্যকার কুরআনে অধিক অভিজ্ঞ ব্যক্তি তাদের ইমামতি করার জন্য অগ্রগণ্য।

اَجْتِمَاعُ الْقَوْمِ وَفِيْهِمُ الْوَلِىُّ

৬-অনুচ্ছেদ ঃ জনগণের সমাবেশে শাসক উপস্থিত থাকলে।

٧٨٤- اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّيْمِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ اَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ عَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِيْ سُلْطَانِهِ وَلاَ يَجْلِسُ عَلٰى تَكْرِمَتِهِ اِلاَّ بِاِذْنِهِ .

৭৮৪। আবু মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি অপরের প্রভাবাধীন স্থানে ইমামতি করবে না অথবা তার বসার স্থানেও বসবে না, তবে তার অনুমতি সাপেক্ষে।

بَابُ اِذَا تَقَدَّمَ الرَّجُلُ مِنَ الرَّعِيَّةِ ثُمَّ جَاءَ الْوَلِىُّ هَلْ يَتَاَخَّرُ

৭-অনুচ্ছেদ ঃ জনগণের একজন ইমামতি করতে অগ্রসর হওয়ার পর শাসক উপস্থিত হলে সে কি পিছনে সরে আসবে?

٧٨٥- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَلَغَهُ اَنَّ بَنِيْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ كَانَ بَيْنَهُمْ شَىْءٌ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ فِيْ اُنَاسٍ مَّعَهُ فَحُبِسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَحَانَتِ الْاُوْلٰى فَجَاءَ بِلاَلٌ اِلٰى اَبِيْ بَكْرٍ فَقَالَ يَا اَبَا بَكْرٍ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ

قَدْ حُبِسَ وَقَدْ حَانَتِ الصَّلٰوةُ فَهَلْ لَكَ اَنْ تَؤُمَّ النَّاسَ قَالَ نَعَمْ اِنْ شِئْتَ فَاَقَامَ بِلاَلٌ وَّتَقَدَّمَ اَبُوْ بَكْرٍ فَكَبَّرَ النَّاسُ وَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَمْشِىْ فِى الصُّفُوْفِ حَتّٰى قَامَ فِى الصَّفِّ وَاَخَذَ النَّاسُ فِى التَّصْفِيْقِ وَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ لاَ يَلْتَفِتُ فِىْ صَلٰوتِه فَلَمَّا اَكْثَرَ النَّاسُ الْتَفَتَ فَاِذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَشَارَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاْمُرُهُ اَنْ يُّصَلِّىَ فَرَفَعَ اَبُوْ بَكْرٍ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَجَعَ الْقَهْقَرٰى وَرَاءَهُ حَتّٰى قَامَ فِى الصَّفِّ فَتَقَدَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصَلّٰى بِالنَّاسِ فَلَمَّا فَرَغَ اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ مَا لَكُمْ حِيْنَ نَابَكُمْ شَىْءٌ فِى الصَّلٰوةِ اَخَذْتُمْ فِى التَّصْفِيْقِ اِنَّمَا التَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ مَنْ نَابَهُ شَىْءٌ فِىْ صَلٰوتِه فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ اللّٰهِ فَاِنَّهُ لاَ يَسْمَعُهُ اَحَدٌ حِيْنَ يَقُوْلُ سُبْحَانَ اللّٰهِ اِلاَّ الْتَفَتَ اِلَيْهِ يَا اَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ اَنْ تُصَلِّىَ لِلنَّاسِ حِيْنَ اَشَرْتُ اِلَيْكَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ مَا كَانَ يَنْبَغِىْ لاِبْنِ اَبِىْ قُحَافَةَ اَنْ يُّصَلِّىَ بَيْنَ يَدَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

৭৮৭। সাহল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে পারেন যে, বনূ আমর ইবনে আওফ-এর মধ্যে বিবাদ বেঁধেছে। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতক লোকসহ তাদের মধ্যে মীমাংসা করার জন্য রওয়ানা হলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তথায় আটকা পড়ে গেলেন। এদিকে যুহরের ওয়াক্ত হয়ে গেলো। বিলাল (রা) আবু বাক্‌র (রা)-র নিকট এসে বলেন, হে আবু বাক্‌র! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো আটকা পড়ে গেছেন। এদিকে নামাযের ওয়াক্তও হয়ে গেছে। আপনি কি লোকদের ইমামতি করবেন? তিনি বলেন, হাঁ, যদি তুমি চাও। বিলাল (রা) ইকামত দিলেন এবং আবু বাক্‌র (রা) সামনে গেলেন। তিনি তাকবীর বলে লোকদের নিয়ে নামায শুরু করেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেঁটে এসে কাতারের মধ্যে দাঁড়ালেন এবং লোকজন হাততালি দিতে লাগলো। আবু বাক্‌র (রা) তার নামাযের মধ্যে এদিকে ভ্রুক্ষেপ করেননি। লোকজনের হাততালি বেড়ে গেলে তিনি লক্ষ্য করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ইংগিতে নামায পড়ানোর নির্দেশ দেন। আবু বাক্‌র (রা) তার দুই হাত উপরে তুলে মহামহিম আল্লাহ্‌র প্রশংসা করেন এবং পিছনে সরে এসে কাতারে দাঁড়ান। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামনে অগ্রসর হয়ে লোকদের নিয়ে নামায পড়েন। তিনি নামায শেষ করে

লোকদের দিকে ফিরে বলেন ঃ হে লোকসকল! তোমাদের কি হলো যে, নামাযের মধ্যে কোন সমস্যা হলে তোমরা হাততালি দিতে থাকো? হাততালি তো মহিলাদের জন্য। নামাযের মধ্যে কারো কোন সমস্যা দেখা দিলে সে যেন সুবহানাল্লাহ বলে। কেননা সুবহানাল্লাহ বলতে শুনলে সকলেই তার দিকে লক্ষ্য করবে। হে আবু বাক্‌র! আমি যখন তোমাকে ইঙ্গিত করলাম, তখন লোকদের নিয়ে নামায পড়া থেকে কিসে তোমাকে বাঁধা দিলো? আবু বাক্‌র (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপস্থিতিতে আবু কুহাফার পুত্রের ইমামতি করা শোভনীয় নয়।

صَلٰوةُ الْاِمَامِ خَلْفَ رَجُلٍ مِّنْ رَّعِيَّتِه

৮-অনুচ্ছেদ ঃ জনগণের কারো ইমামতিতে শাসকের নামায পড়া।

٧٨٦- اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ اَنَسٍ قَالَ اٰخِرُ صَلٰوةٍ صَلاَّهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَعَ الْقَوْمِ صَلّٰى فِيْ ثَوْبٍ وَّاحِدٍ مُتَوَشِّحًا خَلْفَ اَبِيْ بَكْرٍ .

৭৮৮। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকজনের সাথে সর্বশেষ জামাআতে যে নামায পড়েন তা ছিল আবু বাক্‌র (রা)-এর পিছনে। তখন তিনি একখানা কাপড় গোটা দেহে জড়িয়ে নামায পড়েন।

٧٨٧- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عِيْسٰى صَاحِبُ الْبَصْرِىِّ قَالَ سَمِعْتُ شُعْبَةَ يَذْكُرُ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ اَبِيْ هِنْدٍ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ صَلّٰى لِلنَّاسِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِي الصَّفِّ .

৭৮৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। আবু বাক্‌র (রা) লোকের ইমাম হয়ে নামায পড়েন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন তার পিছনের কাতারে।

اِمَامَةُ الزَّائِرِ

৯-অনুচ্ছেদ ঃ সাক্ষাতকারীর ইমামতি করা।

٧٨٨- اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ اَبَانَ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا بُدَيْلُ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَطِيَّةَ مَوْلًى لَنَا عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا زَارَ اَحَدُكُمْ قَوْمًا فَلاَ يُصَلِّيَنَّ بِهِمْ .

৮৯০। মালেক ইবনুল হুয়াইরিছ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের কেউ কোন সম্প্রদায়ের সাথে সাক্ষাত করতে গেলে সে যেন তাদের ইমামতি না করে।

امامة الاعمى

১০-অনুচ্ছেদ ঃ অন্ধ লোকের ইমামতি করা।

٧٨٩- اَخْبَرَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا الْحَارِثُ ابْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ اَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ وَهُوَ اَعْمٰى وَاَنَّهُ قَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِنَّهَا تَكُوْنُ الظُّلْمَةُ وَالْمَطَرُ وَالسَّيْلُ وَاَنَا رَجُلٌ ضَرِيْرُ الْبَصَرِ فَصَلِّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فِىْ بَيْتِىْ مَكَانًا اَتَّخِذْهُ مُصَلّٰى فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَيْنَ تُحِبُّ اَنْ اُصَلِّىَ فَاَشَارَ اِلٰى مَكَانٍ مِّنَ الْبَيْتِ فَصَلّٰى فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ .

৭৮৯। মাহমূদ ইবনুর রবী (র) থেকে বর্ণিত। ইতবান ইবনে মালেক (রা) তার সম্প্রদায়ের ইমামতি করতেন। তিনি ছিলেন অন্ধ। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন ঃ অনেক সময় অন্ধকার, বৃষ্টি এবং বন্যা হয়। আমি একজন অন্ধ মানুষ। হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি আমার বাড়িতে এসে এক স্থানে নামায পড়ুন। আমি ঐ স্থানকে নামাযের জন্য নির্দিষ্ট করে নিবো। অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে জিজ্ঞেস করেন ঃ কোন জায়গায় আমার নামায পড়া তুমি পছন্দ করো। তিনি ইশারায় তার ঘরের এক জায়গা দেখিয়ে দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে নামায পড়েন।

امامة الغلام قبل ان يحتلم

১১-অনুচ্ছেদ ঃ বালেগ হওয়ার পূর্বে তরুণের ইমামতি করা।

٧٩٠- اَخْبَرَنَا مُوْسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَسْرُوْقِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِىٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَمْرُو بْنُ سَلِمَةَ الْجَرْمِىُّ قَالَ كَانَ يَمُرُّ عَلَيْنَا الرُّكْبَانُ فَنَتَعَلَّمُ مِنْهُمُ الْقُرْاٰنَ فَاَتٰى اَبِى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ لِيَؤُمَّكُمْ

اَكْثَرُكُمْ قُرْاٰنًا فَجَاءَ اَبِىْ فَقَالَ لِيَؤُمَّكُمْ اَكْثَرُكُمْ قُرْاٰنًا فَنَظَرُوْا فَكُنْتُ اَكْثَرَهُمْ قُرْاٰنًا فَكُنْتُ اَؤُمُّهُمْ وَاَنَا ابْنُ ثَمَانِ سِنِيْنَ .

৭৯০। আমর ইবনে সালামা আল-জারমী (র) বলেন, আমাদের নিকট আরোহীরা আসতেন। আমরা তাদের নিকট কুরআন শিক্ষা করতাম। আমার পিতা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলে তিনি বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে কুরআনে অধিক জ্ঞানী ব্যক্তি যেন তোমাদের ইমামতি করে। আমার পিতা ফিরে এসে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে কুরআনে অধিক জ্ঞানী ব্যক্তি যেন তোমাদের ইমামতি করে। তারা লক্ষ্য করে দেখলেন, তাদের মধ্যে আমি কুরআন অধিক জানি। তখন থেকে আমিই তাদের ইমামতি করতাম এবং আমি ছিলাম আট বছরের।

قِيَامُ النَّاسِ اِذَا رَاَوُا الْاِمَامَ

১২-অনুচ্ছেদ ঃ ইমামকে দেখে লোকজনের দাঁড়ানো।

٧٩١- اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ وَحَجَّاجِ بْنِ اَبِىْ عُثْمَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ فَلاَ تَقُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوْنِىْ .

৭৯১। আবদুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নামাযের আযান দেয়া হলে তোমরা আমাকে না দেখা পর্যন্ত দাঁড়াবে না।

اَلْاِمَامُ تَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ بَعْدَ الْاِقَامَةِ

১৩-অনুচ্ছেদ ঃ ইকামতের পর ইমামের কোন প্রয়োজন দেখা দিলে।

٧٩٢- اَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ اَنَسٍ قَالَ اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَجِيٌّ لِرَجُلٍ فَمَا قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ حَتّٰى نَامَ الْقَوْمُ .

৭৯২। আনাস (রা) বলেন, নামাযের ইকামত দেয়া হলো। এদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তির সাথে একান্তে কথা বলছিলেন। (মহল্লার) লোকজন ঘুমিয়ে যাওয়ার পর তিনি (উপস্থিত লোকজন নিয়ে) নামাযে দাঁড়ান।

اَلْاِمَامُ يَذْكُرُ بَعْدَ قِيَامِهِ فِىْ مُصَلاَّهُ اَنَّهُ عَلٰى غَيْرِ طَهَارَةٍ

১৪-অনুচ্ছেদঃ জায়নামাযে দাঁড়ানোর পর ইমামের স্মরণ হলো, সে পবিত্র নয়।

٧٩٣- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ كَثِيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِىِّ عَنِ الزُّهْرِىِّ وَالْوَلِيْدُ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَصَفَّ النَّاسُ صُفُوْفَهُمْ وَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اِذَا قَامَ فِىْ مُصَلاَّهُ ذَكَرَ اَنَّهُ لَمْ يَغْتَسِلْ فَقَالَ لِلنَّاسِ مَكَانَكُمْ ثُمَّ رَجَعَ اِلٰى بَيْتِهِ فَخَرَجَ عَلَيْنَا يَنْطِفُ رَاْسُهُ فَاغْتَسَلَ وَنَحْنُ صُفُوْفٌ .

৭৯৩। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নামাযের ইকামত দেয়া হলো এবং লোকজন তাদের কাতার ঠিক করলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হয়ে এসে তাঁর জায়নামাযে দাঁড়ালে তাঁর স্মরণ হলো যে, তিনি গোসল করেননি। তিনি লোকজনকে বলেন ঃ তোমরা তোমাদের জায়গায় স্থির থাকো। তারপর তিনি ঘরে গেলেন, অতঃপর বের হয়ে এলেন, তখন তাঁর মাথা থেকে পানি বেয়ে পড়ছিলো। তিনি গোসল করলেন, তখন আমরা কাতারে ছিলাম।

اِسْتِخْلاَفُ الْاِمَامِ اِذَا غَابَ

১৫-অনুচ্ছেদ ঃ ইমাম অনুপস্থিত থাকলে স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করা।

٧٩٤-اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً مَّعْنَاهَا قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ حَازِمٍ قَالَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ كَانَ قِتَالٌ بَيْنَ بَنِىْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِىَّ ﷺ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ اَتَاهُمْ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ قَالَ لِبِلاَلٍ يَا بِلاَلُ اِذَا حَضَرَ الْعَصْرُ وَلَمْ اٰتِ فَمُرْ اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَلَمَّا حَضَرَتْ اَذَّنَ بِلاَلٌ ثُمَّ اَقَامَ فَقَالَ لِاَبِىْ بَكْرٍ تَقَدَّمْ فَتَقَدَّمَ اَبُوْ بَكْرٍ فَدَخَلَ فِى الصَّلٰوةِ ثُمَّ جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَجَعَلَ يَشُقُّ النَّاسَ حَتّٰى قَامَ خَلْفَ اَبِىْ بَكْرٍ وَصَفَّحَ الْقَوْمُ وَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ اِذَا دَخَلَ فِى الصَّلٰوةِ لَمْ يَلْتَفِتْ فَلَمَّا رَاٰى اَبُوْ بَكْرٍ التَّصْفِيْحَ لاَ يُمْسَكُ عَنْهُ الْتَفَتَ فَاَوْمَاَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِهِ فَحَمِدَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلٰى قَوْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

لَهُ اَمْضِهْ ثُمَّ مَشٰى اَبُوْ بَكْرٍ الْقَهْقَرٰى عَلٰى عَقِبَيْهِ فَتَاَخَّرَ فَلَمَّا رَاٰى ذٰلِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَقَدَّمَ فَصَلّٰى بِالنَّاسِ فَلَمَّا قَضٰى صَلٰوتَهُ قَالَ يَا اَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ اِذَا اَوْمَاْتُ اِلَيْكَ اَنْ لاَّ تَكُوْنَ مَضَيْتَ فَقَالَ لَمْ يَكُنْ لاِبْنِ اَبِىْ قُحَافَةَ اَنْ يَؤُمَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ لِلنَّاسِ اِذَا نَابَكُمْ شَىْءٌ فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ وَلْيُصَفِّحِ النِّسَاءُ .

৭৯৪। সাহল ইবনে সাদ (রা) বলেন, বনু আমর ইবনে আওফ-এর মধ্যে মারামারি হচ্ছিল। এ সংবাদ পেয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহরের নামায পড়ে তাদের মধ্যে আপোসরফা করার জন্য তাদের নিকট গেলেন। তারপর তিনি বিলাল (রা)-কে বলেন ঃ হে বিলাল! আসরের নামাযের ওয়াক্ত হলে আযান দিবে এবং আমি না এলে আবু বাক্‌রকে বলবে, সে যেন লোকজনকে নিয়ে নামায পড়ে। অতএব নামাযের ওয়াক্ত হলে বিলাল (রা) আযান দিলেন, তারপর ইকামত দিলেন এবং আবু বাক্‌র (রা)-কে বলেন, সামনে যান। অতএব আবু বাক্‌র (রা) সামনে অগ্রসর হয়ে নামায আরম্ভ করেন। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে লোকদের কাতার ভেদ করে আবু বাক্‌রের পিছনে দাঁড়ান। লোকজন হাততালি দিয়ে ইংগিত করলো। আর আবু বাক্‌র (রা) নামাযরত থাকলে কোন দিকে ভ্রুক্ষেপ করতেন না। যখন তিনি দেখলেন, তাদের হাততালি বন্ধ হচ্ছে না তখন তিনি লক্ষ্য করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি নিজ হাতে ইংগিত করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইংগিতের জন্য তিনি মহামহিম আল্লাহ্‌র প্রশংসা করেন। তারপর আবু বাক্‌র (রা) পিছনে সরে আসেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা দেখে সামনে অগ্রসর হন এবং লোকদের নিয়ে নামায পড়েন। নামায শেষ করে তিনি বলেন ঃ হে আবু বাক্‌র! আমি যখন তোমাকে ইংগিত করলাম তখন তুমি স্বস্থানে থাকলে না কেন? তিনি বলেন, আবু কুহাফার পুত্রের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপস্থিতিতে ইমামতি করা শোভা পায় না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের বলেন ঃ (নামাযের মধ্যে) তোমাদের কোন ঘটনা ঘটলে পুরুষরা সুবহানাল্লাহ বলবে এবং মহিলারা হাততালি দিবে।

اَلْاِئْتِمَامُ بِالْاِمَامِ

১৬-অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের পিছনে ইকতিদা করা।

٧٩٥- اَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَقَطَ مِنْ فَرَسٍ عَلٰى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ فَدَخَلُوْا عَلَيْهِ يَعُوْدُوْنَهُ

فَحَضَرَتِ الصَّلٰوةُ فَلَمَّا قَضَى الصَّلٰوةَ قَالَ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَاِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَاِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوْا وَاِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا وَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ .

৭৯৫। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোড়া থেকে তাঁর ডান কাতে পড়ে গেলেন। লোকজন তাঁকে দেখতে প্রবেশ করলো। ইতিমধ্যে নামাযের ওয়াক্ত হয়ে গেলো। তিনি নামায শেষ করে বলেন ঃ ইমাম নিযুক্ত করা হয় তার ইকতিদা (অনুসরণ) করার জন্য। অতএব তিনি রুকূ করলে তোমরাও রুকূ করবে। তিনি মাথা উঠালে তোমরাও মাথা উঠাবে। তিনি সিজদা করলে তোমরাও সিজদা করবে। আর ইমাম সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদা বললে তোমরা রব্বানা লাকাল হাম্‌দ বলবে।

اَلْاِئْتِمَامُ بِمَنْ يَأْتَمُّ بِالْاِمَامِ

১৭-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি ইমামের ইকতিদা করে অন্যদের তার ইকতিদা করা।

٧٩٦- اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ حَيَّانَ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ رَاٰى فِىْ اَصْحَابِهِ تَاَخُّرًا فَقَالَ تَقَدَّمُوْا فَأْتَمُّوْا بِىْ وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ وَلاَ يَزَالُ قَوْمٌ يَتَاَخَّرُوْنَ حَتّٰى يُؤَخِّرَهُمُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ .

৭৯৬। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের মধ্যে সামনের সারি থেকে পেছনে সরে দাঁড়ানোর প্রবণতা লক্ষ্য করেন। তিনি বলেন ঃ তোমরা সামনে এগিয়ে আসো এবং আমার অনুসরণ করো। আর তোমাদের পরবর্তীগণ তোমাদের অনুসরণ করবে। যে সম্প্রদায় সর্বদা পেছনে সরতে থাকে, মহামহিম আল্লাহ শেষ পর্যন্ত তাদের পেছনে সরিয়ে দেন।

٧٩٧-اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنِ الْجُرَيْرِىِّ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ نَحْوَهُ .

৭৯৭। সুওয়াইদ ইবনে নাসর (র)..... আবু নাদরা (র) থেকে উপরোক্ত সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٧٩٨- اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ دَاوُدَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُوْسٰى بْنِ اَبِىْ عَائِشَةَ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ

اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ اَبَا بَكْرٍ اَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ قَالَتْ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ يَدَىْ اَبِى بَكْرٍ فَصَلَّى قَاعِدًا وَاَبُوْ بَكْرٍ يُصَلِّىْ بِالنَّاسِ وَالنَّاسُ خَلْفَ اَبِىْ بَكْرٍ .

৭৯৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বাক্‌র (রা)-কে লোকদের নিয়ে নামায পড়ার নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন আবু বাক্‌র (রা)-র সামনে। তিনি বসে নামায পড়েন, আর আবু বাক্‌র (রা) লোকজনের নামায পড়ান এবং লোকজন ছিল আবু বাক্‌র (রা)-র পিছনে।

٧٩٩- اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ فُضَالَةَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰ يَعْنِى ابْنَ يَحْيٰ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حُمَيْدٍ الرُّوَاسِيُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الظُّهْرَ وَاَبُوْ بَكْرٍ خَلْفَهُ فَاِذَا كَبَّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَبَّرَ اَبُوْ بَكْرٍ يُسْمِعُنَا .

৭৯৯। জাবের (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের যুহরের নামায পড়ান। আবু বাক্‌র (রা) ছিলেন তাঁর পিছনে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকবীর বললে আবু বাক্‌র (রা)-ও আমাদের শুনিয়ে তাকবীর বলেন।

مَوْقِفُ الْاِمَامِ اِذَا كَانُوْا ثَلٰثَةً وَالْاِخْتِلاَفُ فِىْ ذٰلِكَ

১৮-অনুচ্ছেদ ঃ মুসল্লী তিনজন হলে ইমামের দাঁড়াবার স্থান এবং এ সম্পর্কে মতভেদ।

٨٠٠- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْكُوْفِىُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ عَنْ هَارُوْنَ بْنِ عَنْتَرَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ الْاَسْوَدِ عَنِ الْاَسْوَدِ وَعَلْقَمَةَ قَالاَ دَخَلْنَا عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ نِصْفَ النَّهَارِ فَقَالَ اِنَّهُ سَيَكُوْنُ اُمَرَاءُ يَشْتَغِلُوْنَ عَنْ وَقْتِ الصَّلٰوةِ فَصَلُّوْا لِوَقْتِهَا ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى بَيْنِىْ وَبَيْنَهُ فَقَالَ هٰكَذَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَعَلَ .

৮০০। আল-আসওয়াদ ও আলকামা (র) বলেন, আমরা দুপুরে আবদুল্লাহ (রা)-এর নিকট গেলাম। তিনি বলেন, অচিরেই এমন নেতৃবৃন্দ হবে, যারা ওয়াক্তমতো নামায পড়া থেকে ((অন্য কাজে) ব্যস্ত থাকবে। অতএব তোমরা যথাসময়ে নামায পড়বে। তারপর তিনি আমার ও তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে নামায পড়ে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরূপ করতে দেখেছি।

٨٠١- اَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا اَفْلَحُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بُرَيْدَةُ بْنُ سُفْيَانَ بْنِ فَرْوَةَ الْاَسْلَمِىُّ عَنْ غُلاَمٍ لِجَدِّهٖ يُقَالُ لَهٗ مَسْعُوْدٌ فَقَالَ مَرَّ بِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَبُوْ بَكْرٍ فَقَالَ لِىْ اَبُوْ بَكْرٍ يَا مَسْعُوْدُ ائْتِ اَبَا تَمِيْمٍ يَعْنِىْ مَوْلاَهُ فَقُلْ لَهٗ يَحْمِلُنَا عَلٰى بَعِيْرٍ وَيَبْعَثْ اِلَيْنَا بِزَادٍ وَّدَلِيْلٍ يَدُلُّنَا فَجِئْتُ اِلٰى مَوْلاَىَ فَاَخْبَرْتُهٗ فَبَعَثَ مَعِىَ بِبَعِيْرٍ وَوَطْبٍ مِنْ لَّبَنٍ فَجَعَلْتُ اٰخُذُ بِهِمْ فِىْ اِخْفَاءِ الطَّرِيْقِ وَحَضَرَتِ الصَّلٰوةُ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ وَقَامَ اَبُوْ بَكْرٍ عَنْ يَّمِيْنِهٖ وَقَدْ عَرَفْتُ الْاِسْلاَمَ وَاَنَا مَعَهُمَا فَجِئْتُ فَقُمْتُ خَلْفَهُمَا فَدَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ صَدْرِ اَبِىْ بَكْرٍ فَقُمْنَا خَلْفَهٗ . قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بُرَيْدَةُ هٰذَا لَيْسَ بِالْقَوِىِّ فِى الْحَدِيْثِ .

৮০১। বুরায়দা ইবনে সুফিয়ান ইবনে ফারওয়া আল-আসলামী (র) থেকে তার দাদার গোলাম মাসউদ (র)-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বাক্‌র (রা) আমার নিকট দিয়ে অতিক্রম করেন। আবু বাক্‌র (রা) আমাকে বলেন, "হে মাসউদ! তুমি তোমার মনিব আবু তামীমের নিকট যাও এবং তাকে বলো, সে যেন আমাদের বহনের জন্য উট, পাথেয় এবং একজন পথপ্রদর্শক পাঠায়"। আমি আমার মনিবের নিকট গিয়ে বিষয়টি তাকে জানালাম। তিনি আমার সাথে একটি উট ও এক মশক দুধ পাঠিয়ে দিলেন। আমি গোপন পথে তাদের নিকট গেলাম। তখন নামাযের ওয়াক্ত হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়তে দাঁড়ান এবং আবু বাক্‌র (রা) তাঁর ডানপাশে দাঁড়ান। আমি ইসলাম সম্বন্ধে জানতে পারলাম। আমিও তাদের সাথে ছিলাম। অতএব আমি তাদের পিছনে দাঁড়ালাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বাক্‌র (রা)-র বুকে আঘাত করলে আমরা তাঁর পিছনে দাঁড়ালাম। আবু আবদুর রহমান (র) বলেন, এই বুরায়দা হাদীস শাস্ত্রে তেমন শক্তিশালী নন।

اِذَا كَانُوْا ثَلٰثَةً وَّامْرَاَةً

১৯-অনুচ্ছেদ ঃ তিনজন পুরুষ ও একজন মহিলা হলে।

٨٠٢- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ جَدَّتَهٗ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِطَعَامٍ قَدْ

صَنَعَتْهُ لَهُ فَاَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ قُوْمُوْا فَلِاُصَلِّيَ بِكُمْ قَالَ اَنَسٌ فَقُمْتُ اِلٰى حَصِيْرٍ لَّنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُوْلِ مَا لُبِسَ فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَصَفَفْتُ اَنَا وَالْيَتِيْمُ خَلْفَهُ وَالْعَجُوْزُ مِنْ وَّرَائِنَا فَصَلّٰى لَنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ .

৮০২। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তার দাদী বা নানী মুলায়কা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য আহার তৈরি করে তাঁকে দাওয়াত দেন। তিনি তা আহার করার পর বলেন ঃ তোমরা উঠো। আমি তোমাদের সাথে নিয়ে নামায পড়বো। আনাস (রা) বলেন, অতএব আমি আমাদের একখানা চাটাই আনতে গেলাম, যা সময়ের ব্যবধানে কালো হয়ে গিয়েছিল। আমি তাতে পানি ছিটালাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে দাঁড়ালে আমি ও ইয়াতীম বালকটি তাঁর পিছনে সারিবদ্ধ হলাম এবং বৃদ্ধা মহিলা আমাদের পিছনে দাঁড়ান। তিনি আমাদের নিয়ে দুই রাক্‌আত নামায পড়ার পর চলে যান।

اِذَا كَانُوْا رَجُلَيْنِ وَامْرَاَتَيْنِ

২০-অনুচ্ছেদ ঃ দুইজন পুরুষ ও দুইজন মহিলা হলে।

٨٠٣- اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَا هُوَ اِلاَّ اَنَا وَاُمِّيْ وَالْيَتِيْمُ وَاُمُّ حَرَامٍ خَالَتِيْ فَقَالَ قُوْمُوْا فَلِاُصَلِّيَ بِكُمْ قَالَ فِيْ غَيْرِ وَقْتِ صَلٰوةٍ قَالَ فَصَلّٰى بِنَا .

৮০৩। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের এখানে এলেন। তখন আমি, আমার মা, ইয়াতীম এবং আমার খালা উম্মু হারাম (রা) ব্যতীত আর কেউ উপস্থিত ছিলো না। তিনি বলেন ঃ তোমরা দাঁড়াও, আমি তোমাদের সাথে নিয়ে নামায পড়বো। আনাস (রা) বলেন, তখন (ফরয) নামাযের ওয়াক্ত ছিলো না। তিনি বলেন, তিনি আমাদের নিয়ে নামায পড়লেন।

٨٠٤-اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مُخْتَارٍ يُحَدِّثُ عَنْ مُوْسَى بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّهُ كَانَ هُوَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاُمُّهُ وَخَالَتُهُ فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَجَعَلَ اَنَسًا عَنْ يَّمِيْنِهِ وَاُمَّهُ وَخَالَتَهُ خَلْفَهُمَا .

৮০৪। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নিজে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তার মা ও তার খালা উপস্থিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়লেন। আনাস (রা)-কে তার ডানপাশে রাখলেন এবং তার মা ও খালাকে তাদের পিছনে দাঁড় করান।

مَوْقِفُ الْاِمَامِ اِذَا كَانَ مَعَهُ صَبِيٌّ وَامْرَاَةٌ

২১-অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের সাথে একটি বালক ও একজন মহিলা থাকলে তার দাঁড়াবার স্থান।

٨٠٥- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِيْ زِيَادٌ اَنَّ قَزَعَةَ مَوْلًى لِعَبْدِ قَيْسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ صَلَّيْتُ اِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ ﷺ وَعَائِشَةُ خَلْفَنَا تُصَلِّيْ مَعَنَا وَاَنَا اِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ ﷺ اُصَلِّيْ مَعَهُ .

৮০৫। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশে দাঁড়িয়ে নামায পড়েছি এবং আয়েশা (রা) আমাদের পিছনে দাঁড়িয়ে আমাদের সাথে নামায পড়েন। আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর সাথে নামায পড়েছি।

٨٠٦- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ مُوْسَى بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ صَلّٰى بِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَبِامْرَاَةٍ مِّنْ اَهْلِيْ فَاَقَامَنِيْ عَنْ يَّمِيْنِهِ وَالْمَرْاَةَ خَلْفَنَا .

৮০৬। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এবং আমার পরিবারের এক মহিলাকে সাথে নিয়ে নামায পড়েছেন। তিনি আমাকে তাঁর ডানপাশে দাঁড় করান এবং মহিলাকে আমাদের পিছনে।

مَوْقِفُ الْاِمَامِ وَالْمَامُوْمُ صَبِيٌّ

২২-অনুচ্ছেদ ঃ মুকতাদী শিশু হলে ইমামের দাঁড়াবার স্থান।

٨٠٧- اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُّ عِنْدَ خَالَتِيْ مَيْمُوْنَةَ فَقَامَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ فَقُمْتُ عَنْ شِمَالِهِ فَقَالَ بِيْ هٰكَذَا فَاَخَذَ بِرَاْسِيْ فَاَقَامَنِيْ عَنْ يَّمِيْنِهِ .

৮০৭। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমি আমার খালা মায়মূনা (রা)-র নিকট রাত কাটালাম। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে নামায পড়তে দাঁড়ালেন। আমি তাঁর বামপাশে দাঁড়ালাম। তিনি আমাকে বলেন ঃ এভাবে, অতঃপর আমার মাথা ধরে আমাকে তাঁর ডানপাশে দাঁড় করান।

مَنْ يَّلِي الْاِمَامَ ثُمَّ الَّذِيْ يَلِيْهِ

২৩-অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের নিকটে কে দাঁড়াবে এবং তার নিকটে কে দাঁড়াবে?

٨٠٨- اَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ اَبِيْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ اَبِيْ مَعْمَرٍ عَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلٰوةِ وَيَقُوْلُ لاَ تَخْتَلِفُوْا فَتَخْتَلِفَ قُلُوْبُكُمْ لِيَلِيَنِيْ مِنْكُمْ اُولُو الْاَحْلاَمِ وَالنُّهٰى ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ قَالَ اَبُوْ مَسْعُوْدٍ فَاَنْتُمُ الْيَوْمَ اَشَدُّ اخْتِلاَفًا . قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَبُوْ مَعْمَرٍ اسْمُهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَخْبَرَةَ .

৮০৮। আবু মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে আমাদের কাঁধ মলে বলতেন ঃ তোমরা কাতারে এলোমেলো হয়ে দাঁড়াবে না, অন্যথা তোমাদের অন্তরসমূহে বিবেধ সৃষ্টি হবে। তোমাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী তারা আমার কাছাকাছি দাঁড়াবে, তারপর (জ্ঞানে) তাদের নিকটবর্তীগণ, তারপর তাদের (জ্ঞানে) নিকটবর্তীগণ। আবু মাসউদ (রা) বলেন, আজকাল তোমাদের মধ্যে অধিক মতবিরোধ হয়ে গেছে। আবু আবদুর রহমান (র) বলেন, আবু মামারের নাম আবদুল্লাহ ইবনে সাখবারা।

٨٠٩- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُقَدَّمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ اَخْبَرَنِي التَّيْمِيُّ عَنْ اَبِيْ مِجْلَزٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ بَيْنَا اَنَا فِي الْمَسْجِدِ فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ فَجَبَذَنِيْ رَجُلٌ مِّنْ خَلْفِيْ جَبْذَةً فَنَحَّانِيْ وَقَامَ مَقَامِيْ فَوَاللّٰهِ مَا عَقَلْتُ صَلٰوتِيْ فَلَمَّا انْصَرَفَ فَاِذَا هُوَ اُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ فَقَالَ يَا فَتٰى لاَ يَسُوْءُكَ اللّٰهُ اِنَّ هٰذَا عَهْدٌ مِّنَ النَّبِيِّ ﷺ اِلَيْنَا اَنْ نَلِيَهُ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَقَالَ هَلَكَ اَهْلُ

الْعُقَدِ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ثَلٰثًا ثُمَّ قَالَ وَاللّٰهِ مَا عَلَيْهِمْ اٰسٰى وَلٰكِنْ اٰسٰى عَلٰى مَنْ اَضَلُّوْا قُلْتُ يَا اَبَا يَعْقُوْبَ مَا يَعْنِىْ بِاَهْلِ الْعُقَدِ قَالَ الْاُمَرَاءُ .

৮০৯। কায়েস ইবনে আব্বাদ (র) বলেন, একদা আমি মসজিদে প্রথম কাতারে ছিলাম। হঠাৎ এক ব্যক্তি আমার পিছন থেকে আমাকে টেনে পিছনে সরিয়ে দিয়ে আমার স্থানে দাঁড়ালেন। আল্লাহ্‌র শপথ! আমি আমার নামায ভুলে যাচ্ছিলাম। লোকটি নামায শেষ করলে দেখা গেলো তিনি উবাই ইবনে কাব (রা)। তিনি আমাকে বলেন, হে যুবক! আল্লাহ যেন তোমাকে চিন্তিত না করেন। এটা আমাদের প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ, যেন আমরা তাঁর কাছাকাছি দাঁড়াই। তারপর তিনি কিবলার দিকে মুখ করে তিনবার বলেন, কাবার প্রভুর শপথ! 'আহলুল উকাদ' ধ্বংস হয়েছে। অতঃপর তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি তাদের জন্য আক্ষেপ করি না, আমি আক্ষেপ করি ঐ সকল লোকের জন্য যারা জনগণকে পথভ্রষ্ট করেছে। আমি বললাম, হে আবু ইয়াকূব! আহলে উকাদ-এর অর্থ কি? তিনি বলেন, শাসকগণ।

اِقَامَةُ الصُّفُوْفِ قَبْلَ خُرُوْجِ الْاِمَامِ

২৪-অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের বের হয়ে আসার আগেই কাতার ঠিক করা।

٨١٠- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَقُمْنَا فَعُدِّلَتِ الصُّفُوْفُ قَبْلَ اَنْ يَّخْرُجَ اِلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَتَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اِذَا قَامَ فِىْ مُصَلاَّهُ قَبْلَ اَنْ يُّكَبِّرَ فَانْصَرَفَ فَقَالَ لَنَا مَكَانَكُمْ فَلَمْ نَزَلْ قِيَامًا نَنْتَظِرُهُ حَتّٰى خَرَجَ اِلَيْنَا قَدِ اغْتَسَلَ يَنْطُفُ رَاْسُهُ مَاءً فَكَبَّرَ وَصَلّٰى .

৮১০। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নামাযের ইকামত দেয়া হলে আমরা দাঁড়ালাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট বের হয়ে আসার পূর্বেই কাতার ঠিক করা হলো। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট এসে তাঁর জায়গায় দাঁড়ান এবং তাকবীর বলার পূর্বে আমাদের দিকে ফিরে আমাদের বলেন ঃ তোমরা স্ব স্ব স্থানে স্থির থাকো। আমরা দাঁড়ানো অবস্থায় তাঁর অপেক্ষায় থাকলাম। শেষে তিনি গোসল সেরে আমাদের নিকট বের হয়ে আসেন। তখন তাঁর মাথা থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় পানি পড়ছিল। তিনি তাকবীর তাহরীমা বলেন এবং নামায শুরু করেন।

كَيْفَ يُقَوِّمُ الْاِمَامُ الصُّفُوْفَ

২৫-অনুচ্ছেদ ঃ ইমাম কিভাবে কাতার সোজা করবে?

٨١١- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ اَخْبَرَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُقَوِّمُ الصُّفُوْفَ كَمَا تُقَوَّمُ الْقِدَاحُ فَاَبْصَرَ رَجُلاً خَارِجًا صَدْرُهُ مِنَ الصَّفِّ فَلَقَدْ رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ لَتُقِيْمُنَّ صُفُوْفَكُمْ اَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللّٰهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ .

৮১১। নোমান ইবনে বশীর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাতার সোজা করতেন যেমন তীর সোজা করা হয়। তিনি এক ব্যক্তিকে দেখেন যে, তার বুক কাতারের বাইরে চলে গেছে। আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনলামঃ তোমরা অবশ্যই তোমাদের কাতার সোজা করো, অন্যথায় আল্লাহ তোমাদের মুখমণ্ডলে বিভেদ সৃষ্টি করে দিবেন।

٨١٢- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْسَجَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَخَلَّلُ الصُّفُوْفَ مِنْ نَاحِيَةٍ اِلٰى نَاحِيَةٍ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا وَصُدُوْرَنَا يَقُوْلُ لاَ تَخْتَلِفُوْا فَتَخْتَلِفَ قُلُوْبُكُمْ وَكَانَ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الصُّفُوْفِ الْمُتَقَدِّمَةِ .

৮১২। আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাতারের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছে আমাদের কাঁধ ও বুক স্পর্শ করে বলতেন ঃ তোমরা কাতারে এলোমেলো হয়ে দাঁড়াবে না। অন্যথায় তোমাদের অন্তরসমূহে বিভেদ সৃষ্টি হবে। তিনি আরো বলতেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাকুল প্রথম কাতারের প্রতি অনুগ্রহ করেন।

مَا يَقُوْلُ الْاِمَامُ اِذَا تَقَدَّمَ فِى تَسْوِيَةِ الصُّفُوْفِ

২৬-অনুচ্ছেদ ঃ ইমাম কাতার ঠিক করতে গিয়ে কি বলবে?

٨١٣- اَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدِ الْعَسْكَرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عُمَارَةَ ابْنِ عُمَيْرٍ عَنْ اَبِىْ مَعْمَرٍ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

يَمْسَحُ عَوَاتِقَنَا وَيَقُوْلُ اسْتَوُوْا وَلاَ تَخْتَلِفُوْا فَتَخْتَلِفَ قُلُوْبُكُمْ وَلِيَلِيْنِى مِنْكُمْ أُولُو الْاَحْلاَمِ وَالنُّهٰى ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ .

৮১৩। আবু মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাঁধ ধরে বলতেন ঃ তোমরা সোজা হয়ে দাঁড়াও, এলোমেলো হয়ো না, অন্যথায় তোমাদের অন্তরসমূহে বিভেদ সৃষ্টি হবে। আর তোমাদের মধ্যকার জ্ঞানীগণ আমার নিকটে দাঁড়াবে, তারপর যারা (জ্ঞানে) তাদের কাছাকাছি, তারপর যারা (জ্ঞানে) তাদের কাছাকাছি তারা দাঁড়াবে।

كَمْ مَرَّةً يَقُوْلُ اسْتَوُوْا

২৭-অনুচ্ছেদ ঃ ইমাম কতোবার বলবে, তোমরা সোজা হয়ে দাঁড়াও?

٨١٤- اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ اَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ اسْتَوُوْا اسْتَوُوْا اسْتَوُوْا فَوَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ اِنِّىْ لَاَرَاكُمْ مِّنْ خَلْفِىْ كَمَا اَرَاكُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَىَّ .

৮১৪। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ঃ তোমরা সোজা হয়ে দাঁড়াও, তোমরা সোজা হয়ে দাঁড়াও, তোমরা সোজা হয়ে দাঁড়াও। সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমি তোমাদেরকে আমার পিছন দিক থেকে দেখতে পাই, যেভাবে আমি তোমাদেরকে আমার সামনে থেকে দেখতে পাই।

حَثُّ الْاِمَامِ عَلٰى رَصِّ الصُّفُوْفِ وَالْمُقَارَبَةِ بَيْنَهَا

২৮-অনুচ্ছেদ ঃ কাতার ঠিক করতে এবং পরস্পর কাছাকাছি দাঁড়াতে ইমামের উৎসাহ দান।

٨١٥- اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ اَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِوَجْهِهِ حِيْنَ قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ قَبْلَ اَنْ يُّكَبِّرَ فَقَالَ اَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ وَتَرَاصُّوْا فَاِنِّىْ اَرَاكُمْ مِنْ وَّرَاءِ ظَهْرِىْ .

৮১৫। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে দাঁড়িয়ে তাকবীর বলার পূর্বে আমাদের দিকে মুখ করে বললেন ঃ তোমরা তোমাদের কাতার ঠিক করো এবং সোজা হয়ে দাঁড়াও। কেননা আমি তোমাদেরকে আমার পিছন দিক থেকেও দেখি।

٨١٦- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرَّمِىُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا اَنَسٌ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ رَاصُّوا صُفُوْفَكُمْ وَقَارِبُوْا بَيْنَهَا وَحَاذُوْا بِالْاَعْنَاقِ فَوَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ اِنِّىْ لَاَرَى الشَّيَاطِيْنَ تَدْخُلُ مِنْ خِلَالِ الصَّفِّ كَاَنَّهَا الْحَذَفُ .

৮১৬। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা কাতারে পরস্পর মিলিতভাবে দাঁড়াও, দুই কাতার কাছাকাছি করো এবং কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াও। সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে মুহাম্মাদের জীবন! আমি অবশ্যই শয়তানদেরকে বকরীর বাচ্চার মতো কাতারের মধ্যে ঢুকে যেতে দেখছি।

٨١٧- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ تَمِيْمِ بْنِ طَرَفَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ خَرَجَ اِلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ اَلَا تَصُفُّوْنَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالُوْا وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ يُتِمُّوْنَ الصَّفَّ الْاَوَّلَ ثُمَّ يَتَرَاصُّوْنَ فِى الصَّفِّ .

৮১৭। জাবের ইবনে সামুরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট বের হয়ে এসে বলেন ঃ তোমরা কি এমনভাবে কাতারবন্দী হবে না, যেরূপ ফেরেশতাগণ তাদের প্রভুর সামনে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ায়। তারা বলেন, ফেরেশতাগণ তাদের প্রভুর সামনে কিভাবে কাতারবন্দী হয়? তিনি বলেন ঃ (প্রথমে) তারা প্রথম কাতার পূর্ণ করে, তারপর কাতারে মিলিতভাবে দাঁড়ায়।

فَضْلُ الصَّفِّ الْاَوَّلِ عَلَى الثَّانِىْ

২৯-অনুচ্ছেদ ঃ দ্বিতীয় কাতারের উপর প্রথম কাতারের ফযীলাত।

٧١٨- اَخْبَرَنِىْ يَحْىَ بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِىُّ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ بَحِيْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّىْ عَلَى الصَّفِّ الْاَوَّلِ ثَلَاثًا وَعَلَى الثَّانِىْ وَاحِدَةً .

৮১৮। আল-ইরবাদ ইবনে সারিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম কাতারের লোকজনের জন্য তিনবার দোয়া করতেন এবং দ্বিতীয় কাতারের জন্য একবার।

اَلصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ

৩০-অনুচ্ছেদ ঃ শেষের কাতার।

٨١٩- اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ عَنْ خَالِدٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَتِمُّوا الْاَوَّلَ ثُمَّ الَّذِىْ يَلِيْهِ فَاِنْ كَانَ نَقْصٌ فَلْيَكُنْ فِى الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ .

৮১৯। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা প্রথম কাতার পূর্ণ করো, অতঃপর তার নিকটবর্তী কাতার। যদি জায়গা খালি থাকে তবে তা থাকবে শেষ কাতারে।

مَنْ وَّصَلَ صَفًّا

৩১-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি কাতার মিলায়।

٨٢٠-اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مَثْرُوْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ اَبِى الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ وَّصَلَ صَفًّا وَّصَلَهُ اللّٰهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ .

৮২০। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি কাতার মিলায় আল্লাহ তাআলা তাকে মিলিয়ে দেন। আর যে ব্যক্তি কাতার বিচ্ছিন্ন করে মহামহিম আল্লাহ তাকে বিচ্ছিন্ন করেন।

ذِكْرُ خَيْرِ صُفُوْفِ النِّسَاءِ وَشَرِّ صُفُوْفِ الرِّجَالِ

৩২-অনুচ্ছেদঃ মহিলাদের উত্তম কাতারসমূহ এবং পুরুষদের নিকৃষ্ট কাতারসমূহ প্রসঙ্গে আলোচনা।

٨٢١- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُ صُفُوْفِ الرِّجَالِ اَوَّلُهَا وَشَرُّهَا اٰخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوْفِ النِّسَاءِ اٰخِرُهَا وَشَرُّهَا اَوَّلُهَا .

৮২১। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, পুরুষদের কাতারের মধ্যে উত্তম হলো প্রথম কাতার এবং নিকৃষ্ট হলো শেষ কাতার। আর মহিলাদের কাতারের মধ্যে উত্তম হলো শেষের কাতার এবং নিকৃষ্ট হলো প্রথম কাতার।

اَلصَّفُّ بَيْنَ السَّوَارِيْ

৩৩-অনুচ্ছেদ ঃ স্তম্ভসমূহের মধ্যখানে কাতার করা।

٨٢٢- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَحْىَ بْنِ هَانِيءٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ مَحْمُوْدٍ قَالَ كُنَّا مَعَ اَنَسٍ فَصَلَّيْنَا مَعَ اَمِيْرٍ مِنَ الْاُمَرَاءِ فَدَفَعُوْنَا حَتّٰى قُمْنَا وَصَلَّيْنَا بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ فَجَعَلَ اَنَسٌ يَتَاَخَّرُ وَقَالَ قَدْ كُنَّا نَتَّقِيْ هٰذَا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

৮২২। আবদুল হামীদ ইবনে মাহমূদ (র) বলেন, আমরা আনাস (রা)-এর সাথে ছিলাম। আমরা কোন এক আমীরের সাথে নামায পড়লাম। তারা আমাদের পিছনে হটিয়ে দিলো। তারপর আমরা দুই স্তম্ভের মধ্যখানে দাঁড়িয়ে নামায পড়লাম। আনাস (রা) পিছনে সরতে থাকলেন এবং বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে আমরা এটা বর্জন করতাম।

اَلْمَكَانُ الَّذِيْ يَسْتَحِبُّ مِنَ الصَّفِّ

৩৪-অনুচ্ছেদ ঃ কাতারের মধ্যে যে স্থান মুস্তাহাব।

٨٢٣- اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ مُسْعِرٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ ابْنِ الْبَرَاءِ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كُنَّا اِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَحْبَبْتُ اَنْ اَكُوْنَ عَنْ يَّمِيْنِهِ .

৮২৩। আল-বারাআ (রা) বলেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে নামায পড়তাম, তখন আমি তাঁর ডান দিকে থাকতে পছন্দ করতাম।

مَا عَلَى الْاِمَامِ مِنَ التَّخْفِيْفِ

৩৫-অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের নামায সহজসাধ্য করা।

٨٢٤- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَاِنَّ فِيْهِمُ السَّقِيْمَ وَالضَّعِيْفَ وَالْكَبِيْرَ فَاِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ .

৮২৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ লোকদের নিয়ে নামায পড়লে, সে যেন সহজসাধ্য করে। কেননা তাদের

মধ্যে রোগগ্রস্ত, দুর্বল ও বৃদ্ধ লোক থাকে। আর যখন কেউ একা একা নামায পড়ে তখন সে নিজ ইচ্ছামতো নামায দীর্ঘ করতে পারে।

٨٢٥- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اَخَفَّ النَّاسِ صَلٰوةً فِىْ تَمَامٍ .

৮২৫। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহজসাধ্য করে সকলের চেয়ে পূর্ণাঙ্গ নামায পড়তেন।

٨٢٦- اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَحْىَ بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنِّىْ لَاَقُوْمُ بِالصَّلٰوةِ فَاَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِىِّ فَاُوْجِزُ صَلَاتِىْ كَرَاهِيَةَ اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمِّهِ .

৮২৬। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি নামাযে দাঁড়ালে শিশুর কান্না শুনতে পাই। আমি তার মাকে কষ্ট দেয়া অসমীচীন মনে করে নামায সংক্ষেপ করি।

اَلرُّخْصَةُ لِلْاِمَامِ فِى التَّطْوِيْلِ

৩৬-অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের নামায দীর্ঘ করার অবকাশ আছে।

٨٢٧- اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ اَبِىْ ذِئْبٍ قَالَ اَخْبَرَنَا الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاْمُرُ بِالتَّخْفِيْفِ وَيَؤُمُّنَا بِالصَّافَّاتِ .

৮২৭। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নামায সহজসাধ্য করার নির্দেশ দিতেন। তিনি আমাদের ইমামতি করতেন 'সূরা আস-সাফ্‌ফাত' দিয়ে।

مَا يَجُوْزُ لِلْاِمَامِ مِنَ الْعَمَلِ فِى الصَّلٰوةِ

৩৭-অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের জন্য নামাযরত অবস্থায় যা বৈধ।

٨٢٨- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ اَبِىْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِىِّ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ رَاَيْتُ

رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَؤُمُّ النَّاسَ وَهُوَ حَامِلٌ اُمَامَةَ بِنْتَ اَبِى الْعَاصِ عَلٰى عَاتِقِهِ فَاِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا وَاِذَا رَفَعَ مِنْ سُجُوْدِهِ اَعَادَهَا .

৮২৮। আবু কাতাদা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আবুল আস (রা)-র কন্যা উমামাকে নিজ কাঁধে তুলে নিয়ে লোকের ইমামতি করতে দেখেছি। তিনি রুকূ করার সময় তাকে নামিয়ে রাখতেন এবং সিজদা থেকে উঠার সময় পুনরায় তাকে তুলে নিতেন।

مُبَادَرَةُ الْاِمَامِ

৩৮-অনুচ্ছেদ ঃ ইমাম থেকে অগ্রগামী হওয়া।

٨٢٩- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ اَلاَ يَخْشَى الَّذِىْ يَرْفَعُ رَاْسَهُ قَبْلَ الْاِمَامِ اَنْ يُّحَوِّلَ اللّٰهُ رَاْسَهُ رَاْسَ حِمَارٍ .

৮২৯। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ইমামের আগে নিজ মাথা উঠায় সে কি ভয় করে না যে, আল্লাহ তার মাথাকে গাধার মাথায় পরিণত করে দিবেন?

٨٣٠- اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ يَزِيْدَ يَخْطُبُ قَالَ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ وَكَانَ غَيْرَ كَذُوْبٍ اَنَّهُمْ كَانُوْا اِذَا صَلُّوْا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَرَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ قَامُوْا قِيَامًا حَتّٰى يَرَوْهُ سَاجِدًا ثُمَّ سَجَدُوْا .

৮৩০। আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল-বারাআ (রা) বর্ণনা করেছেন এবং তিনি মিথ্যাবাদী ছিলেন না, তারা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে নামায পড়তেন, তিনি রুকূ থেকে মাথা উঠানোর পর তারা দাঁড়াতেন। তারপর তাঁকে সিজদারত দেখে তারা সিজদায় যেতেন।

٨٣١- اَخْبَرَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ صَلّٰى بِنَا اَبُوْ مُوْسٰى فَلَمَّا كَانَ فِى الْقَعْدَةِ دَخَلَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ فَقَالَ اُقِرَّتِ الصَّلٰوةُ بِالْبِرِّ وَالزَّكٰوةِ فَلَمَّا سَلَّمَ اَبُوْ مُوْسٰى اَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ فَقَالَ اَيُّكُمُ الْقَائِلُ هٰذِهِ الْكَلِمَةَ فَاَرَمَّ الْقَوْمُ قَالَ يَا حِطَّانُ

لَعَلَّكَ قُلْتَهَا قَالَ لاَ وَقَدْ خَشِيْتُ اَنْ تَبْكَعَنِىْ بِهَا فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُعَلِّمُنَا صَلٰوتَنَا وَسُنَّتَنَا فَقَالَ اِنَّمَا الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَاِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَاِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ فَقُوْلُوْا اٰمِيْنَ يُجِبْكُمُ اللّٰهُ وَاِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَاِذَا رَفَعَ فَقَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ يَسْمَعِ اللّٰهُ لَكُمْ وَاِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا وَاِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوْا فَاِنَّ الْاِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَتِلْكَ بِتِلْكَ .

৮৩১। হিত্তান ইবনে আবদুল্লাহ (র) বলেন, আবু মূসা (রা) আমাদের সাথে নামায পড়লেন। তিনি (তাশাহ্হুদের) বৈঠকে থাকা অবস্থায় সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি প্রবেশ করে বললো, নামায সৎকাজ ও যাকাতের সাথে একীভূত হয়েছে। আবু মূসা (রা) সালাম ফিরানোর পর লোকের দিকে ফিরে বলেন, তোমাদের মধ্যে কে একথা বলেছে? লোকজন চুপ থাকলো। তিনি বলেন, হে হিত্তান! সম্ভবত তুমি তা বলেছো। তিনি বলেন, না, আমি আশংকা করেছি যে, আপনি এর জন্য আমাকে দায়ী করবেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে আমাদের নামায ও আমাদের অনুসরণীয় নিয়ম-কানুন শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ ইমাম নিযুক্ত হয় তার অনুসরণ করার জন্য। যখন তিনি তাকবীর বলেন, তোমরাও তাকবীর বলবে। যখন তিনি "গাইরিল মাগদূবি আলাইহিম ওয়ালাদদোয়াল্লীন" বলেন, তখন তোমরা 'আমীন' বলবে। তাহলে আল্লাহ তোমাদের দোয়া কবুল করবেন। আর যখন তিনি রুকূ করেন, তোমরাও রুকূ করবে। যখন তিনি মাথা উঠিয়ে "সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ" বলেন, তখন তোমরা বলবে "রব্বানা লাকাল হাম্‌দ"। আল্লাহ তোমাদের কথা শুনবেন। তিনি যখন সিজদা করেন, তোমরাও সিজদা করবে। যখন তিনি সিজদা থেকে মাথা উঠাবেন, তোমরাও মাথা উঠাবে। কেননা ইমাম তোমাদের পূর্বে সিজদা করবেন এবং তোমাদের পূর্বে মাথা উঠাবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এটা ওটার পরিবর্তে।

خُرُوْجُ الرَّجُلِ مِنْ صَلٰوةِ الْاِمَامِ وَفَرَاغُهُ مِنْ صَلٰوتِهِ فِىْ نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ

৩৯-অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের সাথে শুরু করা নামায থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোন ব্যক্তির মসজিদের এক প্রান্তে একাকী নামায পড়া।

٨٣٢- اَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ وَقَدْ اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلّٰى خَلْفَ مُعَاذٍ فَطَوَّلَ بِهِمْ فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ

فَصَلّٰى فِىْ نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَمَّا قَضٰى مُعَاذٌ الصَّلٰوةَ قِيْلَ لَهُ اِنَّ فُلاَنًا فَعَلَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ مُعَاذٌ لَئِنْ اَصْبَحْتُ لَاَذْكُرَنَّ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَتٰى مُعَاذٌ النَّبِىَّ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ فَاَرْسَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَيْهِ فَقَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى الَّذِىْ صَنَعْتَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَمِلْتُ عَلٰى نَاضِحِىْ مِنَ النَّهَارِ فَجِئْتُ وَقَدْ اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَدَخَلْتُ مَعَهُ فِى الصَّلٰوةِ فَقَرَاَ سُوْرَةَ كَذَا وَكَذَا فَطَوَّلَ فَانْصَرَفْتُ فَصَلَّيْتُ فِى نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفَتَّانٌ يَا مُعَاذُ اَفَتَّانٌ يَا مُعَاذُ اَفَتَّانٌ يَا مُعَاذُ .

৮৩২। জাবের (রা) বলেন, নামাযের ইকামত হওয়ার পর এক আনসারী ব্যক্তি এসে মসজিদে প্রবেশ করে মুআয (রা)-এর পিছনে নামাযে দাঁড়ায়। তিনি কিরাআত লম্বা করলে সে নামায থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মসজিদের এক প্রান্তে একাকী নামায পড়ে চলে যায়। মুআয (রা) নামায শেষ করলে তাকে বলা হলো, অমুক ব্যক্তি এরূপ এরূপ করেছে। মুআয (রা) বলেন, আমি ভোরে উপনীত হলে অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এটা অবহিত করবো। মুআয (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বিষয়টি তাঁকে অবহিত করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকটিকে ডেকে এনে জিজ্ঞেস করেন ঃ তুমি যা করলে তা করতে তোমাকে কিসে বাধ্য করেছে? সে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি দিনের বেলা আমার উট দ্বারা পানি সেচের কাজে ব্যস্ত ছিলাম। যখন আমি আসি তখন নামাযের ইকামত হয়ে গেছে। আমি মসজিদে প্রবেশ করে তার সাথে নামাযে শরীক হই। কিন্তু তিনি অমুক অমুক সূরা পড়ে নামায দীর্ঘায়িত করেন। তাই আমি বিচ্ছিন্ন হয়ে মসজিদের এক প্রান্তে একাকী নামায পড়েছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হে মুআয! তুমি কি বিপর্যয়কারী, হে মুআয! তুমি কি বিপর্যয়কারী? হে মুআয! তুমি কি বিপর্যয়কারী?

اَلْاِئْتِمَامُ بِالْاِمَامِ يُصَلِّىْ قَاعِدًا

৪০-অনুচ্ছেদ ঃ ইমাম বসে ইমামতি করলে তার পিছনে ইকতিদা করা।

٨٣٣- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ عَنْهُ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْاَيْمَنُ فَصَلّٰى صَلٰوةً مِّنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُوْدًا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ

لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَاِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوْا قِيَامًا وَاِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَاِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوْا جُلُوْسًا اَجْمَعُوْنَ .

৮৩৩। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ঘোড়ায় চড়লেন। তিনি তার পিঠ থেকে পড়ে গেলে তাঁর ডান পাঁজরে আঘাত পান। তাই তিনি এক ওয়াক্ত নামায বসা অবস্থায় পড়েন এবং আমরাও তাঁর পিছনে বসা অবস্থায় নামায পড়ি। নামাযশেষে তিনি বলেন ঃ ইমাম নিযুক্ত হয় তার অনুসরণ করার জন্য। ইমাম দাঁড়িয়ে নামায পড়লে তোমরাও দাঁড়িয়ে নামায পড়বে। ইমাম "সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ" বললে, তোমরা বলবে, "রব্বানা লাকাল হাম্‌দ"। আর ইমাম বসে নামায পড়লে তোমরা সকলেই বসে নামায পড়বে।[১]

٨٣٤- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا ثَقُلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَاءَ بِلاَلٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلٰوةِ فَقَالَ مُرُوْا اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ اَسِيْفٌ وَاِنَّهُ مَتٰى يَقُوْمُ فِيْ مَقَامِكَ لاَ يُسْمِعُ بِالنَّاسِ فَلَوْ اَمَرْتَ عُمَرَ فَقَالَ مُرُوْا اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ قُوْلِىْ لَهُ فَقَالَتْ لَهُ فَقَالَ اِنَّكُنَّ لَاَنْتُنَّ صَوَاحِبَاتُ يُوْسُفَ مُرُوْا اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ قَالَتْ فَاَمَرُوْا اَبَا بَكْرٍ فَلَمَّا دَخَلَ فِى الصَّلٰوةِ وَجَدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ نَّفْسِهِ خِفَّةً قَالَتْ فَقَامَ يُهَادٰى بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَرِجْلاَهُ تَخُطَّانِ فِى الْاَرْضِ فَلَمَّا دَخَلَ الْمَسْجِدَ سَمِعَ اَبُوْ بَكْرٍ حِسَّهُ فَذَهَبَ لِيَتَاَخَّرَ فَاَوْمَاَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ قُمْ كَمَا اَنْتَ قَالَتْ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى قَامَ عَنْ يَّسَارِ اَبِىْ بَكْرٍ جَالِسًا فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ بِالنَّاسِ جَالِسًا وَاَبُوْ بَكْرٍ قَائِمًا يَّقْتَدِىْ اَبُوْ بَكْرٍ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَالنَّاسُ يَقْتَدُوْنَ بِصَلٰوةِ اَبِىْ بَكْرٍ .

৮৩৪। আয়েশা (রা) বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রোগ বেড়ে গেলো, বিলাল (রা) তাঁকে নামায সম্পর্কে অবহিত করতে আসেন। তিনি বলেন ঃ আবু বাক্‌রকে বলো, সে যেন লোকদের নিয়ে নামায পড়ে। আয়েশা (রা) বলেন, আমি

১. পরবর্তী (৮৩৪ ও ৮৩৫ নং) হাদীস দ্বারা এ হাদীসের (ইমামের পিছনে বসে নামায পড়ার) হুকুম রহিত হয়ে গেছে (অনুবাদক)।

বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আবু বাক্‌র একজন কোমল হৃদয় ব্যক্তি। তিনি আপনার স্থানে দাঁড়ালে লোকদের কিরাআত শুনাতে পারবেন না। অতএব আপনি যদি উমার (রা)-কে আদেশ করতেন! তিনি বলেন ঃ তোমরা আবু বাক্‌রকে বলো, সে যেন লোকদের নিয়ে নামায পড়ে। আমি হাফসা (রা)-কে বললাম, তুমি তাঁকে বলো। তাই তিনিও তাঁকে তা বললেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা ইউসুফ (আ)-এর সঙ্গিনীদের অনুরূপ (বায়না ধরার ব্যাপারে)। আবু বাক্‌রকে বলো, সে যেন লোকদের নিয়ে নামায পড়ে। আয়েশা (রা) বলেন, অতএব তারা আবু বাক্‌র (রা)-কে অনুরোধ করেন। তিনি নামায আরম্ভ করলে পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুটা সুস্থবোধ করেন। আয়েশা (রা) বলেন, তিনি দাঁড়িয়ে দু'জন লোকের কাঁধে ভর করে তাঁর পদদ্বয় মাটিতে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে যেতে থাকেন। তিনি মসজিদে প্রবেশ করলে আবু বাক্‌র (রা) তাঁর আগমন টের পেয়ে পিছনে সরতে চাইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ইংগিত করলেন ঃ নিজ স্থানে স্থির থাকো। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে আবু বাক্‌র (রা)-এর বাম পাশে দাঁড়ালেন, অতঃপর বসলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসা অবস্থায় লোকদের নিয়ে নামায পড়েন, আর আবু বাক্‌র (রা) ছিলেন দাঁড়ানো অবস্থায়। আবু বাক্‌র (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইকতিদা করেন এবং লোকজন আবু বাক্‌র (রা)-এর ইকতিদা করে।

٨٣٥- اَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ مُوْسَى بْنِ اَبِيْ عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى عَائِشَةَ فَقُلْتُ اَلاَ تُحَدِّثِيْنِيْ عَنْ مَرَضِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ لَمَّا ثَقُلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا لاَ وَهُمْ يَنْتَظِرُوْنَكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ ضَعُوْا لِيْ مَاءً فِي الْمِخْضَبِ فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوْءَ فَاُغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ اَفَاقَ فَقَالَ اَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا لاَ هُمْ يَنْتَظِرُوْنَكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ ضَعُوْا لِيْ مَاءً فِي الْمِخْضَبِ فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوْءَ ثُمَّ اُغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ مِثْلَ قَوْلِهِ قَالَتْ وَالنَّاسُ عُكُوْفٌ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِصَلٰوةِ الْعِشَاءِ فَاَرْسَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى اَبِيْ بَكْرٍ اَنْ صَلِّ بِالنَّاسِ فَجَاءَهُ الرَّسُوْلُ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَاْمُرُكَ اَنْ تُصَلِّيَ بِالنَّاسِ وَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ رَجُلاً

رَقِيْقًا فَقَالَ يَا عُمَرُ صَلِّ بِالنَّاسِ فَقَالَ اَنْتَ اَحَقُّ بِذٰلِكَ فَصَلّٰى بِهِمْ اَبُوْ بَكْرٍ تِلْكَ الْاَيَّامَ ثُمَّ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَجَاءَ يُهَادٰى بَيْنَ رَجُلَيْنِ اَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ لِصَلٰوةِ الظُّهْرِ فَلَمَّا رَاٰهُ اَبُوْ بَكْرٍ ذَهَبَ لِيَتَاَخَّرَ فَاَوْمَاَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ لَّا يَتَاَخَّرَ وَاَمَرَهُمَا فَاَجْلَسَاهُ اِلٰى جَنْبِهِ فَجَعَلَ اَبُوْ بَكْرٍ يُصَلِّىْ قَائِمًا وَالنَّاسُ يُصَلُّوْنَ بِصَلٰوةِ اَبِىْ بَكْرٍ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ قَاعِدًا فَدَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ اَلَا اَعْرِضُ عَلَيْكَ مَا حَدَّثَتْنِىْ عَائِشَةُ عَنْ مَرَضِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ فَحَدَّثْتُهُ فَمَا اَنْكَرَ مِنْهُ شَيْئًا غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ اَسَمَّتْ لَكَ الرَّجُلَ الَّذِىْ كَانَ مَعَ الْعَبَّاسِ قُلْتُ لَا قَالَ هُوَ عَلِىٌّ كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ .

৮৩৫। উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ (র) বলেন, আমি আয়েশা (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম, আপনি কি আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রোগ সম্বন্ধে অবহিত করবেন না? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রোগ যখন বেড়ে গেলো তখন তিনি বলেন ঃ লোকজন কি নামায পড়েছে? আমরা বললাম, না, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারা আপনার অপেক্ষা করছে। তিনি বলেন ঃ তোমরা আমার জন্য পাত্রে কিছু পানি রাখো। আমরা পানি রাখলে তিনি গোসল করলেন এবং মসজিদে যেতে উদ্যোগী হতেই সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন। তারপর সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে তিনি বলেন ঃ লোকজন নামায পড়েছে কি? আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! না, পড়েনি। তারা আপনার অপেক্ষা করছে। তিনি বলেন ঃ আমার জন্য তোমরা পাত্রে কিছু পানি রাখো। আমরা তাই করলে তিনি গোসল করলেন। তারপর মসজিদে যেতে উদ্যোগী হতেই তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন। তৃতীয়বারও তিনি একই কথা বলেন। তখন লোকজন মসজিদে এশার নামাযে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য অপেক্ষা করছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বাক্‌র (রা)-কে খবর পাঠান ঃ লোকদের নিয়ে নামায পড়ো। খবরদাতা তার নিকট গিয়ে বললো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে লোকদের নিয়ে নামায পড়তে বলেছেন। আবু বাক্‌র (রা) ছিলেন কোমল হৃদয়ের মানুষ। তিনি উমার (রা)-কে বলেন, হে উমার! লোকদের নিয়ে নামায পড়ো। তিনি বলেন, আপনিই এ কাজের যোগ্য। আবু বাক্‌র (রা) এই কয়দিন লোকদের নিয়ে নামায পড়েন। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুটা সুস্থবোধ করলেন এবং দুইজন লোকের উপর ভর করে যুহরের নামাযের জন্য আসেন। তাদের একজন ছিলেন আব্বাস (রা)। আবু বাক্‌র (রা) তাঁকে দেখতেই পিছনে হটতে উদ্যত হন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম তাকে ইঙ্গিতে পিছু হটতে নিষেধ করেন। তিনি লোক দু'টিকে আদেশ করলে তারা তাঁকে আবু বাক্রের পাশে বসিয়ে দেন। আবু বাক্র (রা) দাঁড়িয়ে নামায পড়তে থাকেন এবং লোকজন আবু বাক্রের অনুসরণ করে। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসে নামায পড়ছিলেন। রাবী বলেন, তারপর আমি ইবনে আব্বাস (রা)-এর নিকট গিয়ে বললাম, আয়েশা (রা) আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রোগ সম্বন্ধে যা বলেছেন, তা কি আপনার নিকট বর্ণনা করবো? তিনি বলেন, হাঁ। আমি তার নিকট বর্ণনা করলাম। তিনি তার কোন কিছুই অস্বীকার করেননি। তবে তিনি জিজ্ঞেস করেন, তিনি কি তোমার নিকট ঐ ব্যক্তির নাম বলেছেন, যিনি আব্বাসের সাথে ছিলেন? আমি বললাম, না। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, তিনি ছিলেন আলী (রা)।

اخْتِلاَفُ نِيَّةِ الاِمَامِ وَالْمَامُوْمِ

৪১-অনুচ্ছেদ ঃ ইমাম ও মুকতাদীর নিয়াতের পার্থক্য।

٨٣٦- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّيْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يَرْجِعُ اِلٰى قَوْمِهٖ يَؤُمُّهُمْ فَاَخَّرَ ذَاتَ لَيْلَةٍ بِالصَّلٰوةِ وَصَلّٰى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ رَجَعَ اِلٰى قَوْمِهٖ يَؤُمُّهُمْ فَقَرَاَ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ فَلَمَّا سَمِعَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ تَاَخَّرَ فَصَلّٰى ثُمَّ خَرَجَ فَقَالُوْا نَافَقْتَ يَا فُلاَنُ فَقَالَ وَاللّٰهِ مَا نَافَقْتُ وَلَاٰتِيَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَاُخْبِرُهُ فَاَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ مُعَاذًا يُصَلِّيْ مَعَكَ ثُمَّ يَاْتِيْنَا فَيَؤُمُّنَا وَاِنَّكَ اَخَّرْتَ الصَّلٰوةَ الْبَارِحَةَ فَصَلّٰى مَعَكَ ثُمَّ رَجَعَ فَاَمَّنَا فَاسْتَفْتَحَ بِسُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فَلَمَّا سَمِعْتُ ذٰلِكَ فَاَخَّرْتُ فَصَلَّيْتُ وَاِنَّمَا نَحْنُ اَصْحَابُ نَوَاضِحَ نَعْمَلُ بِاَيْدِيْنَا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ يَا مُعَاذُ اَفَتَّانٌ اَنْتَ اقْرَاْ بِسُوْرَةِ كَذَا وَسُوْرَةِ وَكَذَا .

৮৩৬। আমর (র) বলেন, আমি জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, মুআয (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়তেন। অতঃপর তিনি নিজ গোত্রে ফিরে এসে তাদের ইমামতি করতেন। এক রাতে তিনি নামাযে বিলম্ব করেন। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়ার পর তার গোত্রে ফিরে এসে তাদের ইমামতি করেন এবং সূরা বাকারা পাঠ করেন। গোত্রের এক ব্যক্তি এরূপ কিরাআত শুনে নামায থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একাকী নামায পড়ে চলে যায়। লোকজন বললো, হে অমুক! তুমি কি মুনাফিক হয়ে গেছো? সে বললো, আল্লাহ্র শপথ! আমি

মুনাফিক হইনি। আমি অবশ্যই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গিয়ে তাঁকে অবহিত করবো। অতএব সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মুআয আপনার সাথে নামায পড়েন, অতঃপর আমাদের নিকট এসে আমাদের ইমামতি করেন। গত রাতে আপনি নামাযে বিলম্ব করেছেন। তিনি আপনার সাথে নামায পড়ার পর ফিরে এসে আমাদের ইমামতি করেন এবং সূরা বাকারা পড়তে শুরু করেন। আমি তা শুনে পিছনে হটে যাই এবং একাকী নামায পড়ি। আমরা উট দ্বারা পানি সেচকারী, আমরা নিজ হাতে কাজ করি। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেনঃ হে মুআয! তুমি কি বিপর্যয় সৃষ্টিকারী? তুমি অমুক অমুক সূরা পাঠ করবে।

٨٣٧- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيٰ عَنْ اَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِى بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ صَلَّى صَلٰوةَ الْخَوْفِ فَصَلّٰى بِالَّذِيْنَ خَلْفَهُ رَكْعَتَيْنِ وَبِالَّذِيْنَ جَاءُوْا رَكْعَتَيْنِ فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ اَرْبَعًا لِهٰؤُلاَءِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ .

৮৩৭। আবু বাক্‌রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শংকাকালীন নামায (সালাতুল খাওফ) পড়লেন। তিনি প্রথমে তাঁর পিছনে দাঁড়ানো লোকদের নিয়ে দুই রাক্‌আত নামায পড়েন এবং যারা পরে আসে তাদের নিয়ে দুই রাক্‌আত পড়েন। ফলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায হলো চার রাক্‌আত এবং অন্যদের হলো দুই রাক্‌আত করে।

فَضْلُ الْجَمَاعَةِ

৪২-অনুচ্ছেদ ঃ জামাআতে নামায পড়ার ফযীলাত।

٨٣٨- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ صَلٰوةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلٰى صَلٰوةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَّعِشْرِيْنَ دَرَجَةً .

৮৩৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ জামাআতের নামায একাকী পড়া নামায অপেক্ষা সাতাশ গুণ বেশি মর্যাদাপূর্ণ।

٨٣٩- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ صَلٰوةُ الْجَمَاعَةِ اَفْضَلُ مِنْ صَلٰوةِ اَحَدِكُمْ وَحْدَهُ خَمْسًا وَّعِشْرِيْنَ جُزْءًا .

৮৩৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ জামাআতের নামায তোমাদের কারোর একাকী নামাযের তুলনায় পঁচিশ গুণ শ্রেষ্ঠ।

٨٤٠- اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِى الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ صَلٰوةُ الْجَمَاعَةِ تَزِيْدُ عَلٰى صَلٰوةِ الْفَذِّ خَمْسًا وَّعِشْرِيْنَ دَرَجَةً .

৮৪০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ জামাআতের নামায একাকী পড়া নামায অপেক্ষা পঁচিশ গুণ বেশি মর্যাদাপূর্ণ।

اَلْجَمَاعَةُ اِذَا كَانُوْا ثَلاَثَةً

৪৩-অনুচ্ছেদ ঃ তিনজনের জামাআত।

٨٤١- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِذَا كَانُوْا ثَلٰثَةً فَلْيَؤُمَّهُمْ اَحَدُهُمْ وَاَحَقُّهُمْ بِالْاِمَامَةِ اَقْرَؤُهُمْ .

৮৪১। আবু সাঈদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তিনজন লোক একত্র হলেই তাদের একজন তাদের ইমামতি করবে। আর তাদের মধ্যে ইমামতির সর্বাপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তি হলো যে আল্লাহ্র কিতাবে অধিক জ্ঞানসম্পন্ন।

اَلْجَمَاعَةُ اِذَا كَانُوْا ثَلٰثَةً رَجُلٌ وَّصَبِىٌّ وَّامْرَاَةٌ

৪৪-অনুচ্ছেদ ঃ একজন পুরুষ, একজন বালক এবং একজন মহিলা এই তিনজনের জামাআত।

٨٤٢- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ زِيَادٌ اَنَّ قَزَعَةَ مَوْلًى لِعَبْدِ الْقَيْسِ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ صَلَّيْتُ اِلٰى جَنْبِ النَّبِىِّ ﷺ وَعَائِشَةُ خَلْفَنَا تُصَلِّىْ مَعَنَا وَاَنَا اِلٰى جَنْبِ النَّبِىِّ ﷺ اُصَلِّىْ مَعَهُ .

৮৪২। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশে দাঁড়িয়ে নামায পড়েছি। তখন আয়েশা (রা) আমাদের পিছনে দাঁড়িয়ে আমাদের সাথে নামায পড়েছেন, আর আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর সাথে নামায পড়েছি।

اَلْجَمَاعَةُ اِذَا كَانُوْا اثْنَيْنِ

৪৫-অনুচ্ছেদ ঃ দুইজনের জামাআত।

٨٤٣- اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِىْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَاَخَذَنِىْ بِيَدِهِ الْيُسْرٰى فَاَقَامَنِىْ عَنْ يَمِيْنِهِ .

৮৪৩। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়েছি। আমি তাঁর বাম পাশে দাঁড়ালে তিনি আমাকে তাঁর বাম হাতে ধরে তাঁর ডান পাশে দাঁড় করান।

٨٤٤- اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ اَنَّهُ اَخْبَرَهُمْ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَصِيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ شُعْبَةُ وَقَالَ اَبُوْ اِسْحَاقَ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ وَمِنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ اُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ يَقُوْلُ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا صَلٰوةَ الصُّبْحِ فَقَالَ اَشَهِدَ فُلاَنٌ الصَّلٰوةَ قَالُوْا لاَ قَالَ فَفُلاَنٌ قَالُوْا لاَ قَالَ اِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلٰوتَيْنِ مِنْ اَثْقَلِ الصَّلٰوةِ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِيْهِمَا لاَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا وَالصَّفُّ الْاَوَّلُ عَلٰى مِثْلِ صَفِّ الْمَلاَئِكَةِ وَلَوْ تَعْلَمُوْنَ فَضِيْلَتَهُ لاَبْتَدَرْتُمُوْهُ وَصَلٰوةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ اَزْكٰى مِنْ صَلٰوتِهِ وَحْدَهُ وَصَلٰوةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلَيْنِ اَزْكٰى مِنْ صَلٰوتِهِ مَعَ الرَّجُلِ وَمَا كَانُوْا اَكْثَرَ فَهُوَ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ .

৮৪৪। উবাই ইবনে কাব (রা) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায পড়ার পর জিজ্ঞেস করেন ঃ অমুক ব্যক্তি নামাযে উপস্থিত হয়েছে কি? লোকজন বললো, না। তিনি বলেন ঃ অমুক ব্যক্তি? তারা বললো, না। তিনি বলেন ঃ এ দু'টি নামায (এশা ও ফজর) মুনাফিকদের জন্য অত্যন্ত কঠিন। তারা যদি জানতো তাতে কি মর্যাদা রয়েছে, তাহলে নিশ্চয় তারা হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তাতে উপস্থিত হতো। আর প্রথম কাতার হলো ফেরেশতাদের কাতারের সমতুল্য। যদি তোমরা তার মর্যাদা জানতে তাহলে তাতে দাঁড়ানোর জন্য প্রতিযোগিতা করতে। একজন লোকের সাথে অপরজনের নামায পড়া তার একাকী নামায পড়ার চেয়ে উত্তম। আর দুইজন লোকের সাথে কোন

ব্যক্তির নামায পড়া এক ব্যক্তির সাথে তার নামায পড়ার চেয়ে উত্তম। আর (মুসল্লী) যতোই বৃদ্ধি পাবে ততোই মহামহিম আল্লাহ্র নিকট পছন্দনীয় হবে।

اَلْجَمَاعَةُ لِلنَّافِلَةِ

৪৬-অনুচ্ছেদ ঃ নফল নামাযের জামাআত।

٨٤٥- اَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَحْمُوْدٍ عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ السُّيُوْلَ لَتَحُوْلُ بَيْنِيْ وَبَيْنَ مَسْجِدِ قَوْمِيْ فَاُحِبُّ اَنْ تَاْتِيَنِيْ فَتُصَلِّيْ فِيْ مَكَانٍ مِّنْ بَيْتِيْ اَتَّخِذُهُ مَسْجِدًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَنَفْعَلُ فَلَمَّا دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَيْنَ تُرِيْدُ فَاَشَرْتُ اِلٰى نَاحِيَةٍ مِّنَ الْبَيْتِ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ فَصَلّٰى بِنَا رَكْعَتَيْنِ .

৮৪৫। ইতবান ইবনে মালেক (রা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার কওমের মসজিদ এবং আমার মধ্যে বন্যার পানি বাধার সৃষ্টি করে। তাই আমি চাই যে, আপনি আমার বাড়িতে এসে আমার ঘরের এক স্থানে নামায পড়ুন এবং আমি তাকে নামাযের জায়গা বানিয়ে নিবো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি তাই করবো। পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে বলেন ঃ কোথায় তুমি পছন্দ করো? আমি ঘরের এক কোণের দিকে ইংগিত করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে দাঁড়ান, আমরা তাঁর পিছনে কাতার বাঁধলাম এবং তিনি আমাদের নিয়ে দুই রাক্আত (নফল) নামায পড়েন।

اَلْجَمَاعَةُ لِلْفَائِتِ مِنَ الصَّلٰوةِ

৪৭-অনুচ্ছেদ ঃ কাযা নামাযের জামাআত।

٨٤٦- اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ اَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِوَجْهِهِ حِيْنَ قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ قَبْلَ اَنْ يُّكَبِّرَ فَقَالَ اَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ وَتَرَاصُّوْا فَاِنِّيْ اَرَاكُمْ مِنْ وَّرَاءِ ظَهْرِيْ .

৮৪৬। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে দাঁড়িয়ে তাকবীর বলার পূর্বে আমাদের দিকে মুখ করে বলেন ঃ তোমরা কাতার সোজা করো এবং পরস্পর মিলে দাঁড়াও। কেননা আমি আমার পিঠের দিক থেকেও তোমাদের দেখতে পাই।

٨٤٧- اَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ حَدَّثَنَا اَبُوْ زُبَيْدٍ وَاسْمُهُ عَبْثَرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذْ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ لَوْ عَرَّسْتَ بِنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنِّىْ اَخَافُ اَنْ تَنَامُوْا عَنِ الصَّلٰوةِ قَالَ بِلاَلٌ اَنَا اَحْفَظُكُمْ فَاضْطَجَعُوْا فَنَامُوْا وَاَسْنَدَ بِلاَلٌ ظَهْرَهُ اِلٰى رَاحِلَتِهِ فَاسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَدْ طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَقَالَ يَا بِلاَلُ اَيْنَ مَا قُلْتَ قَالَ مَا اُلْقِيَتْ عَلَىَّ نَوْمَةٌ مِثْلُهَا قَطُّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ قَبَضَ اَرْوَاحَكُمْ حِيْنَ شَاءَ فَرَدَّهَا حِيْنَ شَاءَ قُمْ يَا بِلاَلُ فَاٰذِنِ النَّاسَ بِالصَّلٰوةِ فَقَامَ بِلاَلٌ فَاَذَّنَ فَتَوَضَّؤُا يَعْنِىْ حِيْنَ ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى بِهِمْ .

৮৪৭। আবদুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। দলের একজন বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি আমাদের নিয়ে (শেষ রাতে) যাত্রাবিরতি করতেন। তিনি বলেন ঃ আমি আশংকা করি যে, তোমরা নামায ছেড়ে ঘুমিয়ে থাকবে। বিলাল (রা) বলেন, আমি আপনাদের হেফাজত করবো। তারপর তারা শুয়ে পড়লেন এবং ঘুমিয়ে গেলেন। বিলাল (রা) তার সওয়ারীর সাথে পিঠ লাগিয়ে হেলান দিয়ে রইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাগ্রত হয়ে দেখেন যে, সূর্যগোলক উদিত হয়েছে। তিনি বলেন ঃ হে বিলাল! তুমি যা বলেছিলে তা কোথায়? তিনি বলেন, আমাকে এতো গভীর ঘুম আর কখনো পায়নি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মহামহিম আল্লাহ যখন ইচ্ছা করলেন তখন তোমাদের প্রাণ হরণ করে নিয়েছেন এবং যখন ইচ্ছা তা ফিরিয়ে দিয়েছেন। হে বিলাল! ওঠো, লোকজনকে নামাযের জন্য ডাকো। তারপর বিলাল (রা) দাঁড়িয়ে আযান দিলেন। সকলে উযু করলো অর্থাৎ সূর্য যখন বেশ উপরে উঠে গেছে। অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে লোকজনকে নিয়ে নামায পড়েন।

اَلتَّشْدِيْدُ فِىْ تَرْكِ الْجَمَاعَةِ

৪৮-অনুচ্ছেদ ঃ জামাআত ত্যাগ করা সম্পর্কে কঠোর হুঁশিয়ারি।

٨٤٨- اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا السَّائِبُ بْنُ حُبَيْشٍ الْكَلاَعِىُّ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ الْيَعْمُرِىِّ قَالَ

قَالَ لِيْ اَبُو الدَّرْدَاءِ اَيْنَ مَسْكَنُكَ قُلْتُ فِيْ قَرْيَةٍ دُوْنَ حِمْصَ فَقَالَ اَبُو الدَّرْدَاءِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ ثَلٰثَةٍ فِيْ قَرْيَةٍ وَلاَ بَدْوٍ لاَ تُقَامُ فِيْهِمُ الصَّلٰوةُ اِلاَّ قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ فَاِنَّمَا يَاْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ قَالَ السَّائِبُ يَعْنِيْ بِالْجَمَاعَةِ الْجَمَاعَةَ فِى الصَّلٰوةِ .

৮৪৮। মাদান ইবনে আবু তালহা আল-ইয়ামুরী (র) বলেন, আবু দারদা (রা) আমাকে বললেন, তোমার বাড়ি কোথায়? আমি বললাম, আমার বাড়ি হিমসের নিকটবর্তী এক গ্রামে। আবু দারদা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কোন গ্রামে অথবা বন-জংগলে তিনজন লোক থাকা অবস্থায় তথায় নামায প্রতিষ্ঠিত না হলে তাদের উপর শয়তান আধিপত্য বিস্তার করে। অতএব তোমরা অবশ্যই জামাআত কায়েম করবে। কেননা বাঘ বিচ্ছিন্নটিকে খেয়ে ফেলে। সায়েব (র) বলেন, জামাআত অর্থ নামাযের জামাআত।

اَلتَّشْدِيْدُ فِى التَّخَلُّفِ عَنِ الْجَمَاعَةِ

৪৯-অনুচ্ছেদ ঃ জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা সম্পর্কে কঠোর হুঁশিয়ারি।

٨٤٩- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اٰمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ ثُمَّ اٰمُرَ بِالصَّلٰوةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا ثُمَّ اٰمُرَ رَجُلاً فَيَؤُمَّ النَّاسَ ثُمَّ اُخَالِفَ اِلٰى رِجَالٍ فَاُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوْتَهُمْ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ اَحَدُهُمْ اَنَّهُ يَجِدُ عَظْمًا سَمِيْنًا اَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ .

৮৪৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! আমার ইচ্ছা হয় যে, আমি কিছু জ্বালানী কাঠ আনতে আদেশ করি, তা সংগৃহীত হলে নামাযের আদেশ দেই। তারপর নামাযের আযান দেয়া হবে। তারপর এক ব্যক্তিকে আদেশ করবো, সে লোকের ইমামতি করবে। তারপর আমি লোকদের পিছন থেকে (যারা জামাআতে আসেননি) তাদেরসহ তাদের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেই। সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! যদি তাদের কেউ জানতো যে, সে একখানা মাংসল হাড় অথবা দুই টুকরা বকরীর সুন্দর খুর পাবে তাহলে সে এশার নামাযে অবশ্যই উপস্থিত হতো।

اَلْمُحَافَظَةُ عَلَى الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادٰى بِهِنَّ

৫০-অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের আযান দেয়ার পর তার হেফাজত করা।

٨٥٠- اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ الْمَسْعُوْدِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْاَقْمَرِ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَلْقَى اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظْ عَلٰى هٰؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ حَيْثُ يُنَادٰى بِهِنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ شَرَعَ لِنَبِيِّهِ ﷺ سُنَنَ الْهُدٰى فَاِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدٰى وَاِنِّىْ لَا اَحْسَبُ مِنْكُمْ اَحَدًا اِلَّا لَهُ مَسْجِدٌ يُصَلِّىْ فِيْهِ فِىْ بَيْتِهِ فَلَوْ صَلَّيْتُمْ فِىْ بُيُوْتِكُمْ وَتَرَكْتُمْ مَسَاجِدَكُمْ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ وَمَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّاُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوْءَ ثُمَّ يَمْشِىْ اِلَى الصَّلٰوةِ اِلَّا كَتَبَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوْهَا حَسَنَةً اَوْ يَرْفَعُ لَهُ بِهَا دَرَجَةً اَوْ يُكَفِّرُ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةً وَلَقَدْ رَاَيْتُنَا نُقَارِبُ بَيْنَ الْخُطَا وَلَقَدْ رَاَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا اِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُوْمٌ نِفَاقُهُ وَلَقَدْ رَاَيْتُ الرَّجُلَ يُهَادٰى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتّٰى يُقَامَ فِى الصَّفِّ .

৮৫০। আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন, যে ব্যক্তি আগামী কাল মহামহিম আল্লাহ্র সাথে মুসলমান হিসাবে সাক্ষাত করার আশা রাখে সে যেনো এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের হেফাজত করে, যখন তার জন্য আযান দেয়া হয়। কেননা মহামহিম আল্লাহ তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হেদায়াতের পথ ও পন্থা বলে দিয়েছেন। আর ঐ নামাযসমূহ হেদায়াতের পথ ও পন্থার অন্তর্গত। আমার ধারণামতে তোমাদের ঘরে প্রত্যেকের একটা নামাযের স্থান রয়েছে। অতএব যদি তোমরা তোমাদের ঘরে নামায পড়ো এবং তোমাদের মসজিদ ত্যাগ করো তাহলে তোমরা তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত ত্যাগ করলে। যদি তোমরা তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত ত্যাগ করো তাহলে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে। আর কোন মুসলমান উত্তমরূপে উযু করে, অতঃপর নামাযের জন্য পায়ে হেঁটে যায়, মহামহিম আল্লাহ তার প্রতি পদক্ষেপে একটি করে পুণ্য লেখেন অথবা তার জন্য তার মর্যাদা এক ধাপ উন্নত

করেন অথবা তার একটি পাপ ক্ষমা করেন। আমরা নিজেদের দেখেছি যে, আমরা (মসজিদে যেতে) ঘন ঘন পা ফেলতাম। আমরা আরো লক্ষ্য করেছি যে, তা থেকে কেবল বিরত থাকে মুনাফিক (কপট) যার নিফাক (কপটতা) প্রকাশ্য। আমি দেখেছি, এক ব্যক্তি দুই ব্যক্তির সাহায্যে চলতে থাকে, শেষে তাকে দাঁড় করানো হয় কাতারে।

٨٥١- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَصَمِّ عَنْ عَمِّهِ يَزِيْدَ ابْنِ الْاَصَمِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ اَعْمٰى اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّهُ لَيْسَ لِيْ قَائِدٌ يَقُوْدُنِيْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَسَاَلَهُ اَنْ يُّرَخِّصَ لَهُ اَنْ يُّصَلِّيَ فِيْ بَيْتِهِ فَاَذِنَ لَهُ فَلَمَّا وَلّٰى دَعَاهُ قَالَ لَهُ اَتَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلٰوةِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاَجِبْ .

৮৫১। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, এক অন্ধ ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, আমাকে নামাযে নিয়ে যাওয়ার মতো আমার কোন পথপ্রদর্শক নাই। সে তাঁর নিকট নিজ ঘরে নামায পড়ার অনুমতি চাইলো। তিনি তাকে অনুমতি দিলেন। সে চলে যেতে তিনি পুনরায় তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করেন ঃ তুমি কি নামাযের আযান শুনতে পাও? সে বললো, হাঁ। তিনি বলেন ঃ তাহলে তার উত্তর দাও (জামাআতে উপস্থিত হও)।

٨٥٢- اَخْبَرَنَا هَارُوْنُ بْنُ زَيْدِ بْنِ اَبِى الزَّرْقَاءِ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَاَخْبَرَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَابِسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنِ ابْنِ اُمِّ مَكْتُوْمٍ اَنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ الْمَدِيْنَةَ كَثِيْرَةُ الْهَوَامِّ وَالسِّبَاعِ قَالَ هَلْ تَسْمَعُ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَحَيَّ هَلاً وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ .

৮৫২। ইবনে উম্মে মাকতূম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মদীনায় বহু ক্ষতিকর কীট ও হিংস্র প্রাণী আছে। তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ তুমি কি "নামাযের দিকে আসো, কল্যাণের দিকে আসো" এই আওয়াজ শুনতে পাও? তিনি বলেন, হাঁ। তিনি বলেনঃ তাহলে তুমি আসবে। তিনি তাকে (জামাআতে অনুপস্থিত থাকার) অনুমতি দেননি।

اَلْعُذْرُ فِىْ تَرْكِ الْجَمَاعَةِ

৫১-অনুচ্ছেদ ঃ জামাআত ত্যাগের ওজর।

٨٥٣- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنِ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَرْقَمَ كَانَ يَؤُمُّ اَصْحَابَهُ فَحَضَرَتِ الصَّلٰوةُ يَوْمًا فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا وَجَدَ اَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلْيَبْدَاْ بِهِ قَبْلَ الصَّلٰوةِ .

৮৫৩। হিশাম ইবনে উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে আরকাম (রা) তার সাথীদের ইমামতি করতেন। একদিন নামাযের ওয়াক্ত হলে তিনি তার প্রয়োজনে চলে গেলেন, অতঃপর ফিরে এসে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যখন তোমাদের কারও পায়খানার প্রয়োজন হয় তখন সে যেনো নামাযের পূর্বেই তা সেরে নেয়।

٨٥٤- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَاُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَابْدَؤُا بِالْعَشَاءِ .

৮৫৪। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রাতের আহার উপস্থিত হওয়ার পর নামাযের ইকামত দেয়া হলে তোমরা প্রথমে আহার গ্রহণ করবে।

٨٥٥- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِى الْمَلِيْحِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِحُنَيْنٍ فَاَصَابَنَا مَطَرٌ فَنَادٰى مُنَادِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنْ صَلُّوْا فِىْ رِحَالِكُمْ .

৮৫৫। আবুল মালীহ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হুনায়নে ছিলাম। আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ শুরু হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোষক ঘোষণা করেন, আপনারা নিজ নিজ অবস্থানে নামায পড়ুন।

حَدُّ اِدْرَاكِ الْجَمَاعَةِ

৫২-অনুচ্ছেদ ঃ জামাআত প্রাপ্তির সীমা।

٨٥٦- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ طَحْلَاءَ عَنْ مُحْصِنِ ابْنِ عَلِيٍّ الْفِهْرِيِّ عَنْ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ

عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا اِلَى الْمَسْجِدِ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلُّوْا كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ مِثْلَ اَجْرِ مَنْ حَضَرَهَا وَلَا يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا .

৮৫৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ কোন ব্যক্তি উত্তমরূপে উযু করার পর মসজিদের উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে গিয়ে দেখলো যে, লোকজন নামায পড়েছে, আল্লাহ তার জন্য নামাযে উপস্থিত লোকদের সমান সওয়াব লিখে দিবেন এবং তাদের সওয়াব থেকে কিছুই হ্রাস করা হবে না।

٨٥٧- اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ اَنَّ الْحُكَيْمَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ الْقُرَشِىَّ حَدَّثَهُ اَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ وَعَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِىْ سَلَمَةَ حَدَّثَاهُ اَنَّ مُعَاذَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَهُمَا عَنْ حُمْرَانَ مَوْلٰى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ تَوَضَّأَ لِلصَّلٰوةِ فَاَسْبَغَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ مَشٰى اِلَى الصَّلٰوةِ الْمَكْتُوْبَةِ فَصَلَّاهَا مَعَ النَّاسِ اَوْ مَعَ الْجَمَاعَةِ اَوْ فِى الْمَسْجِدِ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ ذُنُوْبَهُ .

৮৫৭। উছমান ইবনে আফ্ফান (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কোন ব্যক্তি নামাযের জন্য পূর্ণরূপে উযু করার পর ফরয নামাযের উদ্দেশে হেঁটে গিয়ে লোকজনের সাথে অথবা জামাআতের সাথে অথবা মসজিদে নামায পড়লো, আল্লাহ তার গুনাহ মাফ করে দিবেন।

اِعَادَةُ الصَّلٰوةِ مَعَ الْجَمَاعَةِ بَعْدَ صَلٰوةِ الرَّجُلِ لِنَفْسِهِ

৫৩-অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তির একাকী নামায পড়ার পর পুনরায় তা জামাআতে আদায় করা।

٨٥٨- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ بَنِى الدِّيْلِ يُقَالُ لَهُ بُسْرُ بْنُ مِحْجَنٍ عَنْ مِحْجَنٍ اَنَّهُ كَانَ فِىْ مَجْلِسٍ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَذَّنَ بِالصَّلٰوةِ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ رَجَعَ وَمِحْجَنٌ فِىْ مَجْلِسِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ

ﷺ مَا مَنَعَ اَنْ تُصَلِّيَ اَلَسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنِّيْ كُنْتُ قَدْ صَلَّيْتُ فِيْ اَهْلِيْ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا جِئْتَ فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ وَاِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ .

৮৫৮। মিহ্‌জান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এক মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। নামাযের জন্য আযান দেয়া হলো। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠে গেলেন, তারপর নামায পড়ে ফিরে এসে দেখেন যে, মিহ্‌জান (রা) তার মজলিসে বসা রয়েছেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করেন ঃ তোমাকে নামায পড়তে কিসে বাঁধা দিলো? তুমি কি মুসলমান নও? তিনি বলেন, হাঁ। কিন্তু আমি আমার ঘরে নামায পড়েছি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন ঃ তুমি যখন আসবে তখন লোকজনের সাথে নামায পড়বে, যদিও আগে নামায পড়ে থাকো।

اِعَادَةُ الْفَجْرِ مَعَ الْجَمَاعَةِ لِمَنْ صَلّٰى وَحْدَهُ

৫৪-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি একাকী ফজরের নামায পড়েছে তার পুনরায় তা জামাআতে পড়া।

৮৫৯-اَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ اَخْبَرَنَا جَابِرُ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ الْاَسْوَدِ الْعَامِرِيُّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ شَهِدْتُّ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةَ الْفَجْرِ فِيْ مَسْجِدِ الْخَيْفِ فَلَمَّا قَضٰى صَلٰوتَهُ اِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِيْ اٰخِرِ الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّيَا مَعَهُ قَالَ عَلَيَّ بِهِمَا فَاُتِيَ بِهِمَا تَرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا فَقَالَ مَا مَنَعَكُمَا اَنْ تُصَلِّيَ مَعَنَا قَالاَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِيْ رِحَالِنَا قَالَ فَلاَ تَفْعَلاَ اِذَا صَلَّيْتُمَا فِيْ رِحَالِكُمَا ثُمَّ اَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ فَاِنَّهُمَا لَكُمَا نَافِلَةٌ .

৮৫৯। জাবের ইবনে ইয়াযীদ ইবনুল আসওয়াদ আল-আমেরী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (মিনায়) মসজিদুল খায়ফে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ফজরের নামায পড়লাম। তিনি নামায শেষ করে লোকজনের শেষ প্রান্তে দুই ব্যক্তিকে দেখতে পান, যারা তাঁর সাথে নামায পড়েনি। তিনি বলেন ঃ ঐ দুই ব্যক্তিকে আমার নিকট নিয়ে এসো। তাদেরকে আনা হলো এবং তারা ভয়ে কাঁপছিলো। তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ আমাদের সাথে নামায পড়তে তোমাদের কিসে বাঁধা দিলো? তারা বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আমাদের অবস্থানস্থলে নামায পড়েছি। তিনি বলেন ঃ আর

এরূপ করবে না। তোমরা তোমাদের অবস্থানস্থলে নামায পড়ার পর জামাআতের মসজিদে আগমন করলে তাদের সাথে নামায পড়বে, আর তা হবে তোমাদের জন্য নফল।

اعَادَةُ الصَّلٰوةِ بَعْدَ ذِهَابِ وَقْتِهَا مَعَ الْجَمَاعَةِ

৫৫-অনুচ্ছেদ ঃ ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাবার পর পুনরায় জামাআতে নামায পড়া।

٨٦٠- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى وَمُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ صُدْرَانَ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ خَالِدِ ابْنِ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ بُدَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الْعَالِيَةِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَضَرَبَ فَخِذِىْ كَيْفَ اَنْتَ اِذَا بَقِيْتَ فِىْ قَوْمٍ يُؤَخِّرُوْنَ الصَّلٰوةَ عَنْ وَقْتِهَا قَالَ مَا تَاْمُرُ قَالَ صَلِّ الصَّلٰوةَ لِوَقْتِهَا ثُمَّ اذْهَبْ لِحَاجَتِكَ فَاِنْ اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ وَاَنْتَ فِى الْمَسْجِدِ فَصَلِّ .

৮৬০। আবু যার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার উরুতে আঘাত করে বললেন ঃ যদি তুমি এমন সম্প্রদায়ের মধ্যে বেঁচে থাকো, যারা সঠিক ওয়াক্ত থেকে নামাযকে পিছিয়ে দিবে, তখন তুমি কি করবে? তিনি বলেন, আপনি যা আদেশ করবেন। তিনি বলেন ঃ তুমি ওয়াক্তমত নামায পড়বে। তারপর তুমি তোমার প্রয়োজনে যাবে। যদি নামাযের ইকামত হয় আর তুমি মসজিদে থাকো, তাহলে পুনরায় নামায পড়ো।

سُقُوْطُ الصَّلٰوةِ عَمَّنْ صَلّٰى مَعَ الْاِمَامِ فِى الْمَسْجِدِ جَمَاعَةً

৫৬-অনুচ্ছেদ ঃ কেউ মসজিদে ইমামের সাথে জামাআতে নামায পড়ে থাকলে তাকে পুনর্বার তা পড়তে হবে না।

٨٦١-اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّيْمِىُّ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ مَوْلٰى مَيْمُوْنَةَ قَالَ رَاَيْتُ ابْنَ عُمَرَ جَالِسًا عَلَى الْبَلاَطِ وَالنَّاسُ يُصَلُّوْنَ قُلْتُ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَا لَكَ لاَ تُصَلِّىْ قَالَ اِنِّىْ قَدْ صَلَّيْتُ اِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ تُعَادُ الصَّلٰوةُ فِىْ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ .

৮৬১। মায়মূনা (রা)-এর মুক্তদাস সুলায়মান (র) বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-কে বিলাত নামক স্থানে উপবিষ্ট দেখলাম এবং লোকজন নামায পড়ছিল। আমি বললাম, হে

আবু আবদুর রহমান! আপনার কি হয়েছে যে, আপনি নামায পড়ছেন না? তিনি বলেন, আমি এইমাত্র নামায পড়েছি। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ একদিনে এক নামায দুইবার পড়ো না।

اَلسَّعْىُ اِلَى الصَّلٰوةِ

৫৭-অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের জন্য দৌড়ানো।

٨٦٢- اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الزُّهْرِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اذَا اَتَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَلاَ تَاْتُوْهَا وَاَنْتُمْ تَسْعَوْنَ وَاْتُوْهَا تَمْشُوْنَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ فَمَا اَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوْا .

৮৬২। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমরা নামাযের জন্য আসবে তখন দৌড়ে আসবে না, বরং শান্তভাবে হেঁটে আসবে। তোমরা যা পাবে তা পড়বে এবং যা ছুটে যাবে তা পরে (ইমামের সালাম ফিরানোর পর) পড়বে।

اَلْاِسْرَاعُ اِلَى الصَّلٰوةِ مِنْ غَيْرِ سَعْىٍ

৫৮-অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের জন্য না দৌড়ে দ্রুত হেঁটে যাওয়া।

٨٦٣- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ بْنِ الْاَسْوَدِ بْنِ عَمْرٍو اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ مَنْبُوْذٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اذَا صَلَّى الْعَصْرَ ذَهَبَ اِلٰى بَنِىْ عَبْدِ الْاَشْهَلِ فَيَتَحَدَّثُ عِنْدَهُمْ حَتّٰى يَنْحَدِرَ لِلْمَغْرِبِ قَالَ اَبُوْ رَافِعٍ فَبَيْنَمَا النَّبِىُّ ﷺ يُسْرِعُ اِلَى الْمَغْرِبِ مَرَرْنَا بِالْبَقِيْعِ فَقَالَ اُفٍّ لَكَ اُفٍّ لَكَ قَالَ فَكَبُرَ ذٰلِكَ فِىْ ذَرْعِىْ فَاسْتَاْخَرْتُ وَظَنَنْتُ اَنَّهُ يُرِيْدُنِىْ فَقَالَ مَا لَكَ اِمْشِ فَقُلْتُ اَحْدَثْتُ حَدَثًا قَالَ مَا ذَاكَ قُلْتُ اَفَّفْتَ بِىْ قَالَ لاَ وَلٰكِنْ هٰذَا فُلاَنٌ بَعَثْتُهُ سَاعِيًا اِلٰى بَنِىْ فُلاَنٍ فَغَلَّ نَمِرَةً فَدُرِّعَ الْاٰنَ مِثْلَهَا مِنْ نَارٍ .

৮৬৩। আবু রাফে (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের নামায পড়ার পর আবদুল আশহাল গোত্রে যেতেন এবং তাদের সাথে কথাবার্তা বলতেন, শেষে মাগরিবের নামাযের জন্য তাড়াতাড়ি চলে আসতেন। আবু রাফে (রা) বলেন, একবার নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাগরিবের নামাযের জন্য তাড়াতাড়ি আসছিলেন। আমরা আল-বাকী নামক স্থানের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম। তিনি বলেন ঃ তোমার জন্য আফসোস, তোমার জন্য আফসোস। রাবী বলেন, এটা আমার সামর্থ্যে কষ্টকর ছিল। অতএব আমি পিছনে রয়ে গেলাম এবং ধারণা করলাম, তিনি আমকেই উদ্দেশ্য করে মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন ঃ তোমার কি হলো, চলো। আমি বললাম, আমি কি কোন অঘটন ঘটিয়েছি? তিনি বলেন ঃ তা কি? আমি বললাম, আপনি বললেন ঃ তোমার জন্য আফসোস। তিনি বলেন ঃ না, সে হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যাকে আমি অমুক গোত্রের নিকট যাকাত সংগ্রহকারীরূপে পাঠিয়েছিলাম। সে একখানা চাদর আত্মসাৎ করেছিল। এখন তাকে অনুরূপ একটি আগুনের চাদর পরিয়ে দেয়া হয়েছে।

٨٦٤- اَخْبَرَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اسْحَاقَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مَنْبُوْذٌ رَجُلٌ مِّنْ اٰلِ اَبِىْ رَافِعٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ رَافِعٍ نَحْوَهُ .

৮৬৪। হারূন ইবনে আবদুল্লাহ (র)... আবু রাফে (রা) থেকে এই সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

اَلتَّهْجِيْرُ اِلَى الصَّلٰوةِ

৫৯-অনুচ্ছেদ ঃ সকাল সকাল নামাযে উপস্থিত হওয়া।

٨٦٥- اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَاَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَغَرُّ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّمَا مَثَلُ الْمُهَجِّرِ اِلَى الصَّلٰوةِ كَمَثَلِ الَّذِىْ يُهْدِى الْبَدَنَةَ ثُمَّ الَّذِىْ عَلٰى اِثْرِهِ كَالَّذِىْ يُهْدِى الْبَقَرَةَ ثُمَّ الَّذِىْ عَلٰى اِثْرِهِ كَالَّذِىْ يُهْدِى الْكَبْشَ ثُمَّ الَّذِىْ عَلٰى اِثْرِهِ كَالَّذِىْ يُهْدِى الدَّجَاجَةَ ثُمَّ الَّذِىْ عَلٰى اِثْرِهِ كَالَّذِىْ يُهْدِى الْبَيْضَةَ .

৮৬৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি সর্বাগ্রে নামাযে উপস্থিত হয় সে একটি উট কোরবানীকারীর সমতুল্য। তার পরে যে ব্যক্তি আসে সে একটি গাভী কোরবানীকারীর সমতুল্য। এরপর যে ব্যক্তি আসে সে একটি দুম্বা কোরবানীকারীর সমতুল্য। পরে যে ব্যক্তি আসে সে একটি মুরগী আল্লাহ্র রাস্তায় দানকারীর সমতুল্য। তারপর যে ব্যক্তি আসে সে একটি ডিম আল্লাহ্র রাস্তায় দানকারীর সমতুল্য।

مَا يَكْرَهُ مِنَ الصَّلٰوةِ عِنْدَ الْاِقَامَةِ

৬০-অনুচ্ছেদ ঃ ইকামতের সময় অন্য কোন নামায পড়া মাকরূহ।

٨٦٦- اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارِكِ عَنْ زَكَرِيَّا قَالَ حَدَّثَنِىْ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَلاَ صَلٰوةَ اِلاَّ الْمَكْتُوْبَةُ .

৮৬৬। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন ইকামত দেয়া হয়, তখন ফরয নামায ব্যতীত অন্য কোন নামায নাই।

٨٦٧- اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَكَمِ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ وَرْقَاءَ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَلاَ صَلٰوةَ اِلاَّ الْمَكْتُوْبَةُ .

৮৬৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন ইকামত দেয়া হয় তখন ফরয নামায ব্যতীত অন্য কোন নামায নাই।

٨٦٨- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ اُقِيْمَتْ صَلٰوةُ الصُّبْحِ فَرَاٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَجُلاً يُصَلِّىْ وَالْمُؤَذِّنُ يُقِيْمُ فَقَالَ اَتُصَلِّى الصُّبْحَ اَرْبَعًا .

৮৬৮। ইবনে বুহায়না (রা) বলেন, ফজরের নামাযের ইকামত চলাকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, সে নামায পড়ছে আর মুআযযিন ইকামত দিচ্ছে। তিনি বলেন ঃ তুমি কি ফজরের নামায চার রাকআত পড়ছো?

فِيْمَنْ يُصَلِّىْ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ وَالْاِمَامُ فِى الصَّلٰوةِ

৬১-অনুচ্ছেদ ঃ ইমাম নামাযরত থাকা অবস্থায় যে ব্যক্তি ফজরের দুই রাক্আত সুন্নাত পড়ে।

٨٦٩- اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرَبِيٍّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ وَّرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ فَرَكَعَ

الرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ دَخَلَ فَلَمَّا قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوتَهُ قَالَ يَا فُلَانُ اَيُّهُمَا صَلٰوتُكَ الَّتِيْ صَلَّيْتَ مَعَنَا اَوِ الَّتِيْ صَلَّيْتَ لِنَفْسِكَ .

৮৬৯। আবদুল্লাহ ইবনে সারজিস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাযে রত থাকা অবস্থায় এক ব্যক্তি এসে দুই রাক্‌আত সুন্নাত পড়ার পর নামাযে শরীক হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নামায শেষ করে বলেন ঃ হে অমুক! তোমার নামায কোন্‌টি? তুমি যে নামায আমাদের সাথে পড়েছো সেটি না যে নামায একাকী পড়েছো সেটি?[২]

---

২. ফজরের নামাযের ইকামত অথবা জামাআত শুরু হয়ে যাওয়ার পর ফজরের দুই রাক্‌আত সুন্নাত নামায পড়া যাবে কিনা অথবা জামাআত শেষ হওয়ার পর এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে এই সুন্নাত পড়া যাবে কিনা সেই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ আলেমদের মধ্যে মতভেদ আছে। ইমাম আবু হানীফা (র) ও তার সংগীগণ বলেন, যদি ফজরের জামাআত শুরু হয়ে থাকে এবং তখন সুন্নাত দুই রাক্‌আত পড়তে গেলে জামাআতের দুই রাক্‌আতই হারিয়ে ফেলার আশংকা হয়, দ্বিতীয় রাকআতের রুকূতেও ইমামের সাথে শরীক হতে পারার সম্ভাবনা না থাকে, তবে তখন সুন্নাত নামায না পড়েই জামাআতে শামিল হবে। আর যদি পূর্ণ এক রাকআত পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তবে মসজিদের বাইরে দাঁড়িয়ে সুন্নাত দুই রাক্‌আত পড়বে, অতঃপর জামাআতে শামিল হবে।

ইমাম আওযাঈ (র)-ও এই মত সমর্থন করেন। তবে তিনি বলেন, জামাআতের শেষ রাক্‌আত হারাবার আশংকা না থাকলে মসজিদের মধ্যে দাঁড়িয়েই সুন্নাত দুই রাক্‌আত পড়া জায়েয।

ইমাম সুফিয়ান সাওরী (র) বলেন, জামাআতের শেষ রাকআতও হারাবার আশংকা থাকলে সুন্নাত পড়া শুরু করবে না, বরং জামাআতে শামিল হবে। অন্যথায় মসজিদে প্রবেশ করে থাকলে সেখানেই সুন্নাত দুই রাক্‌আত পড়বে।

ইবনে হিব্বান (র) বলেন, ইকামত শুরু হয়ে গেলে কোন অ-ফরজ নামায শুরু করা যাবে না। তবে ফজরের দুই রাক্‌আত সুন্নাত এই নিয়মের ব্যতিক্রম।

ইমাম আবু হানীফা (র) ও তার অনুরূপ মত পোষণকারীদের দলীল এই যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) ফজরের নামায পড়তে এসে দেখেন, ইমাম ফরজ নামায পড়ছেন। তিনি জামাআতে শামিল না হয়ে হযরত হাফসা (রা)-র ঘরে গিয়ে সুন্নাত দুই রাক্‌আত পড়েন, অতঃপর ইমামের সাথে জামাআতে শরীক হন।

ইমাম সুফিয়ান সাওরী (র) ও ইমাম আওযাঈ (র) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) সম্পর্কিত বর্ণনাকে দলীল হিসাবে পেশ করেন। ইবনে মাসউদ (রা) মসজিদে প্রবেশ করে দেখেন, ফজরের জামাআত শুরু হয়ে গেছে। তিনি থামের পাশে দাঁড়িয়ে সুন্নাত দুই রাক্‌আত পড়েন, অতঃপর জামাআতে শামিল হন (ইমাম কুরতুবীর তাফসীর, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬৭)।

ইমাম মালেক (র) বলেন, যদি কোন ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে দেখে যে, ফজরের জামাআত শুরু হয়ে গেছে, তখন সে ইমামের সাথে ফরজ নামাযে শামিল হবে, সুন্নাত পড়ায় লেগে যাবে না। কিন্তু সে যদি মসজিদে প্রবেশ না করে থাকে এবং এদিকে জামাআতও শুরু হয়ে থাকে, তবে মসজিদের বাইরে দাঁড়িয়ে সুন্নাত দুই রাক্‌আত পড়বে, যদি জামাআতের এক (শেষ) রাক্‌আত হারাবার আশংকা না থাকে। আর যদি এক (শেষ) রাক্‌আত ছুটে যাওয়ার আশংকা হয়, তবে জামাআতে শামিল হবে এবং সুন্নাত পরে পড়বে (ঐ)।

ইমাম শাফিঈ (র) বলেন, মসজিদে প্রবেশ করে কেউ যদি দেখে যে, ইকামত হয়ে গেছে তবে সে ইমামের সাথে জামাআতে শামিল হবে। এ সময় সুন্নাত দুই রাক্আত পড়াই যাবে না, মসজিদের ভিতরেও নয় এবং মসজিদের বাইরেও নয়। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) এবং ইমাম তাবারী (র)-ও এই মত ব্যক্ত করেছেন। এই মতই অধিক যুক্তিসংগত ও সহীহ দলীল ভিত্তিক মনে হয়। তাদের দলীল এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "ইকামত হয়ে গেলে বা হতে থাকলে তখন সেই সময়কার নির্দিষ্ট ফরজ নামায ছাড়া অন্য নামায পড়া যাবে না"। হাদীসটি সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য সুনান গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে (ঐ)।

হযরত মালেক ইবনে বুহাইনা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখলেন যে, এক ব্যক্তি ইকামত বলা শেষ হয়ে যাওয়ার পর ফজরের দুই রাক্আত সুন্নাত পড়ছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষ করলে লোকেরা তাকে ঘিরে ধরলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সকাল বেলার নামায কি চার রাক্আত, ভোরের নামায কি চার রাক্আত (বুখারী, মুসলিম)।

এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইকামত শুরু হয়ে যাওয়ার পর সুন্নাত পড়া শুরু করা যাবে না, ইমাম বুখারীরও এই মত। তিনি যে অনুচ্ছেদের অধীনে এই হাদীস সংযোজন করেছেন, তার শিরোনাম হচ্ছে "ফজর নামাযের ইকামত শুরু হয়ে গেলে তখন সেই নামায ছাড়া অন্য কোন নামায পড়া যাবে না"।

ইমাম বুখারী (র) তার গ্রন্থে এবং বাযযার ও অপরাপর মুহাদ্দিস আনাস (রা)-র সূত্রে মারফূ হাদীসরূপে বর্ণনা করেছেন যে, "ফজরের জামাআতের ইকামত শুরু হয়ে গেলে পর তার দুই রাক্আত সুন্নাত পড়তে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন"।

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! ইকামতের পর দুই রাক্আত সুন্নাত পড়াও কি নিষেধ? তিনি বলেন ঃ "ফজরের সুন্নাত দুই রাকআতও পড়া যাবে না" (বুখারীর শরাহ ফাতহুল বারী)।

মোটকথা, ইকামত শুরু হয়ে গেলে কোনরূপ নফল্ বা সুন্নাত নামায পড়া যাবে না। তবে একটি কথা স্মরণ রাখা দরকার যে, ইমামদের মধ্যে এই মতবিরোধ বা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই নিষেধাজ্ঞা চূড়ান্ত হারাম পর্যায়ের নয়, বরং মাকরূহ পর্যায়ভুক্ত।

ফজরের না পড়া সুন্নাত

ফজরের ফরয নামাযের পূর্বে যে সুন্নাত পড়া সম্ভব হয়নি তা কখন পড়তে হবে, এ বিষয়েও ইমামদের মধ্যে মতভেদ আছে। হানাফী মাযহাবের বিশেষজ্ঞ আলেমদের মতে তা সূর্যোদয়ের পর পড়তে হবে। তাদের দলীল এই যে,

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি ফজরের দুই রাক্আত সুন্নাত (ফরযের পূর্বে) পড়ে নাই, সে যেন তা সূর্যোদয়ের পর পড়ে" (তিরমিযী)।

ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের ফরয নামাযের পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত এবং আসরের নামাযের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অন্য কোন নামায পড়তে নিষেধ করেছেন (বুখারী)।

তিরমিযী উদ্ধৃত হাদীসটি মুহাদ্দিস হাকেম এভাবে উল্লেখ করেছেন, "যে ব্যক্তি ফজরের দুই রাক্আত সুন্নাত পড়তে ভুলে গেছে সে যেন তা সূর্যোদয়ের পর পড়ে"।

কিন্তু ইমাম শাফিঈ, ইমাম আহমাদ, সুফিয়ান সাওরী, ইসহাক ইবনে রাহওয়ায়হ্ এবং আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (র)-র মতে, ফজরের ফরয নামাযের পূর্বে দুই রাক্আত সুন্নাত পড়ার সুযোগ না

اَلْمُنْفَرِدُ خَلْفَ الصَّفِّ

৬২-অনুচ্ছেদ ঃ কাতারের পিছনে একাকী দাঁড়ানো।

٨٧٠- اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِىْ اِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا قَالَ اَتَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ بَيْتِنَا فَصَلَّيْتُ اَنَا وَيَتِيْمٌ لَنَا خَلْفَهُ وَصَلَّتْ اُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا .

পেলে তা ফরয নামাযের শেষে এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে পড়তে কোন দোষ নেই। তিরমিযীতে ইবনে উমার (রা)-র এইরূপ আমলের উল্লেখ আছে। এই মতের স্বপক্ষে দলীল এই যে,

কায়েস ইবনে ফাহাদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হয়ে এলেন এবং নামাযের ইকামত বলা হলো। আমি তাঁর সাথে ফজরের ফরয নামায পড়লাম। তিনি পিছন দিকে ফিরে আমাকে নামাযরত অবস্থায় দেখতে পান। তিনি বলেন ঃ হে কায়েস, থাম! তুমি কি একই সংগে দুই নামায পড়ছো? আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি ফজরের সুন্নাত দুই রাক্‌আত পড়তে পারিনি, এখন তাই পড়ছি। তিনি বলেন ঃ তাহলে আপত্তি নেই (তিরমিযী, আবু দাউদ)। আবু দাউদের অপর বর্ণনায় আছে ঃ "জবাব শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীরব থাকলেন"।

"তাহলে আপত্তি নেই (ফালা ইযান)" কথার ব্যাখ্যায় আবু তায়্যিব সিনদী হানাফী লিখেছেন, "আজকের ফজরের সুন্নাতই যদি তুমি এখন পড়ে থাকো, তবে তোমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই, তোমার কোন গুনাহ নেই এবং তুমি তিরস্কৃতও হবে না"। "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীরব থাকলেন" কথার ব্যাখ্যায় ইবনে মালেক মুহাদ্দিস বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই নীরবতা থেকে প্রমাণিত হয় যে, ফজরের সুন্নাত নামায ফরয নামাযের পূর্বে পড়তে না পারলে তা ফরয পড়ার পরপরই পড়া যেতে পারে"।

আল্লামা মোল্লা আলী আল-কারী লিখেছেন, এই হাদীসটি সপ্রমাণিত নয়। তাই এটা ইমাম আবু হানীফার মতের বিপক্ষে দলীল হতে পারে না। প্রতিপক্ষের তরফ থেকে এর জবাবে বলা হয়েছে, তিরমিযী উদ্ধৃত হাদীসটি সনদের দিক থেকে দুর্বল ও অপ্রমাণিত হলেও তাতে কোন দোষ নেই। কারণ এই ঘটনার বিবরণ অন্যান্য কয়েকটি সহীহ সনদ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া মুহাদ্দিস ইরাকী এই হাদীসের সনদকে 'হাসান' বলে অভিহিত করেছেন। ইবনে আবু শাইবা ও ইবনে হিব্বান প্রমুখ মুহাদ্দিসগণও এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন। আর একই হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনা যে পরস্পরের পরিপূরক ও ব্যাখ্যা দানকারী তা সর্বজন সমর্থিত।

আল্লামা ইমাম শাওকানী লিখেছেন, "ফজরের ফরজ নামাযের পূর্বে সুন্নাত দুই রাক্‌আত না পড়তে পারলে সূর্যোদয়ের পূর্বে তা পড়াই যাবে না এবং অবশ্যই সূর্যোদয়ের পর পড়তে হবে, একথা হাদীসে বলা হয়নি। এতে শুধু সেই ব্যক্তির জন্যই নির্দেশ রয়েছে, যে এই দুই রাক্‌আত ইতিপূর্বে পড়তে পারেনি। তাকে বলা হয়েছে, সে যেন তা সূর্যোদয়ের পর পড়ে, যেন তা ভুলে না যায়। কেননা তা যথাসময়ে পড়ে না থাকলে তো যে কোন সময় পড়তেই হবে"। অতঃপর তিনি লিখেছেন,

"সেই দুই রাক্‌আত সুন্নাত ফরয নামাযের পরই পড়তে নিষেধ করা হয়েছে–এমন কথা এ হাদীস থেকে বুঝা যায় না"। বরং দারু কুতনী, হাকেম ও বায়হাকীতে বলা হয়েছে, "যে লোক সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের দুই রাক্‌আত সুন্নাত পড়তে পারেনি, সে যেন তা পড়ে নেয় অর্থাৎ ফরয নামাযের পরই তা পড়া দোষের নয়" (নাইলুল আওতার, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩০)।

ফজর ও আসরের ফরয নামাযের পর কোন সুন্নাত বা নফল নামায পড়ার যে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে তা হারাম পর্যায়ের নিষেধাজ্ঞা নয়, রবং মাকরূহ পর্যায়ের নিষেধাজ্ঞা (অনুবাদক)।

৮৭০। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ঘরে আসলেন। আমি এবং আমাদের এক ইয়াতীম তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে নামায পড়লাম। আর উম্মু সুলাইম (রা) আমাদের পিছনে দাঁড়িয়ে নামায পড়েন।

٨٧١- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا نُوْحٌ يَعْنِى ابْنَ قَيْسٍ عَنِ ابْنِ مَالِكٍ وَهُوَ عَمْرُو عَنْ اَبِى الْجَوْزَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتِ امْرَاَةٌ تُصَلِّىْ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَسْنَاءُ مِنْ اَحْسَنِ النَّاسِ قَالَ وَكَانَ بَعْضُ الْقَوْمِ يَتَقَدَّمُ فِى الصَّفِّ الْاَوَّلِ لِئَلاَّ يَرَاهَا وَيَسْتَاْخِرُ بَعْضُهُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ فِى الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ فَاِذَا رَكَعَ يَعْنِىْ نَظَرَ مِنْ تَحْتِ اِبْطِهِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَاْخِرِيْنَ .

৮৭১। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এক পরমা সুন্দরী মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে নামায পড়তো। উপস্থিত লোকজনের কতক প্রথম কাতারে এগিয়ে যেতো, যাতে তারা তাকে দেখতে না পায়। আর তাদের কেউ কেউ পিছনের কাতারে সরে যেতো। যখন সে রুকূ করতো, তখন তার বগলের নিচ দিয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতো। তাই মহাসহিম আল্লাহ নাযিল করেন ঃ "তোমাদের মধ্যে যারা সামনে অগ্রসর হয়ে গেছে তাদেরকেও আমি জানি, আর যারা পিছনে রয়ে গেছে তাদেরকেও জানি" (১৫ঃ২৪)।

اَلرُّكُوْعُ دُوْنَ الصَّفِّ

৬৩-অনুচ্ছেদ ঃ কাতারের বাইরে রুকূ করা।

٨٧٢- اَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ زِيَادٍ الْاَعْلَمِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ اَنَّ اَبَا بَكْرَةَ حَدَّثَهُ اَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالنَّبِىُّ ﷺ رَاكِعٌ فَرَكَعَ دُوْنَ الصَّفِّ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ زَادَكَ اللّٰهُ حِرْصًا وَلاَ تَعُدْ .

৮৭২। আবু বাক্‌রা (রা) বর্ণনা করেন যে, তিনি যখন মসজিদে প্রবেশ করেন, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকূতে ছিলেন। তিনি কাতারের বাইরে রুকূ করলেন। (নামাযশেষে) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন ঃ আল্লাহ তোমার আগ্রহ বাড়িয়ে দিন, আর কখনও এরূপ করো না।

٨٧٣- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ اُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنِى الْوَلِيْدُ بْنُ كَثِيْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ

صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ يَا فُلاَنُ اَلاَ تُحَسِّنُ صَلٰوتَكَ اَلاَ يَنْظُرُ الْمُصَلِّيْ كَيْفَ يُصَلِّيْ لِنَفْسِهِ اِنِّيْ اُبْصِرُ مِنْ وَّرَائِيْ كَمَا اُبْصِرُ بَيْنَ يَدَيَّ .

৮৭৩। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়লেন, অতঃপর ফিরে বলেন ঃ হে অমুক! তুমি কি তোমার নামায সুন্দরভাবে পড়বে না? সে কি দেখে না যে, নামাযী কিরূপে তার নামায পড়ছে? আমি (তোমাদেরকে) আমার পিছন থেকেও দেখি যেরূপ তোমাদেরকে আমার সামনে থেকে দেখি।

اَلصَّلٰوةُ بَعْدَ الظُّهْرِ

৬৪-অনুচ্ছেদ ঃ যুহরের নামাযের পর নামায।

٨٧٤- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّيْ قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّيْ بَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِيْ بَيْتِهِ وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ لاَ يُصَلِّيْ بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتّٰى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ .

৮৭৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহরের (ফরয নামাযের) পূর্বে দুই রাকআত এবং পরে দুই রাক্আত নামায পড়তেন। তিনি মাগরিবের পর নিজের ঘরে দুই রাক্আত নামায পড়তেন এবং এশার পরও দুই রাক্আত পড়তেন। তিনি জুমুআর নামাযের পর ঘরে না ফেরা পর্যন্ত নামায পড়তেন না, অতঃপর দুই রাক্আত পড়তেন।

اَلصَّلٰوةُ قَبْلَ الْعَصْرِ وَذِكْرُ اخْتِلاَفِ النَّاقِلِيْنَ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ فِيْ ذٰلِكَ

৬৫-অনুচ্ছেদ ঃ আসরের (ফরয) নামাযের পূর্বে নামায পড়া। এ সম্পর্কে আবু ইসহাক (র) থেকে হাদীস বর্ণনায় রাবীদের মতভেদ।

٨٧٥- اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ سَاَلْنَا عَلِيًّا عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَيُّكُمْ يُطِيْقُ ذٰلِكَ قُلْنَا اِنْ لَّمْ نُطِقْهُ سَمِعْنَا قَالَ كَانَ اِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هٰهُنَا كَهَيْئَتِهَا مِنْ هٰهُنَا عِنْدَ الْعَصْرِ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ فَاِذَا كَانَتْ مِنْ هٰهُنَا

كَهَيْاَتِهَا مِنْ هٰهُنَا عِنْدَ الظُّهْرِ صَلَّى اَرْبَعًا وَيُصَلِّىْ قَبْلَ الظُّهْرِ اَرْبَعًا وَبَعْدَهَا ثِنْتَيْنِ وَيُصَلِّىْ قَبْلَ الْعَصْرِ اَرْبَعًا يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِتَسْلِيْمٍ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ وَالنَّبِيِّيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ .

৮৭৫। আসেম ইবনে দামরা (র) বলেন, আমরা আলী (রা)-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, তোমাদের কার সেই সামর্থ্য আছে? আমরা বললাম, আমাদের সামর্থ্য না থাকলেও শুনতে চাই। তিনি বলেন, যখন সূর্য আসরের সময় তার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এখানে থাকতো তখন তিনি দুই রাক্‌আত নামায পড়তেন। আর যখন তার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যুহরের সময় সূর্য এখানে উপস্থিত হতো তখন তিনি চার রাক্‌আত নামায পড়তেন। আর তিনি যুহরের পূর্বে চার রাক্‌আত এবং পরে দুই রাক্‌আত পড়তেন। তিনি আসরের পূর্বেও চার রাক্‌আত পড়তেন এবং প্রতি দুই রাক্‌আত অন্তর সালাম ফিরাতেন। তাঁর এই সালাম ছিল নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাগণ, নবীগণ এবং তাঁদের অনুগামী মুসলমান এবং মুমিনদের প্রতি।

٨٧٦- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ سَاَلْتُ عَلِىَّ ابْنَ اَبِىْ طَالِبٍ عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى النَّهَارِ قَبْلَ الْمَكْتُوْبَةِ قَالَ مَنْ يُّطِيْقُ ذٰلِكَ ثُمَّ اَخْبَرَنَا قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ حِيْنَ تَزِيْغُ الشَّمْسُ رَكْعَتَيْنِ وَقَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَجْعَلُ التَّسْلِيْمَ فِىْ اٰخِرِهٖ .

৮৭৬। আসেম ইবনে দামরা (র) বলেন, আমি আলী ইবনে আবু তালিব (রা)-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিনের ফরয নামাযের পূর্বের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি। তিনি বলেন, কে সেই সামর্থ্য রাখে? অতঃপর তিনি আমাদের অবহিত করে বলেন, যখন সূর্য উপরে উঠতো তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই রাক্‌আত নামায পড়তেন এবং দুপুরের পূর্বে চার রাক্‌আত নামায পড়তেন আর তার শেষে সালাম ফিরাতেন।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

সুনান আন-নাসাঈ

(ছয় খণ্ডের বিষয়বস্তু)

প্রথম খণ্ড

(১ নং হাদীস থেকে ৮৭৬ নং হাদীস)

দ্বিতীয় খণ্ড

(৮৭৭ নং হাদীস থেকে ১৮১৮ নং হাদীস)

১৮. كِتَابُ صَلٰوةِ الْخَوْفِ (যুদ্ধক্ষেত্রে শংকাকালীন নামায)

১৯. كِتَابُ صَلٰوةِ الْعِيْدَيْنِ (দুই ঈদের নামায)

২০. كِتَابُ قِيَامِ اللَّيْلِ وَتَطَوُّعِ النَّهَارِ (রাত ও দিনের নফল নামায)

তৃতীয় খণ্ড

(১৮১৯ নং হাদীস থেকে ২৮১৭ নং হাদীস)

২১. كِتَابُ الْجَنَائِزِ (জানাযার নামায)

২২. كِتَابُ الصِّيَامِ (রোযা)

২৩. كِتَابُ الزَّكَاةِ (যাকাত)

২৪. كِتَابُ الْمَنَاسِكِ (হজ্জ)

চতুর্থ খণ্ড

(২৮১৮ নং হাদীস থেকে ৩৭০১ নং হাদীস)

২৪. كِتَابُ الْمَنَاسِكِ (হজ্জ—অবশিষ্টাংশ)

২৫. كِتَابُ الْجِهَادِ (জিহাদ)

২৬. كِتَابُ النِّكَاحِ (বিবাহ)

كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ (স্ত্রীদের সাথে সুসম্পর্ক)

২৭. كِتَابُ الطَّلَاقِ (তালাক)

২৮. كِتَابُ الْخَيْلِ وَالسَّبْقِ وَالرَّمْىِ (ঘোড়দৌড়, প্রতিযোগিতা ও তীরন্দাজি)

২৯. كِتَابُ الْاَحْبَاسِ (আল্লাহ্‌র রাস্তায় সম্পদ দান)

৩০. كِتَابُ الْوَصَايَا (ওসিয়াত)

পঞ্চম খণ্ড

(৩৭০২ নং হাদীস থেকে ৪৭০৯ নং হাদীস)

৩১. كِتَابُ النُّحْلِ (সন্তানকে দান করা)

৩২. كِتَابُ الْهِبَةِ (হেবা বা উপঢৌকন)

৩৩. كِتَابُ الرُّقْبٰى (জীবনস্বত্ব)

ষষ্ঠ খণ্ড

(৪৭১০ নং হাদীস থেকে ৫৭৬১ নং হাদীস)